INDEX

The 23rd May, 1975

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met on Thursday the 8th May, 1975 at 12-30 P. M. in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala,

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was in the Chair Chief Minister 6 Ministers, 3 Ministers of State and 1 Deputy Minister and Deputy Speaker and 46 Members were present.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members. I like to inform that the Business Advisory Committee have recommended suspension of the question hour today and the Leader of the House and Leader of the Opposition have also agreed to this during the discussion in my Chamber. This recommendation has been made for making obituary reference to Dr. Sarbapalli Radhakrishnan who died on 7th April, 1975.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা কোয়েশ্চন আওয়ার যাতে সাসপেণ্ড থাকে সেটা গ্রহণ করেছি ঠিকই। কোয়েশ্চন আওয়ারের পরে একটা অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন আমার দেওয়া আছে এবং আমি একটা অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশনের নোটিশ দিয়েছিলাম যে গত এপ্রিল মাসে খোয়াই মহকুমার শ্রীমতী চন্দ্রকলি দেবী, সাবিত্রী পাল, চবিশ্রিয়া অন্যায়, জলছড়া দেবী ও অঞ্জলী সূত্রধর অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে। এই সম্পর্কে আজকে আমি আপনার কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছি সেটা হচ্ছে— I am directed to inform you that the Hon'ble Speaker is not inclined to give his consent to the adjournment Motion being raised by you in the House on the following reasons :

It is not a matter for adjournment motion. Other opportunities may be available to raise the matter.

মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন অ্যাডমিসিবল কিনা সেই সম্পর্কে আমাদের রুলস গাইড করে। সেই রুলসে—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে আপনি অর্থাৎ বারী রেফারেন্সের পরে ডিসকাশন রাখবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, অবিচুয়ারী রেফারেন্সের পরে নয়। কোয়েশ্চান আওয়ারের পরেই এটা আসে। কাজেই আমি কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে এটা আমি বলছি। স্পীকার কোন গ্রাউণ্ড রেফার করলেন না যে কোন্ গ্রাউণ্ডে, কোন্ ধারায় এটা বাতিল করা হল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি জরুরী এবং বিশেষ ঘটনার কথা বলেন তাহলে আমি সারা ত্রিপুরার কথা এখানে উল্লেখ করিনি। কারণ সারা ত্রিপুরায় আমার কাছে ৪০টি অনাহার মৃত্যুর খবর আছে যা কয়েকদিনের মধ্যে ঘটেছে এবং তার মধ্যে ছামনু একটা তহশীলেই ১৪ জন, কমলপুরে ৪ জন, সাবরুম, উদয়পুর এইভাবে বিভিন্ন জায়গাতে অনাহার মৃত্যু ঘটেছে। ঠিক এই সময়ে কাল থেকে মোহনপুরে দুই হাজার ক্ষুধার্ত নরনারী, ছোট বাচ্চা যারা ৪/৫ দিন না খেয়ে আছে, তারা পড়ে আছে। সেখানে বি, ডি, ও পলাতক। এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তিনি মিথ্যা মিসা কাগজপত্র তৈরী নিয়ে ব্যস্ত। তিনি সময় পাচ্ছেন না সেখানে যেতে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, অন পয়েন্ট অব অর্ডার। দি কোয়েশ্চান ইজ, স্যার, যে আপনি একটা অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন ডিস-এলাও করেছেন। তিনি তাতে সন্তোষ্ট নন। যদি আইনের কোন বিধান না থাকে তাহলে আইনের কোন্ বিধানটা হয় সেটা আলোচিত হতে পারে। কিন্তু এখানে জেনারেল ডিসকাশন রেইজ করতে পারেন না। তিনি আপনার কাছ থেকে সিম্পলী আইনের ক্ল্যারিফিকেশানটাই নিতে পারেন। কিন্তু এই ষ্টেজে একটা জেনারেল ডিসকাশন হতে পারে না। কাজেই তিনি আইনের দিক থেকে সিম্পলী সেই ক্ল্যারিফিকেশান উনি আপনার কাছ থেকে নিতে পারেন। এখানে কোন বক্তৃতা বা আদার ডিবেটেবল পয়েন্টস আসতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আই এগ্রি টু দিস পয়েন্ট এবং আমি যে বক্তব্য রাখছি এটা আইনের মধ্যেই। কারণ এটা আইনের মধ্যে বলা আছে যে একটা স্পেসিফিক ম্যাটার হওয়া দরকার, রিসেন্ট অকারেন্স হওয়া দরকার এবং সেটা আর্জেন্ট হওয়া দরকার। কাজেই আমি জানতে চাইছি যে আজকে ত্রিপুরাতে দুর্ভিক্ষ যে অনাহার মৃত্যু, আমি তো সারা ত্রিপুরার কথা বলিনি। আমি ৫টি অনাহার মৃত্যুর কথা লিখেছি—ভেরী স্পেসিফিক এবং একটা আইটেমের কথা উল্লেখ করেছি। কাজেই আমি জানতে চাই যে এই অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশানটা অ্যাডমিসিবল কিনা এটা হাউসের কাছে রাখা হোক। হাউস হচ্ছে সুপ্রীম অথরিটি। আমি দেখেছি লোকসভায় ৪০ মিনিট আলোচনা হয়েছে। একটা পরিষদীয় গণতন্ত্রের যে চেহারা সেই চেহারা আমরা এখানেও দেখতে চাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলব যে আপনি এটা রেফার করুন যে এটা অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন হতে পারে কিনা। আই উইল অ্যাবাইড বাই দি ডিসিশান অব দি হাউস।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমরা একটা শর্ট ডিসকাশন চেয়েছি ত্রিপুরার বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতির উপর, ত্রিপুরাতে যে বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা চলছে সেটা সম্পর্কে। আমার মনে হয় যে বিষয়বস্তুটা এখন আছে সেটা শেষ হয়ে গেলে পরবর্ত্তী সময়ে সুযোগ পাব। আমি কালকে দিয়েছি এবং আমার মনে হয় এটা আজকে আসছে এবং এলে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পাব। অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন যদি রিজেক্টেড হয়ে

থাকে, লোকসভাতে অনেক কিছু হয়। আমাদের এখানে তা কিছুই হয় না। অ্যাডমিসিবি-লিটি সম্পর্কে লোকসভাতেও বিতর্ক হয়, অনেক সময় দেওয়া হয়। এই সুযোগ আমাদের এখানে থাকে না। অনেক সময় বিরোধী দল থেকে যে সব কথা বলা হয় সেগুলি পরবর্তী-কালে বলা হয় যে এটা একসপাঞ্জ করে দেওয়া হোক। এইসব জিনিষ হয় যার ফলে ইতিপূর্বে এই সভা উত্তপ্ত ছিল, আজকে এই হাউস বসেছে এবং রাজ্যে আজকে যে ভয়াবহ অবস্থা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় যে পরবর্তী কালে যদি আলোচনার সুযোগ থাকে তাহলে বিরোধী দল তার সুযোগ গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— সেই আলোচনার সুযোগ থাকবে বলছি। ডিউরিং ডিসকাশন অন ভোট—

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :-- আমার আর একটা কথা। আমার একটা কলিং অ্যাটেন-শান নোটিশ ছিল, তার কি হল ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার আমি একটা কোয়েশ্চান রেইজ করেছি। সেই কোয়ে-শ্চানটা হচ্ছে যে কোন্ গ্রাউণ্ডে অ্যাডমিসিবল হল না সেটা আপনার এই চিঠিতে নাই। কাজেই হাউস বুঝতে পারল না যে কি কারণে এটা অ্যাডমিসিবল হল না। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে হাউস এখনও সুরু হয়নি। সেটা প্রশ্ন নয়। অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন হচ্ছে গভর্ণ-মেনটকে নিন্দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এটা আনা। তার প্রো-হোল্ডার, প্রো-ল্যাণ্ডলর্ড, প্রো-মনোপলির যে নীতির ফলে আজকে মানুষ মরছে সেটাকে হাইলাইট করা। সেটা শর্ট ডিস-কাশন আসছে, যখনই হোক তাতো হবেই। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অনুরোধ করব যে এটা অ্যাডমিসিবল কিনা এটা হাউসে আলোচনা হোক।

মিঃ স্পীকার :— আমি রেফারেন্স করছি 'Perliamentary Procedures in India' by A. R. Mukherjee. "An adjournment Motion can be brought before the House only and the consent of the presiding officer. In giving or refusing his consent the Presiding Officer will see whether the motion infringes any of the above mentioned rules. If it does not infringe, the Presiding Officer gives his consent." Now, the matter can be raised in the discussion on the demands for grants of the Ministry. According to Kaul—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এটাতো স্যার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা ইনভলভড করে কিনা মোর দ্যান অর্ডিনারী একটা এডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার কি বলতে চান যে অনাহার মৃত্যু এটা হচ্ছে অর্ডিনারী ? যদি এই কথাই আপনি বলতে চান যে কংগ্রেস রাজত্বে অনাহার মৃত্যুটা স্বাভাবিক এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয় তাহলে আমরা বলতে রাজী আছি যে ওরা এটা অস্বাভাবিক মনে করেন না। আর যদি মনে করেন যে এটা অস্বাভাবিক, তাহলে এটার উপর আপনার এডজোর্ণমেনট মোশানের অনুমতি না দেওয়ার কোন কারণ আমি দেখছি না। যেখানে ৫টী স্পেসিফিক নাম আমি বলেছি.....

Mr. Speaker :— I have refused the matter according to practice (interruption)

Shri Nripendra Chakraborty :— এটা অত্যন্ত undemocratic wayতে আপনি করেছেন। আপনি কোন কৈফিয়ত দিতে পারছেন না। ইউ হ্যাভ ফেইলড।

Mr. Speaker :— I have given sufficient ground for my refusal (interruption) Now let me go to next item of the business.

Shri Kalipada Banerjee :— স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল।

Mr. Speaker :— All the Calling Attention Notices are under my consideration.

Shri Kalipada Banerjee :— পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে সে সম্পর্কে আমার কলিং এটেনশান নোটিশ সেটা বিবেচনার জন্য থাকবে কেন, আমি কাল দিয়েছি? আমার কলিং এটেনশান সম্পর্কে আমি জানতে চাই—পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে নির্বিচারে মানুষের উপর, তার উপর কলিং এটেনশান সেটা বিবেচনার জন্য থাকবে নাকি?

Mr. Speaker :— All the notices are in the office. I have no time to go through all the notices.

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— স্যার, ২৪ ঘণ্টা আগে নোটিশ দেওয়ার পর এটা হতে পারে না—পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে মানুষের উপর এবং সেই সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট প্রেস রিলিজ দিয়েছে। আর আজকে সেই কলিং এটেনশান নোটিশ আসবে না? যেখা মানুষের উপর লাঠি চার্জ করেছে। স্যার, আমার কলিং এটেনশান নোটিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার কলিং এটেনশান সম্পর্কে আমি আমার ডিসিশান রিসেসের পর জানাব।

শ্রী তাপস দে :— স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল। আগামী ১২ তারিখ থেকে কলেজের বি, কম, পার্ট ওয়ান পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে। কলেজ শিক্ষকরা ডিসিশান নিয়েছে যে তারা ইউ জি সি. স্কেল না পাওয়া পর্যন্ত তারা পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেটরের কাজ করবেন না এবং পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষক সমিতি একটা চিঠি দিয়েছেন যে তারা ত্রিপুরা ছাত্রদের কোন খাতা দেখবেন না। এটার সঙ্গে স্যার, ত্রিপুরার ৩ হাজার ছাত্র ছাত্রীর ভাগ্য জড়িত। একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে ১২ তারিখ জানান হবে। ১২ তারিখ তাদের পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে, ১২ তারিখ তাদেয় জানান হবে এটাতো হতে পারে না। আজকেই চীফ মিনিষ্টার বা যিনি মিনিষ্টার-ইন-চার্জ একটা ষ্টেটমেণ্ট করুন, এই সম্পর্কে কি বক্তব্য রাখবেন। ১২ তারিখ যদি উনারা জানান তাহলে ১২ তারিখ পরীক্ষা এবং আজকের মধ্যে যদি কিছু না হয় তাহলে ৩ হাজার ছাত্র ছাত্রীর ভাগ্য নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলতে পারি না। আজকেই আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়।

মিঃ স্পীকার :— আপনার কলিং এটেনশানের জবাব আমি আফটার রিসেস জানিয়ে দেব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— স্যার, আমার একটা সর্ট নোটিশ ডিসকাশন ছিল।

মিঃ স্পীকার :— আমি পেয়েছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— স্যার, আমি বলছি এই কথা, আজকে যখন আমাদের অন্যান্য বিজনেস নেই—খাদ্যসংকট, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, খরা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমি আপনাকে আগেই নোটিশ দিয়েছি এবং সেই সম্পর্কে আজকের লিষ্ট অব বিজনেসে কিছুই দেখলাম না স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আজ না হউক পরে হতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— এতবড় একটা খাদ্য সংকট চলছে, সেই সম্পর্কে পরে ডিসকাশান চলবে ?

মিঃ স্পীকার :— পরে মানে ২ মাস পরে নয় (ইন্টারাপশান) এই সেশানেই হতে পারে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আজকেই ডিসকাশান হতে হবে (ইন্টারাপশান)

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— জনতাকে আজকে অপজিশন পার্টি ভুল বুঝাচ্ছে। সেজন্য এই ব্যাপারে আমি আজকেই আলোচনা করতে চাই, আমি এ সুযোগ চাইছি আমি অনুরোধ করছি আপনি বিসেসের পর ডিসকাশনের জন্য টাইম দিন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, বিসেসের পর আমি খুব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আপনি এক্সেপ্ট করেছেন এই কথা বলেছেন। সর্ট ডিসকাশান আপনি এক্সেপ্ট করেছেন এই কথা আপনি বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলেছি এই কথা ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হাঁ, এডজোর্ণমেন্ট মোশান সম্পর্কে আমি যখন বললাম যে সুযোগ পাচ্ছে—আপনি বলেছেন যে হাঁ, আজকেই হবে আলোচনা।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলেছিলাম যে other opportunities may be availed of by them.

Shri Kalipada Banerjee : – আলোচনা হবে আজকেই।

মিঃ স্পীকার : – এটাতো এডজোর্ণমেন্ট মোশানের উপর (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি এডজোর্ণমেন্ট মোশান সম্পর্কে বলছি না। আমি সর্ট নোটিশ ডিসকাশান চাইছি। আমি নোটিশ দিয়েছি। নোটিশ কি আপনি পান নি ? সেটা আমি আজ নিজে দিয়েছি। নোটিশ কি আপনার সামনে নেই ?

মিঃ স্পীকার :— This is not on my table now.

Shri Kalipada Banerjee :— এটা কি স্যার, তাহলে কি করে হাউস চলছে। এটা কি কথা (ইন্টারাপশান)

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— একটা নোটিশ একজন মেম্বার দিয়েছে, সেটা ইমিডিয়েটলী আসা উচিত। অথচ আপনি বলেছেন যে বিবেচনাধীন আ[illegible] আপনার কাছে কাগজ নেই।

মিঃ স্পীকার :— আমার অফিসে আছে, এখন আমার টেবিলে নাই। Now, it has been brought to my notice. We may go to the next item of the business.

OBITUARY REFERENCE TO THE PASSING AWAY OF DR. SARBAPALLI RADHAKRISHNAN

The death of Dr. Sarbapalli Radhakrishnan, Philosopher, Statesman, Diplomat, Scholar, Humanist and Idealist on the 17th day of April, 1975 has taken away the distinguished son of India. Dr. Radhakrishnan belonged to the small hand of Indians who had risen to eminence in the early years of this century and built up an international reputation through their own personal attainments. Since Independence despite the fact that he had not participated in the freedom struggle directly, he rapaidly grew in the stature as National Leader.

Born on September 5,1888 Telegu Brahmin parents in Tiruttani in chittoor district of Andhra Pradesh. After his schooling at Tiruttani & Tirupati he studied at Voorhee's College at Voller. He took his M. A degree in philosophy from the Madras University in 1809 and M. A. degree from Oxford in 1936. Became Lecturer of Philosophy in the Presidency College, Madras in 1909 and rose to the professorship in the said College in 1917. After teaching at Presidency College, Madras and Mysore University, he eame to Calcutta University in 1921 and King George V. Professor of Philosophy— In 1918, while teaching at Madras, Dr. Radhakrishnan published his first book 'The Philosophy of Rabindra Nath Tagore.' He was among the earliest scholars out side Bengal to discern the fact that Tagore was a Philosopher— Later more widely accepted when the poet was elected President of the Indian Philosophical Congress. Tagore was agreeably, surprised at the 'earnestness of endeavour' the book re-valued. While at Calcutta University, Dr. Radhakrishanan published what is perhaps the most important among his numeriows works—the two volumes 'Indian Philosophy'. He was among the few interpreters of Indian Philosophy to the West who had made a deep study of Christianity. His Book has thus remained a standard work for Western Students of Indian Philosophy. He gained international fame in 1926 when he was invited to deliver 'Upton Lectures' at Oxford. Cicago University also invited him to deliver the 'Haskell Lectures' on comparative Religion. Like the 'Upton Lectures' in England, this made his name well known in the U, S. A. In 1931 Dr. Radhakrishnan became Vice-Chanceller of Andhras University and was nominated a member of the Committee for Intellectual

Co-operation of the League of Nations. In 1936 he was appinted Spalding Professor of Eastern Religion and Ethics at Oxford. In 1939 he was elected a Fellow of the British Academy the first Asian to join the body, Became the Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University in 1939 and continued in that position until 1948. He led the Indian delegation to UNESCO from 1946 to 1952 and presided over its general conference Was appointed Chairman of Indian Universities' Commission in 1948. In 1949 he was appinted Ambassader to Moscow and was looked upon with regard by Marshal Stalin, as was evident from a special audience given to Dr. Radhakrishnan on the very day of his arrival in Moscow.

In May, 1952 Dr. Radhakrishnan became the Vice-President of India and was elected to the same high office in 1957. In 1954 Dr. Radhakrishnan was conferred the highest award of honour 'Bharat Ratna'. Among other honours conferred on him were British 'Knighthood' (1931), Master of Wisdom (Mongolia 1957), Goethe Plaquettel (1959) and Templetion Foundation Prize for progress of religon (1975). In 1962 Dr. Radhakrishnan was elected President of India and he served the country during the difficult and trying period of the Chinese aggression in 1962 and the Indo-Pakistan conflict in 1965. He utilised his Republic Day speech in 1967 to pay fare-well to the nation and to announce that he was not interested in another term as President. He bowed gracefully out of office in May, 1967. Thereafter, he led a quiet life at Madras devoting his time and energy to his first-love, persuit of knowledge and scholarship.

This house keeps on record its great reverence and respect to the departed soul.

I would request the Hon'ble Members to stand on their legs and observe two minutes silence as mark of respect to the departed soul.

(The Members stand on their legs and observed two minute's silence)

OBITUARY REFERENCE TO THE PASSING AWAY OF PADMAJA NAIDU

Miss Padmaja Naidu, former Governor of West Bengal was born on the 17th day of November, 1900 at Hyderabad, Besides her mother's wit and charm, she had also inhavited from her mother, Sorojini Naidu, her cheerfulness and robust sense of numour, Her studies at home covered on astonishing range of subjects, though again like her mother her great love was poetry, The scion of a distinguished family which played a great part in the freedom movement, Miss Naidu was close to leading figur es in the Political arena and was much influenced by them. She entered the Politics at 21 but her health did not permit her active participation in politics, Miss Naidu was jailed for a brief term for taking part in Mahatma Gandhi's "Quit India" movement of 1942. In 1923 Miss Naidu founded the "Plague Relief Association" at Hyderabad, She also started the Hyderabad branch of the "Indian Conference of Social Works" and was connected with the Osmania University Senate.

In 1950, she was elected to parliament from Hyderabad, but resigned her seat two years later because of ill health.

Miss Naidu was appointed Governor of West Bengal in October, 1956 in which position she continued till May, 1967. She was the Chairman of the "Nehru Memorial Museum & Library" from 1968 to 1974. She was also Vice-Chairman of the "Nehru Memorial Fund" in 1962. she was awarded "Padma Vibhusan".

Miss Naidu was associated with the All India Handicraft Board, Bharat Sevak Samaj, Planning Committee of the former Hyderabad Government. She was also the Chairman of Indian Red Cross and of the Bangladesh Refiugee Assistance Committee.

Miss Padmaja Naidu like her great mother, Sarojini Nidu has left and indeliable mark on Indian Public life. With the death of Miss Padmaja a great life has come to a close.

This House keeps on record its great reverence and respect to the departed soul.

Hon'ble Members are requested to stand on their legs and observe two minutes silence as a mark of respect to the departed soul.

(The Members stand on their legs and observed two minutes silence)

The House stands adjourned till 3-00 P. M. to day.

(After adjournment of the House)

Mr. Speaker :— Now, I shall announce the report of the Business Advisory Committee setting the business of the House for to-day, the 8th May '75. I call on Shri Usha Ranjan Sen, Dy Speaker, designated by me to move the Motion that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

Dy. Speaker :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, রিপোর্টটা কোথায় ?

Mr. Speaker :—I think that the report has already been supplied to every member. Now, the question before the House is the Motion moved by Shri Usha Ranjan Sen, Dy, Speaker, that this House agree with th allocation of time proposed by the Business Advisory Committee, As may as—

(Interrupted saying no, no,......)

Mr. Speaker :— Order please, order please.

Shri Nripendra Chakraborty :— Point of order Sir, পয়েন্ট অব অর্ডারে আমার রাইট আছে স্যার, বলার ?

মি: স্পীকার :-- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এইটা যদি পাশ হয়ে যায়, তাহলে এইটার মধ্যে তো থাকতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— এইটাতো সেইমের রিপোর্ট, কি করে এইটার মধ্যে থাকবে ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমরা যেখানে এই রিজিউলেশন এণ্ড প্রস্তাবটা হাউসে পাশ করছি তখন এর ভিতরে যদি, হাউস অ্যাকসটেনশন করতে হয়, কাজেই সেইসব যদি না থাকে, আমরা প্রথম দিকে বলেছিলাম এইটা স্পেশিয়েল সেশন এবং আজকেই এইটা শেষ হয়ে যাবে, সেই কথাটা থাকা উচিত ছিল।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— স্যার, আমার মনে হয় যে এই মেতে যে বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির সিটিং হয়েছিল এবং তাদের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট যদি এখানে হাউসে প্লাচ করা হয়, সেইটা যদি ঠিক হয় তাহলে আপনি পড়ুন।

মিঃ স্পীকার :— সেইটা তো আমি পড়তে যাচ্ছিলাম। সেই রিপোর্টটা আপনাদের দেওয়া হয়েছে সেইটা আপনারা পড়ুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সেই রিপোর্টের মধ্যে কিছু নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এইটা কি ঠিক যে সেই সেম রিপোর্টটা বুলেটিনে দেওয়া হয়েছিল ?

মিঃ স্পীকার :— ধরুন, দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— অ্যাকজেকটলি, তাহলে এইটা হাউসে অনার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট হিসাবে আপনাদের প্রত্যেক মেম্বারের ড্রয়ারে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি বলছি যে বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির রিপোর্ট হাউসে দিতে পারেন, বুলেটিনেও দিতে পারেন। হাউসে যদি দেওয়া হয় তাহলে এখানে দুয়ারে আসার কথা নয়। আগে যদি সার্কুলেট করে থাকে তাহলে এখানে এখন হাউসে দেওয়া হল কেন ? আর যদি দেখা যায় যে হাউসের মধ্যে আপনি আনছেন তাহলে আমরা পারি।

মিঃ স্পীকার :— সেটা সংগে সংগে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আমি আমার অবজারভেশনটা বলছি। যে কারণেই হোক—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অন্যান্য সদস্যদের কথা আপনারা শুনছেন না, এটা ঠিক নয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— যাদের দরকার আছে তারা শুনতে পারেন। আমরা শুনতে রাজী নই।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আমাদের এখানে যে কনভেনশন আছে আমি এই কথাটাই বলছি। আমাদের এখানে কনভেনশন হচ্ছে আগে টেবিলে দিয়ে দেওয়া হয় এবং এটা আমরা হাউসে দাবী করেছি—আগে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির রিপোর্ট সংগে সংগে দেওয়া হত এবং দিয়ে পাশ করা হত। কাগজটা দেখতে পারতাম না এবং তখন আমরা দাবী করলাম যে আমরা যেটা পাশ করছি সেই কাগজটাই দেখতে পাই না। তখন বলা হল অগ্রিম কাগজটা আপনাদের কাছে পৌছে দেওয়া হবে এবং সেইভাবে টেবিলে দিয়ে দেওয়া হয়। সেটা আমাদের এখানে সিষ্টেম হয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, রিপোর্টটা হচ্ছে সিক্রেট; বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির রিপোর্ট হচ্ছে সিক্রেট রিপোর্ট। হাউ ক্যান ইউ সার্কুলেট? অর্ডার আপনি বুলেটিন করে পাবলিশ করবেন অথবা হাউসে রাখবেন। সেজন্য আমি জানতে চাইছিলাম। এটা যে ড্রয়ারে রাখা হয়েছে, এটা কি বুলেটিন করে রাখা হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :— রিপোর্ট হিসাবে রাখা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হাউসের কাছে না এসে কোন রিপোর্ট হতে পারে?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— দিস ইজ দি ফরম ইন হুইচ উই আর কীপিং।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি আর একটা জিনিস জানতে চাইছি যে আজকে যে ৮ তারিখের বিজনেস সেটা দেখা যাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু অনারেবল স্পীকার, যে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির কাছে না গিয়ে আমরা বিজনেস করে ফেলছি। রিপোর্ট তো আগে হাউসে আসতে হবে। পরে ভোটে দিতে হবে। আমি জানতে চাইছি যে আজকে যে আমরা হাউসে বিজনেস করেছি, এটা কি বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির সিদ্ধান্ত হিসাবে করেছি?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ তাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— যদি করে থাকি তাহলে এটা কি রিপোর্ট হিসাবে এল না বুলেটিন হিসাবে এল?

মিঃ স্পীকার :— আজকের ফোরনুনে প্রথমেই যেটা বলেছিলাম সেটা আমি আবার আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি—"Hon'ble Members, I like to inform that the Business Advisory Committee have recommended suspension of the Question hour today and the Leader of the House and Leader of the Opposition have also agreed to this during the discussion in my Chamber. This recommendation has been made for making refernce to Dr. Sarba Palli Radhakrishnan who died on 7th April, 1975 and also Miss Padmaja Naidu who died on the second May, 1975". I took it as the House agreed to this recommendation.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে সবটা রিপোর্টের মধ্যে কি করে দিলেন আমাদের ড্রয়ারে?

মিঃ স্পীকার :— পরবর্তী সময়ে সেটা ড্রয়ারে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে দ্যাট ইজ দি পার্ট অব দি বিজনেস অ্যাডভাইসরি রিপোর্ট।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ। যেটা আফটার বিসেস এসেছে সেটা হল— 'Presentation and adoption of Business Advisory Committee's Report and laying of the communication received from Rajya Sabha regarding ratification and of amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament, which seeks to make Sikkim a State in the Union and the Short title of which has been changed into the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975'."

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এখন আমার জানার দরকার হচ্ছে আজকে বিস্‌নেস অ্যাড-ভাইসরি কমিটির কোন মিটিং হয়েছে কিনা এবং তার কোন রিপোর্ট আসবে কিনা হাউসের সামনে। কারণ উই আর ওরিড। খবরের কাগজে দেখেছি যে একদিনের সেসান হচ্ছে।

মি: স্পীকার :—খবরের কাগজে কি লিখেছে সেটা ইমপোর্টেন্ট নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র ক্রবর্তী :—আমার কাছে খুব ইমপোর্টেন্ট। কাজেই হাউস জানতে চাইছে যে হাউসের সামনে বিস্‌নেস কি আছে, এটা হাউস জানার জন্য আগ্রহী। আমি জানতে চাইছি যে বিস্‌নেস অ্যাডভাইসরি কমিটীর ২ তারিখের পরে কোন মিটিং হয়েছে কি না এবং তার কোন রিপোর্ট আছে কিনা এবং সেই রিপোর্ট আজকে হাউসের সামনে উপস্থিত করা হবে কিনা।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বারস, আই শ্যাল অ্যানাউন্‌স লেটার টুডে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এটাকে আপনি ভোটে দিচ্ছিলেন। মিটীং হয়েছে কিনা, মিটীং সিদ্ধান্ত কি নিয়েছে ?

(গণ্ডগোল)

আজকে কি রিকমেণ্ড করছেন বিস্‌নেস অ্যাডভাইসারি কমিটি আজকের মিটীংএ, সেটা বলবেন ?

মিঃ স্পীকার :—সেটা আমি পরে অ্যানাউন্‌স করব। আজকে বিস্‌নেস শেষ হওয়ার আগে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার যতদূর মনে পড়ে বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি যখন ২ তারিখে বসে সেখানে কথা হয়েছিল যে আবদুয়ারি রেফারেন্সের পরে সিকিম বিলটা আসবে এবং তারপরে আমাদের আলোচনা যে অর্ডারে হত তাতে যথেষ্ট সময় থাকবে। তারপর আজকের যে বার্নিং প্রোবলেম খরা এবং খাদ্যাভাব তার জন্য আলোচনার সময় দিতে হবে। সেখানে আমরা কলিং অ্যাটেনশান আনব অথবা শর্ট ডিস্‌কাশন-এর জন্য জেনারেল মোশান আনব, যেভাবেই আসবে খরা পরিস্থিতি এবং খাদ্য পরিস্থিতির জন্য সময় দেওয়া হবে এই কথাটা লাষ্ট বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটীর মিটীংএ সেটা আলোচনা হয়েছিল এবং সেটা প্রায় সব মেম্বারই রাজী হয়েছিলেন। তড়িতবাবুও ছিলেন, ডেপুটি স্পীকারও ছিলেন। কিন্তু আজকের যে বিস্‌নেস অ্যাডভাইসরি কমিটীর রিপোর্টটি দেওয়া হল তাতে সেই কথাটা নাই। (ভয়েস—বাঃ বাঃ এটা কি করে হল) আমি আশা করব যে মাননীয় তড়িতবাবু এই সম্পর্কে বলবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, এটা কি করে হয় যে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটীতে ডিসিশান হয় আর আমাদের আর এক রকমভাবে উপস্থিত করা হয়। এটা সিরিয়াস ম্যাটার।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। জিনিষটা আলোচনা হয়েছে যে এজেণ্ডাতে থাকবে কিনা। তিনি বলেছেন যে এইরকম আসতে পারে। আর একটা জিনিষ বলছি যে প্রোসিডিংস অব দি বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি মাষ্ট বি কেপট সিক্রেট। কমিটীর যে রিপোর্টটা আসবে সেটাই আলোচিত হতে পারে। কমিটীর মধ্যে কে কি

বলল সেটা আলোচনার বিষয় হয় না। আমি কথাটা বলছি, সকলেই যখন বলছেন—অনারেবল মেম্বাররা নিশ্চয়ই জানেন যে একটা কমিটিতে যে কথাগুলি হয় তার ডিটেলসটা সেখানে আসে না। যাই হোক, কথাটা যখন উঠেছে এটা পার্লামেন্টারী কনভেনশান যে যারা সেখানে থাকেন, তারা সেখানে কি কথা হল সেটা হাউসের মধ্যে তারা তোলেন না। শুধু ডিসকাশনটাই উঠে। তাহলেও যেহেতু আমার কথাটা বলেছে—জিনিষটা হয়েছিল এই, তা কি আসবে, সেটা কলিং অ্যাটেনশান হবে, আমি যে বলেছিলাম যে এটা এজেন্ডার মধ্যে অন্যভাবে হওয়ার প্রয়োজন নাই, এটা আসবে, এটা যখন আসবে নরম্যাল কোর্সে যদি এইরকম নোটিশ আসে তখন সেটা বিবেচিত হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—বিজনেস এডভাইসরী কমিটির সদস্য প্রফুল্ল বাবু এইভাবে সেখানে আলোচনা করেছেন তখন আপনি বলেছেন যদি কোন সর্ট নোটিশ দেওয়া হয় বা এইভাবে ডিসকাশানের স্কোপ দেওয়া হয় তারপর সেই সুযোগ আসবে। আপনি সেখানে এই কথা বলেছেন ফর্মেলি আমি এখন কিছু বলতে পারব না। আপনারা প্রপারলি নোটিশ দেন তাহলে সেই সুযোগ আসবে। কিন্তু এই এজেন্ডাতে দেখছি যে উনি অলরেডি সর্ট নোটিশ দিয়েছেন, কিন্তু সেই স্কোপ এখন নেই। কাজেই আপনি যে কথা বলেছিলেন যে স্কোপ দেবেন পরিস্কার দেখছি যে এখন —সিক্রেট—উনি বাবু যে কথা বলছেন যে সিক্রেট—এটা প্রকাশ করা যায় না, এটা ঠিক নয়। এবং আমরা ধরে নিয়েছি, আপনাকে নোটিশ দিয়ে পরে সেই সুযোগ তারা পাবে। কিন্তু আজকের বিজনেসে দেখছি সেই সুযোগ আপনি দেন নি।

মিঃ স্পীকার :—সুযোগ আছে, আলোচনার সুযোগ পাবেন (ইন্টারাপশান)।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় সদস্য প্রফুল্ল দাস যে পয়েন্ট রেইজ করেছেন এবং এই সম্পর্কে যে আলোচনা হচ্ছে এবং মাননীয় সদস্য অনিল সরকার কমিটি মিটিংয়ে তারা কি কি বলেছিলেন সেটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে সেটা হতে পারে কি না আর একটা প্রশ্ন প্রফুল্ল বাবু যে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন কলিং এটেনশান দেওয়ার বা সর্ট ডিসকাশান চাওয়ার যথেষ্ট সময় আছে। আজকে তো প্রথম দিন। যথারীতি হাউসের ব্যাপারে স্পীকারের কাছে প্রেস করা হবে, তারপর আলোচনা হবে। ইন এডভান্স কি করে আলোচনা হতে পারে, তার দাবি হাউসে করতে পারেন না (ইন্টারাপশান)।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কলিং এটেনশান ইজ রেডী (ইন্টারাপশান)।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—কমিটি মিটিংয়ের যে ডিস্‌কাশান সেটা সিক্রেট (ইন্টারাপশান)।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কাদের জন্য সিক্রেট, কিসের সিক্রেসী (ইন্টারাপশান) কলিং এটেনশান ইজ রেডি। কলিং এটেনশান এখানে থাকতেই হবে—নো সিক্রেসী (ইন্টারাপশান)।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কমিটি হচ্ছে একটা মিনি হাউস, সেই মিনি হাউসের যে কোন রিপোর্ট যদি হাউসে আসে সেই সম্পর্কে যে কোন সময়ে আমরা সর্ট ডিসকাশন করতে পারি—নো সিক্রেসী (ইন্টারাপশান—ভয়েস—ইয়েস, ইয়েস সর্ট আলোচনা হতে পারে, কোন সিক্রেসীর প্রশ্ন নাই। বিফোর দি লেজিসলেশান অব দি হাউস—হাউসে সাবমিট করার সংগে

সংগে সেটা আর সিক্রেট থাকছে না। আমি বহু বছর এসেম্বলীতে বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হিসাবে ছিলাম, আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তা থেকে বলছি হাউসে প্লেস হওয়ার পর কিছু সিক্রেট থাকে না, যেহেতু হাউস ইজ দি সুপ্রীম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, একটা কথা এখানে মিসআণ্ডারষ্টেণ্ডিং হচ্ছে। এই যে সিক্রেসী কথাটা, এটা মিসআণ্ডারষ্টেণ্ডিং হচ্ছে এই জন্য যে ডিসকাশানটা this is not to be reported—that is secret Minuites of the report that is secret. কিন্তু একটা ডিসিসাম যদি হয় সেই ডিসিশানটা যদি রিপোর্ট না থাকে তাহলে every Member has right to question the decision itself এখানে সিক্রেসীর কোন প্রশ্ন হয় না। অনারেবল মেম্বররা বলেছেন যে একটা ডিসিশান এইভাবে হয়েছিল, রিটেন হউক আর আণ্ডারষ্টেণ্ডিং হউক যে আরও কিছু এজেণ্ডা থাকবে, তার মধ্যে সট ডিসকাশান একটা এবং কলিং এটেনশান ইফ এনি। এটা আমাদের সাধারণত থাকে, সেগুলি না থাকাতে রিপোর্টটা ইনএ্যাকুরেট হয়েছে কিনা, প্রশ্নটা হচ্ছে যে রিপোর্ট হওয়া উচিত ছিল, সেটা যদি না থাকে ন্যাচারেলী (ইন্টারাপ্‌শান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এলটমেন্ট অব টাইম হচ্ছে—এখানে কলিং এটেনশান ইফ এ্যানি—তার জন্য ১০ মিনিট বা ১৫ মিনিট থাকে, এটাই নিয়ম (ইনটারাপ্‌শান)।

শ্রী তড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, ইনস্পাইট অব অল দিজ থিংজ আপনি আজকে যখন হাউস আরম্ভ হয় কোন কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন—কলিং এটেনশান পাওয়া গিয়েছে কি না, আপনি তখন বলেছেন যেগুলি পাওয়া গিয়েছে আমি তার ডিসিশান দেব। আপনি কোন নিষেধ করেননি। কাজেই এটার বেসিসে যদি এর মধ্যে নূতন কিছু এসে যায় স্পীকার এ্যাট হিজ ডিস্ক্রীসান তিনি সেটা করতে পারেন (ইন্টারাপ্‌শান)

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ৫ তারিখ বিজেনেস্ এডভাইজারী কমিটির ডিসিশান সম্পর্কে একটু আগে যা বললাম সেটার কন্টিনিউশানে মাননীয় তড়িতবাবু তিনি বলেছেন যে যা আলোচনা হয় তাই ডিসিশান হিসাবে গ্রাহ্য করা হয় না। কিন্তু যে আলোচনা হয়েছে, আজকে যে বিজনেসগুলি এসেছে হাউসে সেটা কি আলোচনা ছাড়াই হয়েছে? আর সেটা যে ডিসিশান হিসাবে নেবেন না এই কথাতো বলা হয় নাই। ডিসিশান হিসাবে নেবে মনে করেই আমরা কোনটা অবিচার রেফারেন্সে আসবে, কোয়েশ্চান থাকবে কি থাকবে না—কোয়েশ্চান আওয়ার তো থাকার কথা নম্মলী—এটা থাকবে না এই ডিসিশান নিয়েছে বিস্‌নেস এডভাইজারী কমিটি। সুতরাং যেটা থাকার না থাকার কথা সেটার ডিসিশান নিয়েছে বিজনেস এডভাইজারী কমিটি। সুতরাং আমরা মত দিয়েছি, আবার পরে নোট রেখেছেন কি না সেটা আমরা দেখিনি, সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখিনি, আমাদের অনেষ্ট ফেথ আছে, গুড ফেথ আছে যে উনারা নেবেন সেজন্যই আমারা ডিসিশান পুনরায় পড়ে দেখিনি। কোন সময় চেক আপ করি না এবং সেদিনেরটাও করি নাই। সুতরাং সেদিন শুধু আলোচনার ভিত্তিতে যে ডিসিশান হয়েছিল যে কোয়েশ্চান আওয়ার—নম্মালি কোয়েশ্চান আওয়ার থাকার কথা কিন্তু সেদিনের জন্য আসবে না। সেদিনের জন্য থাকবে না, যেহেতু খরা পরিস্থিতির, জরুরী অবস্থার খরা পরিস্থিতি আলোচনা বা খাদ্যাভাব জনিত আলোচনার জন্য আমাদের

সময়ের দরকার সেজন্য কোয়েশ্চান আওয়ার বাদ দিয়েছি। সুতরাং উনি যে বললেন যেটি আলোচনা হয়, সেটাই ডিসিশানে আসবে—আমি এত ইরেসপনসিবল হয়ে কথা বলছি না তড়িতবাবু যেমনটি মনে করছেন, আমার মনে হয় আমার সম্পর্কে উনার ধারনা রেসপন্সিবল ধারণা নয়। আমরা ঐদিন সকলের সংগে আলোচনা করে সকলে একমত হয়েছি এবং আমাদের সেক্রেটারী সাহেব বলেছেন যে এটা মেনেজ করা যাবে, কথা প্রসংগে এই কথা বলেছেন। সুতরাং আমরা ধরে নিয়েছি যে সেটা সেই ভাবে হবে আমরা আপত্তি করি নাই। সুতরাং যা আমাদের ডিস্কাশানের ভিত্তিতে ডিসিশান হয়েছে অংগুলির মধ্যে সেটাও ডিসিশানে আসবে এই গুড ফেথ থাকাটা যদি অসংগতই হয়েছে। আর একটা কথা হচ্ছে, মাননীয় দত্ত সাহেব বললেন আমার কলিং এটেনশান থাককে না—এটা বিজনেস এডভাইজারী কমিটি ঠিক করে দেবে। (ইন্টারাপশান)

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত :— আই প্রটেষ্ট (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— অর্ডার প্লীজ।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস :— কলিং এটেনশানের জন্য সেদিন টাইম এলট হবে কি হবে না, সেটা বিজনেস এডভাইজারী কমিটি দেবেন কি দেবেন না—আমার মনে হয় উনি খুব টায়ার্ড বলে আমার কথা বুঝতে পারছেন না। আমি যা বলেছি উনি এটেনটিভলী শুনছেন না, প্রতিবাদ করতে হবে বলেই বলেছেন। আমি বলছি-ডিউ রেসপেক্ট দিয়েই বলছি। সেদিন আমরা টাইম সম্পর্কে সেই টাইম আমরা কার্টেল করেছিলাম—কোয়েশ্চান আওয়ার—সেটা একটা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—যে আজকে সারা রাজ্য জুরে, সারা এসেম্বলী জুরে যে কথাটা অনুরণিত হচ্ছে মনে, সেটা হচ্ছে খরা এবং খাদ্যাভাব। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কলিং এটেনশান আসতে পারে খাদ্যের উপর, যদি আসে তার জন্য টাইম থাকতে হবে। সেটা আমাদের কর্ত্তব্য।

শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— ৫ তারিখের মিটিং সম্পর্কে (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker --Yes, he may frequently come to me.

Shri Samir Rn. Barman :— Yes, Yes.

Shri Subal Ch. Biswas :— ৫ তারিখের বিজনেস এডভাইজারী কমিটির সম্পর্কে বলছি…মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী তিনি যে কথাটা বলেছেন যে এই খরা সম্পর্কে—

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাইক ওয়ার্ক করছে না স্যার,

শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— উনি যে কথাটা বলেছেন যে আমরা বলেছিলাম যে বিস্নেস অ্যাডভাইজারী কমিটি থেকে একটা এজেণ্ডা আমরা রাখি যে খরা পরিস্থিতি খাদ্যাভাব সম্পর্কে, বলেছিলেন যে এইটা বিস্নেস অ্যাডভাইজরী কমিটির এক্তিয়ারের বাইরে বিশেষ করে এই এজেণ্ডা যেটাতে থাকবে খরা জনিত পরিস্থিতি এবং খাদ্যাভাব সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ, পার্টিকুলারলি এই এজেণ্ডাটা এইটা দেওয়ার মধ্যে কিছু অসুবিধা আছে। এই কথাটা

উঠেছিল, উঠার পরে আমি বলেছিলাম যে ঠিক আছে। তখন মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে কলিং অ্যাটেনশান বা অন্যান্য আরও বিষয় আছে তার মধ্যে এইটা আসতে পারে। এই কথাটা যখন হয়েছে সেখানে আমরা কোয়েশ্চান আওয়ারের এই এক ঘন্টা বাদ দিলাম। এবং স্পীকারকে আমরা বললাম যে আপনি এইটা যেভাবেই হোক এইটা যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে আমরা ডিসকাশনের সুযোগ পাব এবং এই জন্যই আমরা কোয়েশ্চান আওয়ারটা বাদ দিলাম। কলিং অ্যাটেনশন বা অন্য যেগুলি আমরা এই যাবৎ দেখেছি, বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির ডিসিশন অনুযায়ী আমরা যে বিসনেস করেছি, কলিং অ্যাটেনশনের জন্য আমরাই টাইম করেছি, এই কোয়েশ্চান আওয়ারের জন্য আমরাই টাইম করেছি। এই সবগুলিই বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির এক্তিয়ারের মধ্যে আছে বলেই আমরা করেছি। এইটাও বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির আওতার মধ্যে ছিল যে এই কোয়েশ্চান আওয়ারটা আমরা বাদ দিতে পারি, এই ক্ষমতা বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির আছে। বাদ দিয়েছি এই কোয়েশ্চান আওয়ার, একটা ইমপরট্যান্ট ব্যাপার, কারণ তার চেয়েও ইমপোর্টেন্ট আমাদের খরা পরিস্থিতি খাদ্য পরিস্থিতি সেইটাকে অ্যাড করার জন্য; কাজেই সেইটা যদি এইখানে না থাকে তাহলে স্বভাবত: আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই সুযোগটা কি আমরা পাব?

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার কথার উত্তর আমি পরে দিচ্ছি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি দেখছি আপনার বিজনেসে ওটার সময় প্রথমেই আছে Presentation & adoption of the Report of the Business Advisery Committee. আজকে যে বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট আছে সেইটা কেন এই এজেণ্ডার মধ্যে উপস্থিত করা হলো না, কেন এইটা পরবর্ত্তী সময়ের জন্য ফেলে রাখা হলো? আমরা হাউসে তো সেটিসফাই হবো যে এই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এইটা করছি না, পরের জন্য রেখে দিয়েছি। আজকে যে বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির মিটিং বসেছে তার যে রিপোর্ট সেইটার কি হলো? আপনি তো হাউসকে এইটা সেটিস্ফাই করবেন। কিন্তু অনারেবাল স্পীকার উইথড্রন ইট, কেন তিনি এইটা উইথড্রন করবেন।

মি: স্পীকার :— আমি বলছি যে সেইটা আমি পরে অ্যানাউন্স করবো।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— অ্যানাউন্স আপনি করুন না, বিফোর অ্যানাউনসিং ইট এই এজেণ্ডাটাতে যে আপনি কি করে যান? আপনি সেটিসফাই করুন যে এই কারণে আমি যাচ্ছি।

মি: স্পীকার :— ৫ তারিখের বিস্‌নেস অ্যাডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট, তার যে রিকমেনডেশন এখন আমি এ্যাক্সপ্লেন করে নিই, তারপর আমি বলবো। **Now the question before the House is the Motion moved by Sri Usha Ranjan Sen, Dy. Speaker, that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee.**

(Then the motion was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker : -Next business before the House is the Government's Resolution. I would call on Sri Mano Ranjan Nath ..

মিঃ স্পীকার :—আই উড রেকুয়েষ্ট দি অনারেবাল মেম্বাস' টু টেক দেয়ার সিটস। বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির যে রিকমেণ্ডশন ছিল যেটা হাউস এক্ষণে অ্যাকসেপ্ট করলেন তদানুসারে আমি বিসনেস এখানে সুরু করছি।

গণ্ডগোল

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার, অনারেবাল স্পীকার, এই এজেনডা যখন আলোচিত হচ্ছিল, দুই নং এজেনডা যখন আলোচিত হচ্ছিল তখন আপনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বা আমার ক্ল্যারিফিকেশন চাওয়ার উত্তরে আপনি বলেছিলেন যে আজকে বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির যে রিপোর্ট আপনার কাছে আছে, সেইটা এইটা অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার পরে আপনি উপস্থিত করবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি এই কথা বলি নাই

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনি রেকর্ডটা দেখুন স্যার। আজকের যে বিসনেস সেইটাতে বলা হয়েছে যে প্রেজেনটেশন অ্যাণ্ড অ্যাডাপশন অব দি বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট। এখানে বলা হয় নাই যে ৫ তারিখের রিপোর্ট। আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন সেই ব্যাখ্যা এখানে ঠিক নয়। আমি জানতে চাচ্ছি যে ৮ তারিখেরটা কেন করা হবে না এখন? অনারেবাল স্পীকার কাষ্টোডিয়ান অব দি হাউস, আপনি তো সেটিসফাই করবেন, এই হাউসকে যে এই কারণে আমি ৩টার সময় রিপোর্ট না দিয়ে আমি ৪টার সময় রিপোর্ট দিব। আপনি হাউসকে সেটিসফাই করুন যে কি কারণে আপনি আধ ঘন্টা পরে দেবেন আর এজেনডা যখন আলোচিত হচ্ছে, আপনি নিজেই বলেছেন স্যার, যে আপনি স্ট্রিকটলি এজেনডাকে ফলো করছেন। আর ঠিক এজেনডা যখন আলোচিত হচ্ছে তখন আপনি সেই রিপোর্টটা কেন দিবেন না? আজকের রিপোর্টটা কোথায়?

মিঃ স্পীকার :—আজকের রিপোর্ট পরে আসছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পরে আসবে কেন?

গণ্ডগোল

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমি কটা কথা বলি যে আজকে মিটিংটা তিনটা পর্যান্ত হয়েছে কাজেই এইটা তৈরী করতে তো একটা টাইম লাগবে। সেইটা তৈরী হলে পর দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, তিনটা পর্যন্ত আমাদের অ্যাডভাইজারী কমিটির মিটিং হয়েছে। কাজেই সেই মিটিংএর প্রসিডিংস এক্ষনে এই মুহূর্তে হাউসে আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি পরিস্কার করে বলছি যে আজকে বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির যে আলোচনা হয়েছে তার সারমর্ম আজকে আমি হাউসকে জানাবো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনি তো জানাবেন কিন্তু আমাদের তো একটা সময় বেঁধে সেইটা আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে। ইট ইজ দি ভাইটেল কোয়েশ্চন অব দি হাউস।

মিঃ স্পীকার :—প্রয়োজন বোধে আপনারা হাউসের টাইম অ্যাকসটেনশন করবেন। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা সেটিসফাইড হয়েছেন?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :--উই আর নট সেটিসফাইড দ্যাট হোয়াই রিপোর্ট লেফট উ ইন্দ-হেল ড।

আমরা তো ডিসকাশন করতে চাই। আমরা তো একটা রিপোর্ট এলে—

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আজকে ৮ তারিখ বিজনেস অ্যাডভাইসার কমিটি যে আলোচনা করেছেন তার সারমর্ম আমি হাউসকে আজকে জানাব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কিন্তু তার উপর তো আমাদের আলোচনা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে আমি হাউস অ্যাডজোর্ণ করব। আই হোপ. আই হ্যাভ বীন এবল স্যাটিসফাই দি হাউস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— উই আর নট স্যাটিসফায়েড অনারেবল স্পীকার।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আজকের মিটিং এর পর যদি আর কোন মিটিং থাকে তাহলে সেটা পরে দেওয়া হবে। (নয়েজ) আপনারা বলতে পারেন, আমিও পারি।

Mr. Speaker :— Hon'ble Members you should behave like Hon'ble Members.

Mr. Speaker :— Next business before the House is Govt. Resolution I would call on Hon'ble Minister Shri Monoranjan Nath to move the Resolution.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমার কলিং অ্যাটেনশানটা ?

মিঃ স্পীকার :—আসবে প্লীজ হ্যাভ পেসেন্স।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কখন আসবে ? আপনি তো বলেছেন বিজনেস সুরু করার আগে আসবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা একটা কলিং অ্যাটেনশান ছিল—

মিঃ স্পীকার :—আমি অ্যাডমিট করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, আপনার কাছ থেকে একটা চিঠি আমি পেয়েছি—"Your Calling Attention Notice on matters of urgent public importance has been received and is under consideration. Decision on the matter will be communicated on the 12th of may, 1975. আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হাউসটা একদিনের জন্য এসেছে। তাহলে টুয়েলফথের কথটা কোথা থেকে এল ? স্যার আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ধর্মনগরের গুণ্ডা পুলিশের যে সন্ত্রাস চলেছে তার উপরে আমি কলিং এটেনশান দিয়েছি। সেটা ১২ তারিখে অর্থাৎ যে তারিখের মিটিংএর এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি সেই তারিখের জন্য রেখে দেওয়ার অর্থ হল এই কলিং অ্যাটেনশানটাকে গলা টিপে মেরে ফেলা। কাজেই আমি আশা করব চীফ মিনিষ্টার যিনি আছেন তিনি অন্ততঃ একটা ষ্টেটমেন্ট করুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আপনি বলেছেন যে রিসেস টাইমের পরে জানাবেন।

মিঃ স্পীকার :—রিসেস টাইমের পরে জানাব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আগে কলিং অ্যাটেনশান হবে, তারপর অন্য বিজনেস হবে। কলিং অ্যাটেনশান যেগুলি আপনার কাছে যায় সেগুলি আপনি আগে বলবেন তো ?

Mr. Speaker :— Now, I would call on the Secretary to report and lay the message from the Rajya Sabha Secretary regarding ratification of the amendment to the Constitution of India regarding Sikkim.

Mr; Secretary :—Mr. Speaker Sir, in pursuance of Rule 86 (2) of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislatiue Assembly, I beg to report to the House that I have received a message from Rajya Sabha Secretariat regarding ratification of amendments to the Constitution of India proposed to be made by the Constitution (Thirty eighth Amendmeni Bill, 1975 as passed by the Houses of Parliament together with copies of the Bill as introduced in Lok-Sabha & as passed by the Houses of Parliament. I beg to lay a copy of these documents on the Table of the House.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, এই বিলের আগে আমাদের কলিং অ্যাটেনশান আসা উচিত। সেই কলিং অ্যাটেনশানের কি হল ? (শ্রীঅনিল সরকার এর মধ্যে তার বক্তব্য বলে চলেছেন)।

Mr. Speaker : — Now, the Business before the House is Government [illegible] I would call on Shri Monoranjan Nath Minister to move his Resolution. 'that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty eighth Amendment) Bill, 1975, as passed by two Houses of Parliament, which seeks to make Sikkim a State in the Union and the short title of which has been changed into 'The Constitution (Thirty Sixth Amendment) Act, 1975.

(মাইক না থাকার জন্য শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী এবং শ্রীসমর রঞ্জন বর্মণ অত্যন্ত রাগান্বিত-ভাবে গোলমাল করছিলেন)

Mr. Speaker:—I would request the Hon'ble Leader of the Oppisition to initiat discussion on this subject.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার বা আমাদের কি বলার কোন সুযোগ থাকবে না ? আমরা যখন কথা বলছি তখন সেক্রেটারী কি করে বলে যে মাইক বন্ধ করে দাও ? হোয়াট ইজ দিস ? আমরা কোথায় আছি ? (গোলমাল)।

Mr. Speaker :—I shall look into this matter.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—এই হাউসটা কি সেক্রেটারীর না আপনার স্যার ?

Mr. Speaker :—Please take your seat, You cannot say anything without my permsssion.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কেন বসব ? আমি কেন জিজ্ঞাসা করতে পারব না?

Shri Anil Sarkar :—Once you promised—

Mr. Speaker :—I have stated that I shall look into the matter.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : —মাননীয় স্পীকার, স্যার, কনষ্টীটিউশান থার্টিথ্ অ্যামেণ্ডমেণ্ড বিল, ১৯৭৫ যেটা বিল নাম্বার থার্টি সিক্স অব ১৯৭৫ সেটার রেটিফিকেশানের জন্য অনারেবল মিনিষ্টার যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। স্যার, ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এই কাশ্মীরের কি ষ্ট্যাটাস হবে তা নিয়ে পণ্ডিত নেহরু সরকার যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করেছেন। তখন কারও কারও মত ছিল অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত কাশ্মীরকে ভারতের সংগে এসিমুলেট করে নেওয়া হউক। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু—তিনি তার বিরোধীতা করেন এবং কাশ্মীরের একটা আইডেন্টিটি বা স্বাতন্ত্র্য তিনি রক্ষা করার পক্ষে মত দেন। এবং ১৯৫০ সালে একটা এগ্রিমেন্ট হয় চৌগিয়ালের সংগে সেই এগ্রিমেন্টের মধ্য দিয়ে সেই আইডিন্টিটি তার স্বাতন্ত্র্য সেটা রক্ষিত হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বলে এসেছি যেহেতু সিকিম ছোট্ট একটা এলাকা মাত্র আড়াই লক্ষ লোকসংখ্যা। এবং তার আয়তন ছোট্ট আমাদের ত্রিপুরা থেকেও ছোট্ট—২৮,০১৪ বর্গমাইল। কিন্তু ছোট্ট হলেও যেহেতু অত্যন্ত ষ্ট্রেটিজিকাল একটা এরিয়া, সর্বদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যে এলাকা বৃটিশ হাতে রেখেছিলেন এবং যে এলাকা বৃটিশের পরবর্তী সময়েতে আমেরিকা চৌগিয়ালের মাধ্যমে তা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে আসছিলেন সেই এলাকায় চৌগিয়ালের মত একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে জিয়িয়ে রাখা যায় না। আমরা বার বার এই কথা বলে এসেছি যে ভারত সরকার এই সিকিমের যে গণতান্ত্রিক শক্তিকে যে সাহায্য করা সেটা সাহায্য করার পরিবর্তে এই চৌগিয়ালের সংগে তার সম্পর্ক বজায় রেখে তার সংগে এগ্রিমেন্ট করে এই সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বকে এখানে রেখে দিয়েছে, এটা কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি ১৯৭৩ সালে যখন কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক শক্তির কিছু অগ্রগতি ঘটে সেই সময়েতেও ভারত সরকার যে নুতন ব্যবস্থা করলেন তাতে চৌগিয়ালকে সেখান থেকে সরান হল না কিম্বা সেই সময়েতে যে নুতন ব্যবস্থা হল সেখানকার একজিকিউটিভ অফিসার—আমাদের এখানকার চীফ কমিশনারের যে ক্ষমতা পেতেন তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হল। আমরা এর আগে যখন সংবিধান সংশোধিত করা হয় সিকিমের প্রতিনিধিকে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে স্থান দেওয়ার জন্য আমরা সেখানে বলেছিলাম যে গণতন্ত্রকে অগ্রসর করার জন্য নয়, আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে যে টেরিটরিয়েল কাউন্সিল করা হয়েছিল ঐ ফেরীর উপর কর্তৃত্ব করার জন্য ঠিক তেমনি সিকিমের বিধানসভাকে করে রাখা হয়েছিল একজিকিউটিভ অফিসারের হাতে একটা টেরিটরিয়েল কাউন্সিল। অথচ সেদিন আমরা বলেছিলাম সিকিমকে এসিমুলেট করে ভারতবর্ষ তার নিজের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এটা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। এবং এই পদক্ষেপের ফলে সিকিমের জনসাধারণের যে আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত করে সিকিমের জনসাধারণ তার নিজের দেশের ভিতর যে কর্তৃত্ব যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তার থাকা উচিত—সেই ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না। আজকে আমার সেই বক্তব্য বা আমাদের সেই বক্তব্য সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, একথা সেদিনও আমরা বলেছি, আজও আমরা বলছি যে সিকিম একটা স্বাধীন রাজ্য হউক—এটা আমরা কোন সময়েই বলিনি। অথচ তার নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা, যে অধিকারকে বলা হয় রাইট টু সিকিম—এবং ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সেই অধিকার তার কাছে এই কথাও আমরা বলিনি। আমরা বলেছি—আগেও বলেছি এখনও বলছি—তার ডিফেন্সের প্রশ্নে তার বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে ভারতবর্ষের সংগে সম্পর্কিত—ভারতবর্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হউক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমাদের সীমান্ত এলাকার মধ্যে আমরা এমন একটা ছোট্ট এলাকা যা নিজের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না সেখানে বৃহৎ শক্তিগুলির খেলার জায়গা আমরা করে দিতে পারব—এটা আমাদের করে দেওয়া উচিত হবে না এবং আমরা তার পক্ষেও নই। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলছিলাম এই দুটো সাবজেক্ট বাদ দিয়ে আর সমস্ত সাবজেক্ট যাকে বলা হয় রেসিডুয়েল পাওয়ার সেটা সিকিমের জনসাধারণের হাতে দেওয়া উচিত। এমন একটা সেখানকার নির্বাচিত সভিাকারের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা থাকা দরকার যা সিকিমের জনসাধারণের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা সকলেই জানেন সিকিমের শতকরা ৫৭ জনই হচ্ছে নেপালী অথচ সেই নেপালীর মধ্যে ট্রাইবেলসও আছে—শতকরা ৪০ জন ট্রাইবেল। সেই নেপালী ছাড়া লেপচা আছে, ভুটানী আছে। সংখ্যায় অল্প। তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, তাদের নিজস্ব জমির সম্পর্ক, অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা, জন জীবনের বৈশিষ্ট্য সেইগুলি রক্ষা করার একমাত্র সুযোগ তারা পেতে পারে যদি তারা পূর্ণ, সেখানে ফুল অধিকার তারা পায় টু ম্যানেজ দেয়ার ওনার্স। এবং যদি তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার কর্তৃত্ব তারা নিজেরা পায়। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই সুযোগ এই বিলের মধ্যে কোথাও নাই। সিকিম আজকে যেভাবে ভারতের অংগ রাজ্য হচ্ছে ফুলফ্লেজেড, এই কথা দি[illegible]ইটা প্রমাণ করা যায় না যে সেখানকার জনসাধারণ কতটুকু অধিকার পাবে। কারণ এই বিল যারা পড়েছেন তারা দেখবেন বিধানসভার যে নির্বাচন হয়েছিল সেইটা কি অবস্থায় নির্বাচন হয়েছে, সেইটা সকলেই জানেন। সে এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে, তিন ডিভিশন সি, আর, পি সেখানে, যেখানে আড়াই লক্ষ লোক বলা যেতে পারে, প্রতি ৫ জনের জন্য এক একটা করে সি, আর, পি, সেখানে বসিয়ে দিয়ে ইলেকশন করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে গভার্ণর অব সিকিম হেব স্পেশিয়েল রেসপনসিবিলিটি ফর পিচ অ্যাণ্ড ইকুইটেবাল অ্যারেনজমেন্ট ফর এনসিউরিং সোশিয়েল ডেভেলাপমেন্ট। কংগ্রেসের পিচ—সেইটা তো আমরা দেখেছি রাজ্যে রাজ্যে, দেখছি নাগাল্যাণ্ডে, দেখেছি মিজোরামে, দেখেছি আমাদের এই এলাকায়। সেই পিচ মানে পিচ উইদ বার্গেড, পিচ উইদ বুলেট এবং তারে রক্ষা করার জন্য গভার্ণরকে স্পেশিয়াল পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। আর ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের গভার্ণারের যে ক্ষমতা তার চেয়ে বেশী যে ক্ষমতা দেওয়ার দরকার ছিল কাউনসিল অব মিনিষ্টারদেরকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে গভার্ণারকে। সেই গভার্ণার চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের মত কাজ করবে। কাজেই আজকে দেখা যাচ্ছে যে ফুলফ্লেজেড্ ষ্ট্যাট বলে যেটা করা হচ্ছে সেইটা হচ্ছে যে সিকিমে ভারতবর্ষের জমিদাররা যাতে ঢুকতে পারে, ভারতবর্ষের বৃহৎ পুঁজিপতিরা যাতে ঢুকতে পারে, ভারতবর্ষের মহাজনরা যাতে ঢুকতে পারে এবং অবাধে যাতে সেখানে শোষণ করতে পারে তার সম্পূর্ণ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য গভার্ণরকে

সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে স্পেশিয়েল পাওয়ার দিয়ে। তাকে বলা হয়েছে ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট আমার এই ইয়েসটার্ণ রিজিয়নের দেখছি। ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট হচ্ছে ট্রাইবেলকে ঐ কনট্রাকটারের সেবায়ে পরিণত করা, দেড় টাকা দুই টাকার মজুরী দেওয়া, আর ট্রাইবেলের জমিকে মহাজনদের হাতে তুলে দেওয়া, আর ট্রাইবেল বির্জাভকে তুলে দেওয়া এবং ভারতবর্ষে আইনের নাম করে ভারতবর্ষের শাসনের মধ্যে বৃহৎ পুঁজিপতিদের শোষণ অবাধ করে দেওয়া, এরই নাম হচ্ছে অগ্রগতির জন্য আজকে সেখানে সিকিমে গভার্ণার তার পা হাড়াদার হয়ে বসে থাকবে। আমরা সেইটা কোনর কমভাবেই সমর্থন করতে পারছি না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা সিকিমের সংগে ভারতবর্ষের সমাজবাদের নীতি নয়, ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তির সময় থেকে কাশ্মীর একটা স্টেটাস ভোগ করে আছে, ৩৭০ আর্টিকেল অব দি কনস্টিটিউশন, কেন করা হলো ? পণ্ডিত নেহেরুজীর সময়ে কাশ্মীরকে কতগুলি বিষয়ে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানের আইন সরাসরি সেখানে কাশ্মীরে প্রয়োগ করা হবে না, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধান মন্ত্রী করা হলো, বৈদেশিক দপ্তর তাদের সংগে সম্পর্ক রেখেছেন এবং সেখানে সুপ্রীম কোর্টের অধিকার ছিল না, নির্বাচন কমিশনারের কোন অধিকার ছিল না, এমনি ভাবে অনেক কিছুতেই কাশ্মীরের জনসাধারণ স্বতন্ত্র রক্ষা করে আসছেন—এটা তাদের আত্ম নিয়ন্ত্রণ নয়, এটা তার অটোনমি পুরাপুরি স্বায়ত্বশাসনের অধিকার সেই অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বে এবং তার আগে থেকে তার উপরে আক্রমণ সুরু হলো, সেই অধিকারগুলিকে একটার পর একটা কেড়ে নেওয়া হলো এবং আজ সেই কাশ্মীরি জনসাধারণকে, বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার জন্য শেখ আবদুল্লার সংগে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছে তাতেও সেই অধিকারকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। কি রকমভাবে রাখা হয়েছে ? কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাকে বলা হবে প্রধান মন্ত্রী আর কাশ্মীর থেকে তিনি যখন ছেড়ে আসছেন ভারতবর্ষে তখন তাকে বলা হবে মুখ্যমন্ত্রী। কি রকম চমৎকার ব্যবস্থা, কি রকম চমৎকার এগ্রিমেন্ট কি রকম চমৎকার জোড়াতালি, কি রকম মানুষকে বোকা বানাবার বুদ্ধি আমাদের কংগ্রেসী নেতাদের মগজের মধ্যে থাকে তার একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার সংগে এগ্রিমেন্ট। আজকে নাগাল্যাণ্ড কি জন্য লড়ছে, সে নীতি কি ? নীতি হচ্ছে যে তোমাদেরকে পূর্ণ অটোনমি দেব না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কিছু দিন আগে নাগাল্যাণ্ড গিয়েছিলাম, আমার দুর্ভাগ্য আমি মিজোরাম যেতে পারি নি কিন্তু তাদের নেতাদের সংগে, আসামে পি, এ, সির মিটিং যেখানে হচ্ছিল সেখানে আমি আলোচনা করে দেখেছি, আমি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি তারা বিক্ষুব্ধ। দেশের মানুষের উপর গুলি করে কয়দিন দেশ চালাবে। নাগাল্যাণ্ডের ছোট একটা গ্রামে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে ৯৫ বছরের বুড়ো তিনি দাঁড়িয়ে বললেন—তোমরা ভারতবর্ষের মানুষকে গিয়ে বলো যে আমরা নাগারা আমরা শান্তি চাই। এই যে গ্রাম আজকে যেখানে বসে তুমি মিটিং করছো, যেখানে আমার যুবকরা তারা তোমাদেরকে গান করে শুনাচ্ছে, যেখানে বসে তোমরা চা খাচ্ছ, কালকে হয় তো এই গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, সেই গ্রাম নাও থাকতে পারে। ৯৫ বছরের গাঁও বুড়ো সেও যদি এই কথা বলতে পারে, সেও যদি আমাদের

সরকারকে এই দৃষ্টিতে দেখতে পারে যে আমার নিশ্চয়তা নাই, আমার বাড়ী ঘর থাকবে কি থাকবে না, আমরা শান্তি চাই আমাদের শান্তি ফিরিয়ে দাও। নাগা নেতারা তারা বলছেন যে আমরা শান্তির জন্য এখানকার আন্দোলনকে আমরা কণ্ঠাষ্ট করছি, আমরা বলছি যে তোমরা ডায়ালগ অপেন কর, কেন্দ্রীয় সরকার তুমি আলোচনায় বস, এই সেনস্‌লেস ওয়ার আর চলে না, যাতে আমরা নাগাল্যাণ্ডকে ভারতবর্ষের সংগে সহযোগিতায় আমরা গড়ে তুলতে পারি। সেখানকার একজন প্রথম শ্রেণীর নাগা নেতা আমাকে বলেছিলেন যে কেন সিকিমের স্ট্যাটাস আমাদেরকে দিতে পারে না? তখন আমি বলেছিলাম যে তোমরা জান না শ্রীমতি গান্ধী সিকিমকে কোথায় নিয়ে যাবে, তোমরা জান না। আজকে নিশ্চয়ই সেই নাগা নেতা মনে করবেন যে আমার জন্য তোমাদের আলাদা পলিসি সিকিমের জন্য আলাদা পলিসি, আর কাশ্মীরের জন্য আলাদা পলিসি আর ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের জন্য আলাদা পলিসি। শ্রীমতী গান্ধীর কোন আলাদা পলিসি নেই, এইটা মুদ্দা কথা, সেই পলিসি হচ্ছে গণতন্ত্রকে হত্যা কর সমস্ত জায়গাতে অটোনমিকে চুরমার করে দাও এবং এক অঞ্চল এক দল এবং তার সংগে সংগে ধনতন্ত্রকে কায়েম কর। আজকে তার জন্যই সেন্ট্রাল স্ট্যাট রিলেশনের প্রশ্ন উঠেছে। স্যার, কমিশন হয়েছে, সেন্ট্রাল ষ্ট্যাট রিলেশন কি রকম হবে। আমাদের কনসটিটিউশনে আছে যে মাঝে মাঝে রিভিউ করতে হবে, এই সেন্ট্রাল ষ্ট্যাট রিলেশনকে দাবী করা হচ্ছে সমস্ত ষ্ট্যাট থেকে। সবচেয়ে বেশী দাবী করছেন ডি, এম, কে, এখন তাদেরকে সেসিসনিষ্ট বলতে পারবে না। বিচ্ছিন্ন দাবী বলতে পারবে না। তারা বলছে আমরা ফুল অটোনমি চাই। আজকে পশ্চিমবঙ্গে বলছে, এইটা হতে পারে না, আমার পাটের দাম দিতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার আমার পাট চাষীকে খুন করবে সস্তায় পাট বিক্রী করার জন্য এবং আমাদের ঘাড়ের উপর বোঝা চাপিয়ে বড় বড় জোতদার তারা কোটি কোটি টাকা লুঠপাট করবে এইটা হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিছু করতে পারবে না, কি করে করবে? কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত পুঁজিপতিকে হাত করে নিয়েছে, সমস্ত কিছু তার কুক্ষিগত, বাংলাদেশের মানুষের বুকের রক্ত ঝরছে কিন্তু কিছু করবার উপায় নাই। সেই জন্য প্রশ্ন উঠেছে, এই প্রশ্ন নয় যে তোমরা বাঙ্গালী, এই প্রশ্ন নয় যে তোমরা তামিলনাড়ুর লোক তামিলনাড়ুর জন্য, এই প্রশ্ন যে সেন্ট্রাল অপ্রেসিভ, সেন্ট্রাল অত্যাচারী, তাদের নীতি হচ্ছে বড় বড় জমিদার পুঁজিপতির সরকার যারা তাদের মুষ্টিমেয় লোকের জন্য সমস্তটাকে সেন্ট্রালয়েলাইজ করে রেখে দিয়েছে, শোষণের ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছে এবং তার জন্য বেকওয়ার্ড এলাকা পাওয়া যায় তার ততই সুবিধা। যেমন আমার ত্রিপুরা রাজ্যে তেমনি হবে, সিকিমে তেমনি হবে, তেমনি হবে মিজোরামে, তেমনি হবে সমস্ত ইষ্টার্ণ রিজিওনে। সেখানকার নাগা নেতা মিঃ জামির, তিনি আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আমরা তো আপনাদের লড়াই করছি কি রকম? তিনি আমাকে ফিগারস দিয়ে বললেন যে, দেখুন তো ইষ্টার্ণ রিজিয়ান কি টাকা দেয়? আপনি তাকিয়ে দেখুনতো ইষ্টার্ণ রিজিয়ান কি টাকা দিচ্ছে? আর তাকিয়ে দেখুন, মহারাষ্ট্র? যেটা নাকি ডেভেলাপড সেখানে সব টাকা চলে যাচ্ছে। আর যেটা নাকি আণ্ডার ডেভেলাপ, যেটা নাকি ব্যাক ওয়ার্ড এরিয়া সেখানকার জন্য টাকা নেই। ত্রিপুরার জুমিয়াদের ক্র্যাশ মার্কিট হরটিকালচার প্রোগ্রাম। রেল-ওয়ের কথা আমি বলছি না, বড় বড়

কল-কারখানার কথা আমি বলছি না, পরিকল্পনার কথা আমি বলছি না। ক্র্যাশ ফাণ্টির জন্য কিছু টাকা সেখানে ভুমিয়াদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। আমি ইষ্টার্ণ রিজিয়ানের কথা বলছি। সেই জন্য মি: জামির আমাকে বলেছিলেন যে লড়াই না করে কিছু পাবেন না। আমরা আপনাদের লড়াই করছি। সমস্ত ইষ্টার্ণ রিজিয়ানের জন্য আমরা লরছি। আমরা শুধু নাগাল্যাণ্ডের জন্য লড়ছি না। আমরা সমস্ত দুর্গত মানুষের জন্য লড়ছি। যাতে তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের প্রগতিশীল করে গড়ে তুলতে পারে। আজকে সিকিমের ভাগ্য আমাদের মত। আমাদের থেকে কোন রকম আলাদা হবে না। একথা আমাকে বলেছেন। কাজেই যারা বড় বড় কথা বলছেন যে সিকিমের উন্নতির পথ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা ভুল করবেন। সিকিম কষ্ট করে হলেও নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য, নিজেদের প্রতীক্ষা করবার জন্য আমাদের থেকে সাহায্য নিয়ে কিংবা অন্যান্য দেশের থেকে সাহায্য নিয়েও নিজের ব্যবস্থা যাতে করতে পারে, তারা যাতে নিজের ঘরবাড়ি করতে পারে তার জন্য তাদের ফুল অটোনমি আমরা তাদের দিতে চাই। সেই জন্য এই বিলের আমরা রেটিফিকেশনের বিরোধীতা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি যে কি রকম তাড়াহুড়োর মধ্যে এই কাজটা সেরে ফেলা হচ্ছে। ১২ তারিখে একটা রেফারেণ্ডাম এনে সেখানে নাকি গণ ভোটে সব দিয়ে দিল! আমি আগেই বলেছি যে ২ জনে একজন সি, আর পি, দিয়ে গণ ভোট নিতে খুব অসুবিধা হয় না। খবরের কাগজে দেখেছি যে কিছু ছাত্র তার প্রতিবাদ করেছে। তাদেরকে মেরে তাদেরকে সিকিমে ঢুকতে দেওয়া হয় না। দার্জিলিংয়ে, অন্যান্য জায়গায় তার প্রতিবাদ হয়েছে। অর্থাৎ কোন রকম বিরোধী মত সেখানে প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। তা তো আমরা নিজেরাই বুঝি, আমাদের নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের খুন করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, এবং তা কার্যকরীও করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি গুণ্ডা এনে খুন করানো হচ্ছে। আমাদের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মীদের, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের খুন করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তা কার্য্যকরীও করা হচ্ছে। কাজেই বিরোধী মত প্রতিষ্ঠা করা, রেফারেণ্ডাম তার মধ্যে অভিমতকে প্রকাশ করা সেই সুযোগ সি, আর, পি, অ্যাক্‌জিকিউটিভদের রাজত্বে সেখানে সেটা চলে না সেটা সন্দেহাতীত। এবং ১০ তারিখের পর আবার ১৯শে এপ্রিল সেটা করা হয়। এটা করার ফলে ছোট ছোট অনেক আমাদের সীমান্ত রাজ্য আছে যেমন, ভুটান, নেপাল তাদের আতঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। তাদেরকে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারতের অভ্যন্তরের মধ্যে। আজকে সিকিমে যেটা হয়েছে সেটা ভুটানেও হতে পারে। ভুটানকেও ভারতের অন্তর্ভুক্তি করতে পারে আজ না হোক কাল। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে এটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকারের দিক দিয়েও এটা খেয়াল করা উচিত ছিল। এবং আমরা দেখেছি যে কিছু বিদেশী শক্তি এর সুযোগ ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারও করছে। আমরা তাদের সঙ্গে এক মত নই। যদিও এ কথা ঠিক নয় যে তিব্বত এবং সিকিম প্রশ্ন এক। আপনি জানেন চীনের অভ্যন্তরের তিব্বতের অন্তর্ভুক্তি পণ্ডিত নেহেরুও সমর্থন করেছিলেন। কাজেই সে প্রশ্নের মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু চীন বা অন্যান্য দেশ যেভাবে সিকিমের ভারত অন্তর্ভুক্তির বিকৃত সংবাদ প্রচার করছে আমি অবশ্য তার সঙ্গে এক মত নই। কিন্তু

আমি এ কথা মনে করি যে সে সুযোগ ভারত সরকার তাদের করে দিচ্ছে। যথেষ্ট তাড়াহুড়োর মধ্যে এই গণভোট নেয়া হয়। এতে সিকিমের জনসাধারণকে অন্ধকারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। আজ হোক, কাল হোক সিকিমে গণতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুদয় হবে এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার বিশ্বাস আছে সিকিমের জনসাধারণ, সিকিমের কৃষক কিংবা সিকিমের মধ্যবিত্ত, সিকিমের ছাত্র-যুবক বুঝতে পারবে আজ হোক কাল হোক যে ঐক্যের মধ্যে দিয়ে না চললে সিকিমের অগ্রগতি সম্ভব নয়। ঐক্যের মধ্যে না চললে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কাজেই তাদের সঙ্গে আমার ঐক্যমত আছে। আমি আশা করব তারা বুঝতে পারবে এর মধ্যে দিয়ে চললে বিরোধী মত প্রকাশ করা যায় না। কাজেই তাদের সঙ্গে আমার ঐক্যমত আছে। আমি আশা করব তাদের মত জয় যুক্ত হবে। যে প্রতিক্রিয়া শক্তি, যে পুঁজিপতি, যে জমিদার বৃহৎ পুঁজি করার চেষ্টা করছে তাদের আর বেশী দিন নেই। নেই ভারত সরকারেরও। আগামী দিন হবে গণতান্ত্রিক শক্তির দিন। ভিয়েতনামের দিকে তাকান, তাকান কম্বোডিয়ার দিকে? দেখুন কত বড় শক্তি এমেরিকা, অনেক চেষ্টা করেছিল দালাল গভর্নমেন্টকে রাখবার জন্য. আমি বলতে চাই না কিন্তু ঘড়ির কাটা উল্টিয়ে দিলেও উল্টা দিকে যায় না। এটা একটা সমাজতান্ত্রিক যুগে, ধনতান্ত্রিক সংকটের যুগে, এমেরিকা গত বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে ৫ গুন বেশী সৈন্য খরচ করে, ৩ গুন বেশী বোমা ফেলেও থিউর মত দালালকে রক্ষা করতে পারে নি। থিউকে পাহারা দিয়ে বলেছে সে গণতন্ত্রকে পাহারা দিচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধীর জানা উচিত যে দালালদের দিয়ে রেফারেণ্ডাম করে, দালালকে দিয়ে বিধান সভা তৈরী করে জনসাধারণকে শোষণ করাবার দিন, তাঁর শেষ হয়ে গেছে। ভবিষ্যত সম্ভাবনা খুবই সংকীর্ণ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির অবশ্যম্ভাবী জয়—এই বিশ্বাস রেখে এখানে রেটিফিকেশনের যে প্রস্তাব সেটা বিরোধীতা করছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত:— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এইখানে কনষ্টিটিউশানের ৩৮নং অ্যামেণ্ডমেন্ট এ যে বিলটি এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি আমি একে এই জন্যে যে এই বিলটি সিকিমের জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বিলটিকে আনা হয়েছে এবং প্রতি স্তরে তার যে সমস্ত গণতান্ত্রিক ধারা সেটা রক্ষিত হয়েছে। এর সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি যে সব কথা বলেছেন, আমি মনে করি, বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। সিকিম কি? ভারতবর্ষে অনেক অঙ্গ রাজ্য আছে, ছোট ছোট অঙ্গ রাজ্য। সিকিমও তেমনি। ইংরেজের আমলের সময়েও ভারতের সঙ্গে তার চুক্তি অনুযায়ী সিকিমকে অঙ্গ রাজ্য হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানকার যে রাজা অন্য ভারতবর্ষে যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য আছে তারই মত একটা রাজা হলেও পরবর্তী পর্যায়ে আসার জন্য বিশেষ ষ্ট্রেটাস রক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু অন্য যে রকম দেশীয় রাজ্যাগুলি ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল সিকিম সেরকম ভাবে হয় নি। হয় নি এই জন্যে যে সিকিমের যে রাজা তাঁকে নিজের চিন্তা অনুযায়ী চলার জন্য ভারত সরকার বলেছিলেন। তখনকার দিনে রাজা চোগিয়ালের নির্দেশেই রাজত্ব চলেছে। কিন্তু এই ভাবে চলতে চলতে সেখানকার জনসাধারণ যখন দেখল যে তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার পাচ্ছে না, তাদের যে অধিকার তা তারা পাচ্ছে না, কিছু রাজার গোষ্ঠী। রাজার কিছু মনোনীত লোক নিয়ে তিনি নিজের

ইচ্ছামত আইন প্রয়োগ করছেন, রাজ্য চালাচ্ছেন জনতা কোন কিছু বলার, তার বক্তব্য রাখার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। কাজেই সিকিমের অভ্যন্তরে আস্তে আস্তে গণতান্ত্রিক চেতনা মানুষকে জাগ্রত করে তুলেছে। তাদের রাজ্যকে ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার জন্য তারা যুগ যুগ থেকে তাদের দাবী রয়ে গেছে। তারা ভারতবর্ষের পাশে রয়েছে। ভারতবর্ষে যে ভাবে ডেভেলাপমেন্ট করছে, তারা সেটা লক্ষ্য করছে, ভারতবর্ষের মানুষ কি ভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার পাচ্ছে তারা সেটাও লক্ষ্য করছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত উন্নতিমূলক কাজ হচ্ছে সিকিমের জনসাধারণ বুঝতে পারছে তাদের রাজ্যে সেই সব জিনিষগুলি নাই। বিগত কয়েক বৎসর ধরে সিকিমের জনসাধারণ চাইছে যে এই সমস্ত অধিকার। তারা চাচ্ছে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই গণতান্ত্রিক অধিকার যখনই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তখনই চোগয়াল সেটা দমন করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের সংগে যেহেতু সম্পর্কযুক্ত, ভারতবর্ষের সৈন্য যেহেতু থাকতে পারে, তারা থাকবে এবং সেই অবস্থার মধ্যে সৈন্য রয়েছে বলেই যে তারা তাদের আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের কথা যেটা সদস্য বলার চেষ্টা করলেন সেটা বাস্তবে মেলে না। কারণ জনসাধারণ কি চায়? তারা কি চোগিয়ালের আধিপত্য চায়, না তারা গণতন্ত্র চায়? ভারত সরকার চৌগিয়ালকে সুযোগ দিয়েছেন। তার সংগে চুক্তি ছিল, তার দেশে যদি তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট করে রাখতে পারতেন তাহলে ভারত সরকারের বলার কিছু ছিল না। কিন্তু যখন দিনের পর দিন দেখা গেল যে জনসাধারণের যে ন্যায্য অধিকার সেটাকে বিঘ্নিত করছে এবং যে হেতু আজকের দিনে বাফার ষ্টেট আছে বা সীমান্তবর্তী যে রাজ্য আছে তারা তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য অনেক সময় দুই দিক থেকেই সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যখন দেখা গেল যে পার্শ্ববর্তী চীনের সংগেও চৌগিয়ালের মাখামাখি চলছে তখন স্বভাবতই সেখানকার জনসাধারণ যারা এতদিন যাবত দেখছে তাদের কালচারাল রিলেশান, তাদের আলাদা যা কিছু রিলেশান তাদের ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা, তার সংগে ভারতবর্ষের যোগ রয়ে গেছে তখন একদিকে অর্থনৈতিক জ্ঞান আর একদিকে চৌগিয়ালের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী, সমস্তটাকে নিয়ে সিকিমের জনসাধারণ জেগে উঠেছে। আর আজকে সবচাইতে যারা সোচ্চার সে হচ্ছে চীন, কম্যুনিষ্ট চীন এবং তারাই আজকে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে ভোকেল হয়ে উঠেছে। কেন তারা ভোকেল হয়ে উঠেছে? কারণ তারা যে কোন ভাবে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের মধ্যে বা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে অসুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কোন রাজ্যকে যদি লাগাতে পারে তাহলে তারা সেটা করতে পারে এবং যখন দেখল যে সিকিমের জনসাধারণ আরও অধিক গণতান্ত্রিক ক্ষমতা চায় এবং তাদের দমন করার ব্যাপারে ভারত সরকার রাজী নয় বা ভারতবর্ষ চায় গণতান্ত্রিক যে অধিকার আছে ভারতে বা ভারতের বাইরে সেখানেও আমাদের নীতি সংগতিপূর্ণ, যেখানে অগণিত মানুষ তার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে সেখানে ভারতবর্ষের সহানুভূতি স্বভাবতই সেদিকে যায় এবং সিকিমের জনসাধারণের নির্বাচন হল এবং এক চুক্তি হল চৌগিয়ালের সংগে, যখন আন্দোলন হল, চৌগিয়াল বাধ্য হল জনসাধারণের প্রতিনিধি দিয়ে ৩০ জনের একটা অ্যাসেম্বলী করতে। সেই নির্বাচনে দেখা গেল যে ২৯ জন লোক, যদি আমার স্মৃতি ঠিক থাকে তাহলে ২৯ জন নির্বাচিত হয়েছে এক

দল থেকে। আজকে সেই এক দলের ২৯ জন চাইছে সেই অধিকার। কাজেই সেই অধিকারকে কায়েম করতে তারা চৌগিয়ালকে বলল যে অন্যান্য দেশের কনষ্টিটিউশাক্সাল হেডস্‌দের মত থাক। তারা বলল যেহেতু আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি আমাদের ইচ্ছামত থাকবে। কনষ্টিটিউশান যদি গৃহীত হয় নিশ্চয়ই তোমার বক্তব্য থাকবে। কিন্তু তখন দেখা গেল যে চোগিয়াল তা করতে নারাজ এবং তিনি সেই সংগে অন্যান্য বিভিন্ন দেশের সংগে একটা যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ আনা যায় কিনা সেটা চেষ্টা করছেন এবং তার যে পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখেছি। তিনি যখন নেপালে গেলেন সেখানে গিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জড়ানো যায় কিনা তার চেষ্টা তিনি করতে আরম্ভ করেছেন। কাজেই সেই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের নীতি কি হবে? যেখানে সেখানকার জনসাধারণ আনএনিমাসলী প্রস্তাব করেছে ৩০ জন প্রতিনিধি যারা হয়েছে অ্যাসেম্বলীর, যে আমরা ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের সংগে যুক্ত হতে চাই তখন চৌগিয়ালের অধিকারকে রেখে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে তাদের নেওয়া হয়েছে। তার পরবর্তী পর্যায়ে সেখানকার জনসাধারণ যখন দেখছে যে চৌগিয়াল কর্তৃক তাদের অধিকার কি রক্ষিত হচ্ছে না হচ্ছে সেটা দেখছি যে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে ওভার-রাইড করে তার ক্ষমতা খাটাচ্ছেন এবং সেটাও কিছু প্রতিভাত হয়েছে পত্র পত্রিকায়। আমরা তার কিছুদিন আগে দেখেছি যে কিভাবে কেবিনেটের যে নিজস্ব লোক আছে তাদের ভিতর দিয়ে কি ধরণের ক্লিক বা ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করেছে, এমন কি সেখানকার যে মুখ্যমন্ত্রী সেই রাজ্যের, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এইরকম অবস্থায় সিকিমের জনসাধারণ ক্ষেপে উঠলেন। তখন তারা চাইলেন রেফারেণ্ডাম। সেখানকার জনসাধারণ যখন চাইছে এবং পার্লামেন্ট একটা সময়ের জন্য ঘন ঘন বসানো যায় না, যেহেতু পার্লামেন্ট ইন সেসান আছে কাজেই তাদের ইচ্ছাটাকে তাড়াতাড়ি করে সেটাকে সুসম্পন্ন করতে হবে। যেহেতু মেম্বাররা আছে এবং সিকিমের চৌগিয়াল যেভাবে মুভমেন্ট করছেন, হয়ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির শিকার হয়ে যেত। কাজেই তার সংগে সংগতি রেখে সেই জিনিষটাকে করা হয়েছে। এখানে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে যেখানে কাশ্মীরকে তার আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে অটোনমি দেওয়া হল সিকিমকে সেটা দেওয়া হল না কেন? ইন্দিরা গান্ধী সেটা গ্রাস করতে চান। কাশ্মীরে যেটা দেওয়া হয়েছে, সেখানকার জনসাধারণ বা সরকার সেটাকে যেভাবে করতে চেয়েছে, কারণ কাশ্মীরের পজিশনটা সেই সময়ে অন্যরকম ছিল, আবার কাশ্মীরের সমস্ত ইতিহাস বলতে গেলে অনেক টাইম লেগে যাবে। যখন পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করল তখন কাশ্মীর সরকার ভারতবর্ষে যোগদান করেছিল এবং কাশ্মীরের ভাগ্য কি হবে সেটা রেফারেণ্ডামের মাধ্যমে করার জন্য ইউ, এন, ও,তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইউ, এন, ও, ইমপার্শিয়াল অ্যাটিচিউড না নিয়ে তারা যখন পাকিস্তানের স্বার্থকে দেখতে আরম্ভ করলেন এবং সেই জিনিষগুলি রাশিয়ার ভেটোর দ্বারা যখন নাকি সেই ডিফিকালটিজগুলি ওভারকাম করা হল সেই কারণেই পণ্ডিতজী তখন বলেছিলেন যে সেখানে রেফারেণ্ডাম করতে আমরা রাজী আছি। কিন্তু যেহেতু পাকিস্তান যে অংশটুকু নিয়েছিল সেটা ছাড়ল না সেজন্য রেফারেণ্ডাম হয় নি। কিন্তু তার জনসাধারণ যেভাবে চেয়েছে তার সংগে

সংগতি রেখে সেটা করা হয়েছে। এখন তিনি যদি চান সেটাও ইন্দিরা সরকারই স্বীকার করেছে। কিন্তু তাহলেও সেখানকার জনসাধারণ, তারা যেভাবে জিনিষটাকে করতে চাইছে, তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে কনষ্টিটিউশনকে নেওয়া হয়েছে। এখানেও সিকিমের ক্ষেত্রে, সিকিমের জনসাধারণ সেখানকার নির্বাচিত সরকার, তারা যেভাবে আসতে চাইছে সেটাই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং এই স্বীকারের মধ্য দিয়ে তিনি সেখানে দেখাতে চেয়েছেন যে সেখানে বিভিন্ন ধরণের লোক আছে এবং তার জন্য যেহেতু ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ, তার প্রত্যেকটি অঞ্চলে নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে এবং যারা মাইনরিটি বা ট্রাইবেল তার বিশেষ সেফগার্ড আছে, কিন্তু সিকিমের ক্ষেত্রে, কে ট্রাইবেল বা কে নন্-ট্রাইবেল ভারতবর্ষের ডেফিনিশানের সংগে সেটা মিলবে না। সেটা দেখতে গেলে সেখানকার সবাই পাহাড়িয়া লোক। কাজেই তার জন্যই ভারতবর্ষের যে মাইনরিটি রাইট, তার বিচার করার জন্য সেই ক্ষমতা পার্লামেন্টের কাছে রাখা হয়েছে। কাজেই গভর্ণরকে কতগুলি স্পেশাল পাওয়ার, আমি আর পারলাম না কারণ সময় বেশী লেগে যাবে। এখানে আছে, আপনারা পড়তে পারেন যে এর মধ্যে প্রভিশান রেখেছে যে যারা মাইনরিটি আছে, বিভিন্ন কাষ্ট আছে, তাদের যে ইন্টারেস্ট সেটার জন্য বিশেষ ক্ষমতা গভর্ণরের কাছে থাকবে।

এতে কি দোষনীয় হতে পারে আমি বুঝি না। যদি এমন কখনও কনষ্টিটিউশনাল ক্রাইসিস আসে যে মেজরিটি দ্বারা মাইনরিটি উৎপীড়িত হচ্ছে বা তাদের অধিকার রক্ষিত হচ্ছে না তাহলে তাদের সেই অধিকার রক্ষা করার জন্য গভর্ণরকে বলা হয়েছে এবং তিনি সেই ক্ষমতা এক্সারসাইজ করবেন প্রেসিডেন্টের বিহাফে। গভর্ণর প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সেই জিনিষটাকে দেখাতে পারবে যে তাদের পক্ষে ন্যায় বিচার হচ্ছে কিনা। কাজেই ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে এতে প্রতিটি জিনিষের সেই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এখানে অবতারনা করে তিনি বললেন যে পূর্বাঞ্চলের, তিনি বলেছেন সেই ভাবে করতে হচ্ছে অর্থের। তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন আমি জানি না কিন্তু এটা বললেন যে অর্থ—একটা রাজ্যে আমরা বাস করি, আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ, এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের বিশেষত্ব আজকে নাগাল্যাণ্ডে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—তিনি যে পাওয়ারের কথা তুললেন, তাই আজকে নাগাল্যাণ্ডের মন্ত্রীরা বলতে পারছেন যে আমাদের এই অধিকার নেই এর জন্য আমরা ফাইট করছি মানুষের সভ্যতা যতক্ষণ থাকবে, যতদিন থাকবে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার নিয়ে লড়াই করবে। কাজেই এই কাজের ভিতর দিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বা তার সরকার কোন লোকের অধিকারকে খর্ব করেন নি। আমরা তাদের যে উইস; তারা যা চাইছেন সেটাকে তারা পূরণ করছেন এবং তার জন্য আমি এই বিলটিকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতের সংবিধানের ৩৮ নম্বর সংশোধনী বিল ১৯৭৫ রেটিফিকেশানের জন্য এই বিধান সভায় উত্থাপিত হয়েছে আমি এই রেটিফিকেশান প্রস্তাব সমর্থন করছি। এই সংশোধনী দ্বারা সিকিমের জনসাধারণের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল চৌগিয়ালের যে গভর্ণর হিসাবে বসে থাকার কৌশল, সেই

কৌশল পরাস্ত হয়েছে এবং সিকিমের জনসাধারণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জনতার যে ইচ্ছা সেটা রূপায়িত হচ্ছে। একটা কথা প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে সিকিম ভারতের স্বাধীনতার আগে, ১৯৪৭-এর আগে ভারতবর্ষের সাথে যে সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্ক নেপাল কিম্বা ভুটানের মত নয়। সিকিমের রাজারা ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের পরিষদের মত ছিল। কাজেই আজকে এই সিকিমকে ভারতবর্ষের একটা অংগরাজ্য হিসাবে গৃহীত হওয়ার পরে আর কোন একটা বৈদেশিক অথবা আর কোন একটা দেশকে গ্রাসের অন্তর্ভুক্ত ঘটনার মধ্যে পড়ে না। এটা ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত একটা রাজ্য। যা ভারতের বর্ডারে অবস্থিত এবং সেই রাজ্যের জনসাধারণের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে সেই রাজ্যের রাজারা ভারতবর্ষের যে সমস্ত ষ্টেট, রাজন্যবর্গের ষ্টেট—সেই সমস্ত ষ্টেটের মত ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের পরিষদের একজন সদস্য হিসাবে ছিলেন। কাজেই ইতিহাসকে সেখান থেকে বিচার করতে সুরু করতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর কথা, এই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হিসাবে সি. পি. আই.র সদস্য হিসাবে এই বিলটি আমি সমর্থন করছি। একটা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক এবং আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কের সাথে জড়িত—সাম্রাজ্যবাদী একটা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার যে পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। কারণ আজকে আমাদের দেশের মানুষ আমাদের দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এই কথা জানেন এবং বিশ্বের গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শান্তিতে যাদের বিশ্বাস আছে সেই সমস্ত মানুষ জানেন যে ধনতন্ত্রবাদ বিশ্বব্যাপী এমন একটা আবর্তে মুহ্যমান যার ফলে একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনীতির ক্ষেত্রে, তার সামগ্রিক বিশ্বের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে, সমস্ত দিক থেকে একটা প্রচণ্ড সংকটের মধ্যে পড়েছে এবং সেই সংকটের যে সমস্ত বিকাশ ঘটনাবলীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে প্রধানতঃ দেখা যাচ্ছে পর্তুগাল, গ্রীস এই সমস্ত দেশে মার্কিন তাবেদারের পতন এবং সর্বশেষ ঘটনাবলীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম। এই সমস্ত দেশের স্বাধীনতাকে চিরকালের জন্য নিষ্পেষিত করে রাখার ষড়যন্ত্র হিসাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ লন নল এবং থিউ সরকারকে সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির সমর্থনে ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার জনসাধারণের—এই তাবেদার থিউ সরকারকে এবং তাবেদার লন নল সরকারকে যে সমস্ত সরকারগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা সমর্থিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেই সমস্ত সরকারকে পরাস্ত করেছে। আজকে কিসিঙ্গার সাহেব যিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নায়ক তিনি বলেছেন একটা দেশের মধ্যে সৈন্য সাহায্য দিয়ে সেই দেশের মানুষকে—মানুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে রক্ষা করার যে কৌশল নিয়েছিলাম তা ভুল। তাতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বলে কালার দেওয়ার সুযোগ কেউ কেউ পায়। এই কথা তাকে আজকে বলতে হচ্ছে। কাজেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদে আজকে তার এই সঙ্কটের ফলে আরব ইজরায়েলের মধ্যকার বিরোধের যে বিশ্ব ষড়যন্ত্রে এবং ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোচীনের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য যে তার বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের একটা অঙ্গ সেই সমস্ত ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে পরাস্ত হওয়ার পর তার ষড়যন্ত্রের আর একটা জাল বিস্তার করার চেষ্টা করছে ভারতীয় উপমহাদেশে। সেই জাল

একদিকে দিয়াগো গার্সিয়া ভারত মহাসাগরে একটা মার্কিন নৌ-ঘাটি স্থাপন করে বসে থাকা, ২য় নম্বর পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার নীতির পুনরায় চালু করা, ৩য় নম্বর হচ্ছে সেই সমস্ত পার্শ্ববর্তী রাজ্য—সিকিমের মত রাজ্য—সেই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি হিসাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার গোষ্ঠীকে বসিয়ে রাখা বা একটা চোগিয়ালকে বসিয়ে রাখা—এ হল তার ষড়যন্ত্রের আর এক দিকের ঘটনাবলী। আর এক দিকের ঘটনাবলী হল এই—কারণ আজকের পৃথিবীতে এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার দেশের যে সমস্ত অর্থ নৈতিক সম্পদ সেই সম্পদকে ভারতবর্ষের মত দেশে, এই সমস্ত গরীব দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করে আবার পরাধীন করে রাখার চেস্টা করছে। কিন্তু সেই যুগ চলে গেছে। কাজেই আভ্যন্তরীন যে সমস্ত দালাল একচেটিয়া পুঁজির সমর্থক এবং এই দালালদেরকে দিয়ে এইখানে একটা তাবেদার সরকার গঠন করে, সিকিমে একটা ষড়যন্ত্রের ঘাটি হিসাবে স্থাপন করে এ তার শায়েস্তা আক্রমণের একটা হাতিয়ার তৈরী করার চেষ্টা করছে। আর দুই নম্বরের হাত হলো ভারতবর্ষের দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সমবেত প্রচেষ্টায় যা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। এই দুই হাতে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতাকে কৌশলে চেপে মারার ষড়যন্ত্র এবং কৌশল সিকিমকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করছে। সেই দিক থেকে আমি এই সিকিমকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত সংবিধান সংশোধনী বিলটাকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা আমাদের শাসক গোষ্ঠী এবং বিরোধী শক্তি স্বীকার করতে বাধ্য যে ভারতবর্ষের দারিদ্র, দুঃখ সমস্যা এবং সংকট আজকে প্রচণ্ডভাবে ভারতীয় জনসাধারণকে আলোড়িত করছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের এই সংকটকে আজকে বিপ্লবী শক্তি অতি বিপ্লবী শক্তি ব্যবহার করতে পারে। আজকে ভারতবর্ষের পজিশন এই রকম। কাজেই যে সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তি আজকে ভারতবর্ষের দারিদ্রকে একটা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শক্তি হিসাবে ভারতবর্ষের দারিদ্রকে ফেসিষ্ট আক্রমণে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। তাদেরকে আঘাত দেওয়া দরকার। যারা মনে করেন ভারতবর্ষের দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সংগে কোন যোগাযোগ নাই তাদের সঙ্গে আমরা একমত নই। যারা মনে করেন যে শুধু দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করলেই চলে আর সাম্রাজ্যবাদকে পরিহার করার জন্য কোন লড়াইয়ের দরকার নাই তাদের সঙ্গেও আমরা একমত নই। কারণ আজকের সংকট একটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তৃতীয় সংকট। এই সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করা দরকার। সমস্ত বিশ্বে আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয় নিশ্চিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্বেও এক্সিডেন্ট কোন অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার জয় এইটা অসম্ভব বলে মনে করার কারণ নাই। সমস্ত বিশ্বে—ভিয়েতনামে, কাম্বোডিয়ায়, গ্রীসে, পর্তুগালে সমস্ত দেশে যেখানে আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ফ্রান্সে, ইটালীতে, জাপানের মত দেশেও যেখানে চিরকাল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সেখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচণ্ড সংকটের সম্মুখীন, যে সংকট সম্পর্কে আমরা শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টিই বলছি না, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া পুঁজিপতি যে সমস্ত পত্রপত্রিকা আছে এই সমস্ত পত্রপত্রিকাও এই সংকট সম্পর্কে বলছে। সেই সংকটের ফল আজকে সেইটা অনগ্রসর দেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন এবং সেই সংগে তাকে আত্মরক্ষার

জন্য কতগুলি তাবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করার জন্য যে সমস্ত কৌশল তারা অবলম্বন করেছেন। সেই কৌশলের পক্ষে আমাদের দেশের ভিতরের যে সমস্ত শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই আক্রমনকে ভিতর থেকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের বিক্ষোভকে যেভাবে ফেসিজমের পক্ষে ব্যবহার করার চেস্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণকে লড়াই করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ্য করলাম সি, পি, এম দলের মাননায় নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র বাবু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে সিকিম বিলের বিরোধীতা করছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করি যে আজকে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের যে অংশীদার মাওসেতুং উনি কি সিকিম বিলের পক্ষে না বিপক্ষে। আজকে সাম্রাজ্যবাদের যে সমস্ত অংশীদার যারা এখানে সাম্রাজ্যবাদের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না এবং বলছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদেরকে কথা দিয়ে কথা রাখে নি, সেই সাম্রাজ্যবাদের দালালগুলি কার পক্ষে, চোগিয়োলের পক্ষে না এই সংবিধান সংশোধনী বিলের পক্ষে? যে কিসিংগার আজকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতার শক্তি, গণতন্ত্রের শক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তির কাছে ঘা খেয়ে বলছে আমরা সৈন্য পাঠিয়ে ভুল করেছি। কাজেই আমি বলতে পারি কিসিংগার সাহেবরা, ভুট্টো সাহেবরা, মাওসেতুং আজকে নৃপেন্দ্র বাবুর মতই সমপরিমাণে দুঃখিত। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে জয়প্রকাশ নারায়ণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। দুর্ভাগ্যের বিষয়। ৫০ বছর ধরে কংগ্রেসের যে সমস্ত নীতির বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টি বলছে তখন তারা ছিলেন কংগ্রেসী, আর আজ তারাই ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে। আমি বলছি তারা কংগ্রেস বিরোধী নয়। আজকে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে যদি জয়প্রকাশ নারায়ণের কোন বন্ধুকে প্রধান মন্ত্রী করা হয় তখন জয়প্রকাশ নারায়ন আবার কংগ্রেসী সমর্থক হয়ে যাবেন। বিশ্বের দুইটা প্রধান শক্তি আছে—একটা হলো রাশিয়া আরেকটা হলো আমেরিকা। এই দুই শক্তির মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া বরাবরই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। আরেকটা প্রধান শক্তি বরাবরই ভারতের সংগে শত্রুতা করে আসছে। এখানেই জয়প্রকাশের জ্বালা। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যেখানে ভূমি সংস্কার বিল শত সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে নীতি হিসাবে ভূমি সংস্কারকে মেনে নিয়েছেন, অবশ্য আজ পর্যান্ত কোন একটা ভূমি সংস্কার কার্য্যকরী করা হয় নি। কিন্ত তা সত্ত্বেও সেই ভূমি সংস্কার বিলকে পতন ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য নন্দিনী সত্পতির সরকার কর্তৃক বিল আনলো উড়িষ্যাতে তখন দেখা গেল, কংগ্রেস পার্টি জয়প্রকাশ নারায়ণের সমর্থকরা কংগ্রেস থেকে বেড়িয়ে গিয়ে বিজু পট্টনায়কের সমর্থক হয়ে গেল।

আজকে সেই সমস্ত একচেটিয়া পুঁজির দালাল তাঁরা আজকে জয়প্রকাশের সমর্থনে তাঁরা ভারতবর্ষে একচেটিয়ার বিরুদ্ধে লড়বে, তাঁরা ভারতবর্ষে গণতন্ত্র রক্ষা করবে। কারা রক্ষা করবে? মোরারজী দেশাই, বিজু পট্টনায়েক, প্রফুল্ল সেন এই সমস্ত লোক। বলরাম রাঘব এবং সমবেত এই সমস্ত লোকেরা। কাজেই এই সমস্ত লোকেরা আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং জয়প্রকাশকে সমর্থন করে যাচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই আজকে মাননীয় সি, পি, এম, নেতাকে আমি অনুরোধ করব যে কথা বলার এবং শোনার অধিকার সবার আছে। কারণ তাঁদেরকে আমি চিনি। তাদের বিপ্লবী দিন ফুরিয়ে গেছে। আমি জানি তাঁদের দিন ফুরিয়ে গেছে। আজকে তাঁদের পার্টির কালনেমীর অবস্থা হয়েছে। কালনেমী যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় উভয় সঙ্কটে পড়েছিল যে সে কার দলে যাবে। রামের কাছে গেলেও তার মৃত্যু হবে কিংবা রাবণের কাছে গেলেও সে মারা যাবে। এই অবস্থার মধ্যে সে ঠিক করল যে সে রাবণের পক্ষেই যাবে। ঠিক তেমনি অবস্থাই হয়েছে সি, পি, এম, নেতাদের। আমি অবশ্য সি, পি, এম পার্টির সমর্থকদের বলছি না। সি, পি, এম এর নেতৃত্বকে বলছি না। কেরালা এবং অন্যান্য জায়গায় তাঁদের নেতৃত্ব যে মার্কসবাদ লেনিনবাদের ভূমিকা সেই সম্পর্কে আজকে আমি বলছি। যারা মার্কসবাদ মানেন যারা ভোটের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে পার্টির মধ্যে ঢুকেননি যারা মার্কসবাদ লেনিনবাদ পড়েছেন, যারা আজকে ইটালী অভ্যুত্থানের কাহিনী জানেন, জানেন জাপানী অভ্যুত্থানের কাহিনী তারা আজকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বেড়িয়ে আসবে (গণ্ডগোল)। হ্যাঁ, তারা বেড়িয়ে আসবেই, আসবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অবস্থায় আজকে সিকিম বিল ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পরিপূরক এবং সিকিমের জনসাধারণের অনেক—বিপুল ভোটাধিক্যে ভারতবর্ষে যোগ দেওয়ার পক্ষে ভোট দেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সি, পি, এম-এর মাননীয় নেতা নৃপেন বাবু ট্রাইবেলদের কথা বলেছেন। স্যার, ট্রাইবেলদের যে প্রশ্ন, ভূমির প্রশ্ন, মাননীয় স্পীকার স্যার, সিকিমের যে চোগিয়াল আছেন উনার প্রাসাদের মধ্যে হচ্ছে ষড়যন্ত্রের ঘাটি। ষড়যন্ত্রের ঘাটী করে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত বিধান সভার সদস্যদের এবং নেতাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করা হয়ে থাকে। এবং ভারতবর্ষে সম পরিমানে জয়প্রকাশের সমর্থনকারী গোষ্ঠী তারা হত্যার রাজনীতি শুরু করছেন। এবং তাদের আক্রমণের শিকার হলেন রেল মন্ত্রী এল, এন, মিশ্র, তাদের জঘন্যতম আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে রিভলবার দিয়ে তার জেরার সময়ে কোর্টের মধ্যে তাকে হত্যা করা। এবং ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতিকে দিল্লীর জনবহুল রাস্তার মধ্যে গাড়ীতে বোমা ফেলে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা। আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের দালাল ভারতবর্ষের মধ্যে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে এবং সেটার জন্য তারা সিকিমকে নিয়ে পড়েছে। এবং সে জন্য রাজা চোগিয়াল আমেরিকাকে সাহায্য করছেন। সিকিমের গণতান্ত্রিক শক্তিকে খতম করার চেষ্টা করছেন। এবং ভারতবর্ষেও সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সেই শক্তির পরাজয় চোগিয়ালের পরাজয়। ভারতবর্ষের মধ্যে সিকিমকে অন্তর্ভুক্তির যে প্রশ্ন সেই প্রশ্ন আজকে গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই দিক থেকে এই বিলে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সমর্থন রয়েছে। আমি আজকে জিজ্ঞাসা করি সি, পি, এম, নেতাকে, আজকে মাননীয় স্পীকার স্যার, এঁরা কাদের স্বার্থে সহযোগিতা করছেন। এঁরা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়ছেন। কিন্তু ফ্যাসিজম কাকে বলে? ফ্যাসিজম বলে সমগ্র এক-চেটিয়া পুঁজির জঘন্যতম এবং সবচাইতে সম্প্রসারবাদী আক্রমণকারী সামরিক একনায়কত্বের যে পক্ষভুক্ত হচ্ছে যেসব গোষ্ঠি। ভারতবর্ষে কোন শক্তি ফ্যাসিষ্ট, কোন শক্তি ভারতে টাটা, বিড়লা এই যেগুলি একচেটীয়া পুঁজিকে সমর্থন করছে সেই সমস্ত শক্তিকে পরাজয় করার জন্য ভারতবর্ষের মানুষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে চায়। কিন্তু সেই শক্তিকে পরাভূত করার জন্য জয়প্রকাশের

নেতৃত্বে তাদের শক্তি হচ্ছে জনসংঘ, সিণ্ডিকেট কংগ্রেস যার নেতা হচ্ছে মোরারজী দেশাই, আর, এস, পি, আনন্দমার্গ এই সমস্ত দল অন্যান্যের কথা আমি জানি না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করছি, রেলওয়ের ধর্মঘটের সময় ভারত সরকার যখন তাদের আক্রমণ. (গণ্ডগোল)...তখন জয়প্রকাশ রেলওয়ের কর্মীদের সমর্থনে কেন দাঁড়ান নি, কিন্তু আজকে যখন ভারত সরকার বলতে শুরু করেছেন যে বিশ্বের দুই প্রধান শক্তির মধ্যে একটী আমাদের আজকে সমর্থন করছে, সেটা হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া। আর একটি আমাদের সব সময় সমালোচনা করে যাচ্ছে। এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী যখন বলেছেন যে সোভিয়েত, কিংবা আমেরিকা যদি পাকিস্থানকে অস্ত্র সাহায্য করে তাহলে সোভিয়েতকেও সে ছেড়ে দেবে না ঠিক তখনই জয়প্রকাশ এবং তাঁর সমর্থক গোষ্ঠী ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছেন। কাজেই এই যে অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে আজকে দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের সত্যিক যে সমস্ত দুনিয়া এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে অনেক কাজ কর্ম বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারও করে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। যেমন আজকে ভূমি সংস্কার আইন। সেই আইনগুলি বিভিন্ন বিধান সভায় পাশ হয়েছে। সেই সমস্ত আইনগুলিকে কার্যকরী করার জন্য লড়াই করার জন্য জয়প্রকাশ আসুন তো দেখি। বলুন দেখি ভূমি সংস্কার আইন কার্যকরী করার জন্য। কোরাপশন, কোরাপশন তো খুব বলা হচ্ছে কিন্তু কোরাপশন কি হাওয়ায় তৈরী হচ্ছে? হাওয়া কি কোরাপশনকে জন্ম দিচ্ছে? কোরাপশন মনোপলি কেপিটালিষ্ট ইত্যাদি জন্ম দেয়। কোরাপশনের বিরুদ্ধে একটা শ্লোগান জয়প্রকাশ দিন তো? এই অবস্থায় আজকে লড়াই করার জন্য কমিউনিষ্ট এবং সিণ্ডিকেট কংগ্রেস আজকে জয়প্রকাশের দলে গিয়েছে তাদের পতাকা ছুড়ে ফেলে দিয়ে। একটা সমাধুনিক সংশোধনের বিরুদ্ধি পর্যান্ত আজকে আমরা দেখলাম না। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি করার চেষ্টা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চাচ্ছে তার বড় একটা অঙ্গ হল সিকিম। কিন্তু সিকিমের জনসাধারণ সেই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের যে দালাল চোগিয়াল সেই চোগিয়ালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছেন। সেখানকার জনতা ভোটে ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তি হওয়ার জন্য তাদের মতামত দিয়েছে। এবং বর্তমান সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। আমি এই বিলকে সমর্থন করছি এবং আমি সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলতে চাই। নাগাল্যাণ্ড, কাশ্মীর ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্ত মিলিয়ে মাননীয় নৃপেনবাবু বলেছেন সমস্ত ঘটনাবলীকে, এক দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ আর একদিকে চোগিয়ালের নীতিকে সমর্থন, অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে, তার দালালকে মেনে নিয়ে তাকে আবার জীবিত করার জন্য রেখে দাও। এই হল তাদের কৌশল এবং এই সমস্ত কৌশলে আজকে এরাই শুধু বলতে সাহস করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ায় পরাজয়ের পরে খাস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বরের গোয়েবলস্ কিসিংগার সাহেব, তিনি পর্য্যান্ত তার বুলি, সুর বদলাতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু এটা একটা বামপন্থী ফাঁকা আওয়াজ যে এরা আজকে সরাসরিভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন শ্লোগান উত্থাপন করার পক্ষে দ্বিধাবোধ করছেন না। এমন কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা

পর্যন্ত সরাসরি বলতে ভয় পায়। কাজেই আমি এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এই সিকিম বিল, যে বিল সংবিধান সংশোধনের মারফত ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হল সেই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার ইন-চার্জ টু পারটিসিপেট।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বৎসরে আমরা সিকিমকে সহযোগী রাজ্য র‍্যাটিফিকেশনের প্রস্তাব আমরা এখানে রেখেছিলাম এবং তা পাশ হয়েছে। তৎপর সিকিমকে ভারতের অঙ্গরাজ্য করার জন্য সিকিমে বিধানসভা সর্বসম্মতক্রমে ১০ই এপ্রিল প্রস্তাব রেখেছে। সেই প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ হয় সর্বসম্মত ভাবে। তারা চাচ্ছে কি যে ভারতীয় ইউনিয়নের একটা অংগরাজ্য হওয়ার জন্য তাদের এই অভিপ্রায় পূরণের জন্য এই সংবিধান সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে বিগত ২৩শে এপ্রিল লোকসভায় গৃহীত হয়েছে এবং ২৬শে এপ্রিল রাজ্যসভায় তা গৃহীত হয়েছে। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এটা সিকিমবাসীর সর্বসম্মত প্রস্তাব নয়। আমরা জানি যে বিধানসভায় রিজলিউশান হওয়ার পর বিগত ১৪ই এপ্রিল তাদের রেফারেণ্ডাম হয়েছে এবং রেফারেণ্ডামে স্বাধীনভাবে সিকিমবাসী ভোট দিয়েছে। তাদের ভোটের সংখ্যা ছিল ৯৭,০০০ এবং ভারতের অঙ্গরাজ্যের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৫৯,০০০ সামথিং এবং চোগিয়ালের পক্ষে প্রায় ১,৫০৬ ভোট দিয়েছে। সুতরাং এই যে ভোট হয়েছে তাতে আমরা বলতে পারি সিকিমবাসী এক কণ্ঠে বলেছে যে ভারতের যে গণতন্ত্র, বিশ্বের যে সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ তার অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য এবং তার অংশরূপে পরিগণিত হওয়ার জন্য তারা একসাথে সকলে বলেছেন। যদি এই বিলকে র‍্যাটিফিকেশান করা হয় এবং ভারতের যে পার্লামেন্ট যে পাশ করেছে তাতে মোর দ্যান ফিফ্‌টি পারসেণ্ট রাজ্যের পাশ করার দরকার পড়ে এবং আমরা এই বিধানসভায় র‍্যাটিফিকেশনের জন্য আমরা এই বিধানসভায় উপ্থাপন করেছি, তাতে দেখা যাবে যে সিকিমবাসী হিমালয়ের যে ক্ষুদ্র রাজ্য তাকে ভারতের অঙ্গীভূত হয়েছে এবং সিকিমবাসীদের অভিপ্রায় পূরণ হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন যে তারা গণতান্ত্রিক অধিকার পাবে না, তা ঠিক নয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্য যে রকম গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে সিকিমবাসীও সেই অধিকার পাবে। সিকিম একটা অনুন্নত বা ব্যাকওয়ার্ড ষ্টেট, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সেও তাল মিলিয়ে চলতে পারবে। এটা আমি আশা করি এবং হাউস এই প্রস্তাব সমর্থন করবে।

Mr. Speaker :— Now, discussion is over. Now, the question before the House is the resolution moved by Shri Monoranjan Nath, Minister :-

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the provision to Clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty eighth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament, which seeks to make Sikim a State in the Union and the short title of which has been changed into 'The Constitution (Thirty sixth Amendment) Act, 1975'."

(The question was put and was carried by voice vote. The C.P.I.(M) Party voted against. The Resolution was then passed.)

Mr. Speaker :— I have received 9 Calling Attention Notices from the Hon'ble Members. Only three notices are taken up per day. Out of 9 Calling Attention Notices three will be taken up to-day and these notices are given by Shri Kalipada Banerjee, Shri Abdul Wazid, Shri Chandra Sekhar Dutta and Shri Achhaichi Mog (bracketed) and the Calling Attention Notices given by Shri Nripendra Chakraborty and Shri Anil Sarkar have also been admitted. Notices will be replied by the Minister concerned afterwards. Now, in the mean time, I have received notice of short discussion from Shri Jatindra Kumar Majumder regarding "ত্রিপুরার বর্তমান খাদ্য সংকট ও খরাজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে"। I have admitted this notice for today. Discussion on this matter will be one hour. I would request the whips of both the parties to furnish the names of Members who are willing to take part in the discussion. I hope the House agrees with the extension of time of the sitting. Now, I would request Shri J. K. Majumder to initiate discussion.

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :— স্পীকার, স্যার, ৯টা আপনি বললেন টোটেল—

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার যে কলিং এটেনশান ছিল তার কি হবে ?

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :— ৯টার মধ্যে ৫টা আপনি দিচ্ছেন। আর বাকীগুলির—

মিঃ স্পীকার :— আউট অব নাইন, ফাইভ নোটিশেস হ্যাভ বীন অ্যাডমিটেড। এক দিনে তিনটার বেশী দেওয়া যায় না। নোটিশ গিভেন বাই ইউ হ্যাজ বীন রিসিভড়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, কলিং অ্যাটেনশনের ব্যাপারে আপনার ক্ষমতা আছে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। ৫টা নাম দেওয়া হয়, ৫টাই অ্যাডমিট করতে পারেন। এখানে তাপস বাবু কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ প্রোফেসারদের ব্যাপারে, ১২ তারিখে কলেজের পরীক্ষা এবং কলেজ টীচাররা পরীক্ষা বয়কট করছেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মিঃ স্পীকার :— ইউ ক্যান নট চ্যালেঞ্জ মাই রুলিং। অ্যাকর্ডিং টু প্রায়রিটি অন রিসিপ্ট অব দিস নোটিশ—এটা করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, না, আমি চ্যালেঞ্জ করছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ১২ তারিখে পরীক্ষা। পরীক্ষার যে ফলাফল সেটা পরীক্ষা করবেন না। সেটা কলকাতার পরীক্ষকরা জানিয়ে দিয়েছেন যে যদি আগরতলায় শিক্ষকরা পরীক্ষা বর্জ্জন করেন তাহলে আমরা তাদের খাতা দেখব না। এটা আমাদের হাউসের সিরিয়াসলী বুঝা দরকার যে আমাদের ছেলেরা পরীক্ষাতে গেলেও পরীক্ষার কোন ফল হবে না, কারণ পরীক্ষক যারা তারা জানিয়ে দিয়েছে যে আমরা কোন খাতা দেখব না। সেখানকার ভাইস চ্যান্সেলারের চিঠি আমার কাছে আছে, তিনি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে যে আপনি এটা মেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি এটা মীমাংসা করুন। এই অবস্থাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন না কেন? আশ্চর্যের কথা, সমস্ত ত্রিপুরার ছেলেদের ভাগ্য যেখানে নাকি নির্ধারিত হচ্ছে ১২ তারিখে সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি ভাইস চ্যান্সেলারকে কি জবাব দিয়েছেন সেট বলবেন না? তা তিনি অস্বীকার করুন যে চিঠি পাননি?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এডমিট করে আমাকে বলতে বলেন তাহলে আমি বলতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হাঁ...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— উনি বলতে রাজী আছেন, আপনি এডমিট করবেন না কেন?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমার একটা পয়েন্ট আছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আবার কি পয়েন্ট (ইন্টারাপশান) লিডার অব দি হাউস রাজী হয়েছেন (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— অর্ডার প্লীজ —উনি বক্তব্য রাখছেন উনার বক্তব্য শুনুন (ইন্টারাপশান) আগে উনি কি বলছেন শুনে নিন, তারপর পয়েন্ট অব অর্ডার করবেন (ইন্টারাপশান) অর্ডার প্লীজ —প্লীজ টেক ইউর সীট। (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— ওটা এডমিট করেছেন—করে বলেছেন তাতে যে জিনিষগুলি তাতে আপনারা করতে পারেন......

মিঃ স্পীকার :— কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আপনারা সকলে এক সংগে বলছেন কথা, কিছুই বুঝা যায় না। কিছুই শুনা যায় না। (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম এই কথা, মাননীয় স্পীকার যদি এডমিট করেন—আগে যে কথা হয়েছে যে এডমিটেড হলে তারপর মিনিষ্টার বক্তব্য রাখবেন—এই কলিং এটেনশান এডমিটেড হল কি না, সেটা মাননীয় স্পীকারের রেসপনসিবিলিটি। কাজেই উনি যদি এডমিট করে থাকেন তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলতে পারব, কি সময় নেব সেটা পরে হবে

শ্রীতাপস দে :—স্যার, বিষয়টি গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন কিনা ...

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার যে নোটিশ এটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি যে ফর্মে নোটিশটা এনেছেন দিস ডাজ নট সেটিসফাই দি সার্ভিস কণ্ডিশান। অতএব এটা এডমিট করা হয় নি।

শ্রীতাপস দে :—কি গ্রাউণ্ডে স্যার ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্য শ্রীবরেন্দ্র শর্মা একটা প্রস্তাব এনেছেন সেটি কলিং এটেনশনে আপনি দেখুন। যে ভাইস চেন্সেলার যে চিঠি দিয়েছেন সেই চিঠি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য কি—কাজেই সেটাতো...

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার উটা আমি দেখিনি। এটা শর্ট নোটিশ ডিসকাশনে আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, যেটা প্রসিডিউর এডমিশানের ব্যাপারে—মিনিষ্টার ইনচার্জকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি এখনই দেবেন না পরে দেবেন। That procedure should be followed.

Mr. Speaker :—There are 9 Calling Attention Notices for today. Out of which I have given my consent to three Calling Attention Notices of Shri Kalipada Banerjee (2) Shri Abdul Wazed (3) Shri Chandra Sekhar Dutta and Shri Achaichi Mag.

Now I would request the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Kalipada Banerjee regarding ;—"বিগত ২২শে এপ্রিল, ১৯৭৫ ইং সাবরুম মহকুমা শাসকের অফিসের সম্মুখে অবস্থানরত ভুখা জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ সম্পর্কে।" If he is not in a position to make statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown in the Order Paper for a statement

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পকে ১২ তারিখ বলব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, ২২ তারিখের ঘটনা, সেই ঘটনার পরে এই বিষয়টি আমি শুনেছি কেবিনেটে আলোচনা হয়েছে এবং গভর্ণমেন্ট একটা প্রেস রিলিজ দিয়েছেন। আমার মনে হয় চীফ মিনিষ্টার এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ঘটনার ব্যাপারে ১২ তারিখে নেওয়ার কারণ কি ? কোন তদন্ত করতে হবে না, প্রেস রিলিজ দিয়েছেন সেটা উনি জানেন। সুতরাং সেই সম্পর্কে আজকে দিতে কি অসুবিধা হয় যেখানে পুলিশ লাঠি চার্জের ঘটনা উনারা জানেন। আর বার তারিখের কথা বলেছেন, ১২ তারিখতো হাউস থাকছে না। আমি চাই আমার কলিং এটেনশানের উত্তর আজই দেওয়া হউক (ইণ্টারাপশান)

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নইলে হবে না (ইণ্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :—আপনি কি পুলিশ মন্ত্রী, না ডেমি চীফ মিনিষ্টার ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আমি একজন মন্ত্রী। (ইণ্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এখানে ৪০/৪২ জন লোক পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে, ৫ জন হাসপাতালে ইণ্ডোরে ট্রিটমেণ্টের জন্য ভর্তি হয়েছে কেন ? তারা গিয়েছিল খাবার চাইতে, তারপর লাঠি পেয়েছে। তারপর তিনি বলছেন যে তাহলে হবে না। এতে কি সেই ভুখা মানুষগুলির উপর সমবেদনা দেখান হচ্ছে, না কি খাবার চাইলেই লাঠি পাবে ? এটা একটা রেওয়াজ, নিয়ম সেই কথাই বলছেন ? আমি দুঃখিত যে

তড়িত বাবু একথা বলেছেন। আমি দুঃখিত মাননীয় মন্ত্রী যে ভাবে কথা বলছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি মাননীয় অধ্যক্ষ মারফত, বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ আমার নিজের কনষ্টিটিউয়েন্সির ঘটনা, আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি তারপর এখানে এসে সেখানে গিয়েছি, তারপর তাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলেছি, আমি চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকেই এই সম্পর্কে ষ্টেটমেন্ট করবেন। যেহেতু চীফ মিনিষ্টার জানেন এতগুলি লোকের যেখানে ব্যাপার, এতগুলি লোক যেখানে আহত হয়েছে সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকেই ষ্টেট-মেন্ট করবেন, তাই আমি আশা করি—এই কথা আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত জানাচ্ছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার, এটা ১১ দিন হয়ে গিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাছে সমস্ত রিপোর্ট থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমার মনে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করলেই ৫ মিনিটের মধ্যে এটা আনতে পারেন এবং আমি মনে করি এই বিষয়ে কালাবাবু যা বললেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আপনি অনুরোধ করবেন যাতে আজকেই ষ্টেটমেন্ট করেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ it relate to the public এবং সেটা ক্ষুধার সংগে সম্পর্ক, সেন্টিমেন্টের সংগে সম্পর্ক। কাজেই সেটা আর ব্রেক না করে—১১ দিন পরে রিপোর্ট নিশ্চয় এডমিনিষ্ট্রেশানের কাছে এসেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন, ডিটেলড রিপোর্ট তিনি পেয়েছেন, কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব আজকেই যাতে এই সম্পর্কে ষ্টেটমেন্ট করেন।

Mr Speaker :—I have no objection if he makes statement to-day. I have no objection.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিটেলড্ রিপোর্ট না পেলে—ডিটেলড রিপোর্ট অর্থে আমি বুঝি যে সমস্ত দিক থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করে হাউসের সামনে প্রেস করতে হবে আমি সেজন্যই বলছি যে ১২ তারিখ করব।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—১১ দিনেও যদি ডিটেলড রিপোর্ট না আসে তাহলে সেটা কবে আসবে স্যার? তাহলে কত দিনে আসবে? স্যার, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেখানে যদি ১১ দিনের মধ্যেও অ্যাডমিনেষ্ট্রেশান থেকে ডিটেইলড রিপোর্ট না আসে তাহলে কবে আসবে? একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ইট রিলেটস টু দি হাংগ্রী পিউপলস এবং সেই সম্পর্কে ১১ দিনের মধ্যে যদি অ্যাডমিনিষ্টেশন থেকে ডিটেইলড রিপোর্ট সংগ্রহ করা না যায় তবে সেইটা কবে হবে? আমি তো বুঝতে পারছি না ১১ দিনেও যেখানে রিপোর্ট তৈরী হলোনা সেইটা ১২ তারিখে হবে কিনা। সেইটা ইভিল হতে পারে স্যার, সেইটা আজকেও হতে পারে। আমি একটা জিনিষ বলবো স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে এইটা এডমেণ্ড না হয়ে আজকে যাতে উনি ষ্টেটমেন্টটা করেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, গভর্ণমেন্ট প্রেস রিলিজ দিয়েছে, তাহলে এইটা কি হাউসকে জানানো যায় না? এইটা কি কথা? গভর্ণমেন্ট নিজে প্রেস রিলিজ দিয়েছে সেইটা কি হাউসকে বলবে না? উনি বলেছেন যে উনি জানেন না, এইটা হতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের সেন্টিমেন্ট, হাউসের যা উইসেস আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আমি তার সংগে এসোসিয়েট করছি, এসোসিয়েট করে

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যে এক ঘণ্টা সময় নিন, তার ডিপার্টমেন্ট কনসাল্ট করুন এবং অন্তত: একটা সহজ ষ্টেটমেন্ট তিনি করুন যাতে প্রকৃত তথ্য আমরা পেতে পারি। যে ধরণের আক্রমণ হয়েছে এস, ডি, ও,কে সামনে রেখে, তারা ক্ষুধার্ত মানুষ, দীর্ঘ সময় ধরে তারা সেখানে অপেক্ষা করেছে। কাজেই এইটা যদি খাদ্য সমস্যার সমাধানের পথ হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরায় পক্ষে অত্যন্ত দুর্দিন আসছে সামনে। আমি যে কথা বলেছি যে বিভিন্ন জায়গায় খাদ্যের জন্য ধর্ণা হবে এবং প্রত্যেক জায়গায় তারা এইভাবে অপেক্ষা করবে। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের সামনে অন্তত: পক্ষে প্রিলিমিনারী একটা ষ্টেটমেন্ট করুন। হয়তো এর পরে সুযোগ পাওয়া যাবে। একটা প্রিলিমিনারী, প্রাথমিক একটা ষ্টাটমেন্ট তিনি করুন। এই যে ইচ্ছা আমি অন্যান্য সদস্যদের সংগে আমাদের তরফ থেকে এই ইচ্ছাটা প্রকাশ করছি এবং হাউসে এইটা রাখছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন হাউসের অপিনিয়ন আমি সেই বিষয়ে একমত হয়ে বলছি যে ঘটনাটা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেই হেতু আমি এইখানে কোন রকম ফেক্টসের বাইরে আমি যেতে চাইনা। কাজেই উনি যেটা বলেছেন যে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিলেই তবে সেইটা এক ঘণ্টা কেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেও করা যেতে পারে। এইটা চাইনি বলেই আমি বলেছিলাম যে ১২ তারিখে দেবো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ফেক্টসের বাইরে আমি কিছু বলতে চাইনা। মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে চাইছেন যে ওর যে ষ্ট্যাটমেন্টটা সেইটা ফেক্টসের বাইরে ছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে রিপোর্ট ফাস্ট হ্যাণ্ড আসে তার উপর প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে সেইটার মধ্যে ফেক্টসের বাইরে অনেক কিছু থাকে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ষ্ট্যাটমেন্ট যদি এই হয় স্যার, তাহলে পাবলিক এই ষ্টাটমেন্টকে কিভাবে নেবে এতো বুঝতে পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রেস নোট যেটা বের হয় সেইটা হলো ফাস্ট যে রিপোর্ট আসে তার উপর প্রেস রিলিজ দেওয়া হয় এবং তার মধ্যে নানারকম প্রশ্ন উঠে, নানা কথা আসে, বিভিন্ন দিক থেকে প্রশ্ন আসে যে এই ঘটনা এই রকম হয়েছে, তার উপরে এসেসমেন্ট হয়,সেই এসেসমেন্ট করে যখন হাউসের সামনে রাখা হয় কোন ষ্টাটমেন্ট তখন সেইটাতে একটু ডিটেইলস থাকা ভাল সেইজন্যই আমি সময় চেয়েছিলাম। আর যদি মাননীয় সদস্যরা চান যে ফাস্ট হ্যাণ্ড রিপোর্ট যেটা সেইটার উপর নির্ভর করে রিপোর্ট দিতে তাতে আমি রাজী নই। এবং বোধ হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে মিনিষ্টারকে ফোর্স করার কোন বিধান নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভুল করেছেন। ফোর্স তো করা হচ্ছে না? যখন হাউস ছিল না তখন হাউসের বাইরে গভর্ণমেন্ট একটা প্রেস রিলিজ করেছেন। প্রেস রিলিজ যা হয়েছে সেইটা ঘটনাটা যদি হাউসকে না জানান তাহলে এইটা, হাউসের অবমাননা করা হয়। সুতরাং, আমরা ওর কাছে এইটা ষ্ট্যাটমেন্ট চাই। ১৭ দিন হয়েছে, এস, পি, গেছেন তাছাড়া অনেক অফিসাররাও সেখানে গেছেন, তারা নিশ্চয়ই তদন্ত করেছেন

এবং সেই তদন্তের রিপোর্ট নিশ্চয়ই আছে. তিনি ইচ্ছা করলে এবং হাউসকে যদি তিনি সম্মানের চোখে দেখেন তাহলে এই বিষয়ে তিনি ষ্ট্যাটমেন্ট করতে পারেন। এই জন্য আমরা তার কাছে অনুরোধ রাখছি।

Mr. Speaker :—Next I would request the Minister in charge of the Education Deptt. to make a statement on the following calling attention notice of Sri Abdul Wazid, অতি সম্প্রতি সাবরুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুই ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট, পুলিশি হামলা ও অত্যাচার সম্পর্কে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে ১২ তারিখে ষ্ট্যাটমেন্ট করবো।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, আমি এই সম্পর্কে একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ দিয়েছিলাম। আমার এইটার কি হলো আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :—আই অ্যাম সরি, মাননীয় সদস্য আবদুল ওয়াজিদ এবং অনিল সরকার আপনারা দুই জনেই নোটিশ দিয়েছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—স্যার, মিনিষ্টার বলেছেন যে কপি পান নি, মিনিষ্টারকে কেন কপি দেওয়া হলো না? যেখানে দুই কপি করে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—কপি হেজ অলরেডি বিন সেন্ট টু হিম। নেক্সট আই ওড কল অন দি মিনিষ্টার ইনচার্জ অব দি হোম ডিপার্টমেন্ট টু মেক ষ্ট্যাটমেন্ট অন দি কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ অব শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত আণ্ড আচাইছি মগ—"গত ৪-৫-৭৫ ইং বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে ডঃ মিঃ দাসের বাড়ীতে ডাকিয়া নিয়া আক্রমণ করিয়া আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১২ তারিখে দিতে চেষ্টা করবো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রশ্নটা তুলেছিলাম এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছিলেন যে যদি অ্যাডমিটেড হয় তাহলে, আমি বলতে পারব ষ্টেটমেন্ট করতে পারি কিনা। সেটা হচ্ছে অধ্যাপকদের পরীক্ষা বর্জনের অ্যাক্সপ্লেশন। আপনি যদি কলিং এটেনশনটা অ্যাডমিট করেন তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন। সেটা আমরা এখনই এখানে জানতে পারব। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে আপনি এই কলিং এটেনশনটা অ্যাক্সামিন করে দেখুন, সেটা মিঃ অমরেন্দ্র শর্মা কলিং এটেনশনের নোটিশ দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—নোটিশ গিভেন বাই শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ইজ নট অ্যাডমিটেবল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—কেন অ্যাডমিটেড হল না সেটা জানাবেন না? কি গ্রাউণ্ডে সেটা অ্যাডমিটেড করা হল না সেটা আমাদের জানতে দিন।

মিঃ স্পীকার :—কি গ্রাউণ্ডে সেটা অ্যাডমিটেড হল না সেটা হাউসকে জানানোর দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—না, না, আমি জানতে চাই যে কোন কোন কলিং এটেনশনগুলি অ্যাডমিটেবল হল না। সেটা কি আমরা জানতে পারব না এবং কি কি কারণে সেগুলি অ্যাডমিটেড হবে না?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—তিনটার বেশী হলে অ্যাডমিট করা হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সেটা তো জানতে হবে যে বেশী হয়ে গেছে বলে অ্যাডমিটেড করা হল না। বলে দিন কেন অ্যাডমিটেড হল না। বলুন?

মিঃ স্পীকার :—সে কারণ নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে বলুন কোন কারণে আপনি সেটা অ্যালাউ করেন নি।

মিঃ স্পীকার :— এটা ভ্যাক।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটা কোন কারণে ভ্যাক্, কিন্তু কেন বললেন যে এটা ভ্যাক্ ? মিঃ শর্মা আপনি পড়ুন না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ভ্যাক্টা কি করে হল ? আপনি বুঝিয়ে বলুন। অধ্যাপকদের পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ভাইস চেন্সেলার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে, উদ্বেগ প্রকাশ সম্পর্কে। এটা ভ্যাক্ নয়। ভাইস চেন্সেলার যে চিঠি লিখেছেন সেখানে পরিষ্কার তিনি এ কথা জানিয়েছেন যে, এই পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত ত্রিপুরার অধ্যাপকরা গ্রহণ করাতে ওয়েষ্ট বেঙ্গল টিচার্স, তারাও বলেছেন যে ত্রিপুরার পরীক্ষার্থীর খাতা তারা দেখতে পারবেন না। এবং এই সঙ্গে সঙ্গে সিন্ডিকেট যে রিজলিউশান নিয়েছে সেই রিজলিউশানে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেছেন যে ইউ, জি, সি, স্কেল যেন ত্রিপুরার অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে অ্যাপলিকেব্যল করা হয়। ত্রিপুরার গভর্ণমেন্টের কাছে তারা অনুরোধ করেছেন। আর তা না হলে পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। পরীক্ষা সংক্রান্ত যে সমস্ত ব্যাপারগুলি আছে কেবল ইনভিজিলেশান দেওয়া নয়, পরবর্তী সময়ে খাতা দেখা, যেখানে ত্রিপুরার শুধু নয়, ত্রিপুরার বাইরে অন্যান্য জায়গার অধ্যাপকরা যেখানে খাতা দেখবেন না, সেখানে ত্রিপুরার ছেলেরা যারা পরীক্ষা দেবে তাদের কি অবস্থা হবে। এবং ১২ তারিখ থেকে যে পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনি সেটাতে কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সেই পরীক্ষার্থীদের কি হবে ? কিছুই বুঝতে পারছি না। এটা ভ্যাক্ কোথায়, তাও বুঝতে পারছি না। আপনি সেটা বুঝিয়ে বলুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ত্রিপুরার ছেলেদের যেখানে জীবন মরণের প্রশ্ন সেখানে আপনি এক কথায় এটাকে ভ্যাক্ জানিয়ে দিলেন কোন অ্যাক্সপ্লেনেশান না দিয়ে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য কথা। এরকম তো কোন দিন শুনি নাই।

মিঃ স্পীকার :— ক্যালকাটার ভাইস চেন্সালার চিঠি দিয়েছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— চিঠি দিয়েছেন। রিটেন শুনবেন ? আই রিড ইট। Dear Shri Sengupta...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আশ্চর্য্য কথা। আমরা হাউসে কেন আসি ? ত্রিপুরার (গণ্ডগোল) যেখানে জীবন মরণের প্রশ্ন সেখানে উনি এক কথায় বলে দিলেন যে এটা ভ্যাক্। আশ্চর্য্য।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা সবাই একসঙ্গে বললে কারো কথাই শুনা যাবে না। আপনারা একজন করে বলুন…

শ্রীঅনিল সরকার :— * * * * *

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি এটা উইড্র করুন। নয়তো সেটা আমি এ্যাক্সপাঞ্জ করে দেব।

শ্রীঅনিল সরকার :— খুব অ্যাক্সপাঞ্জ করুন। আমি উইড্র করব না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশন নোটিশ ছিল।

অনিল সরকার :— * * * * *

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ এক্সপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস অব দি হাউস।

Mr. Speaker :— I have received a notice of short discussion from Shri Jatindra Kumar Majumder regarding—"ত্রিপুরার বর্তমান খাদ্য সংকট এবং খরাজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে" I admitted this notice for to-day. The discussion on this matter will be for one hour. I would request the Whips of both the parties to furnish the names of the members who are willing to take part in the discussion. I hope the House agrees with the extension of time of the sitting. Now, I would request Shri J. K. Majumder to initiate discussion.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমার একটা প্রিভিলেজ মোশন ছিল।

মিঃ স্পীকার :— এটা পরে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হয়ে যাক্ না। এরপর বক্তৃতা দিলেও হবে।

মিঃ স্পীকার :— আই হ্যাভ রিসিভড ইওর নোটিশ। (গণ্ডগোল) শ্রী জে, কে, মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আলোচনার বিষয়-বস্তুটা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভয়াবহ খরা পরিস্থিতি, তার ফল স্বরূপ ত্রিপুরার জনজীবন আজকে বিপন্ন হতে চলছে। কারণ এর ফলে দিকে দিকে ত্রিপুরার পকেটে পকেটে, রাস্তায় ঘাটে আমরা দেখছি বুভুক্ষু মানুষ, ক্ষুধার্ত মানুষ, অনাহারী মানুষ আজকে ঘুরছে মন্ত্রীদের দ্বারে দ্বারে, এম, এল, এ, দের কাছে কাছে, ব্যবসায়ীদের কাছে কাছে। এই দৃশ্য আজকে ত্রিপুরার মানুষ সকলে দেখতে পাচ্ছে। আমি খুব বেশী দূরে না গিয়ে বলতে পারি যে আমি গতকালও দেখেছি যে মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর বাস ভবনের সামনে শ'খানেকের মত ক্ষুধার্ত মানুষ। জিজ্ঞাসায় জানতে পারলাম তারা ৭।৮ দিন খায় নি। তারা সকলেই ট্রাইবেল এবং খুব বেশী দূর নয়, জারুল বাচাই এলাকার লোক। তিনি স্বীকার করেছেন যে এইভাবে তাঁর বাসার সামনে আদিবাসী ক্ষুধার্ত মানুষ

* * * Expunged as ordered by the Chair.

শিশু, নরনারী, বৃদ্ধ সহকারে আসছে এবং তারা চলে যাচ্ছে সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে। আজকে ত্রিপুরার অবস্থা আমরা যারা দেখছি ঘুরে ঘুরে—চড়িলাম গিয়েছিলাম, সেখানে আদিবাসী অঞ্চলে দেখলাম যে কথা বেরুচ্ছে না। মানুষের মুখে কথা বেরুচ্ছে না। অনাহারে এমন অবস্থা হয়েছে। সেখানে রেশনের বরাদ্দ খুব কম, তাছাড়া কিনবার ক্ষমতা তো মোটেই নাই। আমরা দেখেছি জিরানীয়ায় আদিবাসী অঞ্চলে এবং ল্যাণ্ডলেস্ কলোনী যেগুলি আছে, রিফিউজী কলোনী যেগুলি আছে সেগুলিতে আমরা ঘুরে দেখেছি, তুলাকোণা ইত্যাদিতে, আরও দেখেছি মানুষ আজকে অনেক কষ্টে যদি আধা আঁটি, অর্থাৎ একটা ছোট্ট আঁটি সে সংগ্রহ করে বাজারে আনবার তার সামর্থ নাই। কারণ সে বাজারে আঁটি বহন করে আনতে পারছে না। এইটুকু শক্তি তার গায়ে নাই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে দিল্লীতে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন—তিনি বিস্মিত হয়েছেন অবাক হয়েছে এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেছেন, তাঁর ভাষায়, আমরা পত্রিকাতে দেখতে পেয়েছি যে "আমি জানি না ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের ভাগ্যে কি আছে"। প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ এইভাবে অর্ধাহারে অনাহারের মধ্যে পড়ে গেছে। কাজেই অবস্থাটা কোথায় সেটা সকলেই উপলব্ধি করতে পারছি। আজকের মানুষের কাছে আমাদের সরকার যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই এগিয়ে যাওয়ার ফলে আমরা মানুষকে কি দিতে পারছি? দিতে পারছি না। অসুবিধা কোথায়? আমরা দেখেছি গতবারও যে খরা হয়েছিল, গত বৎসরে যে ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল তার চাইতে টেন টাইমস্ বেশী, ১০ গুণ বেশী আজকের অবস্থা। খারাপ অবস্থা। আজকে দুর্ভিক্ষ চলছে ত্রিপুরাতে। কিন্তু সেখানে আমরা দেখছি যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে খিচুরী খাওয়ানো হত সেটাও বরাদ্দ কমে গেছে, কমে আসছে সংখ্যা। যেখানে ১০০ জন খেতে পারত সেখানে আজকে ৫০ জন খাচ্ছে। অথচ আমরা জানি যে আমরা এই যে অধিবেশন গেল, যে অধিবেশন এ্যাডজোর্ণ সাইনেডাই হয়েছিল তাতে আমরা ভোট অন অ্যাকাউন্ট পাশ করে দিয়েছি। তাতে আমরা বরাদ্দ করে দিয়েছি সরকারের হাতে বাজেটের টাকার এক চতুর্থাংশ খরচ করবার জন্য। কিন্তু আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে পেলাম যে সেই টাকা খরচ করা ঠিক ঠিক ভাবে আরম্ভ হয়নি। যদি ঠিক ঠিকভাবে খরচ হত তাহলে আজকে বুভুক্ষু মানুষ অন্নের জন্য হাহাকার করত না। আজকে তারা কাজের জ " মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরত না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুনে অবাক হয়ে যাবেন যে প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে লোক আসছে শত শত, কাজ দিন, যা আপনি মাইনে দিন, এক টাকা, দুই টাকা, যা খুশী দিন, তথাপি কাজ দিন। কাজ তো সকলে দিতে পারে না, কাজের একটা সোস চাই। টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে, ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে, ছোট্ট ছোট ভিলেজ বোর্ডের মাধ্যমে, ফরেষ্টের কাজের মাধ্যমে এবং অন্যান্য কাজের মাধ্যমে আজকে এগ্রিকালচারের যে হচ্ছে সয়েল কন্‌জারভেশান, তার মাধ্যমে কাজ দিয়ে মানুষকে রাখতে পারা যায়, সাধারণ মানুষ, সাধারণ কৃষক, সমস্ত মানুষই সেইভাবে উপকার করতে পারে না। তাই আজকে আলোচনার সূত্রপাত আমি করেছি এই জন্য যে আজকে হাউসের সমস্ত সদস্যরা এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল আছেন, শুধু সদস্যরা নয়, আমি জানি এবং আশা করি মন্ত্রী মহাশয়েরাও এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছেন। কারণ আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে

ভাবে ষ্টেটমেণ্ট করেছেন তার ফলে ত্রিপুরাবাসী আরও আতঙ্কগ্রস্ত যে আমাদের অবস্থা কি ? কোথায় আমরা চলেছি, কি আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের ছেলেমেয়ে, আমাদের বাপ মা এবং নিজেরা আমরা কি করে বাঁচবো। ১২ লক্ষ মানুষ আজকে ১৬ লক্ষ মানুষের মধ্যে যদি ত্রিপুরায় এই অবস্থা ধারণ করে তাতে আজকে কি অবস্থা, কি দেখতে পাচ্ছি আমরা ? সেখানে আমার মনে হয় সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে আমরা আরও আবেদন রাখব যে আমাদের যে বাজেটে টাকা আছে সেই টাকা আমরা তো খরচ করবই, তাড়াতাড়ি করে যদি সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট চান, আরও যাতে সুষ্ঠু ইমপ্লিমেণ্টেশান হয় তাহলে কাজের মাধ্যমে যদি মানুষ দুটো পয়সা পায় এবং যেখানে আজকে জি, আর, দেওয়া হচ্ছে না, ওঁরা বলছে টাকা নেই, অথচ আমরা জানি যে ৭ লক্ষ টাকা আমরা যে পাশ করেছি ভোট অন অ্যাকাউন্টস্ বিল তা থেকে ৭ লক্ষ টাকা তুলে রাখা হয়েছে জি, আর, এর জন্য। কাজেই আজকে টাকা নাই এই কথা বলে মানুষকে বুঝানো যাবে না, সদস্যদের বুঝানো যাবে না এবং মন্ত্রীরাও আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারবেন। কারণ তাঁরাও মানুষ, তাঁরাও মানুষের প্রতিনিধি। কাজেই আজকে এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কি যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা নেওয়া যায়, আজকে সেই অবস্থাকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা অনেকেই জানেন যে আজকে আমরা দেখছি শুধু তাই নয়, আজকে কেরোসিন তেলের অবস্থা কি ? মানুষ খেতে পারছে না, মানুষ বাতি জ্বালাতে পারছে না, মানুষ রেশন দোকানে রেশন পাচ্ছে না, তাহলে অ্যাসেম্বলী থেকে কি হবে ? কেন আমরা এসেছি ? এখানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। না, মানুষকে কিছু দেওয়ার জন্য ? মানুষকে আমরা কিছু তো দিতে পারি, কিছু তো আমরা মানুষকে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে পারি। যদি তা না পারি তাহলে জনতার কাছে আমরা বেইমান হয়ে যাব। জনতার ভোটে আমরা এখানে ভাতা গুণব, আর জনতার কাছে গিয়ে জনতাকে সাহায্য করতে পারব না। আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি, নাম বলছি না, একটা জায়গায় টেষ্ট রিলিফ কাজ করানো হচ্ছে, কাজ করানো হচ্ছে, কিন্তু তারা টাকা পায় না। রাত দিন ক্ষুধার্ত মানুষ কাজ করছে, কিন্তু টাকা পায় না। এই ভাবে জনতার সংগে চলছে আমাদের প্রতারণা। সেই প্রতারণার দায়ী আমি একা নই, মন্ত্রীরাও একা নন, আমরা সকলেই হব, যদি না সকলেই ইমিডিয়েটলী, আরও তাড়াতাড়ি সেটাকে মোকাবেলা করা না হয়, জনতার হাতে যদি খাবার আমরা তুলে দিতে না পারি, জনতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে যদি বলতে না পারি যে তোমাদের জন্য আমরা আছি এবং চেষ্টা করছি, এই দেখ এই কাজ চলছে।

তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষকদের সম্পর্কে আমি কোন বক্তব্য রাখতে চাই না। এটা হাড়ে হাড়ে সকলেই জানেন, এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন—আজকে বাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যারা আছে, চা বাগানে যে সব শ্রমিক আছে, ল্যাণ্ড লেস্ কলোনীতে যারা আছে, তারা আজকে কোথায়। আমরা দেখেছি গত খরাতে সরকার সাহায্য করেছে, প্রচুর সাহায্য করেছে, জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে। আমরাও অস্বীকার করি না কিন্তু আজকে কোথায়, সেই অবস্থা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তার পরিপ্রেক্ষিতে। কেউ কেউ বলছেন যে টাকা খুব বেশী নাই। সরকার যেখানে গত খরাতে কৃষি ক্ষেত্রে ডিজেল মেসিন এবং মেসিন ম্যান এবং অন্যান্য

খরচপত্র দিয়েছে সেখানে আজকে মানুষ নিজের চেষ্টায় সাধারণ ছোট ছোট কৃষকরা ডিজেল মেসিন দিয়ে জল দিতে চাইছে মেসিন ম্যান রেখে তাও আমরা দিতে পারছি না, তাহলে কোথায় আছি আমরা ? এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টিতে আনা দরকার। তাদের দৃষ্টি আছে জানি, তথাপি সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিসের অভাব কোথায় কি ডিফিকালটী সেগুলি খুলে বলুন, আমরাও চেষ্টা করব। আশা করি এটা পার্টি নির্বিশেষে সকলেই চেষ্টা করবেন। এই বলে আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্রবাবু খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যে আলোচনা উত্থাপন করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে আমি কিছু বলতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার মানুষ বর্তমান-এ ত্রিপুরা রাজ্যে যে দুর্ভিক্ষ অবস্থা চলছে সেটা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন আসবে মানুষের কাছে কেন আজকে এই দুর্ভিক্ষের অবস্থা। কেন আজকে মানুষ না খেয়ে অনাহারের মধ্যে আছে, কেন আজকে কাজ এবং খাওয়ার অভাবে মানুষ ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই প্রশ্ন সবার কাছে আসবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা সরকার প্রথমে এবার ঘোষণা করেছিলেন, এইবার ত্রিপুরার মানুষের প্রয়োজনে তারা খাদ্য সংগ্রহ করবেন এবং তার জন্য একটা নীতি প্রথমে তারা ঘোষণা করলেন যে কৃষকের জমি থাকবে আট কানি, তাকে ৬ মণ করে ধান দিতে হবে এবং পরবর্তী প্রতি কানি এক মন করে ধান আদায় করা হবে এবং সেই ধান আদায় করে সরকারী গুদামে রাখবেন। অভাব যখন আসবে সেই ধান আবার কৃষকের কাছে, গরীব মানুষের কাছে আসবে এই হচ্ছে সরকারের ঘোষিত নীতি। তখনই আমরা বলেছিলাম, সরকার যখন এই নীতি ঘোষণা করে তখনই আমরা এই কথা বলেছিলাম এবার ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্ভিক্ষ আসবে. গত বারের চাইতে এবার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ঐ গত খরার চাইতে আরও বেশী করে মরবে। শেয়াল কুকুরের মত পথে পথে ঘুরবে। কারণ তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা এই সরকার করতে পারবে না তখনই আমরা বলেছিলাম। তখনই আমরা বলেছিলাম এই জন্য যে সরকার ঘোষণা করেছে এই গরীব মানুষকে খাওয়াবার জন্য নয়, সেই নীতি নয়, এটা হচ্ছে যারা মজুতদার, যারা চোরাকারবারী তাদের রাতারাতি বেশী টাকা পাইয়ে বড় লোক করে দেবার জন্য এই সরকার-এর নীতি। আমরা বাস্তব অবস্থায় তাই দেখলাম। বাস্তব অবস্থার মধ্যে আমরা কি দেখছি এই ঘোষণার ফলে ? ঐ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এবং অন্যান্য আমলা কর্মচারীর মাধ্যমে তারা কি করলেন—ঐ কৃষকদের কাছ থেকে ধান আদায় করতে আরম্ভ করল। সেখানে কানির প্রশ্ন থাকল না, সেখানে কে গরীব কে ধনী, তার বছরের খোরাকী হয় কি হয় না সেই প্রশ্ন থাকল না। বি, ডি, ও,র সংগে পুলিশ পাঠিয়ে, সি, আর, পি পাঠিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে জোর করে ধান আদায় করতে আরম্ভ করলেন। এই ভাবে যখন গত মার্চ পর্যন্ত চলল তারপর যখন কৃষকদের ধান শেষ হয়ে গেল তারপর বাজারে চালের দর আজকে ১০০ টাকা মন গিয়ে পৌঁছেছিল। চালের দাম আজকে ৩ টাকা থেকে ৬ টাকা। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা ৬ টাকার কথা শুনে হয়ত, তারা হয়ত অবাক হবেন। আমরা ৪ টাকার কথা শুনি, ৬ টাকার কথাও

শুনি না। ঐ অমরপুরের গঙ্গানগর, ঐ ১৮ মুড়ার পাহাড়ের মধ্যে সেখানে যদি যান তাহলে দেখবেন ৬ টাকা মূল্য দিয়েও আপনার এক কে, জি, চাল সংগ্রহ করতে পারবেন না সারাদিনে। যদি আপনারা গণ্ডাছড়ার রাইমার বাজারে দেখবেন সেখানে ৫ টাকা কে. জি, তেও চাল পাওয়া যায় না। যদি অমরপুর সহর থেকে সেখানে চাল না যায় তাহলে কোন চাল পাওয়া যাবে না। এই হচ্ছে অবস্থা। আমি রাইমা শর্মার কথা বাদ দিচ্ছি, গংগানগরের কথা বাদ দিচ্ছি, চলে আসুন এই আগরতলার আশেপাশের চম্পকনগরে সেখানে চার টাকা পৌনে চার টাকা হচ্ছে চালের কে, জি। কিন্তু এই যে এত দাম চালের বাজারে কিন্তু যথেষ্ট পাওয়া যায়, কৃষকের ঘরে কিন্তু চাল নাই। এই চাল কোথা থেকে আসে? কারণ আমরা আগেই বলেছি এটা হচ্ছে মজুতদার যারা, চোরাকারবারী যারা তাদের গোলা যাতে তাড়াতাড়ি ভর্ত্তি করে নিতে পারে তার জন্য এই নকল অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে এবং তারা রাতারাতি পয়সাওয়ালা বড় লোক হতে পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য এই সরকারী নীতি। তাই আজকে আমরা দেখছি—আমরা দেখছি অভাবটা কোথায় বেশী। যে সব উপজাতী অধ্যুষিত এলাকা সেখানে অভাব বেশী। তার কারণ কি? তার কারণ, তারা সমাজের মধ্যে দুর্বল, সমাজের মধ্যে অশিক্ষিত, তারা চিন্তায় চেতনায় পিছিয়ে পড়া তারা আজকে জমি ছাড়া জুম ছাড়া হয়ে আজকে ঐ ১৮ মুড়ার মধ্যে আছে। যারা কৈলাসহরের ছা'মনু প্রভৃতি জায়গায় আছে সেখানে তাদের জুম চাষ করে বাঁচার কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে এই অবস্থার মধ্যে আমরা কি দেখি? সেখানে দেখি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অত্যাচারে ফরেষ্টের আমলাদের হামলা-এই অবস্থার ভিতর ঝুমিয়াদের ঘরে কোন ধান নেই। সেখানকার লোকগুলির অবস্থা দেখলে কি বুঝা যায়? আজকে কংগ্রেস রাজত্বের ১৮ বছরের আমরা জানি সমাজতন্ত্রের কথা, গরীবি হটানোর কথা। দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য এই সরকার সব সময় তাদের পিছনে থাকার কথা এই সব কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু আজকে ১৮ মুড়ায় যান তাহলে দেখতে পাবেন তাদের চেহারা—তাদের মথায় চুল নেই, পেটের দিকে দেখলে দেখা যায় চুপসে গিয়েছে, তাদের শরীরের দিকে দেখলে দেখা যায় চামরা আর অস্থি আছে। আর তাদের লজ্জা নিবারণ করার জন্য এক টুকরা কাপড় নাই এই হচ্ছে আজকে বড় মুড়া থেকে আরম্ভ করে সমগ্র লংথরাই পাহাড় আঠার মুড়া এই সব এলাকায় যদি যান তাহলে এই চিত্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। মনে হবে আপনার কাছে যেন তারা ভুত ছায়ার মত আজকে তারা বনে জংগলে ঘুরে বেরাচ্ছে। এটাই কি কংগ্রেসী রাজত্ব, এটাই কি স্বাধীনতার ২৭ বছরের অভিশাপ? কেন আজকে তাদের এই অবস্থা? সেই জবাব কি মন্ত্রী মহাশয়েরা দেবেন? না, এর জবাব এই কংগ্রেস সরকার দেবেন না। এর জবাব যদি ওরা দিতে না চান তাহলে কি উরা সেই জবাব আদায় করে নেবে না? তার পরিবর্তে আমরা কি দেখছি—রিলিফের কাজ আছে কি নেই—আমার একটি কথা সাধারণ ভাবে যেটি আগরতলার কাছে মন্ত্রীরা যেখানে আধ ঘন্টার মধ্যে সব খবর জানতে পারেন এবং জীপ দিয়ে যেতে পারেন এমন সব জায়গার কথাই বলছি। ভগুদাসবাড়ী গাঁও সভা, জিরানিয়া ব্লক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত সপ্তাহে ছয় দিন পর্য্যন্ত কাজ করেছিল—টেষ্ট রিলিফের কিন্তু তারা ৬ দিন কাজ

করার পর তাদের টাকা পয়সা দেওয়া হয় নাই। তেমনি প্রতিটি গাঁও সভার এই অবস্থা। আমি একটা গাঁও সভার নাম করেছি এই কারণে, সবগুলির নাম করলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে—স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি ১০ মিনিটের উপর বলেছেন

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আমি স্যার, আরম্ভ করেছি মাত্র। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাহলে তাদের কি বলব-আমাকে বলে দিন। ওদের কি পশু বলব না মানুষ বলব। পশুর মত তাদের রাজনীতির কলা কৌশল এইটা বলবো? আজকে বলার কোন ভাষা নেই। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই অবস্থা চলছে। বিশেষ করে আজকে আপনি যদি গ্রামাঞ্চলে যান, এই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যদি যান, এই চিত্র আজকে দেখবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা তো জানি উপজাতীয়রা যারা আগে জুমিয়া ছিল এবং এখনও জুমিয়াই আছে, তাদের জীবনটা কি ছিল? তারা বনে জংগলে থাকতেন এবং প্রকৃতির সংগে নিজের জীবনটা খাপ খাইয়ে চলতেন, কবি বলতেন পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখীর ডাকে জাগে। কাজেই লংতড়াই পাহাড়ের দিকে মনুর দিকে যদি যান, ও, এন, জি, সি কাছে যদি যান তাহলে সেখানকার মানুষকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন এই পাখীর ডাকেই তারা একদিন ঘুম থেকে জাগতো এই পাখীর ডাকেই তারা একদিন ঘুমাতো। তাদের চলন অবস্থাটা ছিল চঞ্চল, তারা প্রকৃতির সংগে মিলিয়ে চলতেন। কিন্তু এই ৩৭ বছরে এই কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে কোথায় গেল তাদের এই শান্তি, কোথায় গেল তাদের সেই পাখীর ডাক যা তাদের ঘুম ভাংগাতো। আজ তারা ঐ পাখীর ডাকে জাগে না। আজকে এক মুটো অন্নের জন্য ওরা পথে পথে ঘুরছে, আজকে তাদের লজ্জা নিবারনের জন্য এক টুকরা কাপড় নেই, তাদের চুলে তেল দেওয়ার মত ব্যবস্থা নেই, এক বেলার খাদ্য সংগ্রহ করে নিজেদের ছেলেমেয়ে বাঁচাবার মত ব্যবস্থা তাদের আজকে নেই। এই হচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি এলাকার চিত্র। আমার কথায় বিশ্বাস না করতে পারেন, আমি এই হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে চেলেঞ্জ করছি চলুন এই সমস্ত এলাকায়, গিয়ে দেখুন কি অবস্থা। মানুষের মত বাঁচার ব্যবস্থা এই সরকার তাদের সামনে তুলে ধরতে পারে নি। নাই টেষ্ট রিলিফের কাজ, নাই কোন কৃষি ঋণ, দাদনের ব্যবস্থা, খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা, নাই সেখানে কোন লংগড়খানা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা। যদিও কোন টেষ্ট রিলিফের কাজের ব্যবস্থা করা হয়, ২০/৩০ জনের তাহলেও দেখবেন সেখানে কত কড়াকড়ি। ৫০ সি. এফ, টির কাজ যদি না হয় তাহলে সে টাকা পাবে না। তার কোন ছুটি থাকবে না। সে খেয়ে আসলো, না কি গত কয়েকদিন ধরে খেতে পায় নি, কাজ করার মত তার সামর্থ আছে কি না, শরীরে শক্তি আছে কি না সেইটার কোন বিচার হবে না। এই দুটো টাকা পাবে তার জন্য যদি সে ৪০ সি, এফ, টি, কাজ না করতে পারে, এই মানে ৭টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত তাকে কাজ করতে হবে। এই হচ্ছে সরকারের নীতি। আবার সেখানে নাবালক সাবালকের প্রশ্ন আছে। তারপর পেমেন্টের ক্ষেত্রে তো একদিনের জায়গায় ৫-৬-৭-৮ দিনও চলে যায় পেমেন্ট হয় না। তার উপরে এই বি, ডি, ও, বাবুদের হুমকী আছে, আরও কত বাবুদের মাতব্বরি আছে, কেউ হয়তো সাইকেল হাকিয়ে যান, তাদের সংগে শেয়াল কুকুরের মত ব্যবহার

করেন। বি, ডি, ও,র অফিসে এই ক্ষুধার্ত্ত মানুষগুলি গিয়ে হাজির হয় তাদেরকে শেয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দেওয়া হয়। জিরানীয়া ব্লকে যদি যান এই চিত্র সেখানে দেখতে পাবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে শুধু এই জিরানীয়া ব্লকের কথাই বলছি না, এই আগরতলা শহরে যিনি প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র বাবু বলছেন, এই উপজাতা মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে এই ক্ষুধার্ত্ত মানুষগুলি মিছিল করে গিয়ে বসেছিল। এই মিছিল শুধু মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে নয় সব জায়গায়ই আজকে এই মৃত্যুর মিছিল দেখা যায়। তারপর চলছে এই খরা, এই খরার মধ্যে দিয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা হবে তার কোন ব্যবস্থা নাই। রেশনের দোকানের অবস্থা, চাউল আছে তো আটা নাই আর আটা আছে তো চাউল নাই, কেরোসিন তেল চিনির কথাতো বাদই দিলাম। যারা খাদ্য পায় না তাদের ঐ বাতি জ্বালাবার স্বাদ থাকে না, যারা তিন চার দিন উপবাস করে আছে তাদের চিনি খাওয়ার স্বাদ থাকে না। এই কংগ্রেস রাজত্বের মাধ্য তাদের আমোদ আহ্লাদ সব চলে গেছে, শুধু তারা বাঁচতে চায় এক বেলা খেয়ে সেই ব্যবস্থাও এই সরকার করে দিতে পারছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু দিন আগে দেখলাম মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কিন্তু কেন? না এই খরার মোকাবিলা করবার জন্য। খরা কবলিত যারা আছেন, অনাহারে যারা আছেন তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য সরকার মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত করেছেন। কোন মহাপুরুষদেরকে নিয়ে মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত করা হয়েছে? যাদের জীবনে কোন দিন মানবতা বলতে কোন জিনিষ ছিল না, যাদের জীবনে কোন দিন সৎ বলে পরিচিতি নেই, এমন মানুষের দ্বারা, যারা প্রগতি স্কুলের টাকা, ডেভেলাপমেন্টের নাম করে যারা টাকা খেয়ে মোটা হচ্ছে, যারা জমিয়াদের সংগে দালালী করে টাকা খাচ্ছে, এমন মানুষদেরকে এই খরা মোকাবিলা করবার জন্য এই ক্ষুধিত অনাহারী মানুষদেরকে রক্ষা করবার জন্য মন্ত্রীসভা পরিবর্ধন করেছেন। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি থাকতে পারে? এই মানুষদের নিয়ে এর চেয়ে কি কোন কথা থাকতে পারে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু দিন আগে দেখলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীর দিকে ছুটে ছিলেন, দিল্লী গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে করজোড়ে নিবেদন করলেন আমার ১২ লক্ষ মানুষ, তাদের কোন ভবিষ্যৎ নাই, সাংঘাতিক অবস্থা, বাঁচাও। হলো ব্যবস্থা? পারলেন না কিছু করতে। তাই আমি এই কথা বলছি এই মানুষদেরকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুন। সরকারকে যদি তা না করেন মানুষ মরবে কিন্তু এমনে তারা মরবে না। মরার আগে একটা মরণ কামড় দিয়ে তারপর মরবে এইটা তার জেনে রাখা ভাল। আমি আরও বলছি এইটা শুধু ক্ষুধিত মানুষের কণ্ঠ নয়, আজকে সেইটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নিজের বাড়ীর ভিতর থেকেও। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার এই ক্ষুধিত মানুষের কথা চিন্তা করে তাদেরকে বাঁচানোর কথা চিন্তা করে তাদের বাঁচানোর জন্য এগিয়ে যান। যা বলেছিলাম দেওয়ালের লিখন এই মন্ত্রীসভা পড়তে শিখুন, পড়তে চেষ্টা করুন। তা না হলে শেষ নিঃশ্বাস থাকিবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবল বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাতে অংশ গ্রহণ করে বলতে চাই যে ত্রিপুরাজ্যে বর্তমান খরা পরিস্থিতির জন্য খাদ্যাভাব যেটা দেখা দিয়েছে, মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন সত্যিকারের ত্রিপুরা কি অবস্থা কি ভয়াভহ অবস্থা সেইটা এই অল্প সময়ের মধ্যে কথা বলে বুঝানো যাবে না। মানুষের যে কি একটা অবস্থা হয়েছে, মানুষ যে এখন কি অবস্থায় থাকছে এইটা ভাষায় প্রকাশ করা বড়ই দুরুহ। তবু একটা কথা বলবো এই যে খরা পরিস্থিতি এলো সেইটা অবশ্য প্রকৃতির অবস্থা থেকেই এসেছে। সেইটাকে আটকে রাখার ক্ষমতা কারোর নেই। কিন্তু তার জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করলে চলবে না, তার জন্য আমাদেরও ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। আমরা বলেছিলাম যে ত্রিপুরায় এইবার বুরো ধান বেশী হয়েছিল এবং খরা না হলে আমরা একটা সন্তোষজনক উৎ-পাদন আমরা পেতাম। এখানে খরা হয়ে গেল আর বুরো ধান নষ্ট হয়ে গেল কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগ্রিকালচার একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, এরাতো লক্ষ লক্ষ টাকার পাম্পসেট কিনেছে, কিন্তু একটা জায়গায়ও ওরা জল দিয়ে বাঁচাতে পারে নাই। কারণ এদের সেই ক্ষমতা নাই। এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার ক্ষমতা ওদের আছে, কিন্তু কাজ করার পরে প্রতিদান যে কিভাবে আসবে সেইটা তাদের জানা নাই। তারা সেটা জানবে কি করে? টাকা তারা খরচ করবে, না পকেটে মারবে এই হল তাদের চিন্তা ধারা। কাজেই শুধু প্রকৃতির জন্য এটা হচ্ছে আমরা সেটা ধরে নিতে পারি না। এই যে লক্ষ লক্ষ একর জোতের ভূমি হল, এই খরা পরিস্থিতি এসেছে, মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কি জল সেচের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল? বিভিন্ন জায়গায় একেবারে জল সেচ করা হয় নাই। আবার কোথাও জলের মত পাম্পসেট দেয়া হয়েছে। প্রকৃতির যেমন খেয়াল আছে ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের যে কার্যাবলাপ, সেটাও অনেকাংশে দায়ী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খাদ্যাভাব রয়েছে এটা সত্যি কথা। আমি জানি কৈলাসহরের ছামনু অঞ্চলে, মনু অঞ্চলে, কৈলাসহরের বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে প্রবল খাদ্যাভাব, রেশন নাই। একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই খাদ্যাভাব রোধ করার জন্য, মানুষকে রক্ষা করার জন্য, রেশন দেওয়ার জন্য লেভি করা হয়েছিল। এবং ত্রিপুরার কৃষকের কাছ থেকে ধান আদায় করা হয়েছিল। আমি...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউস কি অ্যাকসটেনশান করা হয়েছিল? এক্সটেনশন করা হয়েছিল?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হ্যাঁ, এক ঘন্টা বাড়ানো হয়েছিল।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, হাউস এক ঘন্টা বাড়ানো হয়েছিল।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথা বলছিলাম যে, লেভি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দুর্দিনের জন্য তোমরা কৃষকেরা ধান দাও। শুধু মজুতদার নয়, মারজিন্যাল ফার্মাররাও ধান দিয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি আমার।

কৈলাসহরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই লেভির ব্যাপারে মিটিং করেছিলেন। ফটিকরায়ে এবং আর একটি কৈলাসহরে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এবং সেখানে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি শুনলে অবাক হবেন ত্রিপুরা রাজ্যে ২৫ হাজার টন খাদ্য লেভিতে আদায় করার কথা ছিল। কিন্তু সেই কোটা অনুযায়ী অর্ধেকও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কৈলাসহরে যে টারগেট ধরা হয়েছিল সেই টারগেট অনুযায়ী সমস্ত ধান তারা দিয়েছে। কিন্তু তখন বলা হয়েছিল যে তোমরা ধান দাও দুর্দিনের সময় তোমাদের দেওয়া হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন? কৈলাসহরে কি এখন রেশন পাচ্ছে? গ্রামের লোকগুলি কি রেশন নিতে পারছে? তখন ধান দেওয়া হয়েছিল কেন? এটা কি প্রকৃতির খেয়াল? এই লোকগুলি কি প্রকৃতির খেয়ালে মরছে? এটা হচ্ছে সরকার বাহাদুরের কার্যাকলাপে। সরকার ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ধান আদায় করতে পারেন নাই। যে সমস্ত মারজিন্যাল ফার্মাররা ধান দিয়েছিল লেভিতে এখন তাদের চাল কিনতে হচ্ছে ৩ টাকা, ৩.৫০ টাকা করে। এখন সেখানে রেশন দেওয়া হচ্ছে না কেন? আমি ডি, সি, কে এই ব্যাপারে বলেছি, বলেছি এস, ডি, সি, ও কে, বলেছি যে সব মন্ত্রীদের পেয়েছি। কেন? এটাতো দাবী ছিল? রেশন তাদের দিতে হবে। আমরা জানি মনুতে সপ্তাহের ফুল রেশন পাওয়া যায় না। এক সপ্তাহের জায়গায় তিনদিন, দুই দিন কিংবা এক দিন করে পাচ্ছে। এটা কেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু উপজাতিদের কথা বাদই দিলাম। কারণ উপজাতিদের নিয়ে মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে এম, এল, এ-থেকে আরম্ভ করে অপজিশন সবাই বলে থাকেন। উপজাতিদের কথা বলতে একেবারে বিগলিত ওঁরা। ২৭ বছর ধরে পজিশন অপজিশন সবাই এত করে করে যা ছিল ২৭ বছর আগে আজকেও ঠিক তাই আছে। তারা তো মরেতই এসেছে। তাই তারা দেখে নিচ্ছে সরকারের কাণ্ড কারখানা। কিন্তু সমতলে যারা আছি তাদের সম্পর্কে বলতে হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামাঞ্চলে কি অবস্থা? সেই উপজাতিদের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু সেই বড় বড় জোতদার যাদের ফসল লেভিতে দেওয়ার কথা ছিল ১০ কুইন্টাল সেখানে তারা ২ কুইন্টাল দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, জানি যে একজন নূতন খাদ্য মন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে তো হাউসে দেখা যাচ্ছে না? আজকে এখানে খাদ্যাভাব সম্পর্কে একটা জরুরী আলোচনা চলছে সেখানে উনি সেটার দরকার পর্যান্ত মনে করছেন না। উনি কি বাইরে থেকে আমাদের বক্তব্যটা শুনতে পাবেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, অনারেবল মিনিষ্টার বাইরে গেছেন।

শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার তো সময় চলে যাচ্ছে।

মিঃ ডে: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সময় খুব কম।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সময় আরো বাড়ানো হউক। আরো এক ঘন্টা বাড়ানো হোক।

শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই কথাই তো বলছিলাম যে সমতলে বাঙ্গালীদের অবস্থাটা কি। যে সমস্ত বড় বড় জোতদার, এমন ইনষ্ট্যান্স আমি দিতে পারি যে তারা ২০, ১৫, ১০ কুইন্টালের জায়গায় মাত্র ২ কুইন্টাল দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে।

কেন ? কারণ তারা সংগঠন করছে। আমি নিজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলেছিলাম যে আপনি দেখুন। অনেকে তো ধান দিল না। তারা সংগঠন করছে ধান না দিলেও চলবে। ধান না দিলেও সারবে। মারজিন্যাল ফার্মার যারা আছে তারা কেন ধান দিয়েছে ? দুর্দ্দিনের সময় আমরা তোমাদের বাঁচাব এই কথা কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন নাই ? দুর্দ্দিনে বাঁচানোর কথা তিনি রক্ষা করেছেন ? আমরা এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এম, এল, এ-রা কনফারেন্স করে কাগজে দিয়েছিলাম যে ত্রিপুরায় ভয়াবহ খরা চলছে মন্ত্রীসভা সচেষ্ট হও। কিন্তু আজকে ৯ তারিখ মে মাসের, দীর্ঘ একমাসের উপর হয়ে গেল তাঁরা এখন পর্য্যন্ত কিছু করেননি। আর আজকে ত্রিপুরা বিধান সভা চালানোর জন্য পীড়াপিড়ী করা হচ্ছে যে তোমরা বিধান সভা চালাও, চালাও। দীর্ঘ এক মাসে যা করতে পারেন নাই, তা বিধান সভা চালিয়ে আর কতটুকু করা যাবে ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সময়ে প্রত্যেক এম, এল, এ এবং মন্ত্রীদের উচিত যার যার নিজেদের এলাকায় গিয়ে, খরা কবলিত এলাকায় গিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার। এখন বিধান সভা চালিয়ে স্ফূর্ত্তি করার সময় নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথাটা বলছিলাম সেটার গোড়ায় আবার চলে যাই। কিন্তু রাজ্যের মানুষের কাছে ধান নাই, কিন্তু যারা লেবার, যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের কি অবস্থা হয়েছে দেখুন। আজকে যদি কৃষক ঠিক মত কাজ করতে পারত, তাহলে তারা লেবারের কাজ করত। বুরো ধান উঠলে পরে তারা লেবারের কাজ করতে পারত।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্যার, আমাকে সময় দিতেই হবে।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী :— সময় আরো বাড়ানো হোক।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, হাউস আরো এক ঘন্টা বাড়ানো হোক।

শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— আমি যে কথাটা বলছিলাম এই ত্রিপুরা সরকার, এই মন্ত্রী সভা কি করছে দেখুন। এই লেবাররা প্রত্যেক বছর পি, ডাবউ, ডি এর কাজ হত, ব্লকের কাজ হত, টেষ্ট রিলিফের কাজ হত, মাইনর ইরিগেশনের কাজ হত, ফরেষ্টের কাজ হত, বিভিন্ন কাজ হত এবং কাজের জন্য টেণ্ডারের মাধ্যমে কন্ট্রাক্টাররা তাদের কাজ দিত। এই লেবারগুলি কাজ করত। কিন্তু আজ প্রায় এক বছর হয়ে গেছে পি, ডব্লিউ, ডি ওয়ার্ক শুধু আগরতলাতে কিছু কিছু হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কিছুই হচ্ছে না, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে কোন কাজ নাই, মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে কোন কাজ নাই, ব্লকে কোন কাজ নাই। রেশন দিলেও তারা নিতে পারছে না। তাহলে তো তাদের পয়সা লাগবে। সেই পয়সা তারা আজকে কোথায় পাবে ? আজকে এই পাহাড়ে এক রকম আলু পাওয়া যেত, সেটাও ওরা আর পাচ্ছে না। কারণ অভাবের জ্বালায়, ক্ষিদের জ্বালায় সব শেষ হয়ে গেছে। কাঁঠাল খেয়ে বাঁচত, এবার কাঁঠালও হয় নি। এই অবস্থা ত্রিপুরাতে চলেছে এবং এটাও প্রকৃতির প্রকোপ। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের কার্য্যকলাপে আরও এটা প্রকট হয়ে পড়েছে যার জন্য আজকে তারা মফঃস্বলে যেতে রাজী নয়, মফঃস্বলে গেলে জনসাধারণ সুস্থভাবে তাদের ফিরত দেবে কিনা সেটা আমার সন্দেহ আছে, নইলে কেন মানুষকে না বাঁচিয়ে, মানুষকে রক্ষা

না করেও অ্যাসেমব্লীতে ওদের জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন? আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মিটিংএ দেখেছি, তারা অ্যাসেমব্লী ডাকার জন্য কি ব্যস্ত। টাকা নেই, টাকা অনেক আছে, টাকা তারা খরচ করতে পারে না। টাকা কি কম আছে? কত টাকা লাগে এই খরা মোকাবিলা করতে? তাতে হলে বাজেট পাশ করানো লাগে কেন? কারণ উপায় নাই, গ্রামে গিয়ে কথা বলার উপায় নাই। কাজেই এখানে কিছু দিন বসে বসে, নতুন অনেক মন্ত্রী হয়েছে তো। বসে বসে কিছু দিন পয়সা মারা যায় কিনা ইত্যাদি তো চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে খরা পরিস্থিতি, এই খরা পরিস্থিতিতে আরও একমাস আগে হুসিয়ার করে দিয়েছিলাম। আমরা গভর্নরের কাছে বলেছি, এই সরকার কাজ করতে পারছে না। আজকে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁচেছে মানুষ না খেয়ে মরছে। মানুষের অসুখ বিসুখ আরম্ভ হয়ে গেছে। আমি জানি গকুলনগরের মানুষ না খেয়ে মরেছে। তখন তারা বলবেন এটা তো না খেয়ে মরে নি, এটা অপুষ্টিজনিত অসুখে মরেছে। অপুষ্টিজনিত অসুখটা কিসের থেকে আসে? কাজেই এই যে একটা গণ্ডারের চামড়া, এটার মধ্যে না খাওয়ার কথাটা বললে পরে ভীষণ অসুবিধা হয়ে যায়। বাস্তব যেটা না খেয়ে মরছে সেটা বললে হবে না। কাজে কাজেই আমার মনে হয় এখানে যা আছে তাই নিয়ে এই লোকগুলির পাশে যাওয়া আমি দরকার মনে করি, নইলে মানুষ যদি না থাকে, মানুষ যদি মরে যায় তাহলে এই অ্যাসেম্বলী থেকে হবেটা কি? আজকে মানুষের বাঁচার অধিকার নাই, অথচ মন্ত্রীদের অধিকার আছে, এম, এল, এ, শিপ করার অধিকার আছে, এটা কোন দেশে সম্ভব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী বলব না, কারণ বলতে গেলে আরও অনেক আছে, মন্ত্রীমহাশয়েরাই বলবেন, আরও অনেকেই বলবেন, আমি এইটুকুই শুধু বলতে চাই যে যে সমস্ত টাকাগুলি এখন ব্লকে আছে এই গুলি দিয়ে কাজ এখুনি তারা করুক। আমি জানি গত ৬ তারিখ কৈলাশহর ব্লকে মিটিং হয়েছে। মাত্র সাত হাজার টাকা পেয়েছে, সেই টাকার কাজ হয় নাই। আরও নাকি ৩০ হাজার টাকা গেছে। কবে কাজ আরম্ভ হবে কিছুই জানি না। আমার অনুরোধ থাকবে, এই তিন বছরে বহু কিছু করেছে, আর কত করবে। কিন্তু এই মানুষগুলিকে বাঁচানোর জন্য তোমরা গ্রামে বেরোও। এই অনুরোধটুকু করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খরার জন্য এবং খরার পর দুর্ভিক্ষজনিত যে অবস্থা আজ চলেছে এই সম্পর্কে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কি বলেন? তিনি বলছেন ত্রিপুরায় বর্তমানে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলছে। কোথায় বলেছেন? নয়া দিল্লীতে। যুগান্তর পত্রিকা, নয়া দিল্লী, ৫ই মে। "আমি জানি না অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ লোকের ভাগ্যে কি আছে"। এই কথা বলে পত্রিকাটি বলেছেন, "সাহায্য সংগ্রহের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত এখানে এসেছিলেন। সাধারণ লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেন গুপ্ত নয়া দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনের প্রাঙ্গনে বসে ত্রিপুরার এক টানা খরা ও অনাবৃষ্টির কথা বললেন। বললেন ফসলের দারুণ ক্ষতি হয়েছে, ফলে সংগ্রহ হয় নি, উপরন্তু বাংলা দেশ থেকে দুর্ভিক্ষ্য পীড়িত মানুষ দলে দলে ত্রিপুরায় এসে ভীড়ছে। তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই লোক আছে।" তারপর সংগ্রহের কথা বলেছেন, যুগান্তর প্রতিনিধিকে তিনি বললেন, "১৯৭৩-৭৪ সালে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন ১৬,০০০ মেট্রিক টন।

১৯৭৪-৭৫ সালে সংগ্রহ হয়েছে মাত্র এক হাজার দুই'শ পঞ্চাশ টন।" সম্ভবতঃ এটা ঠিক নয়। শূণ্য বাদ পড়েছে কিনা জানি না। "রাজ্য সরকারের হাতে যে ৬,০০০ টন খাদ্য শস্য ছিল তা নিঃশেষ হতে চলেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছিল এক হাজার পাঁচ শ' টন চাল, দুই হাজার পাঁচ শ' টন গম। তারপর তিনি বললেন, তিনি আরও জানান, ত্রিপুরার খাদ্য অবস্থা আরও সংকটজনক। সময় মত বৃষ্টি হয় নি, কাজেই জুম এবং বরো চাষ মার খেয়েছে। ডোবা এবং পুকুর শুকিয়ে গেছে। কাজেই চাষীরা চাষের কাজে প্রয়োজনীয় জল পায় নি। ফল হয়েছে ভয়াবহ। তারপর আবার সেনগুপ্ত বললেন যে ও জুন মাস হল ত্রিপুরা বাসীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাল। ১৬ লক্ষ জন সংখ্যার মধ্যে ১২ লক্ষ আজ বিপদগ্রস্থ" ইত্যাতি ইত্যাদি। তারপর মন্তব্য আছে সরকারের নেতৃবৃন্দ অপ্রিয় সত্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করলেও ত্রিপুরায় বর্তমানে দুর্ভিক্ষ চলছে। আরও আছে। এই কথা তিনি সেখানে বলেন। যেমন আমি কলিং এটেনশান এনেছিলাম যে লোক খাবার চাইতে এসেছিল, তাদের উপর লাঠিপেটা হয়েছে। সেটা তিনি জানেন। তিনি জানেন, কেবিনেটে ডিসকাসড হয়েছে। দুর্ভাগ্য, আমরা পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী বলি, যে সব নিয়ম কানুন আছে সে নিয়ম কানুন কিছুই মানি না। লোক সভায় বহবার এমন হয়েছে। হাউস চলছে. মন্ত্রী বাইরে বিবৃতি দিয়েছেন। তারজন্য প্রিভিলেজ আনা হয়েছে। গভর্ণমেন্ট থেকে প্রেস রিলিজ করে যে কথা বলা হয়েছিল আজকে হাউসকে তিনি সেকথা জানাতে চান না। তিনি জানেন, কিন্তু বলবেন না। এখানে তিনি বলেছেন যে ১২ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ এবং আবার সেখানে বলেছেন, যে লোক মরছে, আবার এখানে বলেছেন খাদ্যের জন্য চিন্তা নাই, খাদ্য আছে। তারপর আছে রাণীর বাজারের চাল কলগুলি। আমরা গরীব মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনে ধান দিয়েছি। কাকে দেব ? দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে যারা আছে সেই লোকগুলিকে খাবার দেব। তা দেব না। কোথায় দিল ? সেই রাণীর বাজারে। রাণীর বাজারের মিল মালিকেরা সেই ধানগুলি ভেঙ্গে বেশী দামে বাজারে বিক্রি করে দিল এবং গভর্ণমেন্টকে বলল সব পচে গেছে। গত বছর থেকে এই ঘটনা। যারা গত বছর এই কাজ করেছে, তাদের কাছে আবার আমরা ধান দিয়েছি। কি অদ্ভুত ? এটা কি দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, কি এর মধ্যে আছে, কি এর মধ্যে নাই ? আমি বুঝতে পারছি না। এটা আমি বলছি, ওঁরা বলছেন ওরা বিক্ষুব্ধ হয়েছে, সত্যি কথা নয় এটা, সত্যি কথা বলছে না। সত্যি কথা কি ? কেন এদের মিসায় অ্যারেষ্ট করা হল না ? কার স্বার্থে তাদের ছোঁয়া যাবে না ? তাদের নিয়ে সেক্রেটারীয়েটে মিটিং হয়। আমাদের অফিসাররা যখন তাদের ধরতে যান মন্ত্রীরা বলেন রাখ। আমি জানি অফিসাররা বলেছে এদের দিতে হবে। কিন্তু তারা দেয় না। গোপনে বিক্রি করবে বেশী দামে। তারপরে ধান যখন সস্তা হবে তখন তারা সেগুলি দেবে। আমাদের এখানে তো ফসল উঠলেই সস্তা হয়ে যায়। এখন যেখানে ৩ টাকা, সাড়ে তিন টাকা দাম, ফসল উঠলেই, যতই এই বরো ধান নষ্ট হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব শেষ, তাহলে যাই পাওয়া যাবে সেটা যখন বাজারে আসবে তখন চালের দাম পড়ে যাবে দেড় টাকা। গত কয়েক বছর যাবত ভাল জুম হচ্ছে না। তবু জুম ধান উঠার সঙ্গে সঙ্গে দাম পড়ে যায় দেড় টাকাতে। সেই সময়ে তারা ধান কিনবে এবং গভর্ণমেন্টকে দিয়ে দেবে। না দিলেও কি আসে যায় ? গিয়েছিল, বন্যা পাঠিয়েছিল,

গাড়ী থেকে কে নিয়ে গেছে। চারদিকে যখন অরাজকতা চলছে তখন রাণীর বাজার থেকে অরুন্ধুতিনগর যে গোদাম সেই গোদামে আসার সময়ে লুঠতরাজ হয়ে যেতে পারে বটতলা দিয়ে। তাহলে অর্থটা কি? অর্থটা হচ্ছে এই সরকার পুরোপুরিভাবে ওয়াকিবহাল নয়। সরকার বার বার বলছেন আমাদের সব আছে যখনই আমরা কোন কথা বলি তখনই বলা হয় আমাদের কাছে সব আছে, আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা আছে। আবার এখন বলছেন যে হাউস চালাতে হবে, হাউসে বাজেট যদি পাশ না হয়—আমার জিজ্ঞাস্য আমাদের বাজেট প্রভিশান আছে ৭ লক্ষ টাকা, খরা বা টি, আর, ওয়ার্কের জন্য। খরা, না হয় বেশী বৃষ্টি হলে বন্যা হয়, বন্যা হয়ে মানুষের দুর্ভোগ হয় এটা ত্রিপুরা রাজ্যের চিরকালের নিয়ম। সেজন্য বরাদ্দ হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা। ৭ লক্ষ টাকা ড্র করেছেন তারপর গত বছর শেষ দিকে ৯ লক্ষ টাকা—মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ৯ লক্ষ টাকা ড্র করা হয়েছে। এবং কিছু কিছু কাজও নাকি হয়েছে ছামনু এলাকায়। কিন্তু ছামনুর কথা অভিরামবাবু আমাকে বলেছেন যে কিছুই হয়নি। সেখানে লোক মারা যাচ্ছে। তাহলে কেন কাজ হচ্ছে না, কেন টি, আর পাচ্ছে না, লোকে কেন খয়রাতি সাহায্য পাচ্ছে না? কেন জুমিয়াদের ধান দেবে বলে তাদের ধান পাঠান হচ্ছে না? ভোট অন অ্যাকাউন্টস্ আমরা পাশ করে দিয়েছি, তার মানে কি আজকে এই যে ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে—আমরা গভর্ণমেন্টকে বলেছি যে অন্য হেড থেকে কাটেল করে এই হেডে টাকা দাও, মানুষ যদি না বাঁচে তাহলে ডেভেলাপমেন্ট-এর কাজ করে কি হবে? সাড়ে এগার কোটি টাকা ভোট অন একাউন্ট বিল পাশ করেছি। এই সাড়ে এগার কোটি টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা নিন, কেন্দ্রকে বলুন আরও টাকা দাও, মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গিয়েছিলেন কেন্দ্রকে বলেছেন যে এই এই আমার অবস্থা, ১০ লক্ষ মানুষ অভুক্ত পত্রিকায় উঠেছে, ছবি ছাপা হয়েছে তিনি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসেছিলেন লুঙ্গি পরে। পত্রিকায় উনি বলেছেন, এখানে প্রেস কন্‌ফারেন্স করে তিনি বলেছেন কোন চিন্তা নেই। সব হয়ে যাবে। কি হচ্ছে--সমস্ত রাজ্যে ডি, এম, এস, ডি, ও এবং বি, ডি, ও, দের কন্‌ফারেন্স হয়েছে খরা মোকাবিলার জন্য। এমনই যে যেদিন কন্‌ফারেন্স ডাকলেন সেদিনই বৃষ্টি পড়ল—নাও সিচুয়েশান চেঞ্জ; এমনি গভর্ণমেন্ট একটা বৃষ্টি হওয়ার সংগে সংগে বলছেন-এখন খরা নাই। এই ভদ্রলোক আমাকে আগের দিন কন্‌ফারেন্স ডাকার আগে আমাকে বলেছেন যে আমি এই এই প্রোগ্রাম নিয়েছি, এই অবস্থা। উনি কন্‌ফারেন্স থেকে ফিরে গিয়ে আমাকে টেলিফোন করে বললেন যে খরাতো এখন নেই, বৃষ্টি হয়েছে এখন এই কথা কে বলতে বলেছেন? এটা কি ডিসিশান--দিস ইজ দি ডিসিশান। তারপর কি হল, আমি এর মধ্যে এসেছিলাম আগরতলায়। এবং ২১ তারিখ আমি এডিশনাল চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে আমি তাকে সব কথা বলি। তিনি ডি, এম, কে টেলিফোন করে বললেন যে তাড়াতাড়ি টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করুন। সেদিন ৪/৫ হাজার লোক এসেছিল, এসে তারা কাজের দাবী করল। কাজ যদি না দাও তাহলে আমরা যাচ্ছি না, আমাদের ঘরেও খাবার নাই। টাকাও নাই, বাজার থেকে কিছু কিনতে পারব না। সুতরাং আমরা যাচ্ছি না। বসে রইল সারা দিন। এর মধ্যে কিছু কিছু যে প্রভিশান হয়নি তা নয়। আর সবাইতো না খেয়ে বসে থাকবে না চুপ করে। কিছু একটা হয়েছে। সন্ধ্যার দিকে সাড়ে ছয়টার সময় সি, আর, পি, দিয়ে লাঠি চার্জ করা হল। এই লাঠি চার্জের ফলে—আমাকে হাসপাতাল থেকে

বলা হয়েছে যে ৪২ জন গিয়েছিল, এটেণ্ড করেছে হাসপাতালে। কিন্তু ৫ জনের বেশী ছিল আর বাকীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, ৫ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। আমি তখন ছিলাম না দিল্লী থেকে এসে খবর পেয়ে সাবরুম গেলাম। গিয়ে এস. ডি, ও,কে জিজ্ঞাসা করলাম এস, ডি, ও, আমাকে বলল যে পুশ ব্যাক করা হয়েছে। আমি বললাম যে পুশ ব্যাক মানে কি লাঠি দিয়ে পুশ ব্যাক। এস, ডি, ও, আমাকে বললেন যে হ্যাঁ, লাঠি দিয়ে পুশ ব্যাক। লাঠি দিয়ে দিয়ে পুশ ব্যাক করার ফলে কি হল—যারা সাবরুম গিয়েছেন তারা হয়ত দেখেছেন যে এস, ডি, ও, অফিসের সামনে বড় একটা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়ে সাবরুম বাজারে মানুষ আসছিল—সেই রাস্তার উপর যাদের পেয়েছে রাস্তা পার হয়ে বাজারে এসে মেরেছে। সেই রাস্তার উপর সেখানকার একজন নেতৃ স্থানীয় লোক রংমোহন মজুমদা'র সে বাজারে আসছিল, সেই ভদ্রলোককে, কালাচাদ নামে নপুয়া গাঁও সভার উপপ্রধান তাকে এমন পিটিয়েছে যে ওর ঘড়ি টড়ি ইত্যাদি ভেংগে দিয়েছে, হাত ভেংগেছে। তারপর তারা দোকান ঘরে ঢুকেছে, টীলা থেকে নামলেই দোকান। দোকানে ঢুকেছে দোকানদারেরা আমাকে বলেছে স্যার, এই অবস্থা। দোকানে ঢুকে মেরেছে। এস. ডি, ও, আমাকে বলেছে পুশ ব্যাক করা হয়েছে, কিন্তু প্রেস রিলিজ বলছে যে লাঠি চার্জ হয়নি। মানুষ খাবার চাইতে গিয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ১২ লক্ষ লোক এই লোকগুলি কে সেই ১২ লক্ষ লোকেরই মানুষত। আমি এই লোকগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি। তারা ক্ষুধার্ত, অনাহারী হয়ে খাবার চাইতে এল, খাবারত দিলামই না, খাবার দিতে পারলাম না এবং টেষ্ট রিলিফও দিলাম না, দিলাম লাঠি চার্জ অত্রকে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী পত্রিকাতে দরদের কথা বলছেন সেই দরদ কোথায়? আজকে যখন কলিং এটেনশানে বললাম, তড়িতবাবু বললেন যে হবে না। যে মানুষগুলিকে লাঠি পেটা করলেন, যাদের প্রতিনিধিত্ব করতে আমি এখানে এসেছি—এই কথা বলে তিনি কি মিন করলেন আমি বুঝতে পারলাম না। আমি থাকলেতো লাঠি গিয়ে পরত আমার উপর। আর যদি থাকতাম তাহলে দেখিয়ে দিতাম সেখানে কি করে সি, আর, পি,র রেড করে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিতে চাই মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করবেন না, তড়িতবাবুকে সতর্ক করে দিতে চাই খাদ্য নিয়ে যারা কথা বলতে আসে তাদের প্রতি একটু মমত্ববোধ রাখুন, দিতে না পারেন মমত্ববোধ রাখুন। কিন্তু কেন—আমরা বলছি যে লেভিতে ধান কালেকশান হয়েছে। আটা দেন না কেন আপনারা, ধান নিয়ে আপনারা কি করবেন? গ্রামের যদি একটা লোকে ধান পায় তাহলে সেই ধান নিয়ে সে কি করবে কোথায় ভাংগবে? দেড় কে, জি, করে একটা লোকে ধান পায় একটা পরিবারের যদি ৩ জন লোক থাকে তাহলে সে সাড়ে চার কে. জি, ধান পাবে সারা দিন কাজের পরে, সে সেই ধান নিয়ে কোথায় ভাঙ্গবে? সেজন্য বলছি আটা দিন—আমার সাবডিবিশানের একজন মন্ত্রী হরিচরণবাবু তিনি বলেছেন। সেদিন গিয়েছিলেন সেখান থেকে হরিচরণবাবু রেডিওগ্রাম করে রিকোয়েষ্ট করেছেন। হরিচরণবাবুর রেডিওগ্রামের কোন মূল্য দেওয়া হয়নি। পরদিন আমি টেলিফোনে ডি, এম, কে বললাম, ডি, এম, বললেন যে আপনি একটু ফুড ডাইরেক্টারের সংগে কথা বলুন যাতে কিছু আটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি ফুড ডাইরেক্টারের সঙ্গে কথা

বললাম—হরিচরন বাবু মন্ত্রী, একজন পূর্ণ মন্ত্রী, তিনি রেডিওগ্রাম করেছেন সেক্রেটারী ফুডকে কোন রেসপন্স নাই। তারা জানেন না হরিচরন বাবু রেডিওগ্রাম পাঠান টু সেও আটা— এই সেখানে অবস্থা—তাদের দরদ বলতে কিছু নাই। আর টাকার কথা বলা হচ্ছে, টাকার কোন অভাব নাই টাকা শুধু ওখান থেকে আনতে হবে। ৭ লাখ টাকা আছে, ৭ লাখ টাকায় ২০ লাখ টাকা করা যাবে না। বাজেটে টাকা নেই, তাহলে অন্য হেড থেকে টাকা আনতে হবে, অন্য হেড থেকে টাকা আনুন। প্রত্যেক এলাকা থেকে মানুষ কিভাবে...

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমাকে সময় দিন। হাউসতো এক্সটেণ্ড করার কথা বলেছে। হাউস চলবে ৯টা সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত (ইন্টারাপশান) আমরা চাই হাউস এক্সটেণ্ড হউক (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ডেপুটি স্পীকার এক ঘন্টা হাউস এক্সটেণ্ড করেছেন।

মি: স্পীকার :— আমিতো এক ঘন্টা এক্সটেণ্ড করছি ৭টা পর্য্যন্ত।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তারপর আরও এক ঘন্টা উনি এক্সটেণ্ড করে গিয়েছেন।

মি: স্পীকার :—Is it the sense of the House ?

(Voice Yes, Yes...) (interruption)

Shri Nripendra Chakraborty :— এটা হয় না, উনি এক্সটেণ্ড করে গিয়েছেন—who are these people to ask about it ?

Shri Kalipada Banerjee :— টাকা নেই। মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী সভা বলে যে টাকা নেই। টাকা নেই এটা বুঝাতে চেষ্টা করবেন না। টাকা আছে, টাকা আনতেই হবে। টাকা আমাদের আছে সাড়ে এগার কোটি টাকা, আমরা পাশ করে দিয়েছি: এবং বিধান সভা আজকে মুলতুবি রাখুন, আমাদের সুযোগ দিন তাদের যেন আমরা বলতে পারি এই এই জিনিষ আমরা তোমাদের জন্য করছি। গভর্ণমেন্টকে আমরা বলেছি, গভর্ণমেন্ট সহানুভূতি-শীল গভর্ণমেন্ট তোমাদের বাঁচাবে। যে কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি এটা কাগজের কথা নয়, এটা অন্তরের কথা। আমি বলছি এই সুযোগ আমাদের দেওয়া হউক। আমরা আমাদের কনষ্টিটিউয়েন্সিতে যেতে চাই। এই সুযোগ আমাদেরকে দেওয়া হোক। এই লাঠিপেটা সর্বত্র হতে পারে সেই যেন না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের প্রত্যেকের উচিত। আমাদের দলের লোক বা ওদের দলের লোক সবাইর উচিত দেখা এবং মন্ত্রীদেরও দেখা উচিত এবং সরকারের যে সব অফিসার আছে তাদেরকে ইনষ্ট্রাকশন দেওয়া দরকার যে যারা খাবার চাইতে আসবে তাদেরকে যতটা পার দেও কিন্তু লাঠিপেটা করো না। অন্তত: এই কথাটা সবাইকে বলে দেওয়া উচিত। আর কি পিডব্লিউর ওয়ার্কস আছে, গ্রামে গ্রামে রাস্তা আছে, তার মেইন্টেনস আছে, যদি হয় তাহলে গ্রামে গ্রামে সেখানে কিছু লোক কাজ পায়। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে সেখানে কিছু কাজ হয়। টাকা নাই বললে হবে না তো। কোন কিছুর জন্যই কাজ আটকে থাকেনা। যদি বলা হয়

টাকা নাই, তাহলে ভুল বলা হবে, হাউসকে মিসলীড করা হবে, টাকা আছে। টাকা আমুন এক কোটি টাকা দরকার হলে টাকা আমুন। প্রয়োজন হলে দিল্লী যান, একটা টিম নিয়ে যান দিল্লীতে। আমরা যেখানে দিল্লীতে বলবো আমাদেরকে খাদ্য দাও। আমার সংগে রেড্ডী সাহেবের কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আটা আছে আটা পাবেন আপনারা। যে দিন গভর্ণর হাউসে ওরা শপথ নিতে গেলেন সেইদিনও গভর্ণর বলেছেন যে চাউল পাওয়া না গেলেও আটা পাব আমরা। সাফিসিয়েন্ট কোয়ানটিটির গম পাওয়া যাবে। পশ্চিম বংগ কি করছে? সংগ্রহ করার নীতি জানেন না। অন্যান্য রাজ্য কি করছে? খোলা বাজার থেকে তারা গম আনছে না? আপনিও খোলা বাজার থেকে গম কিনে আনুন আপনারা সেই নীতিতে যান না। আগেও আমরা বলেছি কিন্তু কোন দিন আমাদের কথার মূল্য দেওয়া হয় নি। এইবার বলছি ভালভাবে বলছি মানুষকে বাঁচাবার জন্য, এ লোকগুলিকে বাঁচাবার জন্য প্রকৃত পক্ষে যা করা উচিত সেইটা করুন চাউল না পেলে গম আছে। চাউল তো সারা ভারতবর্ষে প্রচুর জন্মায় না। পাঞ্জাবে গম যথেষ্ট আছে। পশ্চিম বঙ্গ সেইদিন পাঞ্জাব থেকে গম কিনে এনেছে। আমরাও কিনে আনতে পারি। কেন্দ্রকে আমরা বলতে পারি আমাদেরকে টাকা দিতে হবে আমাদের রাজ্য ছোট রাজ্য, আমাদের কোন রিসোর্স নাই। এই অনাহার ক্লিষ্ট মানুষগুলিকে বাঁচাতে হলে আমাদের কেন্দ্রের সাহায্য চাই এবং আমরা যদি জোর গলায় বলতে পারি তাহলে আমরা কেন্দ্রের সাহায্য পাব। আমাদের চেয়ে মণিপুরে অনেক টাকা বেশী পেয়েছে। নাগাল্যাণ্ডে অনেক ইণ্ডাষ্ট্রি হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেই শেষ। আমি নিজে বলছি চলুন আমরা দিল্লী যাই। আমার ইণ্ডাষ্ট্রি করতে হবে, কাগজের কল দিতে হবে, সুগার মিল আমাদেরকে করতে হবে। আমরা কি চাই? আমরা মানুষকে বাঁচাতে চাই। আজকে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি থাকলে এই লোকগুলি ইণ্ডাষ্ট্রীতে কাজ করতে পারতো যারা আজকে কাজ পাচ্ছে না। কাজেই আমি এই কথা বলছি যে কিছু করুন, এই অনাহারী লোকগুলিকে বাঁচান। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছেন যে অনাহারে মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে মরতেও পারে। কলিকাতাতে মনোরঞ্জন বাবুও বলেছিলেন যে অনাহারে মৃত্যুর খবর আসছে এইটা সত্যি কি না। আমি বলেছি যে আমি জানি না, এখন বলতে পারছি না। সেইজন্য বলছি যে অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে। এটাতো অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাজ দেবো না, কোন কিছু যদি না করতে পারি তাহলে তো লোকগুলি অনাহারে মরবেই। কাজেই ত্রিপুরার মানুষকে যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তাহলে কি অধিকার আছে আমাদের মন্ত্রীত্বের গদিতে বসে থাকার?

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র বাবু এই খরা জনিত পরিস্থিতির উপর আলোচনার যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন সেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমার আগে কোন কোন বক্তারা ত্রিপুরার খাদ্যাভাব জনিত সংকটের কথা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বলেছেন। এই সংকট সময়ে সরকার তার দরদি মনোভাব নিয়ে যদি এই বুভুক্ষু মানুষের সহায়তায় এগিয়ে না যান তাহলে ত্রিপুরা হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মারা যাবে এবং তার থেকে ত্রিপুরার রাজনীতি এবং সামাজিক অস্থিরতা

বাড়তে পারে এইটা অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং তাতে ত্রিপুরার মানুষ একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে পড়বে। সুতরাং আজকে এই খরাজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে যদি উপর থেকে কর্তৃপক্ষ সচেতন হতেন, আমার মনে হয়, আজকে যে সংকটের কথা বিভিন্ন বক্তা বললেন সেইটার পুনরোল্লেখ বিস্তৃতভাবে না বলেই বলতে পারি যে এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না। আমার মনে হয় যে কর্তৃপক্ষ এই অবস্থা সম্পর্কে পূর্ব থেকে যথাযথ কর্তব্য পালন করেন নি, সেইজন্য আজকের এই সংকট। আমরা এটা ভুলে গেছি যে প্রতি বছরই এই ত্রিপুরা রাজ্যে হয় খরা না হয় ঝরার কবলে কবলিত হয়। যাতে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ তার কবলে পড়ে। কোন বছর হয়তো অ্যাকসেপশান হয়ে থাকে। নাহলে প্রতি বছরই একটা না একটা ঝরা নয়তো খরার কবলে মানুষকে পড়তে হয়। গত ১৯৭৩-এর খরার সময়ে যে লক্ষ লক্ষ টাকার পাম্পসেট ক্রয় করা হয়েছিল খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য, এখন আমি জিজ্ঞাসা করছি কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে কি তারা ওয়াকিবহাল নন? এই ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নন? তাঁরা কি ভাবতেও পারেন নি যে ১৯৭৩ সালের খরা ১৯৭৪-৭৫ সালে আসতে পারে? এবং সেই জন্য যে পাম্প সেট ক্রয় করা হয়েছিল এই ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচানোর জন্যে, এই দেশকে রক্ষা করার জন্যে, তাদের ফসলকে যথাসম্ভব বাঁচানোর জন্যে। আজকে তাঁদের যে প্রয়াস নেয়া উচিত ছিল তাঁরা সেখানে ফেইলুর হয়েছেন। আমি জানি মোহনপুর ব্লকে প্রায় ১৫টা ১ টার বেশী হবে, ১৯৭৩ সালের মত আমাদের দাও তাহলে আমরা আমাদের ফসলের কিছুটা বাঁচাতে পারি। কোন কোন জায়গায় এই রকম ফসল রয়েছে নদীর পাড়ে, ছড়ার ধারে, তখন যদি তাদের ডিমাণ্ড অনুযায়ী আমরা তাঁদের পাম্প সেট দিতে পারতাম তাহলে আমার মনে হয় যে ফসল নষ্ট হয়েছে তার ফিফ্‌টি পারসেন্ট অন্ততঃ রক্ষা করতে পারতাম। যদি পাম্পসেটগুলি ইউটিলাইজ্‌ড করা হত। এই লক্ষ লক্ষ টাকার পাম্পসেটগুলি কি রক্ষা করার দরকার ছিল না? মানুষের কি প্রয়োজন হতে পারত না ১৯৭৩ সালের পর? আর কি সেগুলির দরকার ছিল না? সরকার কি সেকথা চিন্তা করার দরকার মনে করেন নাই? আজকে সেখানে জনসাধারণের প্রয়োজন সেখানে ব্লকে গিয়ে জানা গেল যে সবগুলি পাম্পসেট আউট অব অর্ডার হয়ে আছে। তাহলে আমরা সরকারকে জনসাধারণের হিতাকাঙ্খী, শুভাকাঙ্খী এবং জনসাধারণের দরদী বলে অভিহিত করা নিয়ে যদি সন্দেহ পোষণ করে তাহলে কি সেটা সত্যি বলে বিবেচিত হবে না? তাঁদের সত্যি জনদরদী কিংবা তাঁদের অ্যাফেসিয়েনসি নিয়ে এখানে সেই প্রশ্ন করা যেতে পারে। আরও দুর্ভাগ্যজনক উত্তর দেয়া যেতে পারে। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এই খরা পরিস্থিতিতে যারা সিজন্যাল বাঁধ করেছিল এই সিজন্যাল বাঁধের নামে ৫০ পারসেনট সাবসিডি দেওয়ার কথা। কিন্তু যে কৃষকরা নিজের পয়সা খরচ করে সিজনাল বাঁধ দিয়েছিল ব্লকের নির্দেশে আজকে দীর্ঘদিন ধরে তারা ব্লকে ধর্ণা দিয়েছে, অভারসিয়ার, কিংবা সাব-অভারসিয়র, তারা স্পটে গিয়ে মেজারমেন্ট নিচ্ছে না। এ ধরণের অবস্থা দেখে, যারা বাঁধ করেছিল তাদের দুর্দশা দেখে আর যারা করতে পারত ফসল রক্ষার জন্য হোক কিংবা নতুনভাবে করার জন্য হোক তারা বাঁধ করতে উৎসাহী হচ্ছে না। কারণ হচ্ছে নিজের পয়সা খরচ করে, কারো হয়তো এক কানি, কারো হয়তো পাঁচ কানি জমি তারা তাদের নিজেদের ইনটারেষ্টে যদি এখানে

দেখা যায় যে, যে একজনের বেশী খরচ পড়ছে তাহলে সেটা তারা করতে চাইবে না। এদিকে ত্রিপুরা সরকারের উদাসীনতার ফলেই হোক কিংবা উপরওয়ালাদের উদাসীনতার ফলেই হোক, কিংবা এই ব্যাপারে নেগলিজেন্সির ফলেই হোক, যে কারণেই হোক না কেন যথাযথভাবে এই ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করা হয় নাই। জনসাধারণের দুর্গতি রোধ করার জন্য কিংবা দুর্গতি কমানোর জন্য। এছাড়াও আরো একটা কারণ আছে যে আজকে আমরা এই ব্যাপারে উদাসীন যে দেশের মধ্যে কি হচ্ছে, কি চলছে। যখন গত লেভি কালেকশন হল তখন এই বাঁশের জন্য তারা এক বাজার থেকে আর এক বাজারে যেতে পারে না তাদের ফসল নিয়ে। এটা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে কৃষকেরা টাউনে তাদের ফসল নিয়ে আসতে পারবে না মধ্যে বাঁশ। ওরা বিক্রী করতে পারবে না। ওদেরকে বিক্রী করতে দেয়া হবে না মাঝে বাঁশের জন্য। তাদের বিক্রি করতে দেয়া হয়নি। যাও দেয়া হয়েছে সেটা ৫ কেজি, ১০ কেজি কিংবা ১৫ কেজির বেশি নয়। তখন তারা দেখল যে আমাদের ফসল উৎপাদন করার যে খরচ, সার তোলার যে খরচ, মুনিকে দেবার যে খরচ সেই খরচ মেটানোর জন্য দরকার তার ফসল বিক্রি করার। না হলে তার পোষাবে কি করে? হয়তো তারা ভেবেছিল যে কৃষকেরা যদি বিক্রী করে ফেলে তাদের ধান চাল তাহলে সেটা বড় বড় ব্যবসায়ীরা মজুত করে ফেলবে। এটা আমরা ও চাই না। কিংবা কোন মুনাফাখোরদের হাতে যাক সেটাও আমরা চাই না। তারা কর্ডনিং উঠে গেলে তার মজুত করে রেখে দিক সেটাও আমরা চাই না। কিন্তু যে লোককে নিজস্ব প্রয়োজনে তার বাঁচার জন্যে তার বাড়ীর শ্রাদ্ধের কাজের জন্যে, মেয়ের বিয়ের জন্যে, মায়ের চিকিৎসার জন্যে, তার লেবার বিদায় করার জন্য কিংবা যেখানে মজুরকে মজুরী দিয়ে বিদায় করার জন্যে তার টাকার দরকার আছে, এবং এ জন্যে তাকে ধান চাল বিক্রি করতে হবে। কিম্বা কোন মাষ্টার, কিংবা অল্প মাইনের কোন কর্মচারী, পিওন সে চাইবে ক্ষেতের ধান চাল উঠে গেলে সে তার নিজের প্রয়োজনে জন্য সামান্য এক মণ কিংবা দু'মণ চাল সে খরিদ করে রাখবে। সেটা সে মজুত করার জন্যে নয়। কিন্তু যখন তাকে কেনা বেচার সুযোগ দেওয়া হল না তখন সেই সব লোকও খরিদ করে রাখতে পারল না। কৃষক তখন গোপনে নিজের প্রয়োজনে বিক্রি আরম্ভ করল। তখন সে গোপন পথে বিক্রি করতে আরম্ভ করল তার বাঁচার তাগিদে। কিংবা তার মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় করতে। এই সব ধান চাল ত্রিপুরা রাজ্যে না থেকে বাংলাদেশে কিংবা ভিন রাজ্যে চলে গেল। কিন্তু আমার আজকে একটা জিনিষ জিজ্ঞাসা করার আছে যে আজকে সরকারী নীতি ভাল ধরে নিলাম। কিন্তু তার প্রয়োগ, তার ইমপ্লিমেন্টেশান যারা করেছেন তাদের এডুকেশান অল্প, জ্ঞান তাদের অল্প ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে বুঝানোর ক্ষেত্রে। তারা যদি ঠিকমত বুঝাতেই পারতেন তাহলে আজকে আমরা দেখছি যে কৃষকেরা তাদের বাড়ীতে ১৪ কুইন্টালের বেশী ধান রাখতে পারবে না এই কথা বলে দিতেন না। এটা নাকি সরকারী আদেশ রয়েছে। অর্থাৎ কর্মচারীর একটা শ্রেণী কৃষকদের মধ্যে থেকে লেভিতে বেশী ধান আদায় করে উপরওয়ালাদের খুশী করার জন্য এই কাজটা করতে চেয়েছেন এবং কৃষকদের মধ্যে থেকে কারো কারো কাছ থেকে আদায়ও করেছেন। তারা ভেবেছিলেন যে তাতে কৃষকের মনে ভীতির সঞ্চার হবে এবং তারা তাদের সমস্ত ধান চাল লেভিতে দিয়ে দেবেন। আজকে

সেটা আইনের কথা নয়। ১৪ কুইন্টালের বেশী ঘরে রাখতে পারবেন না। কোন কোন জায়গা থেকে রিকুইজিশান করে ধান চাল নিয়ে আসা হয়েছে। এই রিকুইজিশান করা হয়েছে সি, আর, পি, এবং পুলিশ দিয়ে। যাতে অন্যান্য কৃষকদের মনে একটা ভীতির ভাব ঢুকে যায়। কর্মচারীরা মনে করল ওখানে যদি ভয় দেখাতে পারি তাহলে এখানে ভয় দেখা দিতে পারে। তারা ভেবেছিল যে সরকারী রেইটে সব লেভি দিয়ে দেবে। এবং তা যদি করতে পারি, আমি যদি বেশী কালেকশান করতে পারি তাহলে আমার প্রমোশন হয়ে যাবে। এই প্রমোশনের জন্য তারা কিংবা এস, ডি, ও-কে খুশী করার জন্য কৃষকের প্রয়োজন না দেখে, তাদের সুবিধা না দেখে, তাদের সুযোগ না দিয়ে, কৃষকের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করার কোন চেষ্টা না করে তারা তাদের প্রয়োজনটা শুধু দেখেছে। তারা সব সময় চিন্তা করেছে তাদের প্রমোশনের কথা। তার ফলে শুধু ভীতি সঞ্চারের ফলে বেশী কালেকশান করবার জন্য সমস্ত মানুষ কালো পথে, গোপন পথে বিক্রি করল। যে সমস্ত দালালরা বাংলাদেশে নিয়ে গেল সেই দালালদের হদিশ রাখল না। তায় এত সব বি, এস, এফ, আছে, পুলিশ আছে, ভিজিলেন্স আছে, দেখা গেল লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাল যেটা গেল আমাদের সরকার তার কোন প্রতিকার করল না। সেজন্য আজকে কৃষকের ঘরে ধান চাল নেই, যারা প্রডিউসার তাদেরও নেই, যারা গরীব কর্মচারী ২/৩ মাসের জন্য যেটা সংগ্রহ করে রাখত দুর্দিনের জন্য, কারণ তারা জানে প্রতি বছরই বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসে বা আষাঢ়, সেই সময়ে অভাব অনটন হয়, সেই সময়টা লীন সিজন, সাধারণভাবে তারা রেখে দেয়, সেটাও তারা রাখতে পারল না। সুতরাং আজকে যে চাউল খোলা বাজারে ৩·৭০, ৪·০০, ৩·৯০ এই দরে যে ধান চাউল বিক্রি হচ্ছে আমরা জিজ্ঞাসা করি এই ধান চালটা কত দরে কেনা হয়েছে। সরকার যেখানে রেট ঠিক করেছিল, কৃষকের কাছ থেকে আমরা ১·২৬ পয়সা দরে চাল আনলাম, আর ·৭৪ পয়সা দরে ধান আনলাম, কিন্তু আজকে দেখা গেল এই ধান চাল কৃষকেরা দিয়ে দিল আর বাজারে যে সমস্ত মুনাফাখোর মহাজন আছে আজকে তারাই সেই ধান চাল ৩·৮০, ৩·৯০, ৪·০০ টাকা করে কেজি বিক্রি করছে। কৃষকেরা ১·২৬ পয়সা করে বিক্রি না করলে তাদের অপরাধ। কিন্তু আজকে এই কৃষকেরা তাদের নিজেরটা দিয়ে বাজার থেকে যে ৪·০০ টাকা করে কিনছে এটা দেখবে কে? এই যে অন্যায়টা, এই যে জুলুমটা দেখবে কে? সুতরাং সেই একই সময়ে রাণীরবাজারের খবরে আমায়া দেখছি যে তারা সরকারী ধান চাল ভাণ্ডারের কথা বলে নিয়ে তারা চাল দিচ্ছে না। কিন্তু তাদের সংগে আমরা কথা বলছি, কিন্তু তাদের যে অপরাধ হয়েছে সেই অপরাধের শাস্তি আমরা দিচ্ছি না, যখন গ্রামের মধ্যে আমরা মাথাপিছু, ইউনিট পিছু আড়াইশ গ্রাম চাল দিচ্ছি সপ্তাহে। আপনারা জানেন বুভুক্ষু মানুষ, গ্রামের সাধারণ মানুষ, কৃষক শ্রেণীর মানুষ তারা একবারে আধ সের চাল খেতে পারে। এত পরিশ্রম করে, তাদের তো আর কোন কিছু পাওয়ার সুবিধা নেই, টিফিন কিংবা ব্রেকফাস্ট, এই ধরণের কিছু তাদের কপালে জুটে না। সুতরাং রুটি কী ভর্তা আর চাল সেটাও পর্য্যন্ত পায় না। আজকে শহরে যেখানে ইউনিট প্রতি প্রতি থাউজেণ্ড গ্রাম দিচ্ছে সেগ্রামে তার ফিফটি পার্সেন্ট দিচ্ছে না, ইউনিট প্রতি ২৫০ গ্রাম আমরা দিচ্ছি, ওয়ান ফোর্থ। সেই অবস্থায় আজকে গ্রামের মানুষ, আমরা জিজ্ঞাসা করি রেশন ফ্যাসি-লিটি যারা নন্ প্রডিউসার তারা পাবে, শহরের লোক পাবে তাহলে শহরের মানুষ যেখানে

কম খায় তাদের বেশী দেওয়া হচ্ছে আর গ্রামের মানুষ বেশী খায় তাদের সেখানে কম দেওয়া হচ্ছে, এটা কোন্ ধরণের বিচার আমরা বুঝতে পারছি না। আজকে যখন নাকি কোন রেশন দোকান সম্পর্কে ডিলারের কারচুপি বা দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় সেখানে যেটুকু পেত, দুর্নীতির জন্য সেটুকু তারা যথাযথ ভাবে পায় না। কিন্তু দেখা যায় যে সরকার এই ক্রাইসিসের সময়ে, আরও আর্টিফিসিয়াল ক্রাইসিস সেখানে সৃষ্টি করে, এটা এস, ডি, ও, এর কাছে আমি বলেছি যে গত ৩/৪ বৎসর যাবত দেখা যাচ্ছে, এমনিতেও বোধ হয় ইনডাইরেক্ট একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তোমরা কিছু কমিয়ে কমিয়ে রেষ্ট্রিকটেড ওয়েতে দাও। কি রকম? যেমন তারা ডিউ কাটে শনিবারে। শনিবারে ডিউ কাটতে এল, তখন এই শনিবারে ডিউ কেটে যখন তারা যায় তিন দিন পরে তারা চালটা পায়। সুতরাং বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এই তিন দিন তারা দিল। আবার শনিবারে যখন এল তখন বলে যে তোমার ষ্টেটমেন্ট অব সাপ্লাইটা দেখাও এই পর্যন্ত কতখানি দিয়েছি। তখন তারা বলে যে তোমার তো ষ্টক আছে, সুতরাং যেহেতু ষ্টক আছে সেটার সঙ্গে মিলিয়ে বাকীটা তারা দেয়। এটা বি, ডি, ও, স্বীকার করেছেন, ইন্সপেক্টার এগ্রি করেছেন যে সে নাকি মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চাল নিল, শনিবার ডিউ কাটতে গেলে ওদের পরে শনি, রবি, সোম এই তিন দিন আর দেওয়া হয় না। কারণ যেই ডিউ কেটে গেল এটা মঙ্গলবারে আবার পাবে। শনি, রবি, সোম, মঙ্গল এই চার দিন পায় না। সুতরাং এই ধরণের কারবার চলছে। সেটা অন রেকর্ড হাজার হাজার মানুষের কথা আমি এখানে প্রমাণ করে দেব। এইটা অনেক ডিলার আমাকে বলেছেন যে পুরো সপ্তাহ আমরা পাই না। সুতরাং ডিউ কাটার আরও তিন দিন পরে চালটা পাই। এই তিন দিন এটা কেটে দেয়। সুতরাং গ্রামের মানুষকে এমনিতেই ফুল কোটা দেওয়া হয় না, তার উপর যদি এই ডিউ কাটার ফাঁক নিয়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে ফাঁকি বাজী করে তাহলে গ্রামের মানুষের উপর আমরা কি অন্যায় জুলুম করছি এটা জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক, জ্ঞাতসারে হলে অপরাধ, অজ্ঞাতসারে হলে অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা। সুতরাং সেই অপদার্থ কর্মচারী যারা এইরকম কাজ করছে, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের আমি বলব যে এটা একটা ফ্যাকচুয়াল ব্যাপার, সেটা সম্বন্ধে তদন্ত করে যাতে গরীব মানুষের ভাগ্য নিয়ে, এই জুলুম বাজী অন্যায় করতে না পারে তার প্রতিকার অবশ্যই করা দরকার অবিলম্বে। এছাড়াও জি. আর, টি, আর. সম্পর্কে একটা পত্রিকায় উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন সুখময় বাবু চীফ মিনিষ্টার, দিল্লীতে এর আগে তিনি বলেছেন এবারও তিনি বলেছেন ত্রিপুরায় প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থা, সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা এই ষ্টেটমেন্ট ছাড়াও প্রতিদিন যখন কাতারে কাতারে বুভুক্ষু জীর্ণ শীর্ণ শিশু সন্তান সহ হাড্ডিসার মা কোলে নিয়ে ভিক্ষা করে, ভাতের ফেন তারা চায়, প্রাণ বাঁচানোর জন্য এবং তাদের চেহারা এবং সংখ্যা বুঝা যায় গত ৭৩ সালের খরায়ও এই ধরণের মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখি নি। আমরা যেখানে সাধারণ ভাবে এক মুঠো করে করে দিতাম। আমার বাড়ীর কথাই বলছি, সেখানে এতসব বেশী লোক আসে আর চালও পাওয়া যায় না। কারণ আগরতলাতেও রেশনের ব্যবস্থা নিয়মিত নয়, সেখানে নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা রেখে তো দিতে হবে। কাজেই এই ধরণের অবস্থা, দুর্দশা দেখলে আমরা বুঝি। সেখানেও

পরিমাণ আমরা কমিয়ে দিয়েছি। আমরা বুঝি, গ্রামের মধ্যে আমরা শুনেছি যে ২১ দিন ২২ দিন পর্যন্ত ভাতের দেখা নেই। এটা আমার মনে হয় যে যারা কনভেন্টে পড়া লোক আর শুধু রাজধানীতেই যাদের জন্ম কর্ম সব, গ্রামের সঙ্গে একমাত্র ভোটের সময়েই দেখা হয়, সাধারণ লোকের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তার দিকে তাদের কোন নজর নেই, তাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা নেই, সেই সমস্ত গ্রামের ভুখার কথা বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা শুধু অফিসারদের মুখ দিয়ে বা গ্রামের একজন নেতার মুখ থেকে শুনি। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারি না যে এই ক্ষুধার জ্বালা কি মর্মান্তিক। ২১।২২ দিন এটা চ্যালেঞ্জ করে বলেছে, আমি বিশ্বাস করতে চাইছিলাম না ২১।২২ দিন ভাতের সঙ্গে দেখা নেই। একটা ছেলের কথা জানি, সন্তোষ সরকার, সেদিন বলছে যে চাকরি তো পেলাম না, আপনারা বলেছিলেন দুঃস্থ পরিবার যারা সিনিয়রিটি বেসিসে তাদেরকে প্রায়োরিটি বেসিসে চাকরী দেওয়া হবে, সেটাই গভর্নমেন্ট পলিসি। কিন্তু আমার মত লোক যেখানে আমার পরিবারের একটা কানি জমি নেই, বাবা বাবুর ডাক্তারি করে এনে ভাত আনে, তার আর কিছুই নেই কোন রকমে আমাকে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছে, সেই অবস্থায় বি. এ, পাশ করে বসে আছি আজকে চার বছর। আবার সিডিউলড কাষ্ট কাদের সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। সুতরাং আমার যে 'সিডি-উলড কাষ্ট কথাটা বললাম—সেই সিডিউলড কাষ্ট, হাজার হাজার এই ধরণের নন-সিডিউলড কাষ্ট এবং ট্রাইবেল এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের একটা প্রতীক হিসাবে আমি এই কথা উল্লেখ করছি। সে বলেছে, খালি পেট থাকলে পিত্ত নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য আমি পেটটাকে জল দিয়ে ভরে রাখি। শুধু দু'বেলা খেতে পাচ্ছি না আমাকে সেদিন রিপোর্ট করল সে বলল যে আজকে তিন দিন হল বিকাল বেলা একটা করে রুটি খেয়ে আছি। সুতরাং এই হল মানুষের অবস্থা, অথচ আজকে দুস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য যদি সরকার হয় তাহলে আমরা এত দুরবস্থা কেন দেখছি? অন্ততঃ আমরা যদি আমাদের ডিক্লেয়ার্ড পলিসি অনুযায়ী দুঃস্থ পরিবারের দুস্থ ছেলেগুলিকে—এখানকার গ্র্যাজুয়েট এবং নন-গ্র্যাজুয়েটদের বিভিন্ন কাজে লাগাতাম তাহলে আমরা যে দুঃখীর দরদী, গরীবের দরদী এবং খরা মোকাবিলার এটাও একটা সহায়ক হতে পারত, স্টেপ হতে পারত কিন্তু আমরা দেখছি যে যাদের প্রয়োজন নেই শুধু আমার খাতিরের জন্য, প্রয়োজন নেই চাকরীর আপাততঃ খাতির রক্ষা করার জন্য বা অন্য কোন কারণে আমাদের অজ্ঞাত কোন কারণে দেখছি সেই চাকরী পেয়ে যাচ্ছে এই রকম হাজার হাজার কেস আছে, একটা দু'টা নয় হাজার হাজার কেস আছে। সুতরাং আজকে প্রত্যেক সাব-ডিভিশানের মধ্যে দেখছি এই খরা পরিস্থিতি জনিত মানুষের চরম লাঞ্ছনা যে মর্মান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে এই সম্পর্কে আমরা যেন সঠিক ভাবে ওয়াকিবহাল নই। যদি তাই হত, তবে, এক মাস আগে খরা জনিত পরিস্থিতির কথা আমরা বলে এলাম এবং এক মাসের মধ্যে আমরা বিভিন্ন এলাকায় আমরা ঘুরে দেখেছি কোন জায়গায় ১০০ টাকার জি, আর, মাত্র আরম্ভ হয়েছে, টি, আরের সঙ্গে দেখা নেই। কোন জায়গায় ১০০ টাকা, কোন জায়গায় ৫০০ টাকার জি, আর, মাত্র আরম্ভ হয়েছে। ৫০০ টাকার জি, আর, ক'টা মানুষকে দিলাম। তাছাড়া টি, আরের যে পলিসি হয়েছে সেটা একটা অদ্ভুত। সেটা কি যে—রুয়া ১৪ টাকা অথচ মাটি কাটার রাস্তার জন্য কিম্বা জুট রেটিং ট্যাংকের জন্য ১৪ টাকা রুয়া হিসাবে মেজারমেন্ট করে

তোমাদের টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু টেষ্ট রিলিফের প্রশ্নে আমরা যদি এই ধরণের কথা অনুযায়ী টাকা দিই, তাহলে যারা খেতে পায় না ৫ দিন ৭ দিন ১০ দিন ধরে অভুক্ত তাদের কাছ থেকে ফুল ওয়ার্কটা আমরা কি করে আশা করতে পারি? যারা ভাল যারা সুস্থ সবল লেবার শ্রেণীর মানুষ যাদের কাজ সব জায়গায় আছে তারাই এই সব কাজের সুবিধা দিতে পারে।

মি: স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীপ্রফুল্ল দাস :— কিন্তু যারা সত্যিকারের তত্ত্ব, যারা শারীরিক ভাবে অনাহার জনিত কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছে তাদের জন্য এই টি, আর, এর ব্যবস্থা। কিন্তু এই টি, আরের বেনিফিট তারা পাচ্ছে না। এই কারণে আমি অফিসারদের বলেছি, তারা বলেছেন দেখুন কি করব টাকা যে ভাবে দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা খরচ করছি। সুতরাং আমরা জানি সত্যিকারের নিড়ি যারা, যাদের জন্য এই টি, আর, তারা এই বেনিফিট পাবে না, যারা সুস্থ সবল তারাই বেনিফিট পাবে। সুতরাং সেই দিক থেকেও সমস্ত ব্যবস্থা এই খরা এবং খাদ্যাভাব জনিত অবস্থার মোকাবিলার একটা যে ব্যবস্থা সেটা মোটেই সুব্যবস্থা নয়। সেটা অব্যবস্থা, সেটা দরদের ব্যবস্থা নয়, সেটা অদরদ ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে আছে এবং এই ব্যবস্থা মোটেই ঘটত না। আমরা এর আগেও বলেছি খাদ্যাভাব হতে পারে, এটা বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমরা একটু চিন্তা করতুম যে কোন কোন সময়ে প্রাকৃতিক কারণে যে সব দুর্যোগ আসে সেই সম্পর্কে যদি আমাদের একটা চিন্তা এবং দরদ থাকত তাহলে প্রিকশানেরী মেজার নিয়ে আমরা প্রিভেন্টিভ অনেক মেজার নিতে পারতুম, যেটা খরার বা এই খাদ্যাভাব জনিত যন্ত্রণা থেকে মানুষকে অব্যাহতি দিতে পারতাম। সুতরাং এই অবস্থায় আমরা আমরা আশা করব আমাদের মন্ত্রী সভা, কর্তৃপক্ষ ও আমাদের রেসপন্সিবল যারা সকলেই এই সব অবস্থা চিন্তা করে খরা মোকাবিলার জন্য তারা প্রাণের দরদ নিয়ে তারা এগিয়ে যাবেন। এ নিয়ে রাজনীতি করা শুধু অন্যায় নয়, অমানবিক অপরাধ বলেই আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমাকে বলতে দেবেন না?

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলবেন না বলেছিলেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— বলবেন না না নয়—এটা কি একটা কথা হল। আমি বলেছি আমার সময় থেকে ওকে দিন।

মিঃ স্পীকার :— আপনারাতো দুই জনের নামই দিয়েছিলেন

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— দুই জনের নামের মধ্যে বলেছি যে উনাকে থেকে ১০ মিনিট দিয়ে দিন। এখনতো দুই ঘন্টা এক্সটেন্‌ডেড হয়েছে। আপনি কিছু বিচার করবেন না। অপজিশন থেকে এক লোকও বলতে পারবে না।

মিঃ স্পীকার :— এমন কথা বলছি না, আপনি বলবেন না (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমার নাম আছে—স্যার, আমার সময় থেকে মানে কি—সবটাই দিয়ে দেবেন? আপনার কি একটুও বিবেচনা নেই, হাউস এক্সটেণ্ড হয়েছে তবুও আমাকে বলতে দেবেন না?

মিঃ স্পীকার :— আমি বলছি যে আপনি বলবেন না বলেছিলেন...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি অত্যন্ত অবিচার করছেন...

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনি বলেছিলেন আমি বলব না, ও বলুক।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তা নয় আমি বলেছি আমার সময় থেকে ওকে দিন।

মিঃ স্পীকার :— তাই আমি ভুল বুঝেছি। আমি বুঝেছি আপনি বলতে চান না তাই বলছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি ১০ মিনিটের মধ্যে ওকে শেষ করে দিতে চান।

মিঃ স্পীকার :— তাত নয়, আমি বুঝেছিলাম আপনি বলতে চান না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— বলতে চাই না নয়। আপনি অনুমতি দিলে আমি বলব।

মিঃ স্পীকার :— হাঁা, নিশ্চয় বলুন. আপনি এটা না বুঝেই এই মন্তব্য করে ফেললেন যে আমি অবিচার করছি। আই এ্যাম সরি। আমি আপনার কাছ থেকে এটা আশা করি নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমান খাদ্য সংকট এমন নয় যে দুই এক ঘন্টা ডিসকাশনে এটা আলোচনা করে শেষ করা যাবে। এটা আমি লক্ষ্য করেছি, সকালেও লক্ষ্য করেছি যে মন্ত্রীসভার এই সম্পার্ক খুব একটা উদ্বেগ আছে তা নয়। দিল্লী থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এখানে এসে প্রথমেই যে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন তাতে আমার যা মনে পরে আমি দেখেছিলাম পত্রিকাতে—তিনি বললেন আমি চীফ মিনিস্টার আছি এবং আগামী নির্ব্বাচনের পরেও আমি থাকব। এবং তারপর সেই বিবৃতির মধ্যে আছে খাদ্য সমস্যা এমন কিছু নয়। ১২ লক্ষ লোক রেশন পাচ্ছে। ১২ লক্ষ লোক রেশন পাচ্ছে—এবং যে সময় বলেছেন সেই সময় পত্রিকা কাগজে সন্তান বিক্রির রিপোর্ট দিচ্ছে, অনাহার মৃত্যুর রিপোর্ট দিচ্ছে। উদাল গাছের বীজ খেয়ে ৬ জন হসপিট্যালাইজড হয়েছে—টেষ্ট রিলিফের কাজ চাইতে গিয়েছিল কাজ পায় নাই, তার মধ্যে একজন মারা গিয়াছে। আত্মহত্যার রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে, খেতে না পেয়ে আত্মহত্যা করছে। মুখ্যমন্ত্রী খবরের কাগজ পড়ারও তিনি প্রয়োজন মনে করেন না। তিনি এতই নিজের ক্ষমতায় এতই মদমত্ত যে এবং সেই ক্ষমতা যেখান থেকে পাচ্ছেন তার উপর এত তার আস্থা যে এ দেশের মানুষ যদি মরেও যায় তাহলেও তিনি আছেন, তিনি থাকবেন। এই ক্ষমতার উৎস কোথায় সেটা বুঝা যায়। ক্ষমতার উৎস এ দেশের মানুষ নয়, যারা মরে যাচ্ছে তারা নয়, ক্ষমতার উৎস হচ্ছে দিল্লীতে। এবং তাদের জোরে আগামী নির্ব্বাচনের পরেও তিনি থাকবেন। জানিনা অন্য কোন দেশে, পৃথিবীতে এই রকম কোন নেতা আছেন কি না জানি না যিনি বলতে পারেন নির্ব্বাচনের আগে আমি আছি, আমি থাকব। কারণ এ দেশেতো একজনই লোক যিনি সমস্ত দেশে কে থাকবেন, না থাকবেন সেটি ঠিক করে দেয়। কাজেই দেশের মানুষ খেল কি খেল না, মরল কি না বাঁচল সেই খবর তিনি খবরের কাগজে দেখেন না। নইলে তিনি বলতে পারেন ১২ লক্ষ

লোক রেশন পাচ্ছে ? রেশন—১২ লক্ষ লোক কি রেশন পায় ? আমি খোয়াই গিয়েছিলাম ৭৫০ গ্রাম ধান. এক ছিটে গম কোন গ্রামে দেয়নি। এস, ডি, ও.কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন যে এক টন চাল আমার গুদামে আছে এবং এটা হচ্ছে ফিডিং সেন্টারের জন্য। গ্রাম কি সহর এক ছিটে চাল দেয় না। সারা সপ্তাহের জন্য সাড়ে সাতশ' গ্রাম ধান দিয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট দিতে পারেন যে ১২ লক্ষ লোক রেশন পাচ্ছে তার কাছে কি আশা করব ? সেই সাড়ে সাতশ অর্ধেক ব্ল্যাকে যায় কে নেবে, সারাদিন কাজ করে সেই সাড়ে সাতশ' গ্রাম ধান নিয়ে আমি কোথায় যাব ? রেশন নেয় না, ধান নেয় না, ধান ব্ল্যাকে যায়। ৫ জন ৭ জন ১০ জন রেশন সপের ডিলাররা ধরা পড়েছে। একটা ডিলারেরও শাস্তি হয় নাই। কারণ তারা মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য লোক গণ্ডাছড়ায় ৫ টাকা কে, জি, চালের কথা শুনেছেন। সেখানকার গাঁওপ্রধান রেশন কার্ডের নাম্বার দিয়ে বলেছেন যে এই সমস্ত রেশন কার্ড জাল। সেইজন্য তাকে মেরে থানায় দেওয়া হয়েছে। এস, ডি, ও-র কাছে গিয়ে বলেছেন আমি এই অপরাধ করেছিলাম। সেই এস, ডি, ও. মা জিষ্ট্রেট বললেন যে আপনি সোজা আমার কাছে রিপোর্ট করুন, আমি তাদেরকে ধরবো। যদি থানার অফিসাররা না ধরে, অন্য অফিসাররা না ধরে আমি সেই সমস্ত ব্ল্যাকারদেরকে ধরবো যারা ৫ টাকা কেজি চালের সময়েতে ব্ল্যাক করছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য লোক। এ কি চাউল বেশী হলো আর কম হলো তার উপর নির্ভর করছে ? অনেক বক্তৃতা এখানে শুনলাম বাট আই আম নট কন্‌ভিন্‌সড। আমি জিজ্ঞাসা করি, এখানে খাদ্যমন্ত্রীও রয়েছেন, আমাদের ডেফিসিট কত ? উনি তো নিশ্চয়ই কাগজ তৈরী করছেন, উই আর নট ইন্টারেষ্টেড ইন পেপার্স। ডেফিসিট কত। ওখানে জ্যোতির্ময় বাবু বলেছেন ইট ইজ মার্জিনেল ডেফিসিট। হ্যাঁ, ঠিকই তো ৫ পার্সেন্ট, ৬ পার্সেন্ট। এখানে দেখানো হয়েছে মার্জিনেল ডেফিসিট, তাহলে যাচ্ছে কোথায় চাউলটা যাচ্ছে কোথায় ধানটা ? কোথা থেকে আসে ৪ টাকায় আগরতলায় ? কোথা থেকে ৫ টাকায় বাইমাশয়া চাউল যায় ? কে নেয় ? কি করে নেয় ? এটা সোজা কথা যে যাদের বেশী জমি আছে তারা তত বেশী চাউল পাবে। ওদের কি নিয়ম ? ওদের নিয়ম হচ্ছে যাদের বেশী ধান আছে সে কম ধান গভার্ণমেন্টকে দেবে আর যার কম ধান হয় সেই বেশী ধান গভার্ণমেন্টকে দেবে। আমি এস, ডি, ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম খোয়াই যে ১০ কাণির বেশী জমি যাদের আছে তাদের লিস্ট আপনি করেছেন ? না স্যার তাদের কয়জনের কাছ থেকে লেভি আদায় হয়েছে আপনি বলতে পারবেন ? না স্যার। এইসব হিসাব আমাদের কাছে নেই। যাদের বেশী জমি আছে তারা কতটুকু ধান চাউল দিয়েছে এস, ডি, ও,স্ আর নট ইন্টারেস্টেড। কারণ তারা জানেন যে এখানকার গভর্ণমেন্ট ইন্টারেস্টেড না, আই অ্যাম নট স্পীকিং এগেইনস্ট এস, ডি, ওস্। গভার্ণমেন্ট যেখানে পলিসি নিয়েছে সেই পলিসিটা কি ? পলিসি হচ্ছে জোতদারদের কাছে থাকবে এবং তারা সারা বছর ব্ল্যাক করবে। কাজেই ধান বেশী হলো না কম হলো তার উপর নির্ভর করছে না। সারা ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, তাহলে সারা ভারতবর্ষে চাউল হচ্ছে না ? ইট ইজ দি পলিসি অব দি গভর্ণমেন্ট, যারা ল্যাণ্ডলর্ড, যারা বড় জোতদার, যারা মহাজন, তাদের হাতে ধান চাউল রেখে দিয়েছে যাতে তারা ব্ল্যাক করতে পারে। এই হচ্ছে পলিসি। স্যার, মিল মালিকরা, ১৪ জন মিল

মালিক আছে খোয়াইতে। এস, ডি, ও-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ডিক্লারেশন অব ষ্টক দিয়েছে ? ভদ্রলোক মাথা চুলকাচ্ছেন, ডিক্লারেশন অব স্টক, তারপর ষ্টাফকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, হ্যা তিন জন দিয়েছে এবং তারা বলেছে যে তাদের কাছে কিছু নেই। বাকী যারা আছে তারা ডিক্লারেশান দিয়েছে ? ডিসেম্বর মাসের মধ্যে না দিলে শাস্তি হয় জানেন আপনি ? আমার কৃষকসভার নেতা নোটিশ দিয়েছে। ১৪ কানি জমির মালিক নোটিশ দিয়েছে, তারপর তাকে এরেষ্ট করে বিনা জামিনে রাখা হলো, ডিক্লারেশন অব ষ্টক দেয় নাই এস, ডি, ও, পুলিশ নিয়ে নিজে এরেষ্ট করেছেন ধর্মনগর, তিনাথ। ১৪ কানি জমির মালিক একটা নোটিশ দেওয়ার পর সে এত বড় অপরাধ করলো যে ডিক্লারেশন অব ষ্টক দেয় নাই, তাকে এরেষ্ট করা হলো, জামিন তাকে দেওয়া হলো না, খুনের আসামীর চেয়েও বড় আসামী। আর এখানে যারা মিল মালিক তারা ডিক্লারেশন অব ষ্টক না দিলে তারা পুষ্যপুত্র, জামাই, তাদের জন্য আইন নাই, তাদের জন্য কোন রকম অফিসার নাই দেখবার জন্য, তাদের জন্য কোন পুলিশের দরকার নাই ; স্যার, এখানে বলা হয়েছে রাণীর বাজারের কথা। এতো পুরান কাহিনী। এস, ডি, ও,-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার এখানে মিলিং হচ্ছে না কেন ? বললো মিলিং করতে কেউ যায় না। এখন আমরা ঠিক করেছি। কি ঠিক করেছেন ? না, মিলিং রেট বেশী হবে আবার চাউল আমরা কম পাবো দুই কেজি করে কম পাবো। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ধান শুকিয়ে গেছে, চাউল কম হচ্ছে ? গত বছর ধানে যে চাউল হতো এই বছর সেই ধানে সেই চাউল হয় না মিলিং এর রেট বাড়াতে হবে এইটা আমি মেনে নিতে পারব না। গত বছর এক টাকায় মিলিং হতো, এই বছর দেড় টাকা দুই টাকা করেছেন সেইটা একটা যুক্তির মধ্যে আছে কিন্তু গত বছর এক কুইন্টলের জন্য আমি যে চাউল পেতাম তার চেয়ে দুই কেজি কম পাবো। গভর্নমেন্ট এই দুই কে, জি, চাউল মিল মালিকদেরকে বকশিস দিচ্ছেন। এই খায়রপুরে একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে লোক তার দুটি মেয়ে, সে আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে ও টাকা পায় না, তার একটা মেয়ে না খেয়ে মরে গেল, আর আমার এখানকার সরকার প্রতি কুইন্টলে দুই কে, জি করে চাউল মিল মালিকদেরকে বকসিস দিচ্ছে। কারণ জিনিষ আর তো ওদের জন্য, টাকা দেন ওদের জন্য। ৭-১০ দিনের মধ্যে মিলিং করে চাউল বের করে দেওয়ার কথা। আমি ফুড ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্টকে জিজ্ঞাসা করুন। নোটিশ দিয়েছে ১০ দিনের মধ্যে না দিয়ে এগ্রিমেন্ট ব্রেক করছে, ওরা শাস্তি দিয়েছে ? গত বছর এগ্রিমেন্ট ব্রেক করেছে, এই বৎসর এগ্রিমেন্ট ব্রেক করেছে। বলতে পারবেন কোন মন্ত্রী ? এই হিসাব আমি চাই না। আমরা এত হিসাব চাই না, এত কুইন্টল এই গুদামে আছে, এই হয়েছে সেই হয়েছে—ডন্ট টিট অ প এ চাইল্ড। আমরা শিশু নই যে আমাদেরকে এই ভোগান হিসাব দিয়ে বুঝাবেন। আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে কেন ৭-১০ দিনের চাউল না দিলে তাদেরকে জেলে পাঠানো যায় না ? আইন আছে ? আমার জন্য এক রকম আইন আর ওর জন্য এক রকম আইন ? আমাদের গণতান্ত্রিক যুবক সমিতিকে ওখানে কাজ করতে দেয় নি। কারণ আমরা হোর্ডারস ধরি বলে, সেখানে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। আজকে বিভিন্ন জায়গায় আমার গণতান্ত্রিক যুবক সমিতি যারা এই সমস্ত হোর্ডারসকে ধরে, এই সমস্ত ডিলারদেরকে ধরে তাদেরকে আজকে গুণ্ডা দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। সাক্রম

টেষ্ট মানে যে ফেমিন কণ্ডিশন এটা কি না পরীক্ষা করছে। টেষ্ট করছে কি? ওয়াট ইজ মিনিং অব টেষ্ট? মানুষ অল্প মজুরীতে কাজ করতে আসে কিনা সেটা পরীক্ষা করা। সেই পরীক্ষা কি তোমাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাটি কেটে পরীক্ষা করতে হবে? যে মানুষ ৫ দিন ৭ দিন খেতে পায় নি, যে মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরুতো না, তারা আজকে বার হচ্ছে। তাদের দিয়ে সারাদিন কাজ করিয়ে টেষ্ট রিলিফ করানো হচ্ছে। সেই কবে থেকে দুই টাকা মজুরী ঠিক হয়েছিল, আমার মনে হয়, তা ওরা নিজেরাও বলতে পারবেন না যে কবে এই মজুরী নির্দ্ধারিত হয়েছিল। জিনিষ পত্রের দাম যাই হোক না কেন ঐ দুই টাকা মজুরী। ঐ দিকে পার্লামেন্টে বিশ্ব নারী বর্ষ পালন করা হচ্ছে। নারীদের প্রতি নাকি আমাদের এখানে সাংঘাতিক শ্রদ্ধা হয়ে গেছে। আমাদের এখানে নারীদের দিয়ে ৮ ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে টে: রিলিফের কাজের নামে আর উনারা এখানে বসে নারী বর্ষ, বিশ্ব নারীবর্ষ পালন করছেন। যার সন্তান খেতে পায়না, যার বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে সেই নারীকে দিয়ে, যে মেয়ে কিংবা বোন কোন দিন ঘরের থেকে বেরুতো না আজকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিয়ে বিশ্ব নারীবর্ষ পালন করাচ্ছেন তাদের দিয়ে। মেয়েরা এস, ডি, ও, এর কাছে আসলে লাঠি মারা হচ্ছে। সেদিন আমার অফিসে এসে তারা বললো যে এস. ডি, ও অফিসে তারা গেলে পরে এস, ডি, ও তাদের উপর লাঠি মেরে বলে আমার কাছে কেন আস? যাও বি, ডি, ও, এর কাছে। আমার কাছে কোন অর্ডার নেই। সেই মেয়ে নড়তে পারেনা, সেই মেয়ের বুকে যে শিশু আছে, আমার মনে হয় না, সে আর ৭ দিন বাঁচবে। তাঁদেরকে লাঠি মারা হয়। বি, ডি, ও মানে সেই মোহনপুর। কেহ কোনদিন ইমাজিন করতে পারে আগরতলা শহর থেকে কুমারী বিলের একটা উপজাতি মাকে এই ভাবে কেহ বলতে পারেন যে ঐ খানে যাও? তাও আবার লাঠি মেরে। এই ভাবে বলা যায় যে আমার কাছে তো অর্ডার নেই, তোমাদের আমি পয়সা দিচ্ছি, তোমরা মোহনপুরে বি, ডি, ও, এর কাছে যাও সেখানে গেলে পরে তোমাদের কাজ দেয়া হবে। সেখানে তোমরা কাজ পাবে। এটার নাম হচ্ছে মানবতা, এটার নাম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যত্ব আপনারা দিতে পারবেন না। সেই মনুষ্যত্ব কোন মন্ত্রীদের কাছে নেই, সেই মনুষ্যত্ব মন্ত্রীদের মধ্যে নেই। কাজেই টি, আর, এর কথা জুমিয়াদের সীডস দেয়া হচ্ছে আমি এস, ডি, ও এর কাছে জানতে চেয়েছিলাম আপনারা অন্যদের সীডস দিচ্ছেন না? তখন তিনি তার উত্তরে আমাকে বলেছিলেন যে "আমার কাছে এক ফোটাও সীডস নেই। আউস কিংবা অন্য কোন সীড়সই আমার কাছে একটু ছিটে ফোটাও নেই। দিস ইজ দি ষ্টেটমেন্ট অব এস. ডি, ও। এখানে তো কৃষিমন্ত্রী আছেন তিনি মোকাবিলা করছেন। তিনি বলুনতো তার গো-ডাউনে কতটুকু সীডস আছে। স্যার, আমার মনে পড়ছে খরার এবং বাংলা-দেশের কথা একটু বেশী হাই লাইট করা হচ্ছে ঐ রেকারদের একটু রক্ষা করার জন্য, ঐ রেকার দের একটু আড়াল করার জন্য খরা খরা বলে চিৎকার করা হচ্ছে। আর বাংলাদেশ বলে চিৎকার করা হচ্ছে। বাংলা দেশে সব চাল চলে যাচ্ছে এখন কিছু কিছু বাংলাদেশ থেকে আসছে। প্রশ্ন এই নয় যে বাংলা দেশের মানুষ রয়েছে। অসংখ্য মানুষ রয়েছে তারা আমাদেরটা নিয়ে নিচ্ছে। অথচ মি: ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি তাকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি আমাকে লিখেছেন "ইউ আর এ্যাক্‌সাজারেটিং দা প্রবলেম। তিনি

আমাকে বল্লেন যে অ্যাক্সাজারেটিং করছি যে বাংলাদেশ থেকে লোক আসছে কি না। আই অ্যাম ট্রাইয়িং টু অ্যাসারটেন ফ্রম মাই মিনিষ্টার। মন্ত্রীরা জানান না, মন্ত্রীরা কোন রিপোর্ট পাঠান না। বাংলাদেশ থেকে লোক আসলে আজকে সেই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেন না। এখানকার লোকেরা বলছে স্যার, তারা আমাদের কাজ নিয়ে নিচ্ছে। আমাকে একদিন এক রিক্সাওয়ালা বলেছে যে তারা কাজ পাচ্ছে না। এখানে এসে যখন কেউ ঢোকেন তারা শুধু হাত নিয়ে ঢোকেন না, সেই সঙ্গে মুখ নিয়েও ঢোকেন। কাজেই তারা কিছু খাচ্ছেন। কিন্তু ঐ যে তাঁরা খরা খরা বলে চিৎকার করছেন, এটা আমি বিশ্বাস করি না। এটা হচ্ছে ব্লাফ। আসলে ঐ রেকারদের রক্ষা করার জন্য তাঁরা খরা খরা বলে চিৎকার করছেন। আমি বিশ্বাস করি খরা হচ্ছে একটা মারজিন্যাল। এখন পর্যান্ত খরা একটা ভীষণ হয়ে উঠে নি। কারণ সেটা আগামী দিনে। আজকে কেন হবে? কয়দিন আগে চাল উঠেছে। আমন চাল উঠেছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ১২ লক্ষ রেশন কার্ড আছে। উনি বলেছেন যে এত কার্ড হবে না। হয়তো ১০ থেকে ৮ লক্ষ হবে। বাকীটা হবে যারা নাকি ডীলার তারা ঐ রেক করার জন্য কার্ড রেখেছেন। আজকে সেই কার্ডে কতটুকু চাল দেয়া হয়? উনি নিজে চেয়েছেন ২,০০০ মেট্রিক টন। ওরা বলতে পারবেন যে স্যার, ১২ লক্ষ লোককে মাসে কতটুকু করে রেশন দিলে পর উনি ২,০০০ মেট্রিক টন চাল দিয়ে তার মোকাবিলা করতে পারবেন। তাতেই বুঝা যাচ্ছে যে তাঁদের মতলবটা কি? মতলবটা হচ্ছে রেশন না দেয়া। এখন তো আবার রেশন কার্ড দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। খোয়াইতে তো একমাত্র চিনি দেয়া হয়। ১৫০টি রেশন কার্ডে। ঐ রেশন কার্ডের জন্য মানুষ চিৎকার করছে। আমার খোয়াইতে রেশন কার্ডের জন্য যারা ভূমিহীন আছে, যারা একদম গরীব মানুষ তাদের রেশন কার্ড দেবার জন্য আমি বলে আসছি। আজকে দুই মাস, তিন মাস যাবৎ তারা চিৎকার করছে কিন্তু রেশন কার্ড পাচ্ছে না। এসেনসিয়েল কমডিটিস কার্ড করে রেখে দিয়েছেন। ১০ কাণি জমি হলে এসেনসিয়েল কমডিটিস কার্ড। ঐ ১০ কাণিতে কতটুকু চাল তার ঘরে আসে সেটা দেখা হয় না। ঐ চাল সে বিক্রি করে দিতে পারে নিজের দরকারে, কিংবা সরকার লেভি করে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে তারা কি না খেয়ে মারা যাবে? কাজেই রেশনের প্রয়োজন সেটা এসেনসিয়েল। আমাদের এখানে কোন ফেমিন কোড নেই। ফেমিন কি করে ডিক্লেয়ার করতে হয় তার কোন কোড নেই। তাহলে কি করে চলবে? তাঁরা সমস্ত ফাঁকিবাজ দিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেক বছর ফেমিন আসছে? কিন্তু ফেমিন কোড নেই। সেনট্রাল গভর্ণমেন্টকে তাঁরা এক বলেন, আর সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট আর এক করেন। সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট যা বলেন তা উঁরা মেনে নেন। ওদের কাছে কি কোন তথ্য আছে? স্যার, আমাদের এখানে প্রায় ৮০ পারসেন্ট লোক হয় তাদের জমি নাই, নতুবা দুই কাণি কিংবা আড়াই কাণি জমির মালিক। তাদের ফেমিন হতে, তাদের দুর্ভিক্ষ হতে কতক্ষণ লাগে? সে দেশ প্রতি বছর দুর্ভিক্ষের মুখে। তাদের প্রবলেম সেনট্রালের কাছে তুলে ধরার কোন ক্ষমতা তাঁদের নেই। কারণ তাঁদের অনুগ্রহে বেঁচে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী আছেন। তাঁকে এবারও মুখ্যমন্ত্রী থাকতে হবে, আবার আগামীতেও হতে হবে মুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং তাঁকে কিছু বলা যায়? সেখানে শ্রীমতী গান্ধী যে আশীর্বাদ দিচ্ছেন, যে প্রসাদ দিচ্ছেন সেই প্রসাদটুকু নিয়ে চলে আসছেন। এই হচ্ছে এটিচিউড। আমার ত্রিপুরার মানুষকে...

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হ্যাঁ, আমি এখনই শেষ করে নিচ্ছি। কাজেই আমার এখানে সমস্ত আছে। কেন্দ্র থেকে এ কথা অনেক মেম্বার বলেছেন ইন অ্যামেটিভ ওয়ে তা যদি আমরা চাল কম পাই, আমরা যদি টাকা কম পাই তাহলে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য কাজের সৃষ্টি করার সুযোগ কোথায়? যদি আমরা ফ্রী রেশন অন্ততঃ যারা ভুমিহীন জুমিয়া আছে তাদের যদি ফ্রি ডোল না দিতে পারি, কাজ যেখানে দিতে পারব না, সেখানে ডোল দিতে হবে অথবা লঙ্গরখানা খুলতে হবে ইন এ লার্জ স্কেল, আঠারমুড়া অথবা লংত্রাই, এখানকার মানুষ, তার সংসার বাড়ী ঘর ইত্যাদি, আঠারমুড়ার লোককে দেখেছি আজকে কমলপুরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সমস্ত বচকা বুচকী নিয়ে, সেই সমস্ত লোককে আমরা লঙ্গরখানাতে যেমন আমরা অন্যান্য সময়েতে, আমরা দেখি বাংলাদেশের সময়েতে অন্তত আমরা ১.১০ পয়সা করে দিয়েছি, সেটুকু কি ওরা পেতে পারে না? ১.১০ পয়সা করে যদি আমরা বাংলাদেশের শরণার্থীকে দিতে পারি তাহলে আমরা এখানকার ট্রাইবেলরা কি এমনি অপদার্থ হয়ে গেছে এই দেশের মধ্যে, এত খারাপ হয়ে গেছে যে তাদের জীবনের এক পয়সা মূল্য নেই? তাদের জন্য আমি ১.১০ পয়সার খরচ করতে পারি না, তাদের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তা আমি দিতে পারি না, তাদের জন্য আমরা লঙ্গরখানা খুলতে পারি না? কাজেই এটা করতে হবে। যেখানে হোর্ডারদের চাল আছে, ব্ল্যাকারদের চাল আছে, আপনারা যদি না ধরেন তাহলে অন্ততঃ জনসাধারণ তাদের ধরবে এবং আমি জানি আপনাদের মিসা তাদের জন্য আছে। আমি সেদিন মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম যে আমাকে ছেড়েছেন বটে, কিন্তু ২/৩ মাসের মধ্যে আমাকে আবার নেবেন। কারণ আজকে গ্রামে ডাকাতি হচ্ছে, লুঠ হচ্ছে। সেদিন বিলোনীয়ায় একটা গ্রামে [illegible] কেড়ি, আ [illegible] কেড়ি চালের জন্য বুকের মধ্যে মেয়েকে কোপ মেরেছে। খাদ্য না পেলে এটা হবে। গ্রামের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হবে। আমরা জনসাধারণকে সংগঠিত করব এবং গভর্ণমেন্টকে বাধ্য করব, কেন্দ্রীয় সরকার, এখানকার রাজ্য সরকারকে। আমরা দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য আমরা জনসাধারণকে তৈরী করব। সেজন্যই আমি বলছি যে মিসা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থা এই জন্য রেখেছেন যে ব্ল্যাকারদের মুনাফায় অসুবিধা হয়, এটা না থাকলে। কাজেই এমার-জেন্সী, মিসা জমিদারদের, জোতদারদের, চোরকারবারীদের মুনাফা রোধ করার জন্য নয়। টাটা বিড়লার মুনাফা রোধ করার জন্য নয়। যারা আমরা গণতান্ত্রিক কর্মী আছি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তার জন্য আপনাদের উপযুক্ত ডি,এম, আছেন যিনি লিখতে পারেন যে নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, তিনি ব্ল্যাকারের গ্রুপে থাকবেন, পলিটিক্যাল গ্রুপে থাকবেন না। সরকারী কর্মচারীদের অফিসে গিয়ে দুপুর বেলা গোপন মিটিং করেছিলেন ১৪ তারিখে যদিও আমি এখানে সেই দিন ৬টা পর্যন্ত অনুপস্থিত, সকালে কালকাতায় এবং সেইদিন সাড়ে তিনটায় গোপন মিটিং করেছি। কেন? বোমা ফেলবার জন্য কর্মচারীদের উপর। যে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে তৈরী করেছেন তিনি আমাদের জন্য কি লিখবেন আমি জানি না? তিনি লিখেছেন আমি অফিসে বসে তার কাটার জন্য ষড়যন্ত্র করছি। কাজেই আপনাদের [illegible] বেঁচে থাকুন, আপনাদের ব্ল্যাকাররা বেঁচে থাকুন এবং জনসাধারণ তার

নিজের রাস্তা খুঁজে পাবে এবং তাদের রাস্তা খুঁজে পাবার জন্য যেন তাদের সাহায্য করতে পারি এই প্রতিশ্রুতি আমি জনসাধারণকে দিচ্ছি এবং এই সহযোগিতা আপনাদের কাছ থেকে আমরা চাচ্ছি যারা এখানে মেম্বার আছে, যারা সত্যি সত্যি আজকে এই সমস্যাকে তুলে দেশের মানুষের জন্য এই সমস্যার উপর আলোচনা করেছেন, এখানকার মন্ত্রীদের জ্ঞান দেওয়ার জন্য নয়, কারণ এখানকার মন্ত্রীরা জ্ঞানপাপী। তাঁরা জেনে শুনে এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করছেন প্রতি বৎসর এখানকার জোতদারদের, মজুতদারদের চোরাকারবারীদের রাজত্বকে শক্তিশালী করার জন্য। কাজেই তাদের জ্ঞান দিতে যাবেন না, তারা জ্ঞান পাপী।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি কিছু বলব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে আমি জানাচ্ছি আমাদের মাত্র ২০ মিনিট বাকী আছে। কিন্তু আরও ৬ জন এম এল, এ রয়েছেন। আমার কোন আপত্তি নাই আপনারা যদি চান এক্সটেনশান হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— ১০টা পর্যন্ত চলবে, সারা রাত চলবে।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে প্রস্তাব এসেছে আমি এটা সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। তবে আমার বক্তব্য রাখবার আগে রাইমা থেকে আঠারমূড়া এলাকা এবং তাদের তরফ থেকে এই মহাসভার কাছে কতগুলি উপহার পাঠিয়েছে। এই উপহারগুলি প্রথমেই আমি বিলি করতে যাচ্ছি সেটা যদি আপনি অনুমতি দেন। (শ্রীকুকী কতগুলি গাছের শেকড় জাতীয় জিনিষ কাগজে করে এনে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখালেন, বিরোধী দলের নেতা নৃপেনবাবুকেও দেখালেন. তিনটি জিনিষের নমুনা দেখালেন। কংগ্রেস দলের মেম্বারদের মধ্যেও বিলি করলেন।)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চারদিন আগে আঠারমূড়ার আটি গাঁওসভা থেকে আসছি এবং আজকে আমার আসতে দেরী হয়ে গেছে। কারণ রাস্তায় আমার গাড়ী নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি সেখানে ঘুরে এসেছি। আজকে তেলিয়ামুড়ার বাজার থেকে আমার পূর্বাংশে, তেলিয়া-মুড়া বাজার থেকে ওদিকে কুলাই বাজার এর দক্ষিণাংশে আর গণ্ডাছড়া'র রাস্তার সংলগ্ন যে এলাকা, আর ঐদিকে রাইমা শর্মার অমরপুরের উত্তরাংশে, এই যে বেল্ট, সেটা অন্ততঃ দুইশ' স্কোয়ার মাইলের কম হবে না। এখানে জায়গা জমি বলতে কিছুই নাই। শুধু একটিমাত্র যেটা বাঁচার পথ আছে, সেটা হল জুম এবং উপজাতি পাহাড়ীদের কম্প্যাক্ট এরিয়া, উপজাতি জুমিয়া ছাড়া সেখানে কোন অংশের লোক নেই এবং লোকসংখ্যা চার থেকে পাঁচ হাজার সেই বেল্টে যারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত বৎসর অতিবৃষ্টির ফলে সেই এলাকার জুমিয়ারা জুম করতে পারে নাই, যার ফলে দেখা গেছে গতবার কিছুই ধান পায় নাই। অপরদিকে যা কিছু তারা পেয়েছে সেগুলি দেখা গেছে হাতীর উপদ্রবে সবটাই শেষ যার ফলে দেখা গেল ভাদ্রমাস থেকে বর্তমান পর্যন্ত সেই কম্প্যাক্ট এরিয়ার পাঁচ হাজার জুমিয়া পরিবারের কিসের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, এই যে কতগুলি জিনিষ, এই হল আলু, এটা সিদ্ধ করে তারা খায় গত ভাদ্র মাস থেকে। কারণ আশ্বিন মাসে তাদের জুমের ধান কাটা হয়। আজকে আলু যখন তাদের

সংগ্রহ করা সম্ভব হল না তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটা গল্প আরম্ভ করে একশ' বছর আগে উনারা কি খেতেন যখন সরকার বলতে কিছুই ছিল না, এক এক পাড়ায় একটা সরকারের মত ছিল যখন এবং তখন তারা কি কি খেত সেটা তারা গল্প আরম্ভ করে, কে কি জিনিষ খেতেন সেটা তারা গল্পের মাধ্যমে স্মরন করার চেষ্টা করেন। এবং তার পর পরবর্তী কালে এই যে এটা (মাননীয় সদস্য হাতে তুলে কতগুলি কি যেন দেখলেন) এটা শুকিয়ে—আমার মনে হয় মাননীয় ট্রাইবেল মিনিষ্টার সম্ভবত: তিনি এটা চিনবেন। অবশ্য উনারা কি নাম দেন সেটা আমি জানি না। আমাদের কুকী ভাষায় এটাকে বলে 'থানকং'। এটা মাটি থেকে তোলা হয়। তোলার পর ছেঁচে তার পর পিশে শুকিয়ে রাখে। রাখার পর সামান্য ভাতের সঙ্গে এটা মিশিয়ে তারা খায়। যখন চাল পায়না তখন শুধু এটার উপর নির্ভরশীল। তারপর পরবর্তী কালে যখন এটাও পাওয়া যায়না তখন তারা আরম্ভ করে এই যে জিনিষটার উপর এটা পিশে। (তিনি আরও কিছু তুলে দেখালেন)। এটা হল বিষ, এখন যদি আপনাদের হাতে লাগে তাহলে আপনাদের হাত জ্বলবে। কিন্তু এটা পিশে তারা কি করবে? তারা ক্ষারপানি করে—যেটাকে আপনারা সোডা বলেন—ক্ষারপানি বাঁশ আগুনে পুড়ে তার যে ছাই থেকে জল বের হয়। সেই জলের সংগে এটাকে ভাল করে পিশে সেই ক্ষারপানির মধ্যে ২ দিন ৩ দিন ভিজিয়ে রাখবে। তারপর সেই বিষটা কিছু যাবে। তখনই তারা এই জিনিষটা ভাতের মত কার খিচুরী পাক করে সেটাই তারা খায়। কারণ আপনারা একটু ঘুরে দেখুন এলাকাতে। জুমের ধান রূপনের জায়গা আর নেই। আলু খুজতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে তারা খুঁজছে, তারা আলু খুঁজছে। আলু খুঁজতে খুঁজতে ধান রূপনের জায়গা আর নেই। এখন তাদের কোন উপায় নেই। সরকার যে কি ব্যবস্থা নেবেন আমি জানি না। আমি কদিন আগে তেলিয়ামুড়ার বি, ডি, ওর কাছে উদের সম্পর্কে কিছু বলেছিলাম শুধু ১০ কে.জি. ধানের বীজের জন্য ২৫ মাইল হেঁটে রিয়াংরা এসেছিল। ৫০ রিয়াং—গংগাপাড়ার গাঁও সভার সেক্রেটারীকে দিয়ে সংবাদ পাঠান হয়েছিল তোমাদের অমুক তারিখ ধানের বীজ দেওয়া হবে চলে আস। তারপর তারা দল বেধে গেল সারা দিন অফিস থেকে ফিরে আসে। বি. ডি. ও.কে জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন না না ধান কে দেবে তোমাদের কে সংবাদ দিয়েছে? সেই গংগাপাড়া থেকে ২৫ মাইল যেতে ২৫ মাইল আসতে ২৫ মাইল তাদের মোট ৫০ মাইল হাটতে হয়েছে। আমি বললাম এই ভাবে তাদের হেরাসমেন্ট করবেন না। আপনার এখানে যদি ধান থাকে আপনার বীজ ধান সংগ্রহ করেছেন—এখনই দিন যদি তাদের দিতে হয়। তারপর শেষে কি করলেন বললেন যে তোমাদের প্রধানকে নিয়ে আস। তারপর প্রধানকে আনা হল—প্রধানকে কি বলা হল? কেন তুমি লোক এনেছ তার সাজা হিসাবে তোমাকে এখনই জেলখানায় দেব. একজন নির্বাচিত গাঁও সভার প্রতিনিধি—আমার সামনে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে এই ভাবে ভয় দেখাতে পারে আর গ্রামের সাধারণ মানুষ কি আশা করতে পারে বি. ডি. ওর কাছ থেকে। ডেভলাপমেন্ট অফিসার থেকে—আর উনারাই প্রমোশন পায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যখন আমি গেলাম. সেই জায়গাতে ১৮ মুড়ায় গিয়ে কি চিত্র দেখেছি। মানুষ সারাদিন সারা রাত আলু খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় পাওয়া যায়।

দীর্ঘদিন বনের আলু খাওয়ার ফলে ছেলেমেয়েদের কি অবস্থা। পেট মোটা হেংলা চলতে পারে না। অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের দেখলাম এই অবস্থা—চরমনি রিয়াং পাড়া, গণ্ডাছড়া, গতমনি রিয়াং পাড়া, বাইরাহাপাড়া, নবজয় রিয়াং পাড়া, পাদুচন্দ্র দেববর্ম্মা পাড়া, সাহুরাম কলৈ পাড়া, মংকরাই দেববর্ম্মা পাড়া, শিবচন্দ্র দেববর্ম্মা পাড়া এই রকম আরও আছে প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তাদের সংগে আলোচনা করেছি তারা কি বলে তারা বলছে যে আমাদের কোন উপায় নাই। আজকে ৭/৮ মাস যাবত আলু খেয়েই আছি। আমরা কাজ করতে পারিনা আমরা হাটতে পারি না চলতে পারি না আমরা এখন মৃত্যুর জন্য ট্রেণিং দিচ্ছি। কখন মরব ঠিক নেই। আর একটা ঘটনা—কোন রিয়াং মহিলার কাছ থেকে এই ধরণের কথা শুনব আমি ধারণা করতে পারি নাই। একজন রিয়াং মহিলা জুমে কাজ করছিল গিয়ে দেখলাম তার একটা ছোট খাড়া আছে তার মধ্যে আলু। আমি তার কাছে যাওয়ার সঙ্গে সে আমাকে চিনে না এবং আমার সঙ্গীকেও চিনে না। সেই মহিলা তার খাড়াটা দেখিয়ে বললেন যে এটাই আমাদের ভাত। দীর্ঘদিন ধরে খাইয়াছি। এখন আমরা ঠিক করেছি বি. ডি, ওর অফিসে যাব। এভাবে আমরা মরতে পারব না, দেখি চেষ্টা করে সরকার আমাদের বাঁচায় কিনা। এখানে এই জঙ্গলে থেকে আর মরব না। এই যে একটা কথা—সাধারণত রিয়াং সম্প্রদায় কোন মিটিং মিছিল বা কোন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতে আমরা দেখি না। কিন্তু তাদের মুখ থেকে এই ধরণের কথা যে, আমাদের যেতে হবে শেষ পর্য্যন্ত। আজকে সরকার উপজাতি দরদের কথা বলছেন। আজকে ২৫ বছর ২৬ বছর ২৭ বছর যাবত উপজাতির জন্য দরদ দেখাচ্ছেন অনেক কিছু পরিকল্পনা নিয়েছেন অনেক কিছু কাজ করেছেন—আজকে এই যে চিত্র এই যে অবস্থা আপনারা যদি দেখেন তাহলে কোন লোক যাদের ভিতর মানবতা বলে কিছু আছে তারা দুঃখিত না হলে পারবে না। তাই আমি আর বেশী আলোচনা করতে চাই না। আমাকে যদি বলতে হয় তাহলে আমাকে অনেক কিছু বলতে হবে। বেশী বললে বলবেন যে আমরা জল দিয়েছি বীজ ধান দিয়েছি ইত্যাদি। ৮টা গাঁও সভার আড়াই হাজার পরিবার আছে সেই আড়াই হাজার পরিবারের রেশন কার্ডের সংখ্যা কত? মাত্র ৫০০র বেশী নয়। এবং তার মধ্যেও রেশন সপের ডিলাররা—মাণিক চন্দ্র দেববর্ম্মা—৭০০ কে. জি. ধান পায় সেই এলাকার জন্য। সেই ৭০০ কে. জি.র মধ্যে মাত্র ৫০০ কে. জি. ধান নিয়েছে। তা' থেকেই এক কে. জি. দেড় কে. জি. করে ধান দিচ্ছে আর বাকি যে কোথায় যায় কেউ বলতে পারে না। এবং সমস্ত এলাকায় যতগুলি রেশন সব আছে সব জায়গায়ই তাই চলছে। তারা পায় না কিছুই কোথায় যে যায়! সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সরকারকে অনুরোধ করব এক্ষণই ২/৩ দিনের মধ্যে সেই ১৮ মুড়ার ৮টি গাঁও সভা পরিদর্শন করেন এবং তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করেন নইলে সেখানে কদিনের মধ্যে মৃত্যুর মিছিল চলবে আমি জানি। একজন যুবককে দেখলাম ছনাইছড়া গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত রাইমাহা পাড়ায় বয়স ৫০/৬০ হবে। সেই লোকটি একটা খাড়ি বাইন করছিল। কথা বলতে বলতে উনি শুয়ে পরলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন শুয়ে পরলেন আপনি? আমি আর চলতে পারছি না, দীর্ঘদিন ধরে আমার পেটে ভাত নেই। সে আর কাজ করতে

পারলো না। ঠিক এই মুহূর্তে জনসাধারণ কি করলো? তাকে একটা ফিডিং সেন্টারে আনা হলো। ফিডিং সেন্টারে এনে তাকে খানে ঐ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাবার থেকে তাকে কিছু দেওয়া হলো। কাজেই এই অবস্থা চলছে সমস্ত ট্রাইবেল জুমিয়া এলাকায়। সেইজন্য আমি এখানে সরকারকে অনুরোধ করছি তা শুধু অনুরোধ নয় জোর গলায় বলছি সেই সমস্ত জায়গাতে টেষ্টরিলিফের কাজ পরিচালনা করুন যাতে তারা বাঁচতে পারে এবং আমি বলছি এই টেস্টরিলিফের কাজ যদি তাদেরকে না দেওয়া হয় তাহলে তারা মরবে। যাহাদের জুম নেই, খাবে কি করে তারা? কাজেই সেই টেস্টরিলিফের টাকা সেই টাকাটা যদি আমাদের নিজস্ব কাজের জন্য দেওয়া হতো তাহলে আমরা পরবর্তী বৎসরে জুমের ফসল আরও ভাল করতে পারতাম। তাহারা ভাল উৎপাদন করতে পারত। আর ধান সংগ্রহের নীতির কথা বলে লাভ নেই। সেই মহাজনরা লেভি দেয় না, জনতা লেভি দেয় না, কৃষকরা লেভি দেয় না কিন্তু আমি জানি যে বড় বড় জোতদার ১২০ টাকা মণ দরে তারা ধান বীজ সরকারকে সরবরাহ করেছেন। তাদের কি সরকার এরেষ্ট করতে পারে না? আমি জানি ৪০ হাজার টাকার বীজ ধান খরিদ করা হয়েছে, তেলিয়ামুড়া ব্লকে। তেলিয়ামুড়া বাজারের বড় বড় মহাজনদের কাছ থেকে খরিদ করেছে ১২০ টাকা মণ হিসাবে। তারা কি জানেন না? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলছি এবং দায়িত্ব নিয়ে বলছি। আগামী দিনে কি হবে আমি জানি না, ১৮ দিনের মধ্যে যদি সেই সমস্ত এলাকায় টেষ্ট রিলিফের কাজ না হয়, আমি সেই এলাকার প্রতিনিধি হিসাবে বলছি, তার জন্য যদি কোন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেই জন্য সরকার দায়ী থাকবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— হাউস ৮টা পর্যন্ত এ্যাক্সটেনশন করা হয়েছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের মোড যা দেখছি তাতে আমি আমাদের তরফ থেকে বলবো যে আরও এক ঘণ্টা সময় বাড়ানো হোক। কারণ এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখানে সবসময় খালি শুনছি যখন এই সময় বাড়াবার কথা উঠে তখন আগাগোড়াই দেখছি যে অপোজিশন থেকে অপোজ করা হয় যে সময় বাড়ানো চলবে না। আজকে ঘন্টার পর ঘন্টা চলছে তাতে ওদের প্রসিডিউরে আটকায় না, কনভেনশনে আটকায় না, এইটা তাদের কোন কিছুতেই আটকায় না। আর আজকে যদি এই হাউস চলতে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে আপত্তি হবে যে হাউস চলতে পারে না। এই অবস্থার মধ্যে আমরা কোথায় থাকছি, আমরা কি এসেম্বলি চালাবো, একটা বিধানসভা চলবে কি চলবে না, এইটার কি কোন নিয়ম শৃঙ্খলা থাকবে না, এখানে কি আমরা যা খুশী তাই করবো, এই যদি হয়, এইভাবে যদি এসেম্বলি চলতে থাকে, এইভাবে যদি এসেম্বলি তার প্রসিডিউর খাড়া করে এবং আমি জানি না এইটা কোথায় নিয়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হয়েছে, আরও সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার বক্তব্য হয়েছে একটা আইটেমের উপরে, এইটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেইজন্য আমার দিক থেকে আমরা আপত্তি করিনি এবং ঘটনাটাকে একটু বাড়ানো হয়েছে এক তরফ থেকে

হয়তো বা প্রকৃত অবস্থা আজকে যা ঘটনা ঘটছে, হতে পারে। কিন্তু আজকে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং যাদেরকে আঘাত করা হয়েছে তাদের কি বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকবে না? তখন বলা হবে অনেক হয়েছে, তিন ঘন্টা হয়েছে আর থাকতে পারছি না, আর কোন বক্তব্য শুনবো না। আমি শুনেছি এই কথা এই হাউসের মধ্যে। আমাদের তরফ থেকে যখন বক্তব্য রাখার সময় হয় তখন বলা হয় হাউসের টাইম আর অ্যাক্সটেনশন চলবে না, সময় পার হয়ে গেছে, আর বক্তব্য রাখতে পারবো না। এই হাউসের মধ্যেই শুনেছি। আজকে হয়তো সেই একই কথা শুনতে হবে। তার মানে হল ওরা অভিযোগ করে যাবেন, বক্তব্য রেখে যাবেন, যাদের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে কিংবা যাদের উপলক্ষ করে বলা হচ্ছে তাদের দিক থেকে কোন বক্তব্য রাখা যাবে কিনা এই প্রশ্নের কোন জবাব পাব না। আমি জানি কোন জবাব হবে না, তার কারণ হল জবাব দিবেন না। তিন ঘন্টা চলুক, চার ঘন্টা চলুক, এক জনের পর আর একজন দাঁড়িয়ে বলবেন, তারপর যখন আর এক পক্ষের বক্তব্য রাখার সময় আসবে তখন বলবেন অনেক সময় হয়ে গেছে, আর বসে থাকতে পারছি না, অসুবিধা হচ্ছে, ওটা আগে শুনেছি বলে বলছি। আজকে কি বলবেন জানি না। কিন্তু আগে তাই করেছে। এই জন্য আগের অভিজ্ঞতা থেকে, এই হাউসের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই কথাগুলি বলছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা হাউস কতক্ষণ চলতে পারে সেটা সম্পর্কে আপনিই একমাত্র বিচারক এবং সেদিক থেকে আপনিই বিচার করবেন, আপনি যা হয় করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওঁর একটা বক্তব্য শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা বিরোধী দলের থেকে মাত্র দুই জন বলেছি। রুলিং পার্টি থেকে ওঁরা অধিকাংশ সদস্য বলেছেন, আর উনি বলতে চান যে ওঁরা সুযোগ পাচ্ছেন না, আমরা শুধু বলে যাচ্ছি। এটা কি সত্যি কথা হল? এটা বিকৃত করে এই হাউসের কাছে রাখা হয়েছে। ওরা অধিকাংশ সদস্য বলেছেন, আর আমরা মাত্র দুইজন বলেছি, আমি আর অভিরাম দেববর্মা। কাজেই উনি যে কোথা থেকে এই তথ্য পেলেন যে অধিকাংশ আমরা বলেছি, আমি তো দেখছি অধিকাংশ ওরা বলেছেন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বলছেন তা সত্য নয়। আমাদের থেকে মাত্র দুইজন বলেছেন। আমি বলেছি আমরা কেউ বলব না, ওদের তরফ থেকে যদি আরও দুই একজন বলতে চান অল্প সময় বলুন এবং উনি যখন বলছেন মিনিষ্টার যখন বক্তব্য রাখবেন পূর্ণ সুযোগ তাঁকে দেওয়া হবে। আমি এক ঘন্টার পক্ষে। ৯টা পর্যন্ত মিটিং চালান এবং ১৫ মিনিটের সময় রাখবেন যাতে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির রিপোর্ট আমরা আলোচনা করতে পারি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত;— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা যে কথা বলেছেন, আমি বিরোধী দলের বলে কোন কথা বলিনি। আমি বলেছি যে মন্ত্রীদের বলার সুযোগ থাকে না। যে বক্তব্য যাদের উপলক্ষ্য করে রাখা হচ্ছে তাঁদের বক্তব্যটা রাখার সময়ে মাননীয় সদস্যদের অনেককেই পাওয়া যায় না। এই হাউসেই হয়েছে। আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব খুশী হয়েছি, সত্যিই আমার আনন্দ হয়েছে যে ওরা যখন বলেন যে কংগ্রেস সদস্য থেকে সত্য কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ ওরা সত্যি কথা বলতে পারে, এই কথা

তাঁদের মুখে এতদিন পর্যন্ত শুনিনি। এইজন্য আমি ওদেরকে ধন্যবাদ দিই যে আমাদের মধ্য থেকেও এটা তাঁরা স্বীকার করেছেন যে আমাদের বক্তব্যের মধ্যে সত্য থাকে এবং সেই বক্তব্যটা ভাল করে শোনা দরকার।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :– স্যার, আপনার যদি মনে থাকে যে ৯টা পর্যন্ত করবেন তাহলেও এখন ৮-১৫ বেজেছে, আরও যদি কেউ থাকেন তাহলে মন্ত্রীরাও বলবেন, ৯টা পর্যন্ত করবেন বলেছেন, কাজেই আর কারো বলার সময় থাকে না। ৯টা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে এইরকম একটা সময় থাকা উচিত যাতে পরেরটা থাকতে পারে। কাজেই এই জন্য এখন যা সময় আছে আর কারোর বলার সুযোগ আসে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সুশীলবাবু বলবেন, আর মধুবাবুও বলতে চান।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার লীডার অব দি হাউস ডিসিশনটা আপনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যদি আপনি দেন তাহলে তিন মিনিটের জন্য বলতে দিতে পারেন, বাকী সময়টা আপনি মন্ত্রীদের দিতে পারেন। আর স্যার, জিনিষটা দেখতে হবে যে একটা শর্ট নোটিশ এনেছেন, তখন কথা ছিল সময় থাকলে শর্ট নোটিশ হবে। আর শর্ট নোটিশের সময় হল এক ঘণ্টা। যেভাবে গভর্ণমেণ্ট বিজনেস দিয়েছিলেন সেটা কনটিনিউ করার কথা। সেই ক্ষেত্রে স্যার, আজকে এখন যারা গুরুত্ব অনুভব করছেন, সকলেই বলুক। আর যদি তারা মনে করেন আরও আলোচনা করা দরকার তাহলে সেটা আরও টেনে নিয়ে যান, না হলে আজকেই বলুন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে ৯টা পর্যন্ত হবে। পাঁচ মিনিট করে বলুন, মন্ত্রীরা যাতে রিপ্লাই দিতে পারেন। মাননীয় সদস্য সুশীল রঞ্জন সাহা। পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এটা রুলস্ মত হয় না। ৫/৬ ঘণ্টা আলোচনা হয়েছিল আর একবার খরার সময়ে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য যতীনবাবু খরা এবং খাদ্য সংকট সম্পর্কে যে সর্ট নোটিশ এনেছেন তাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন সদস্য গ্রাম থেকে বার খরার বিরুদ্ধে এবং খাদ্য সংকট ব্যাপারে যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু আমার সাব-ডিভিশানের দুই একটি কথা বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার এলাকায় গিয়েছিলাম, সেখানে ভীষণ অভাব বিশেষ করে তৈদু এলাকায় সেই বগাড়ী অঞ্চল থেকে ওদিকে লাউগাং পর্য্যন্ত আদিবাসী নাগরিকদের ঘরে খাওয়ার নেই এবং জুম লাগানোর মত কোন ব্যবস্থা নেই। আমি এই সমস্ত দেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করতে এসেছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দেখা পাইনি। তখন আমি কৃষিমন্ত্রীর সংগে দেখা করেছি এবং এডিশনাল চীফ সেক্রেটারী সিংহ সাহেবের সংগে দেখা করেছি। এবং উনারা আমাকে বলছেন যে আপনাদের সাবডিভিশনের জন্য পৌনে দুই লক্ষ টাকা জি, আর, এবং দেড় লক্ষ টাকা টি আর, রয়েছে, তা থেকে ব্যবস্থা করা হবে। আমি সেই খবর পেয়ে অমরপুর এ, ডি, ওর সংগে দেখা করি। উনি ঠিক সেই মুহূর্তে যে মুহূর্তে

সারা অমরপুরে ভীষণ খরা এবং সেই অবস্থায় দেশের এবং দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থায় তিনি কি করেছেন? আমি তার সংগে আলাপ করে একটা জিনিষ দেখতে পাই এবং এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে অমরপুরের জন্য ১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা টি, আর, ফাণ্ডে ছিল এবং ৮৪ হাজার টাকা জি, আর, ফাণ্ডে আছে অথচ আমাদের এলাকায় কিছুই পাচ্ছে না। আমি খবর নিয়ে তাড়াতাড়ি আগরতলা এসেছি এবং ক'জনের সংগে আমি দেখাও করেছিলাম এই ব্যাপারে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এত টাকা যেখানে আমার ১৯৭৪-৭৫-এর টাকা সেখানে দুই লক্ষ টাকা সত্বেও আমি আমার এলাকার জন্য টাকা পাইনি। আমি এস, ডি, ও,র সাথে কথা বলেছি, বি, ডি, ও, আমার গাঁও সভাতে ৫০০ টাকা করে জি, আর, ফাণ্ড থেকে ধানের জন্য দেওয়া হয়েছে। সেই ৫০০ টাকা দিয়ে ৪ কুইণ্টাল চাল পাওয়া গিয়েছে আর, ১০০ টাকা থেকে ৮০ টাকা মণ দরে। আমরা সেখানে তাদের জন্য চিন্তা করছি যে আগামী দিনে খাদ্যসংকট আরও ভয়াবহ হবে সেখানে যদি গরীব আদিবাসীদের এবং গরীব কৃষকদের বীজধান না দেওয়া হয় তাহলে আগামী দিন কোথা থেকে ফসল আসবে আমি বুঝতে পারলাম না। এই যদি অবস্থা হয়—আর আমি কিছুদিন পূর্বে একটা চিঠি দিয়েছিলাম এগ্রিকালচার সম্পর্কে প্রায় ৮/৯ মাস আগে এবং বি, ডি, ও,কে কপিও দিয়েছি সেই পরি-প্রেক্ষিতে। অমরপুর এলাকায় যে ময়লা সড়কের বাঁধের জন্য অনেক দিন যাবত আবেদন, নিবেদন, অনুরোধ, ডেপুটেশান অনেক কিছু দিয়েছি। সেখানে নামে একটা জলা আছে যেখানে অনেক ধান হতে পারে। সেখানে বাঁধের জন্য এখান থেকে অর্ডার দিয়েছে। কিন্তু সেখানে টেকনিক্যাল ষ্টাফ গিয়ে বলল যে এখানে বাঁধ করা যাবে না। এ আশ্চর্য্যের ব্যাপার স্যার—যখন গ্রো মোর ফুড হয়েছিল তখন ও পোড়া যে সব দিয়ে জল যে পয়েন্ট থেকে—এখান থেকে অর্ডার দেওয়া হল যে সেই পয়েন্টেই বসান হউক। কিন্তু সেটা কার্য্যকরী হয়নি। সেখানে যে ওভারসিয়ার গিয়েছিল তিনি রিপোর্ট দিয়েছেন যে এই পয়েন্ট থেকে জল সরবরাহ করা সম্ভবপর নয়। আজ এই যদি অবস্থা হয়—সেখানে আমাদের যা করা দরকার সেখানে আমি মনে করি যে আরও সক্রিয় হয়ে আরও বেশী আন্তরিকতার সংগে আমাদের কাজ করা দরকার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যখন লাগাতার ধর্মঘট হয়েছিল—সেখানে যে কর্মচারী আছে, পাম্পকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যেটি দিয়ে হুডিং করে সেখানে জল দেওয়া হত। সেই কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তুমি কাজ করবে কি না। সেই বলেছিল আমি কাজ করব। কিন্তু সেখানে ঠিক টাইমে কাজ করেনি। তারপর আমার কথা হচ্ছে যেখানে চারা জমি বুরো ধান করার জন্য জল দেওয়া প্রয়োজন ছিল সেখানে জল দেওয়া হয়নি। আমার সেই লোক আগরতলা এসে ডেপুটি ডিরেক্টারের সঙ্গে দেখা করেছিল তার একশান হয়েছে ৫/৭ দিন পর। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমি বুঝতে পারি না কি করে আমরা খরা মোকাবিলা করব। মাননীয় বিরোধী নেতা যে কথা বলেছেন আমি সেটা লক্ষ্য করেছি। উনি বলেছেন গণ্ডাছড়ার প্রধান বৃন্দাবন দাস আছে সে নাকি বে-আইনীভাবে পাওয়া ক'টা রেশন কার্ড নিয়ে জমা দিয়েছিল বলে তাকে মার ধোর করে থানায় নিয়ে নাজেহাল করেছে, হাণ্ডওভার করা হয়েছে এবং অমরপুর চালান করা হয়েছে।

এই কথা ঠিক নয় স্যার, তারা ১০।১২ জন আছে যারা সমাজ বিরোধী বলে আমরা মনে করি—আনন্দ বর্মন, শম্ভু সাহা, বৃন্দাবন নাথ এই ধরণের ৭ জন লোক ছিল তারা সেখানে আক্রমণ করেছে, ধ্বংস করেছে। এই হল তাদের চেহারা। তারপর নৃপেনবাবু যে কথা বললেন—আমি বলছি তারা যদি আইনকে হাতে নিতে চায় সেই সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই, সেটা আপনারাই বিচার করবেন। আমার বক্তব্য হল পুলিশের যদি দোষ থাকে, সরকারের যদি দোষ থাকে তাহলে তারা কমপ্লেন করতে পারত তারা। কিন্তু তা না করে যদি পুলিশের লোক মার ধোর করা হয় আর তাদের কোর্টে চালান করা হয়ে থাকে তাতে যদি উনার অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাহলে কি করে চলবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে ত্রিপুরাতে আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি খোয়াই এবং অমরপুর যেখানে ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়া, যেখানে ট্রাইবেল অত্যন্ত বেশী সেইসব জায়গায় দেখছি যে তাদের দুর্ভোগ প্রায়ই লেগে থাকে। সেই সব এলাকার প্রতি মাননীয় মন্ত্রীরা স্পেশাল নজর দেওয়া দরকার সেই সব এলাকার লোকদের বাঁচাবার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—ফুড মিনিষ্টার তড়িত দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে খরা পরিস্থিতি এবং খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। সবগুলি আমার জানা নেই তাহলেও খাদ্যের ব্যাপারে আমি কিছু আলোকপাত করব। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে বিবৃতি কাগজে করেছেন, মুখ্য মন্ত্রী কোন বিষয় লুকোবার চেষ্টা করেন নি। মুখ্য মন্ত্রী ত্রিপুরার চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে কি করে অর্থ এবং চাল আনা যায় তার প্রচেষ্টা তিনি করেছেন। সেটা মাননীয় সদস্য কালীবাবু যে ষ্টেটমেন্ট বললেন তার ভিতর দিয়ে তার মনে ত্রিপুরার জনগণের জন্য যে উদ্বেগ আছে সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাহলেও আমাদের সরকারের যতটা বিশ্বাস এবং অর্থ সংগতি এবং অন্যান্য কিছু যোগ দিতে হয় যখন যে ধরণের অর্থ পাওয়া যায়। আমি যেটি বলব—খাদ্যের বিষয়ে সমালোচনা করেছেন যে সরকার এই যে এতটা হবে এটা সরকার অনুমান করতে পারে নাই। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কারণ অন্যান্য বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যখন খাদ্যটা বেশী প্রয়োজন হয়—সাধারণতঃ মে, জুন মাস থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু এবার সেটা নানা কারণে হয়েছে, এবার মাচ মাসেই হঠাৎ বাজারে চালের মূল্য বৃদ্ধি হতে আরম্ভ করল। সেই সংগে সংগে সরকারের চাল যেটা সেটা দিতে আরম্ভ করলেন। এই সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সব জায়গাতে আটা দেওয়া যায়নি। এটারও একটা একসপ্ল্যানেশান হচ্ছে—আটা এমন একটা জিনিষ আটা যদি তৈরী করে রাখা যায় তাহলে আটা নষ্ট হয়ে যায় এবং দেখা গিয়েছে তাতে অতীতে বহু আটা নষ্ট হওয়ার নজির আছে। কাজেই গমটা যত রাখা যায়—কিন্তু ব্যবস্থা হওয়ার সংগে সংগে তখন যে পরিমাণ ফুড গ্রেনস ছিল সেটাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি যে এ মাসে কতটা প্রয়োজন হবে—এবং কিছুটা ট্রেনসপোর্টেসান বটলন্যাকও হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট থেকে যে টেণ্ডার ডাকা হয় তাতে টেণ্ডার করার কাজ কিছুটা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিছুটা

উন্নতি সাধিত হয়। আমি মুখ্য মন্ত্রীর জিনিষটাকে বলে যাচ্ছি কারণ সময় খুব বেশী নেই। মার্চ মাসে টোট্যাল খাদ্যের পরিমাণ গম এবং আটা মিলিয়ে ১৯৭৪ সনে ৩,৪৬৭ মেট্রিক টন ছিল। সেটা মার্চ মাসে বেড়ে ৪১৮২ টন হয়ে যায় এবং সেখানে মার্চ মাসে চাল দেওয়া হয় ২,৫৪৯ টন চাল বা ধান। ধানকে চালে কনভার্ট করে বলা হচ্ছে। মফস্বলের প্রায় প্রত্যেক জায়গাতে চাল দেওয়া সম্ভব হয় নাই—সেজন্য প্রকিউরমেন্টের যে ধান ছিল সেটা চালে কনভার্ট করে দেখান হয়েছে এবং সেখানে মফস্বলে আপনারা বলেছেন সাধারণভাবে ৫০০ গ্রাম দেওয়া হয়েছে এবং তার অতিরিক্ত যেটা সেটা গম দিয়ে, নইলে আটা দিয়ে পুরণ করা হয়েছে। আমি একথা বলি না যে সব জায়গায় আমরা দিতে পেরেছি। পূর্বে সেকথা বলেছেন আমি সেটি অনুসন্ধান করে দেখব। কোন কোন জায়গায় গমও পায়নি বলে অভিযোগ এসেছে, এটা হতে পারে কোন কোন জায়গায় ডিলারদের কাছ থেকে হতে পারে বা অনেক ক্ষেত্রে হয়. সেটা হতে পারে। আর মাননীয় সদস্য প্রফুল্ল দাস বলেছেন যে কেটে রাখা হয় সেটা স্বীকার করছি. নইলে ডিলারদের কারচুপি করার সুযোগ থাকছে, আরও ব্ল্যাক মার্কেটিং করার সুযোগ থাকে.

কাজেই [illegible]নের ঠিকটা না দেখে অন্তত সরকারের পক্ষে নেওয়াটা ঠিক নয়। সেজন্য এই অভিযোগ করা হচ্ছে। কাজেই এখন যদি দেখা যায় এপ্রিল মাসে সেখানে টোট্যাল চাল এবং গম মিলিয়ে ৩,২২০ টন দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে চাল দেওয়া হয়েছে ২৩৮৫ মেট্রিক টন— আমি যা বলছি সবই মেট্রিক টন হিসাবে—সারা ত্রিপুরায় দেওয়া হয়েছে এবং গম সেই সময় কম পরিমাণ দেওয়া হয়েছে ৮৩৭ টন গম বা আটা দেওয়া হয়েছে। এইটা হচ্ছে ১৯৭৪ সনের হিসাব। কিন্তু ১৯৭৫ সনে সেইটা বেড়ে গেছে এবং একটা মাসের মধ্যে সেখানে ৪০৪৯ টন রাইস দেওয়া হয়েছে। মিলিং হচ্ছে ২০১০৯ টন। মোট হচ্ছে ৯১৫৮ টন, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন সোপের মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে। স্যার, আগের জিনিষটা যদি আমার কাছে থাকতো সেইটা এখানে বলতে পারতাম। বর্তমান সময়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে পরিমাণ চেয়েছিলাম তিন হাজার মেট্রিক টন চাউল এবং ২ হাজার মেট্রিক টন গম দেওয়ার কথা বলেছিলাম কিন্তু তারা যেটা দিয়েছেন ৮৫০০ মেট্রিক টন চাউল এবং আড়াই হাজার মেট্রিক টন গম। কাজেই অবস্থাটা যেহেতু খারাপের দিকে যাচ্ছে আমি মন্ত্রী হওয়ার পর টেলিগ্রাম করে এবং মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লীতে যান তিনি সেখানে বিশেষ ভাবে দরবার করেন। যার ফলে এক হাজার মেট্রিক টন গম দেওয়া হয়েছে এই মাসের জন্য। আর চাউল তারা দিতে পারেনি। সেই জন্য জুন মাসের যে কোটাটা আমাদেরকে দেবেন তার বিনিময়ে সেইটাকে এই মাসে অগ্রিম ড্র করার সুযোগ দিয়েছেন। কাজেই এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে এইটা ঠিক যে চাউলের যে পরিমাণ আমাদের এখন দরকার সেইটা বর্তমানে আমাদের কাছে নেই। এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে মোটামুটি একটা বেশী চাউল দিতে পারছেন সেই ভরসা আমাদের কাছে নেই। অবশ্য তারা বলেছেন যে গম দিয়ে আমরা সেইটাকে অব্যাহত রাখবো। ত্রিপুরার যে রেশন কোটা আছে সেইটা গম এবং আটা মিলিয়ে এবং চাউল মিলিয়ে আমাদের যে ডিমাণ্ড আছে সেইটা দিয়ে চলবে। তাছাড়া লেভি ফ্রি যে গম আছে সেইটাও অতিরিক্ত আমাদের কাছে দুই হাজার টন আছে।

কাজেই খাদ্যের দিক থেকে গম বা আটা মিলিয়ে মোটামুটি যেটা আমাদের আছে এই মাসের যেটা আছে এবং আগামী মাসের কোটা আমরা এখনও কেন্দ্রের কাছ থেকে পাই নি। জানতে পারলে ঠিক কি পরিমাণ চাউল এবং কি পরিমাণ গম দেওয়া হবে বলতে পারতাম। গত বৎসর যেটা অবষ্টক ছিল সেইটা আমাদের ২,৩০০ টন। এইবার সেখানে অবষ্টক চলেগেছে ৬,৯০০ টন। কাজেই কোন সময় কোনটা কতটুকু লাগবে সব সময় সেইটা বুঝে উঠা যায় না। কিন্তু এই মাসের জন্য চাউল আমাদের কাছে বেশী নাই গম দিয়ে সেইটা পূরণ করা হবে। আর গণ্ডাছড়ার কথা যেটা এইখানে বলা হয়েছে এইটা ঠিক নয়। কারণ সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গম পাঠানো হয় ডিপার্টমেন্টের গাড়ী দিয়ে রেশনে চাউল এবং গম পাঠানো হয় এবং সরবরাহ এখনও অব্যাহত আছে এবং আমরা চেষ্টা করছি সেখানে কিছু ষ্টক করা যায় কিনা। বিশেষ করে ডিপার্টমেন্টের দুইজন অফিসার একটা লক্ষ্য করছেন। আমাদের একজন অফিসার সেখানে আছেন এবং তাদের যে রেশন কার্ডের যে কোটা সেইটা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। মোটামুটি খাদ্যের দিক থেকে আমি কারোর কথার কোন কন্ট্রোভার্সিয়েল পয়েন্টে যেতে চাই না। তবে এইটা ঠিক যে এসেম্বলি আসার পরে আমরা অবস্থাটা যেটা আছে সেইটা আমরা বুঝতে পারি এবং সেই দিক থেকে সকলের বক্তব্যটাই আমাদের কাছে মূল্যবান হয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খরা এবং খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে ত্রিপুরার যে অবস্থা সেইটা অনস্বীকার্য নয়। কারণ এই বিষয়ে আমরা একমত যে ত্রিপুরাতে যে অবস্থা আরম্ভ হয়েছে, যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেইটা মোকাবিলা করা একটা দুরূহ ব্যাপার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইবার যে খরার সৃষ্টি হয়েছে সেইটা আনপ্রিসিডেন্টেড। এই রকম আর দেখা যায় নাই। কারণ এইভাবে ফসল নষ্ট আর হয় নি এবং খাদ্য পরিস্থিতি যা হয়েছে এই রকম হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় যে খাদ্য মূল্য এইরকম মূল্য আমাদের জীবনে আর দেখি নি। এই যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেইটা মোকাবিলা করার জন্য সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছে। সরকার চুপ করে বসে নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাউলের দাম যখন বৃদ্ধি পেল, মানুষের যখন পার্চেজিং পাওয়ার কমে গিয়েছিল, অর্থনৈতিক অবস্থা যখন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন গতবারের বাজেটের যে অর্থ বরাদ্দ ছিল সাড়ে তের লক্ষ টাকা সেইটা ফেব্রুয়ারী মাসে সেংশন করা হয় এবং সেইটা জি. আর. হিসাবে ওয়েষ্ট ত্রিপুরাতে দেড় লক্ষ টাকা, সাউথ ত্রিপুরাতে দেড় লক্ষ টাকা এবং নর্থ ত্রিপুরাতে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। আর টি. আর., সাউথ ত্রিপুরাতে এক লক্ষ পাঁচাত্তর হাজার, নর্থ ত্রিপুরাতে তিন লক্ষ পচিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। মোট সাড়ে তের লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

তার থেকে কাজ আরম্ভ করা হয়, কারণ পরবর্তী বৎসরের বাজেট তখনও পাশ হয় নি। কিন্তু পরবর্তী যে অবস্থা তখন জানা গেল যে আরও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু পরে কি অর্থ পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে না পেরে হয়ত কাজটা লার্জ স্কেলে আরম্ভ হতে পারে নি। কিন্তু তার পরেও আবার পরবর্তী বৎসরেই যদিও আমাদের বাজেটে

যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, সম্পূর্ণ বাজেটে ছিল মাত্র ৭ লক্ষ টাকা এবং এর মধ্যে ভোট অন অ্যাকাউন্টে মাত্র ওয়ান ফার্থ পাশ করা হয়েছে, তার মানে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মাত্র। সুতরাং বাজেটের যে বরাদ্দ ৭ লক্ষ টাকা ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি এমন অবস্থায় দাঁড়ালো যে ঐ ৭ লক্ষ টাকাতে কুলায়নি। এই দিকে বাজেটও পাশ হয় নি। তাই মন্ত্রীসভা কেবিনেট মিটিং করে আরও অর্থ বরাদ্দ করল যদিও ঐ হেডে টাকা বরাদ্দ ছিল না। কিন্তু একসেস একস্‌পেনডিচারের জন্য তারা বলে দিল, যদিও একসেস একস্‌পেনডিচারটা ইরেগুলার, কিন্তু সেটাও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে তার জন্য আজ পর্যন্ত মোট ১৭ লক্ষ টাকা স্যাংশান করা হয়। সেই টাকা ওয়েষ্ট ত্রিপুরায় ৬ লক্ষ, টি, আর. জি আর, হল ১ লক্ষ টাকা, সাউথ ত্রিপুরায় ৪ লক্ষ টাকা টি, আর, এবং জি, আর, হল ১ লক্ষ টাকা, নর্থ ত্রিপুরায় ৪ লক্ষ টাকা টি, আর, এবং জি, আর, হল ১ লক্ষ টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং টাকা আমরা সেই স্যাংশানিং অথরিটি দিয়ে দিয়েছি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদের। তারা অলরেডি কাজ আরম্ভ করেছে। জি, আর, কিছু দেওয়া হচ্ছে। তবে জি, আর-এর টাকা থেকে বেশীর ভাগ যেটা করা হচ্ছে সেটা হল বীজ ধান কিনে দেওয়া হচ্ছে। বীজ ধান যেখানে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই খেয়ে ফেলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমি সময় পেতাম তাহলে কতগুলি ফ্যামিলিকে বীজধান দেওয়া হচ্ছে সেই সম্পূর্ণ ডিটেলস্‌ আমি দিতে পারতাম। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি দিতে পারছি না। কিন্তু সেই ডিটেলস্‌ আমি আনতে পারতাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাকা খরচ করা হচ্ছে এবং যে টাকা রিলিজ করা হয়েছে সেই টাকা দিতে কোন কার্পণ্য করা হচ্ছে না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদের, এস, ডি, ও,দের বি. ডি. ও,দের ইনসট্রাকশান দেওয়া হয়েছে তারা যেন পুরোদমে কাজ চালিয়ে যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২ সনে যে খরার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল সেই অবস্থা থেকে আজকের অবস্থা আরও ভয়াবহ, কিন্তু তখন কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়েছিলাম এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়ে এক কোটি টাকার উপর খরচ করেছিলাম। কিন্তু এবার কেন্দ্রীয় সাহায্য কিছু পাওয়া যাচ্ছে না কারণ ফিনান্স কমিশন পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে রিলিফের জন্য কেন্দ্র থেকে টাকা পাওয়া যাবে না এবং অন্যান্য ষ্টেটও যে দাবী ছিল রিলিফের জন্য সেটা টার্ণ ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। আমাদেরও সেই দাবী করা হয়েছিল কিন্তু কেন্দ্র থেকে রাজী হয় নি। তাই আমরা যতটা সম্ভব আমাদের যে বাজেট সেই বাজেট থেকে সেভিংস করে দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সেভিংস কতটুকু হবে সেটাও মাননীয় সদস্যদের মধ্যে ভেবে দেখতে বলব। কারণ বাজেটে দুটো হেড আছে। একটা হল নন-প্ল্যান আর একটা হল প্ল্যান একস্‌পেন্ডিচার। নন-প্ল্যানে যে টাকা আছে, সেই টাকা কতটুকু সেভিংস হবে না হবে সেটা বুঝা মুশকিল। প্ল্যানের টাকা কিছু সেভিংস হয় না। এইভাবে প্ল্যানের টাকা সম্পূর্ণ খরচ হয়ে যায়। আজকে যদি প্ল্যানের টাকা থেকে আমরা এক কোটি টাকা কেটে নিই তাহলে এই প্ল্যানের কাজ ব্যাহত হবে এবং শুধু তাই নয়, প্ল্যানের একটা এষ্টাব্লিসমেন্ট আছে। এমন অবস্থা আসতে পারে যে আমাদের যে কন্টিনিউড ওয়ার্ক প্ল্যানে সেটা ষ্টপ করে দিতে হবে। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন সেই অথরিটি দেয় নি। সেটা হবে ইরেগুলার। প্ল্যানিং কমিশন প্ল্যানের টাকা ডাইভার্ট করার অথরিটি দেয় নি। আর যদি আমরা প্ল্যানের টাকা ডাইভার্ট করি তাহলে আর একটা ক্রাইসিস আমরা সৃষ্টি করব। এই দিক থেকে প্ল্যানের এষ্টাব্লিশমেন্টের টাকা আমরা

দিতে পারব না। তখন এমন অবস্থাটা দাঁড়াবে যে আমাদের কন্টিনিউড স্কীম বন্ধ হয়ে যাবে, প্ল্যানের যে কর্মচারীর বেতন সেটাও আমরা দিতে পারব না। কাজেই প্ল্যানের থেকে এক কোটি দুই কোটি টাকা নিয়ে এনে একটা ক্রাইসিস সৃষ্টি করা হবে। অতএব টাকাটা সেভ করা এত সোজা নয়। হয়ত আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা স্যাংশান করেছি। আর কতটা পারব না পারব অভার অল বাজেট যদি পাশ না হয় তাহলে আমরা সমস্ত কাজগুলিকে একটা রিভিউ করে আমরা ঠিক করতে পারব যে কতটা সেভিংস করা যেতে পারে। কিন্তু বাজেটটা পাশ না হলে এটা সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। হয়ত কাজটা আরম্ভ করতে একটু দেরী হয়েছে, উপযুক্ত ষ্টাফ মবিলাইজ করতে একটু দেরী হয়েছে। কিন্তু আমরা সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে ইনষ্ট্রাকশান দিয়ে দিয়েছি যে টি, আর, জি, আর, দেবার জন্য যে সমস্ত ষ্টাফের প্রয়োজন সেটা সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, ভি, এল, ডবলিউ প্রভৃতিকে ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীসভা থেকে। কাজ যেন ব্যাহত না হয়। আজকে যেটা হচ্ছে না সেটা হল ষ্টাফের অভাব। বর্তমানে আমরা সমস্ত ইনফরমেশান পাই নি। হয়ত একটু সময় পেলে আমরা কোন কোন ব্লকে কতগুলি কাজ আরম্ভ হয়েছে সবগুলি দিতে পারতাম। বর্তমানে যে কাজ চলছে টি, আর, স্কীমে সেটা আমি মোটামোটি একটা আইডিয়া দিচ্ছি, তবে সময় পেলে আমি আরও অন্যান্য ব্লকেরও দিতে পারতাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়ায় ১১টা স্কীমে কাজ চলছে, উদয়পুরে ১৩টা স্কীমে, অমরপুরে ৩৫টা স্কীমে, সাবরুমে ১৪টা স্কীমে, কুমারঘাটে ১২টা স্কীমে, কাঞ্চনপুরে ১৮টা স্কীমে, পানিসাগর ১৪টা স্কীমে (গোলমাল)। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্যদের যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে আমি ওয়েল কাম দেম ইন মাই চেম্বার—যদি ইনকারেক্ট থাকে, যদি চেলেঞ্জ হয় তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আমি এই বিষয়ে যথাসাধ্য খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছামনু ব্লকে কতগুলি কাজ আরম্ভ হয়েছে, তবে কতগুলি কাজ আরম্ভ হয়েছে সেই ডিটেলস আমি পাইনি। মেলাঘরে ১৯টি, খোয়াইয়ে ২৬টি, তেলিয়ামুড়ায় ৪০টি, বিশালগড়ে ২৫টি, জিরানীয়ায় (ইন্টারাপশান) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ, অর্ডার প্লীজ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী অফিসারদের দেওয়া ভুল তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে, এটা ঠিক নয় স্যার (ইন্টারাপশান) আমি বলছি এটা সম্পূর্ণ অসত্য (ইন্টারাপশান)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই নিয়ে মাননীয় সদস্যদের উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি আগেই বলেছি যদি কোন ভুল থাকে, কোন ইনকারেক্ট থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে পয়েন্ট আউট করবেন, আমি নিজে গিয়ে দেখতে পারব যে সেটা ঠিক কিনা।

(স্পীকার—এটা ভুল কি সত্য সেটা আপনি বিচার করবেন, সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়)

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি জিরানিয়ায় ২০টি এবং (ইন্টারাপশান) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (ইন্টারাপশান—ভয়েজ—লাল বাত্তি) আমাকে বলার সুযোগ দেবেন নইলে আপনারা জানাবেন কি করে কোনটা সত্য বা কোনটা ভুল—আমি যা ইনফরমেশান পেয়েছি সেই ভিত্তিতেই বলছি। যদি আপনাদের কোন বক্তব্য থাকে তাহলে আপনারা বলতে পারবেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পত্র পত্রিকায় কতগুলি অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ বেড়িয়েছে। সেগুলি আমাদের এডমিনিষ্ট্রেশান থেকে ইনকোয়ারী করা হয়েছে—দৈনিক সংবাদে উঠেছে গত ১৪/৮/৭৪ এ তপসী দেববর্মা, হালাহালী। কিন্তু এই নামে হালাহালিতে কোন লোক নাই। একটা লোক পাওয়া গিয়াছে নাম সন্তোশীয়া দেববর্মা, তার বয়স ৭৫ এবং সেটা ইনকোয়ারী রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে সি ডাইড অব সর্ট একমা নর্মেলী (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এইগুলি আমরা শুনতে আসি নাই। (ইন্টারাপশান) (ভয়েস—বসুন বসু.)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— অজয় সিনহার রিপোর্ট আমাদের শুনতে হবে এখানে? আসুন আমার সঙ্গে একটা একটা করে প্রমাণ করে দেব। আজ আমরা অজয় সিনহার রিপোর্ট শুনবার জন্য আসি নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্ন আমি আগেই করেছিলাম যে যখন কোন মেম্বার কোন কথা বলতে দেওয়ায় আমাদের দিক থেকে আমরা বাধার সৃষ্টি করি করি নাই। কিন্তু আমি দেখছি—আমি কাউকে মেনশান করে বলছি না—আমি বলছি যে মন্ত্রীরা যখন বক্তব্য রাখবেন, আমরা নিশ্চয়ই আশা করব যে অন্তত তাদের কথা শুনার পর যদি কোন ভুল থাকে তাহলে সেখানে পয়েন্ট আউট করার অধিকার আছে, তাদের অনেক সুযোগ আছে। যদি প্রিভিলেজ মোশান আনতে চান তাহলে সেটাও আনতে পারেন। কিন্তু কথা শুনব না বা কথা বলতে দেওয়া হবে না এই অবস্থা চলতে পারে না। এবং সেজন্যই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না মাননীয় মন্ত্রী তার বক্তব্য শেষ করেছেন কি না। যদি না হয়ে থাকে তাহলে তার বক্তব্য শেষ করার অধিকার দেওয়া হউক।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী বক্তব্য শেষ করেছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এখনও আমি ঠিক এই কথাটাই বলছিলাম যে যখন আমরা দাড়াব তখন—আমি কোন পক্ষকেই মিন না করে বলছিলাম যে বাধা আসবে তখন একসটেনশান দেওয়া হবে না। আমি তখনই বলেছি, এখনও আমি দেখছি একই জায়গায় দাড়িয়ে সেই একই অবস্থার অবতারনা করা হচ্ছে। (ইন্টারাপশান)

মি: স্পীকার :— ৫ মিনিট সময় আছে আমাদের (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্য বলেছেন যে হাউস একসটেণ্ড করা হবে কি না?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী — হ্যাঁ, হউক, আমরা বলছি হউক। একসটেনশানে আমি আপত্তি করি নাই।

শ্রীজ্ঞানময় সেনগুপ্ত — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে অধিবেশন সেই অধিবেশন ডাকা হয়েছে এবং তার বিজনেস যা দেওয়ার কথা, গভর্ণমেন্টের যা নিয়ম আছে, গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে যে বিজনেস দেওয়া ছিল তা দেওয়া হয়েছে এবং সেটার ভিত্তিতে আলাপ আলোচনা দু' পক্ষের মধ্যেই হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে টাইমিং কি হবে, না হবে আলোচনা করার কথা ছিল বিজনেস এডভাইজারী কমিটিতে। তারপর হাউস এডভাইজারী কমিটির কি রিপোর্ট হবে না হবে সেটা যেহেতু হাউসের সামনে আসে নাই আমি সেই কথা বলতে পারছি না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছে সাধারনতঃ গভর্ণমেন্টের বিজনেস নিয়ে ডেটগুলি ফিকসড করা হয়। কোন সময় হাউসের যদি কোন অপিনিয়ন থাকে তাহলে এটা একসটেণ্ড হয়, এই আমরা দেখেছি। এটা আমাদের কনভেনশান—আমি জানি না এটার কি হবে। যাই হউক, আমি সেই দিকে যেতে চাই না। আজকের যে প্রশ্ন নিয়ে এখন এই অবস্থা এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে খাদ্য এবং খাদ্যের অবস্থা সম্পর্কে পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। একটা সর্ট নোটিশ ডিসকাশানের জন্য এসেছে। আমরা তার উপর ডিসকাশান এলাউ করেছি কিম্বা মাননীয় স্পীকার এলাউ করেছেন। ডিসকাশান হয়েছে, ডিসকাশান হচ্ছে এবং এই পরিস্থিতি হয়ত আরও কিছুদিন চলবে, হয়ত মেম্বারসরা আরও অনেক পয়েন্ট আনতে পারবেন। এবং এই হাউস ডাকা সম্পর্কেও মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দিক থেকে এত তাড়াহুড়া ছিল না যতটা বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে ছিল যে এই পরিস্থিতিতে হাউস ডাকা হউক। এবং সেটা বিভিন্ন জায়গায় উরা দাবী রেখেছে। যেহেতু একটা গণতন্ত্র পন্থা এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা চলতে চাইছি এবং তাদের বক্তব্য আমরাও অনুভব করেছি যে এই পরিস্থিতিতে বাজেট অধিবেশন—আমাদের একটা সেশান হওয়া দরকার, এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় যেহেতু বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা চেয়েছেন এবং আমরাও অনুভব করেছি যে এটা আলোচনা হওয়া দরকার হাউসের সামনে। কারণ পরিস্থিতি একটু গুরুতর এটা অস্বীকার করার কোন পথ নাই। ষ্টেটমেন্ট নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলা হয়েছে।

আমি বলেছি ১০ লক্ষ লোকের রেশন কার্ড আছে। ১২ লক্ষ লোককে রেশন কার্ড বিলি করা হয়েছে। অর্থাৎ ১২ লক্ষ লোককে কাভার করা হয়েছে বাই দি রেশন কার্ড। নরমেলি ১০ লক্ষ লোকের এই যে রেশন কার্ড সেইটা আপনারা ফিগার দেখে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে ১০ লক্ষ লোক রেশন কার্ডের জন্য আসে না। এইটা বাস্তব সত্য কথা। আমাদের প্রতি বছর রেশন কার্ডে যেটা যায় অপটেক যেটা হয় সেইটার উপর ভিত্তি করে আমরা আগামী মাসে কতটা হতে পারে সিচ্যুয়েশন বুঝে সেইটার এমাওটা পেশ করে থাকি এবং নরমেলি এই পিরিয়ডে আমরা যেটা দেখেছি সেই পিরিয়ডের চাইতে এইটার অফটেক বেশী হয়েছে। হয় তো এমনও হতে পারে যে ১২ লক্ষ লোককে যে রেশন কার্ড ডিষ্ট্রীবিউট করা হয়েছে তার মধ্যে বাকি

আছে কি নেই এইটা যদি কোন জায়গায় পয়েন্ট আউট করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেইটা দেখবো। কিন্তু হয় তো এমনও হতে পারে যে ১২ লক্ষ লোকের জন্য রেশন কার্ডের জন্য রেশন বিলি করতে হবে। এখন পর্যন্ত যে অবস্থা আমাদের কাছে আছে এটাও আমাদের কাছে আজকের দিনে অ্যাবনরমেল মনে হচ্ছে। তার কারণটা হলো মাননীয় বিরোধী দলের নেতাও স্বীকার করেছেন যে খরা পরিস্থিতিটা এত মারাত্মক নয়। আমি জানি না, এই হাউসের মধ্যে কোন সময় আলোচনা হয়েছে কি না তবে পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে আমাদের চাউল নাকি বাংলাদেশে যায়। এইটা পত্রপত্রিকার কথা এবং হাউসেও এইটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এবং এইবারে সংগ্রহ যখন করা হয় তখন হয়তো মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা যিনি তিনি স্মরণ করতে পারেন যে তিনি প্রথমে আমার কাছে পয়েন্ট আউট করেছেন যে ইমেডিয়েটলি সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করা দরকার। কারণ খোয়াইতে দাম অনেক পরে গেছে। সেই সময় যখন দামটা পরে যায় তখন কারা বিক্রি করতে আসে? কার কাছ থেকে ধানটা কিনবো? এই কেন প্রশ্ন সরকারের কাছে এলো এবং যেহেতু দায়িত্বশীল নেতা সেই কথা বলেছেন এবং তিনি আরেকজন সদস্যের নাম করে বলেছেন, আমি সেই কথায় যেতে চাই না। কারণ মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতার সংগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় সেইজন্য কথাটা তুলছি না। কিন্তু সরকার কিনতে বাধ্য হলেন, কিনতে আরম্ভ করলেন. প্রথমে কারা এনেছিল বিক্রি করতে? প্রথমে ছোট ছোট কৃষক, কারণ বড় বড় কৃষকরা প্রথমে বিক্রি করে না, তারা ঘরে আটকে রাখে। এখন কিনতে হলে তাকে ন্যায্যমূল্য যেটা সেইটা দিতে হবে এবং কিনার অর্থই হলো যাতে এ লোকটাকে ঠকাতে না পারে এই হলো কিনার উদ্দেশ্য। যেটা কিনা হয়েছে এইটা অস্বীকার করি না যে প্রথম অবস্থায় ছোট ছোট কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু একটা টাইম লিমিট করা হয়েছিল যে বড় বড় কৃষক যারা এবং আমার যতটুকু মনে হয় যে ডিসকাশন একটা হয়েছিল এবং এম পিরাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আজকে সে কথাটা উঠেছে এই হাউসের মধ্যে যদিও এইটা বাইরের কথা যেগুলি এখানে এসে থাকে এখানে হাউসে বলা হয়েছে যেটা হয় তো কোন সময় বেড়োত না। এই অবস্থায় এই সব কথা যখন এখানে উঠেছে আমি সেইজন্য কথাটা এখানে তুলেছি। সেইদিন যে পলিসির কথা বলা হয়েছিল সেই পলিসিতে বলা হয়েছিল যে সাত কাণি যাদের আছে আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি এই কথা ৭ কাণির উপর লেভি করা যায়। তারপর আমরা যখন ৮ কাণি করলাম তখন দেখা গেল ১০ কাণির উপর লেভি করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না তারপর আবার কিছুদিন পরে দেখলাম এক দ্রোণ যাদের আছে তার উপর লেভি করতে হবে। কোনটা পলিসি বলতে পারেন? আমরা যে নীতি নিয়েছি সেইটা পাবলিকের কাছে বলেছি, বিভিন্ন মিটিংএ বলেছি হাউসের সামনেও বলেছি আমরা লোকিয়ে কোন কাজ করি নি এবং কিনার সম্বন্ধে আমি যে কথা বলেছি যে প্রথমে যখন কিনাটা আরম্ভ হয়েছে এইটা ঠিক কথা যে প্রথম অবস্থায় যখন মার্কেটে ধান উঠে তখন দামটা কম থাকে। মাননীয় যখন প্রাইস সাপোর্ট স্কীমের স্কীমের অর্থ কি? আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার যে দাম পাওয়া উচিত তার চাইতে কম দামে বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে তখন যে রেট দেওয়া হয়েছে সেইটা প্রাইস সাপোর্টেই বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নরমেল

লেভির কথা আমরা বলেছি। আমি এইটার পর একটা বক্তব্য রাখলে সময় হয়তো বেশী নিয়ে যাবো এইটা অনেক গভীরতর। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সি, আর, পি, লাগাবার কথা কোন জায়গায় নেই ইনষ্ট্রাকশন ছিল না, গভর্ণমেন্টের ইনষ্ট্রাকশন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সি, আর, পিকে কোন বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাওয়া হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ইনষ্ট্রাকশন ছিল সি, আর, পি, রা পুলিশ কোন বাড়ীর ভিতর যাবে না সিআর পি অফিসাররা যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। পয়েন্ট অব অর্ডারে আমি বলছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মত লোক তার সঙ্গে এম, পি, দের এবং আমাদের যে আলোচনা হয়েছে সেটাকে যদি রাত দিন তফাত করে এখানে বলেন তাহলে আমাদের তো জবাব দিতে হবে। এম, পিরা তো এখানে নেই। সমস্ত অসত্য কথা তিনি এখানে বলেছেন যা আমরা বলিনি, আমাদের পার্টি কোন গোপনে কাজ করে না, সমস্ত পত্র পত্রিকায় পাম্পলেটে আছে, নিজের সই করা আছে। কোন জায়গায় তিনি দেখাতে পারবেন না সেই সব কথা যা তিনি এখানে বলেছেন, আমরা সেইটার প্রতিবাদ করবো না ? এইটা পারেন নাকি, এক জন এম, পির সংগে উনার কি কথাবার্ত্তা হয়েছে সেইগুলি সমস্ত ডিষ্টোর্ট করে এখানে বলতে পারেন ?

শ্রীএস, এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই কথাটা বলা এখানে ঠিক হবে কি না আমি জানি না কিন্তু এখানে উত্থাপিত হয়েছে। এখানে অনেকেই বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অমুক আলাপ হয়েছে, অমুকের সঙ্গে অমুক আলাপ হয়েছে' অমুকের কাছ থেকে অমুক কথা শুনেছি। আমি সেইজন্য বলেছিলাম। আমি আগে বলি নি। আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারছি তাতে আমার সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে, তখন কি পলিসি নেওয়া হয়েছে, ডিসকাশন একটা হয়েছে, আমার যতটুকু মনে পড়ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি সংশোধন করার প্রয়োজন থাকে তাহলে সংশোধন করে নিতে পারবো। কিন্তু আমার কথাটা হলো যে আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারছি। যখনকার আলাপ তারপর তাদের ডকুমেন্টের কথা যেটা বলা হয়েছে. আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথাটা আর বিস্তৃত করতে চাই না। কারণ এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আলোচনা হয়েছে এবং আলাপ আলোচনা যেটা হয়েছে তার মধ্যে ৭ কাপি হোক অ য় আট কাপিই হোক কথাটা আলোচনা হয়েছে। কি আলোচনা হয়েছে সেইটা আমার মনে আছে ! যতটুকু স্মরণ করতে পারি। সবগুলি হয়তো স্মরণ হবে না হয়তো বা কোন যায়গায় বাদ পড়ে যেতে পারে। কাজেই ওরা যদি সেখানে ষ্ট্রাকট করেন আমার কোন আপত্তি নেই। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা যে কথা বলেছেন এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্টে এই কথা থাকে না। এইটা আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা এগ্রিমেন্ট হয় তারপর আমরা ঠিক করি। এবং পরে সেইটা হাউসের সামনে আয়স। সেখানে বলা হতে পারে যে আমার কথাটা শেষ কথা নয় কিন্তু শেষ কথা বলেই আমরা কটা করি। আমরা যখন একটা পার্টি, ওদেরকেও আমরা একটা পার্টি মনে করি। কিন্তু পার্টির যখন ডকুমেন্ট কোন কিছুর উপর হয় তখন আমাদেরকে সেখানে ষ্ট্রাকট করতে হবে যে পার্টি এবং লীডারের বক্তব্যের মধ্যে তফাত কি এবং (এভয়েস— ইউ আর ফুললী রেসপনসিবল ফর দ্যাট। আপনার মনে আছে যে ষ্ট্রাইকের আগের দিন আপনার সঙ্গে দেখা করেছি আমরা ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি স্বীকার করি যে যারা সরকারী সিদ্ধান্তের কোন সুযোগ পর্যন্ত দেয় নি, তাদের সম্পর্কে মন্তব্য না রেখে আমাকে যদি দায়ী করা হয় তাহলে তাদের মত আমি দায়ী। আজকে ওরা দরদ দেখাচ্ছে, আজকে ইলেকশান হোক, এই অবস্থার মধ্যে আজকে ইলেকশান হোক, তখন অনেক চেহারাই দেখা যাবে না এখানে। (এ ভয়েস—ওটা বলতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গে যা করেছেন. আপনি সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের শিষ্য। কার জোরে বলেছেন আমি জানি) শ্রীমাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পশ্চিমবঙ্গের কথাটা এখানে না তোলাটাই ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনাকে অনুরোধ করতে চাই—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, কি অনুরোধ উনি করবেন, উনি কি খাদ্য সম্পর্কে বলছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বলছি। আমি বলছি রেশন পৌছানো যায় নি। (এ ভয়েস—সেজন্য আপনি দায়ী।

মি: স্পীকার :—ইউ শুড নট ইন্টারপট হিম।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে যেখান থেকে যা সংগ্রহ করা হয়েছিল তার এক ফোটা চাল কিংবা ধানও আমরা আনতে পারি নি। কাদেরকে আপনারা হেলপ করতে চাইছেন? কাদেরকে আপনারা সীল করতে চাইছেন? সেটা ওদের কাছেও আমি রাখছি যে আজকে তো সেখান থেকে চাল আনার কথা নয় ধান আনার কথা নয়. এখান থেকে যাওয়ার প্রশ্ন আছে। আজকে এদের কাছ থেকে এখনও আমরা চাল আনিনি, ধান আনিনি আগরতলায়। যেখান থেকে যা সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই এরিয়ার জন্য রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই কথাই বলছিলাম, কাদের সীল করতে যাচ্ছেন সেই কথার ওরা জবাব দেবেন, আমি জবাব দিবার মালিক নাই, কাদের সীল করতে যাচ্ছেন?

আমাদেরও যদি তাই হয় তাহলে আমাদেরও তাই করতে হবে যে আমাদের কথা আর যে কথা বলব সেটা ঠিক আমাদের রিজলিউশান অনুযায়ী হচ্ছে না কিংবা রিজলিউশানে পরে এইরকম করতে হতে পারে। কিন্তু সাধারণত একটা হাউস চলুক বা যাই চলুক তাতে পার্টির মধ্যে একটা আলোচনা হয়, সবার সংগে সবার আলোচনা হয়, পার্টির লীডার সেখানে বক্তব্য রাখেন, আমাদেরও পার্টির মধ্যে আলোচনা হয় এবং সেইভাবে উপস্থিত করা হয়। যাই হোক সেই দিকে আমি যাচ্ছি না এবং সেটা যেহেতু মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতাও আরলিয়ার ডিস্কাশনে চেয়েছিলেন যে একটা সেসান করা হোক, সেইভাবে সেসানটা কল করা হয়েছে। এর মধ্যে সিকিম বিল এসেছে এবং বাজেটটাও আসবে। আমরা একটা স্পেশাল সেসান ডাকব কিনা, স্পেশাল সেসান ফর হোয়াট? খাদ্য পরিস্থিতি, ফর খরা পরিস্থিতি। একটা স্পেশাল সেসান ডাকতে হলে সেটা মেনশান করে দিতে হয়। আমাদের মধ্যে যে একটা কনটিনিউয়িং সেসান রয়েছে, আমরা ভাবলাম এটার মধ্য দিয়ে কোন্ জিনিষটা আসতে পারে, যেমন আজকে এসেছে। এর মধ্যে শর্ট ডিসকাশন হওয়ার একটা সুযোগ এসেছে। যাই হোক কি হবে না হবে আমি এখন বলতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে এবং মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন তরফ থেকে, বিরোধী পক্ষ এবং আমাদের তরফ থেকে বক্তব্য রাখা হয়েছে যেখানে আমি নিজেও বলেছি, কাজেই সেখানে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন দিকের কোন অমত নাই। কিন্তু কিভাবে এটাকে মোকাবিলা করা হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন সাজেশান বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন আসবে এবং তার মধ্যে থেকে আমরাও কিছুটা সেকথা

জানতে পারব, যে কথা বলা হয়েছে সেটা আছে কিনা, যে পিকচারটা দেওয়া হয়েছে সে পিকচারটাও আসবে, যে পিকচারটা নরম্যাল সেসনে আমরা পেতাম না। তার জন্য হাউসের মধ্য দিয়ে সেটা আসতে পারে। সেজন্য আমরা চেয়েছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ডিস্‌কাশন হোক যাতে করে আমরাও আমাদের ত্রুটি যেগুলি আছে সেটাও সংশোধন করার সুযোগ আমরা পাব যাতে মানুষকে বাঁচানো যায়। আজকে যে প্রশ্নটা এসেছে সেটা হল মানুষকে বাঁচানোর। এখন তাদেরও কথা বলা হচ্ছে, বক্তৃতা করা হচ্ছে, কিন্তু মেশিনারী আছে, যেহেতু আমরা যারা গভর্ণমেণ্টে আছি, কাজেই দায়িত্ব আমাদেরও কিন্তু এই যে দুঃসময় সেই সময়টায় দুর্ভাগ্যবশত: এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হল যে রেশন নিয়ে পৌছানো যাচ্ছে না, রিলিফ নিয়ে পৌছানো যাচ্ছে না। পরিস্থিতি খারাপ হয়ে, ক্রমশ: খারাপ হতে হতে এমন একটা জায়গায় আজকে এসে পৌছেছে যার ফলে রেশন নিয়ে পৌছানো যাচ্ছে না। গভর্ণমেন্টকে অচল করে দেওয়ার অর্থটা কি? ইচ্ছাকৃতভাবে গভর্ণমেন্টকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা, কি জন্য? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে খাদ্যের ব্যাপারে উরা টিপ্‌পনি কাটেন পশ্চিম বংগের কথা বলে, আর সি, আর, পি,র কথা বলে। কি হয়েছিল পশ্চিম বংগে, সি, আর, পি, ব্যবহার করা হয়নি? সি, আর, পি, ব্যবহার করা হয় নি মেদিনীপুরে? সি, আর, পি,কে ব্যবহার করা হয়নি পুরুলিয়ায় সি, আর, পি ব্যবহার করা হয়নি বার্ডোয়ানে? কারা তারা, তারা কারা? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (ইন্টারাপশান) হ্যাঁ নাটকের উত্তর নাটকেই দিতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি জানেন সি, আর, পি, উইড্র করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভাল করে পড়ে দেখতে বলবেন। উনি অনেক জিনিষ পড়াশুনা করেন উনার জ্ঞানও অনেক ভাল উনি প্রসিডিউর টসিডিউর সবই জানেন তবে উদের একটা দিক সম্পর্কে পড়াশুনা বেশী হয় নি। সেটা হল উদের যে দোষ ত্রুটি আছে সেই দিকটা বাদদিয়ে উরা দেখেন। এমনিতে উরা সব জানেন এমনিতে ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আজকে যে আলোচনা হয়েছে আমি তাতে বলতে পারি—আমরা যারা গভর্ণমেন্টে আছি আমরা লাভবান হয়েছি। আমরা লাভবান হয়েছি এই দিক থেকে যে পরিস্থিতির গুরুত্বটা আমরা যেভাবে দেখেছিলাম এতে হয়ত তার চাইতে বেশী করে অনুভব হবে। এবং অভাবের কথাটা এক রকম আর কাজ করাটা আর এক রকম। কিন্তু সেই ইম্‌পলিমেন্টেশান কিভাবে হবে—সেই ইম্পিলিমেন্টেশান আমরা চাই—বলতে পারেন সহযোগীতার কথা, বলতে পারেন আপনাদের সহযোগীতা করা যায় না বলতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি যে আমরা না চাইলেও—আমরা চাই কি না চাই প্রতিটা ঘরে ঘরে সাহায্য করা হচ্ছে। এবং কিভাবে সাহায্য করা হচ্ছে উরা জানেন। এবং উদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা সাহায্য পাচ্ছে—যে অভিযোগগুলি এখানে এসেছে ঠিক পাল্টা অভিযোগ উদের ফিরিয়ে দিতে হয়। এই প্রধানদের দায়িত্ব যেখানে প্রধানরা নিয়েছেন সেখানে এই প্রধানরা কি করেন তাও আমরা বলতে পারি। অর্থাৎ যে কথাটা আমাদের এগেনাষ্ট ব্যবহার করছেন ঠিক সেই কথাগুলি আমরা ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারি। কাজেই তাদের অনেক অসুবিধা। কিন্তু আমাদের পক্ষে যখন হাউসের সামনে কমপ্লেন আছে আমাদের সেই অভিযোগগুলি তদন্ত করতে হয় সেই অভিযোগগুলি দেখতে

হয় এবং তখন যদি কেউ কেউ এর মধ্যে আটকে পরে যায় তখনই এর নাম ডি, ওয়াই, এফ, হবে কেউ হয়ত প্রগ্রেসিভ এলিমেন্টস হবে আমি জানি না ওদের কত রকমের নাম আছে সব রকমের সংগঠনের মধ্যে উরা এসে যাবে। তারপর বলবেন যে গোলমাল হচ্ছে, সি, আর, পি, দিয়ে গোলমাল হচ্ছে, সি, আর, পি, দিয়ে পুলিশ দিয়ে গোলমাল আরম্ভ করছে। আসামী ধরতে গেলেও বলবেন গোলমাল হচ্ছে। ওদের সব মাস্ সংগঠন সেই সংগঠনের উপর এত ক্ষমতা যে সেই মাস্ সংগঠনের প্রত্যেকটি লোকের সম্পর্কে ওরা দায়ী থাকবেন। যদি দায়ী থাকেন তাহলে অপকর্মের জন্যও দায়ী থাকা উচিত। আমাদের মধ্যে যদি-কেউ থাকেন তাহলে ঠিক তাদেরও দায়ী করি এইভাবে। যে অভিযোগগুলি আমাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে ঠিক এই অভিযোগগুলি একই একই ভাবে একই অবস্থায় আনা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানকারই মানুষ আমার জন্ম কর্ম সবই এখানে। কিন্তু এই অবস্থা আমি কোন দিন দেখিনি। বৃষ্টিটা যে সময় হওয়ার কথা সেই সময় হল না যখন বৃষ্টি হল তারপর থেকে যে অবস্থা চলছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যে আমার জন্মের বয়স থেকে আমি দেখি নাই। ওরা দেখাতে পারেন ওরা দেখে থাকতে পারেন। কিন্তু আমি যতটুক জানি তাতে আমি এই অবস্থা দেখি নাই। কিন্তু এই অবস্থাটা কেন হল সেখানে এই প্রশ্নটা আসতে পারে। এখানে ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন হতে পারে। সেখানে আমরা বক্তব্য রাখতে পারব মাননীয় সদস্যরাও তাদের বক্তব্য রাখতে পারবেন। কেন এই অবস্থা হল—নিজেরাই স্বীকার করেছেন এ'বার যেভাবে প্রো করেছিলাম—আমাদের কালেকশান যা হওয়ার কথা ছিল সেটা হয় নি। বলবেন আমরা জোতদার যারা তাদের সুইচ করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জোতদার যারা ছিলেন—একটা বাড়ীতে—প্রত্যেকটা সাবডিভিশানে হয় নি। একমুঠো ধান পাওয়া যায়নি। গেল কোথায় ধান? শুনা গেল যে কোন এক ছোট গৃহস্থের বাড়ীতে নিয়ে রেখেছে। এখন সেই ছোট গৃহস্থের কাছ থেকে যদি আমরা প্রোকিওর করে আনতে চাই তাহলে চীৎকার হবে যে এই ছোট ছোট গৃহস্থের উপর আক্রমণ হচ্ছে কিন্তু তাকে বোঝান যাবে না—একটা লেবার তার বাড়ীতে ১০মণ ধান পাওয়া গিয়েছে যে একজন লেবার—তাহলে সেটাকে কি বলব আমি জানি না। তার জমি নাই সে অন্য জায়গায় কোন জায়গায় হয়ত এক কানি বর্গা নিয়েছে কি কোন জায়গায় জমিতে চাষ করে খায় তার বাড়ীতে ১০ মণ ধান পাওয়া গেছে এবং সেখানে যদি আমরা ধরতে যাই তাহলে বলবেন যে একটা লেবার, একটা শ্রমিক তার বাড়ীতে হামলা করা হয়েছে। এই সরকার জোতদারদের বাড়ীতে করেনি। আমি সবার কথা বলছি না কোন কোন জায়গায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন জায়গায় দেখেছি এই অবস্থা হয়েছে। এখানে যেহেতু মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আগেই বলেছেন যে রুলিং পার্টি বলে আমাদের কতগুলি অসুবিধা আছে এবং রুলিং পার্টি নয় বলে উদের কতগুলি সুবিধা আছে। ওরা বলতে পারে কিন্তু আমরা বলতে গেলে আমাদের বলতে হয় অনেক গার্ডেড ওয়েতে। যাই হউক এখন এই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রয়োজন যা ছিল এই পরিস্থিতি দেখে এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতার দাবী অনুযায়ী আমরা এসেম্বলী আহ্বান করেছি বা আহ্বান করা হয়েছে এবং এটা কন্টিনিউশান। এটা প্রয়োগ করা হয়নি এবং তার কন্টিনিউশানেই এটা চলতে পারে। আমরা আমাদের দিক থেকে বিজনেস আমরা দিয়েছি এবং সেই ভাবে ডেট ফিক্স করা হয়েছিল। এবং তারপর কি করা হবে না হবে আমি বলতে পারছি না। আমরা চাই এখন ভাল ভাবে ডিসকাশন হউক এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতাও বলেছিলেন যে ডিসকাশান হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন বাস্তব অবস্থা আলোচনা* করা দরকার। আমরা এটা অনুভব করি কিন্তু আমাদের ভুল থাকতে পারে এটা হতে পারে। কিন্তু আমরা কোথায় সংশোধন করব কোথাও হয়ত একটু বদলাতে হতে পারে সেটা হাউসই হল সব চাইতে ভাল একটা প্ল্যাটফরম যে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে—মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন তারা বিভিন্ন জায়গার চিত্র তুলে ধরতে পারেন। এবং তাতে কিভাবে আমরা করব সেই কথাটা আমরা ভাবতে পারি।

এবং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করতে পারি এবং সেই ভাবে কাজ করতে গেলে আমাদের রেভিনিও মিনিষ্টার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে টোট্যাল বাজেট যদি আমাদের সামনে না থাকে তাহলে কোথা থেকে টাকা আনব এবং যে পেমেন্ট হবে সেই পেমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার হয়ত সহানুভূতিশীল হতে পারে। এবং কিছু সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু আজকে যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি সেই পরিস্থিতিতে আমাদের এই কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য কতটুকু আসবে না আসবে সেটা নির্ভর করে আমরা বসে থাকতে পারব না। আমাদের এখানকার মানুষকে বুঝাতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই আমাদের দুঃশ্চিন্তা হল এখানে বাজেট যদি পাশ না হয় তাহলে হয়ত যে ভাবে আমরা চাইছি যত বিগ ওয়েতে এবং যে ভাবে ওরা চাইছেন সেইভাবে হয়ত কাজটা আমরা করতে পারব না আমরা আটকে থাকব। মানুষকে বুঝাতে পারব না সেই আশংকা থেকে আমি চেয়েছিলাম যে আলোচনা হউক। একদিকে যেমন আলোচনা হয় আর এক দিকে আমাদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজের রিক্সে এবং মাননীয় হাউসের সামনে যখন একটা আশ্বাস পেয়েছি এবং আমি জানি না এই এই আশ্বাস পি, এ, সি, বললে আমাদের প্রিভিলেজ কমিটিতে সেই আশ্বাসটা ঠিক থাকবে কি না সেটা টেকনিক্যাল আইন কানুনের দিকে দেখা হবে। তাহলে গলা কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে সেই সম্পর্কে আমি সজাগ থেকে আমি বলতে চেয়েছিলাম বাজেট পাশ হলে তখন আমরা কাজটা চিন্তা করতে পারি। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বোধ হয় সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু যারা বক্তব্য এখানে রেখেছেন তারা শুধু একটা জিনিষের উপরই বক্তব্য রেখেছেন। টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং তারা বলেছেন যে যত টাকা লাগে আমাদের বের করতে হবে. টাকা আমাদেরকে দিতে হবে। এইটা সত্য কথা, যেখানে একশো জন লোক আসবে সেখানে ৫০ জন হয়তে কাজ করবে এবং তারা হয়তো দুইদিন কাজ করবে কিন্তু আমি জানি আমাদের এই টেষ্ট রিলিফের কাজ শুধু মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। টাকা সেন্ট্রাল থেকে কত টাকা আসবে না আসবে সেইটা আন্দাজ করতে পারছি না। কাজেই টেস্ট রিলিফের কাজ করতে পারবো কি না সেইটাও ভাবতে পারছি না। কাজেই সেখানে হয়তো আমাদেরকে একটু এইদিক সেইদিক করতে হবে, তখন হয়তো আমাদেরকে দাঁড়িয়ে বলতে হবে যে হ্যা আমাদের কিছু কিছু কাজ করতে হয়েছে, হাউসের অনুমোদন চাই। সেইভাবে আমরা চিন্তা করছি। তারমধ্যে যতটা পারা যায় সেইটা করার জন্য আমরা বলেছিলাম এই ডিসকাশনটা কন্টিনিউ করা হোক এবং একটা প্রসেসের মধ্যে আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি এই অগ্রসর হওয়ার মধ্যে কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে প্রতিদিন আমরা সেইটা জানতে পারছি এবং সেখানে আমরা আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করার সুযোগ পাব এবং সেই সুযোগের জন্য আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কথা বলেছেন দাবী করেছেন এবং আমি মনে করি এই সেশনটা কনটিনিউ করলে আমাদের পক্ষে এবং ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে এইটা শুভ হবে বলে মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now discussion is over. Some of the members wanted to know the recommendation of the Business Advisory Committee which met to-day during the recess hour. In this connection, I am to inform the Hon'ble Members that Bussiness Advisory Committee could not come to an unanimous decision regarding agenda which was placed before them. In view difference of opinion among the members and also in view of the fact that the time of meeting of the House after recess was approaching, I adjourned the meeting till 11 A. M. on 10th May, 1975.

The final report of the Business Advisory Committee will be brought before the House on the 12th in the first hour and the members of the House may take whatever decision they like on the report.

The House stands adjourned till 12 noon on 12th May, 1975.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER PROVISIONS OF THE CONSTITUTIONS OF INDIA

May 12, 1975.

The Assembly met in the Assembly House, at Agartala on Monday. the 12th May, 1975 at 12 Noon.

PRESENT

Mr. Deputy Speaker (Shri Usha Ranjan Sen) in the Chair, Chief Minister, 6 Ministers, 3 Minister for States, 1 Deputy Minister and 44 Members.

As soon as Mr. Dy. Speaker took his Chair, Shri Jatindra Kumar Majumdar, M.L.A. bagin his speech as follows :-

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমরা এইমাত্র একটা বুলেটিন পেয়েছি এবং তাতে দেখছি যে ৩১ ধারা মতে এই হাউস চলছে। কিন্তু আমাদের এখানকার এই হাউসের যে রুলস অব প্রসিডিউর এ্যাণ্ড কণ্ডাক্ট অব বিজনেস আছে, সেই মতে এই হাউস তো চলতে পারে না। কারণ আমরা দেখছি যে এই ধারা মতে এই হাউস চলতে পারে না।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— স্পীকার স্যার. যেখানে আমাদের এই হাউসের রুলস অব প্রসিডিউর রয়েছে এবং তার সেকশান ২৩২ তে যে প্রভিশান আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই হাউসের বিজনেস সম্পর্কে টাইম এলট করবে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি। কিন্তু আমরা দেখছি যে সেই সেকশানকে ভায়লেট করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটা রুলিং জারী করে আজকে এই হাউসকে চালাচ্ছেন। কাজেই এটা অবৈধ বলে আমি মনে করি। আজকে এই যে টাইমটা এ্যালট করা হল, তা এই হাউসে গৃহীত যে টাইম টেবল সাড়ে বারটায় হওয়ার সেদিনকার কথা ছিল, সেই টাইম টেবলকে ভায়লেট করে আজকে কারণায় সভার অধিবেশন ডাকা স্পীকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে আমি মনে করি। কাজেই এই ভাবে যদি সভার কাজ চলতে থাকে, তাহলে আমরা, হাউস, মাননীয় অধ্যক্ষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে বাধ্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা বুলিটিন অনারেবল স্পীকারের ক্ষমতা বলে আমাদের মধ্যে সার্কুলেট করা হয়েছে, আর তাতে নির্ধারিত রয়েছে টাইম টেবল ফর ট্রেনজেকশান অব দি ডিফারেন্ট বিজনেস

ইন দি হাউস। এই বুলিটিন সম্পর্কে আমি একটা সাবস্টেনটিভ মোশান এই হাউসের সামনে রেখেছি। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে ৮/৫/৭৫ ইং তারিখে যখন বিজনেস এ্যাডভাই-সরী কমিটি বসে, তার রিপোর্ট এই হাউস চেয়েছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে সেই রিপোর্টের উপর আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি অনারেবাল স্পীকার দেওয়া সত্ত্বেও আমরা আলোচনার কোন সুযোগ পাইনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারপরে বলেছেন যে ১০ তারিখে আর একবার বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি বসেছিল, কিন্তু সেই রিপোর্টও হাউসের সামনে নাই। যদি আমরা ধরে না নেই যে এটা হচ্ছে তাদের রিপোর্ট, তাহলে বলা যেতে পারে যে এটা বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির রিকমেনডেশান ছাড়াই নিয়ে এসেছে, তাহলে একটা কথা হত। কিন্তু এসেছে কি ভাবে? যে সেকশানে এসেছে, সেটা হচ্ছে রেসিডিউরী পাওয়ার। রেসিডিউরী কথাটার অর্থ হল রুলসে যেটা প্রভাইড করা হয় নাই তার বাইরে যে সমস্ত ব্যাপার, তা তিনি এখানে প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যে রুলসে ২২০, ২২২ এবং ২২৩ প্রভাইড করছে যে কি ভাবে এই হাউসের বিজনেস, বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি ঠিক করবে এবং এটা থাকা সত্ত্বেও এখানে রেসিডিউরী পাওয়ার ব্যবহার করার কোন প্রশ্নই উঠে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, স্পীকারকে এমন কোন ঢালাউ ক্ষমতা কোন আইনে দেওয়া হয় নি। যেমন যদি আমরা কল এ্যাণ্ড স্যাকদারের প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর অব পার্লামেণ্ট দেখি তাহলে পৃষ্ঠা ১০৩/১০৪এ দেখব—"The Speaker is a part of the House, drawing his powers from the better functioning of the House, and in the ultimate analysis, a servant of the House, not its master. So he cannot be a dictator." তবে যদি তিনি বলেন যে এটা রুলিং তাহলে পর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে রুলিংএর ক্ষেত্রেও সাবস্টেনটিভ মোশান সেটা, সেটা আনা যায় এবং এই রকম ক্ষেত্রে সাবস্টেনটিভ মোশান যে আনা যায় তার নজীরও এই কলের বইয়ের মধ্যে আছে। কাজেই সেটা দেখলে আপনারা দেখবেন যে সাবস্টেনটিভ মোশান রুলিংএর বিরুদ্ধেও আনা যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি শুধু এটাই জানতে চাইছি যে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির রিপোর্ট হাউসে প্লেস না করার কি কারণ থাকতে পারে, আমি তা জানি না। যদি এই কথাও বলা হয় যে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি, সে শুধু টাইম এ্যালট করবে, যেহেতু আমাদের রুলসে আছে টাইম এলট করবে, ডেজ ফিক্স আফ করবে না, সেই ক্ষেত্রেও যদি কলের বই রেফার করি পৃষ্ঠা ৬৬১ সেখানে বলা হয়েছে—In certain cases Business Advisory Committee suggested hour and day in which an item of business has to be taken up. শুধু টাইমের কথাই বলা হয় নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম একজন এম, পি'র থেকে যে এই বছরেও লোকসভায় ১০ দিনের জন্য রিসেস দেওয়া হয়েছে বিজনেস এডভাইসরী কমিটির রিকমেণ্ডেশানের জন্য। কাজেই স্পীকার যা খুশী করতে পারবেন এবং বিজনেস এডভাইসরী কমিটির কোন ক্ষমতা নাই, এই রকম কথা বললে আমরা মনে করি যে এটা ঠিক নয়। তাছাড়া আমাদের ভারতীয় সংবিধানে কি আছে? ভারতীয় সংবিধানের ১১৯ নং আর্টিকেলে বলা হয়েছে যে পার্লামেণ্ট may

regulate procedure in relalion to the financial business. পার্লামেন্টা তাহলে আমাদের এখানকার এসেম্বলী এবং এসেম্বলী ফাইনেন্সিয়েল ব্যাপারে কি প্রসিডিউর নেবে, ফিনান্সিয়েল বিজনেস মীন্স বাজেট, এটা আমাদের এই হাউস ঠিক করবে। স্যার, এটা শুধু রুলসের ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে আমাদের কনষ্টিটিউশান্যাল রাইট। কাজেই এটা হাউস ঠিক করবে। সুতরাং এখানে যে রুলস ১৬৬ এর কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে পাওয়ার্স ইন ভায়লেশান অব প্রভিশান অব দি কনষ্টিটিউশান। কাজেই ১৬৬ যদি এখানে এপ্লাই করা হয় তাহলে আমাদের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট যেটা কনষ্টিটিউশান দিয়েছে, সেটাকে ভায়লেট করা হবে। সেজন্য আমি মনে করি এই যে বুলেটিন এটা আমাদের বিজনেস এডভাইসরী কমিটির মতামত নয়, বিজনেস এডভাইসরী কমিটির মতামত এখানে উপস্থিত করা দরকার মনে করি, তার ফুল রিপোর্ট আমাদেরকে দেওয়া উচিত। আর তা যদি না করা হয়, তাহলে আমরা যে একটা সাবষ্টেণ্টিভ মোশান এনেছি রুলস ১৯১এ সেটাতেও আপনি দেখবেন যে স্পীকার এই মোশান যাতে এডমিট করেন তার প্রভিশানও ঐ আইনের মধ্যে রয়েছে। কাজেই আই এম পারফেক্টলি উইদিন দি রুলস এবং এটা সেকৃদারের বইতে আছে যে স্পীকার এই ধরণের মোশান এডমিট করতে পারেন। আমরা কেন পোষ্ট পোণ্ডমেণ্ট চাইছি? আমরা পোস্ট পোণ্ডমেণ্ট চাইছি এইজন্য নয় যে আমরা বাজেট পাশ করতে চাই না, বাজেট পাশ করার যথেষ্ট সময় আছে আমরা সবাই এগ্রি করছি যে আমরা বাজেট পাশ করব, কিন্তু যেহেতু আমাদের মেম্বাররা চাইছেন তাদের এলাকার মধ্যে গিয়ে এই যে বর্ত্তমানে একটা ফেমিন কণ্ডিশান চলছে তার রিকোয়ারমেন্ট কি, সেটা ভাল করে এসেস করে ফিরে এসে সেগুলি যাতে তাদের বাজেট বক্তৃতায় রিফ্লেক্টেড হয়, তার জন্যই তারা সময় চাইছেন। আমি মনে করি না কিছুদিন পর এখন যে টাইম টেবল আছে সেই অনুসারে যদি বাজেট আলোচনা করা হয় তাহলে কোন প্রকার ডেডলক ক্রিয়েটেড হবে এবং আমাদের ৩০শে জুনের মধ্যে বাজেট পাশ করলেই হল এবং ৩০শে জুনের মধ্যে আমরা বাজেট পাশ করতে পারব বলে আশা করি। সেজন্য আমি লীডার অব দি হাউসকে অনুরোধ করব যে মেম্বারদের যে উইসেস সেটাকে তিনি রেসপেক্ট করবেন এবং এই যে বুলেটিন তাকে প্রত্যাহার করে হাউসকে রিসেসে যেতে দিবেন টুয়েন্টি সিকস মে পর্যান্ত। আর অনারেবল ডিপুটি স্পীকারকে আমি অনুরোধ করব আমাদের যে সাবষ্টেন্টিভ মোশান যেটা এই হাউসের সামনে রেখেছি, সেটাকে তুলবার অনুমতি যেন আমাকে দেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কিছু বলবার আছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— একটু পরে বলুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, উনারা বলতে পারলেন আর আমি বলতে পারব না এটা তো হতে পারে না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— বলার সময় আছে তো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের অর্ডার হচ্ছে, আমাদের রুলসে বলছে ১১টায় বসবে। আমরা দু'পক্ষ ঠিক করেছি যে সাড়ে বারটায় হাউস বসবে।

আজকে তাড়াহুড়া করে সাড়ে বারটার পরিবর্তে ১২টা থেকে শুরু করেছেন। কে আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে? স্পীকারের এই অধিকার নেই। স্পীকার বলছেন ৩৪৭ ধারা। ৩৪৭ ধারাতে উল্লেখ আছে কিভাবে বাজেট পাশ হবে, কিভাবে হাউস চলবে, সব আছে। তার জন্য বৃষ্টির যে জল পড়ছিল তখন বলা হয়েছিল যে বৃষ্টির জল পড়বে না তো কি পড়বে। তাহলে আমি যদি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি তার জন্য হচ্ছে এই ধারা। সেই ধারায় আপনি বিজনেস এডভাইসরি কমিটিকে হত্যা করে উনি এসেছেন বাজেটের জন্য এই ধারা নিয়ে, আজকে নিয়ে এসেছেন এই ধারায় টাইম টেবিল। ১৫৫ ধারায় কি আছে? তাতে আছে ন্যূনতম ৫ দিনের জন্য ডিসকাশন হবে। ১৫৬ ধারায় আছে ২৪ দিনের মধ্যে ডিমাণ্ড পাশ করতে হবে। তাহলে কতদিন হল ২৪ আর ৫, ২৯ দিন। অন্তত: সেই রকম করা যদি হত তাহলেও বুঝতাম আপনার অন্তত: ইচ্ছা আছে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার। দেখা গেছে যে আপনি এইসব ধারাগুলিকে ব্যবহার করেছেন। স্পীকার মহোদয় যে কোন্ উকিলের কাছ থেকে বুদ্ধি পেয়েছেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় তিনি ক্রিমিন্যাল লইয়ার-এর কাছ থেকে বুদ্ধি পেয়েছেন। মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা করে যে উকিল দেয় সেইভাবে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে কোন হাউস চলতে পারে না। আমি একটা নোটিশ দিয়েছি, নোটিশও লাগে না, আমি মোশন দিয়েছি, তা হচ্ছে—রাজ্যের সর্বত্র খরা ও খাদ্য সঙ্কটের দরুন যে দুর্ভিক্ষ অবস্থা চলিতেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভার সদস্যরা এখন যাতে তাদের নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রে অনাহারক্লিষ্ট জনতার সাথে থাকিয়া সরকারী ত্রাণকার্য পর্য্যবেক্ষণ ও সহায়তা করবার সুযোগ পান সেজন্যই বিধানসভার অধিবেশন আগামী ২৬শে যে পর্য্যন্ত অপরাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হোক"। আমি এইটা এজন্য করেছি যে নজীর আছে উড়িষ্যাতে সেবার যখন সাইক্লোন হয়েছিল তখন বিধানসভা চলছিল কিন্তু তখন উড়িষ্যার বিধানসভার সদস্যগণ এই ভয়াবহতার জন্য তাঁদের নির্বাচন ক্ষেত্রে চলে যান। সেদিনও আমার সঙ্গে যখন আলোচনা হয়েছিল আমি বলেছি যে এই অবস্থায় বিধানসভা ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হোক, তারপর বিধানসভা বসুক। সেই যে উইস অব দি হাউস তাকে যদি এইভাবে অমান্য করে, আমাদের মূল বক্তব্য, অনেক কথা বলেছেন, ওঁরা রুলস ইত্যাদি বলেছেন, আপনাদের জন্য রুলস নয়, আপনারা রুলস বোঝেন না, রুলস মানতে চান না, শুধু শুধু কথা বলেন এবং যেভাবে হাউস বসানো হয়েছে এটা অবৈধ। সেই সম্পর্কে আমি বৈধতার প্রশ্ন আনছি।

মি: ডে: স্পীকার :— অধ্যক্ষ মহোদয়ের ঘোষণা।

(হাউসে তখন ভীষণ গোলমাল শুরু হইয়া গেল। ডেপুটি স্পীকার ঘোষণাটি আর পড়িতে পারিলেন না)

Mr. Dy. Speaker :— The House stands adjourned for helf an hour.

(The House was subsequently adjourned upto 3 P. M.)

(আফটার রিসেস)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, একটা ঘোষণা বা রুলিং আপনি পড়তে শুরু করেছিলেন সেটা স্বাক্ষরিত হয়েছে শ্রী মনীন্দ্র লাল ভৌমিক, অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা বিধান সভা। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে এই রুলিং তিনি কবে, কোথায়, কখন দিয়েছেন। এবং এই হাউসে রুলিংটা সার্কুলেটেড করার অর্থ কি ডেপুটী স্পীকার স্যার, ডেপুটী স্পীকার যখন চেয়ারে থাকেন, তিনি কোন স্পীকারের কর্মচারী নন যে তার একটা নির্দেশ বা একটা আইন বা একটা এনাউন্সমেন্ট তিনি পড়ে শুনাবেন। তার ইকুয়েল রাইটস আছে। আমি 'কাউলের' বইতে যা দেখছি তাতে বলা হয়েছে তার সেম পাওয়ার আছে। He is not subordinte to Speaker. He holds an independent position. He performs the duties of the office of the Speaker. Page 105. যদি কোন announcement এই হাউসের কাছে রাখতে হয় তাহলে ডেপুটী স্পীকার, তিনি চেয়ারে আছেন, তিনি রাখবেন। আর একজনের স্বাক্ষরিত একখানা বাণী— তার কোন মূল্য আমরা এই হাউস দিচ্ছি না। এবং আমরা দেখছি যে এর আগে তিনি একখানা বুলেটিন দিয়েছেন; তারপর আর একটা রুল পাঠিয়েছেন এ ধরণের যে কার্যকলাপ পার্লামেন্টে যে সমস্ত রীতিনীতি আছে সেগুলি লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, আমরা দেখতে পাচ্ছি আসার সময়েও লক্ষ্য করেছি এবং এখনও দেখতে পাচ্ছি যে বিধান সভার চত্বরের চারদিকে এমন কি চত্বরের ভিতরেও সি, আর, পি, আর; এ, এস, বি, ইত্যাদি আছে। এমন কি লবির ভিতরেও আছে— সি, আর, পি, আর, এ, এস, এই সমস্ত পার্সোনেল এবং পার্সোনাল পার্সেল সমস্ত বসে আছে। স্যার,

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— প্লীজ টেক ইউর সিট।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের কাছ থেকে জানতে চাইছি যে আপনার অনুমতি নিয়ে .

মিঃ ডেঃ স্পীকার : – আপনি একটু বসুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আপনি তাদের নির্দেশ দিয়েছেন কি না এখানে আসার জন্য ..

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— লিডার অব দি হাউস যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন

(ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, উনি যেটি বলছেন যে লবিতে পুলিশ এসেছে, সি. আর, পি, বা আর, এ, এস—ইন ইউনিফর্ম। এটা কি অনারেবল স্পীকার বা ডেপুটী স্পীকারের অনুমতি নিয়ে এসেছে কি না, সেটাই আমরা হাউস জানতে চাচ্ছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— হাউসের ভিতরেতো আসে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— লবি ইজ পার্ট অব দি হাউস।

মি: ডেঃ স্পীকার :— আমি এই ব্যাপারে ইনকোয়ারী করব। আর আপনি যা বলেছিলেন সেটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল এই তিনি—অধ্যক্ষ মহোদয়, বুলেটিন আগেই প্রচার করেছিলেন। আজকেও উনার আসার কথা ছিল। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরাতে আসতে পারেন নাই। সেজন্যই আমাকে দেওয়া হয়েছে। এটা অবৈধ নয়। সুতরাং অন্যান্য এসেম্বলীতে এই রকম হয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এটার কোন মূল্য নেই কিন্তু, এটা কলাপাতা, এটা কলাপাতা, এটার কোন মূল্য নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই যে শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক, অধ্যক্ষ...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কে বলা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, না, আমি বলছি আপনি পড়লেন কেন, আমি বুঝতে পারছি না— প্রতিলিপি বিধান সভার সদস্য এবং সাংবাদিকদের জ্ঞাতার্থে বিতরন করা গেল। যেটি অল রেডি সেক্রেটারী, অনুমত্যানুসারে সচিব, ত্রিপুরা বিধান সভা— সেটি আপনি পড়তে যাচ্ছেন কেন। এটাত অল রেডি বিতরন করা হয়ে গিয়েছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—কপি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—হ্যাঁ, কপি আমাদের জানাবার জন্য বিলি করে দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া হয়েছে। যেটা পাবলিক ডকোমেন্ট হল, সেটা পড়ার প্রয়োজন ছিল না।

মি: ডেঃ স্পীকার :—লিডার অব দি হাউস বলার জন্য দাঁড়িয়েছে।

শ্রীভদ্রমনি দেববর্মা :—স্যার, আমার একটা পয়েন্ট ছিল। গতকাল ১০ তারিখ সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় শ্রীগবিন্দ মজুমদার নামে মোহনপুরের এক ব্যক্তি—সে আমাকে আটক করেছিলেন। তাকে কি এই হাউস থেকে পাঠান হয়েছিল? এটার কারন কি?

মি: ডেঃ স্পীকার :—এটা আণ্ডার কনসিডারেশান আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, তাকে গিয়ে আটক করে বলেছে যে খবরদার তুমি যাবে না, তুমি মার খাবে। বাড়ীতে গিয়ে থ্রেট করেছে সন্ধ্যা ৭টার সময়। তার উপর একটা প্রিভিলেজ মোশান এনেছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—এটা আমরা দেখছি এটা আণ্ডার কনসিডারেশানে আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে স্পীকার মহোদয়ের রুলিং নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে অনেক কথাও হয়েছে। (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা রুলিং হতে পারে না, এটা রুলিং নয় স্যার, রুলিং হতে পারে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কথাটা বলা হয়েছে হয়ত বা রুলিং নয় তার একটা বক্তব্য কিম্বা এনাউনসমেন্ট সেটা সম্পর্কে কতগুলি প্রশ্ন উঠেছে। আমি তার মেরিটস এবং ডিমেরিটস-এর মধ্যে যেতে চাইছি না। কারন সর্বত্র স্পীকারের কোন কোন রুলিংয়ের ব্যাপারে কিম্বা কোন এনাউনসমেন্টের ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু তারপরে দেখা যায় সেই সম্পর্কে হাউস মেনে নেন। আমি এই বক্তব্যের মধ্যে পুরোপুরি অগ্রসর হতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে আজকে এই টাকে উপলক্ষ্য করে হাউসে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আমার দিক থেকে বিশেষ করে গভর্ণমেন্টের দিক থেকে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। প্রথমত গত ৮ তারিখ থেকে যে বিজনেস আমাদের এখানে সুরু হয়েছে এটা বাজেট সেশান বলতে যা বুঝা যায় সেটা অনেক আগে থেকেই সুরু হয়েছে এবং এটা কনটিনিউড প্রসেসে ছিল। এবং সেই ভাবে এটা এইটথে আবার সাইনডাই করা হয়েছিল স্পীকার সাহেবের মত অনুযায়ী উনি কল করেছেন। এবং এই ব্যাপারে ১০ তারিখ—আজকে থেকে যে বিজনেস হাউসের সামনে রাখা হয়েছিল, সেটা সাধারনত যেটা হয় লিডার অব দি হাউস স্পীকারকে বলেন যে এই এই গভর্ণমেন্টের বিজনেস আছে এবং তারপর সেই বিজনেসটা টাইম এলটমেন্ট করার জন্য বিজনেস এডভাইজারী কমিটিতে যায়। বিজনেস এডভাইজারী কমিটিতে ২/১ বার গিয়েছিল। যাই হউক মতভেদ কি হয়েছে—আমি সেই কমিটির মেম্বার নই, সেই সম্পর্কে কিছু বলার এক্তিয়ার আমার নাই। যতটুকু স্পীকারের এনাউনসমেন্টের মধ্যে দেখেছি তাতে মনে হয়েছে যে একমত হওয়া যায় নাই। সেই হিসাবে এখানে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। এখন (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—একমত কি হতেই হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি তর্কাতর্কির মধ্যে যেতে চাই নাই।

যেটা হাউসের সামনে এসেছিল, যে ভাবে এসেছিল গভর্ণমেন্টের বিসনেস হিসাবে এবং আমি গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে এাস দি লীডার অব দি হাউস এবং লীডার অব দি অপোজিশন তার কনফিডেনস নিয়ে আলাপ করে এই প্রোগ্রামের কিছু অদলবদল করতে হয়েছে, সেই হিসাবে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের কাছে দেওয়া হয়েছিল। যাহাই হোক সার্কামষ্টেনস্ এমন হয়েছে যার ফলে লীডার অব দি অপোজিশন হয়ত তা সাবাসকুয়েন্টাল হাউসের মত থেকে অথবা হাউসের অপিনিয়ন থেকে তিনি হয়তো শিফ্ট করেছেন কিংবা তার মত অন্যভাবে ঠিক করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলতে চেয়েছি যে আজকে হাউসের যে মোড, হাউসের মেম্বারসদের যে মনোভাব তাতে কেন এই প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল সেই সম্পর্কে আমার কিছুটা বক্তব্য রাখা দরকার আমি মনে করছি। আমি জানি যে আজকে যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাদের করতে হবে এবং এই হাউসের যারা মেম্বার আছেন তারা এই সম্পর্কে ওয়াকেবহাল এবং এইটা আলোচনা হয়েছে ত্রিপুরার বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সেই পরিস্থিতিতে মেম্বারসদের, মাননীয় সদস্যদের অনেকেরই মত হলো যে তারা আগে স্পটে গিয়ে পরিস্থিতি দেখতে চান সব জায়গায় পরিস্থিতি দেখতে চান সেই জন্য তাদেরকে সুযোগ দেওয়া দরকার। সেখানে একটা বক্তব্য রয়েছিল যে আমরা চেয়েছিলাম

এবং এইটা লীডার অব দি অপোজিশনের সংগে আলোচনা হয়েছে যে যত তাড়াতাড়ি বাজেট সেশনটা শেষ করে টাকা যাতে বের করা যায়, টাকা কত লাগবে না লাগবে আমরা এখন অনুমান করতে পারছি না, কিন্তু যে পরিস্থিতি এসেছে তার জন্য যে ভাবে আমাদের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে তার জন্য বাজেটটা তাড়াতাড়ি পাশ করা দরকার এবং আমি খুশী হয়েছিলাম যে লীডার অব দি অপোজিশন এই সম্পর্কে এক মত হয়েছেন। এবং যেহেতু অধিকাংশ সদস্য কিংবা হাউসের মোড় বলতে পারে যে এই সম্পর্কে তারা আগে পরিস্থিতিটার গুরুত্ব কতটা আছে বা না আছে সেই সম্পর্কে ওরা জানতে চান এবং সেই জন্য হাউস কিছু দিনের জন্য এ্যাডজর্ন করে রাখা দরকার ওরা ফিল করছেন। আমার এখানে একটুখানি বক্তব্য আছে নরমেল কনডিশনে হাউস হয়তো এই সুযোগ দিতে আমার কোন আপত্তি থাকার কথা নয় কিন্তু আজকে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিকে আমাদের পক্ষে যেটা দরকার, গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যেটা দরকার সেইটার মোকাবিলা করতে যে টাকার পরিমাণ আমাদের দরকার। তাহলে আমাদের বাজেটটা না হলে হয়তো তার মোকাবিলা করতে পারবো না। আমাদের এই অসুবিধা থাকা সত্বেও যেহেতু মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে কনষ্টিটিউয়েন্সিতে যেতে চান এবং ওখানকার পরিস্থিতি ওরা বুঝতে চান, সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি স্পীকার মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে যদি সম্ভব হয়, আমরা জানি যে তাহলে আমাদের কাজের একটু অসুবিধা সৃষ্টি হবে। আমরা যে ভাবে মোকাবিলা করতে চেয়েছিলাম এবং যে পরিমান টাকা নিতে যেতে চেয়েছিলাম সেই ভাবে এই টাকা আমরা এই অবস্থার সঙ্গে সংযোগকৃত করতে পারবো কি না। তারপর হয়তো একটু ডিফিকালটি হবে কিন্তু আমরা এইটা অস্বীকার করতে পারি না যে মাননীয় সদস্যরা যে সব মনোভাব এখানে ব্যক্ত করেছেন, যে মোটিভ ওঁদের দেখেছি সেইটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কারণ আমরা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই এবং মেনে নিতে চাই এবং মেনে নিতে চাই বলেই আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের যদি অধিকার থাকে তাহলে আমাদের অসুবিধা থাকাসত্বেও হাউসকে আর কিছুদিনের জন্য ২১ তারিখ পর্যন্ত এ্যাডজর্ণড রেখে ২২ তারিখ আরম্ভ করার জন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— The House stands adjourned till 12 Noon of the 22nd may, 1975.

— — — —

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Thursday, the 22nd May, 1975 at 12-00 noon.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik. Speaker was in the Chair, the Chief Minister, 5 Ministers, 3 Ministers of state and 1 (one) Dy. Minister, Deputy Speaker ann 35 Members.

Mr. Dy. Speaker :—To-day, in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Bidya Chandra Deb Barma

(শ্রীঅজয় বিশ্বাস এবং শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস কিছু বলেছিলেন কিন্তু গণ্ডগোলের জন্য কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, ওরা কি বলতে চাইছেন, ওদের যদি বলতে না দেন তাহলে ওদের বসতে বলুন। আর তা হলে ওদের বসতে দিন।

মি: ডে: স্পীকার :—স্টার্টার কোয়েশ্চান অ্যাওয়ার।

শ্রীবুল্লু কুকী :—এখানে যারা কোয়েশ্চান করেছেন তাদের সম্পর্কে আমি বলতে চাইছি, যারা কোয়েশ্চান করেছে তারা এখানে নেই। তাদের আটকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা কোন গনতন্ত্র?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে উনাদের বসতে বলুন। না হলে আমি কি বলব সেটা কেউ বুঝবে না। কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৭।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৭।

প্রশ্ন

ক) সাব্রুম মহকুমায় কোথায় লিফট ইরিগেশান প্রকল্প কাজ করিতেছে তাহার নাম?

খ) বিদ্যুৎ বা ডিজেল চালিত কত অশ্ব শক্তির কতটি পাম্প চালু আছে?

গ) কত পরিমান জমিতে জল সেচ করা যাইতেছে?

ঘ) জলসেচের একর প্রতি ব্যয়ের সারা ত্রিপুরার হিসাব ও সাব্রুম মহকুমার হিসাব?

উওর

ক) সাবরুম মহকুমার বৈষ্ণবপুর বাবুগ্রাম এবং ভুরাতলী গ্রামে ভ্রাম্যমান ১৫ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট ৩টি পাম্পসেট কাজ চলছে।

খ) ডিজেল চালিত ১৫ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট ৩টি পাম্পসেট উক্ত তিন জায়গায় চালু আছে।

গ) বর্তমানে আনুমানিক ৩৬ একর জমিতে জল সেচ করা হইতেছে।

ঘ) সাবরুমে তথা সমগ্র ত্রিপুরার লিফট ইরিগেশনে ধান চাষে একর প্রতি ব্যয় গড়ে প্রায় ৩ শত ৬০ টাকা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাত্র ৩৬ একর জমির জন্য মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে, এই পাম্পসেটগুলি দাম কত এবং ডিজেল খরচ কত হচ্ছে এবং চালকদের জন্য খরচ কত হচ্ছে আমি জাইতে চাই।

শ্রীমনসুর আলী :—একটা পাম্প সেটের মূল্য ২,২৭,১৪৮ টাকা এবং পাম্পসেটের টাকা এবং ওয়াটার বাবদ ৪১, ৩৫১ টাকা, মোট ২,৬৮,২০০ টাকা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—একটা পাম্পসেটের দাম যদি ২,২৭,১৫৮ টাকা হয় আর তার সংগে যে সমস্ত আনুসংগিক খরচ হল তারপর একটা পাম্পসেটে মাত্র ১২ একর জমিতে জলসেচ করতে পারছে, এখন বলছেন যে ত্রিপুরার হিসাবে ৩৬০ টাকা, সাধারণ হিসাবের কোন নাম নাই। সে কি জাষ্টিফায়েড হয় এত টাকা খরচ করে মাত্র ১২ একর জমিতে জলসেচ করা ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা খরার সময়ে পাম্প সেটগুলি দিয়েছিলাম। তখন আমরা ডিজেল এবং মোবাইল এবং চালানোর সমস্ত খরচ যখন আমরা দিতাম তখন বেশী হয়েছে। বর্তমানে আমাদের যে খরচটা সেটা হল ডিজেল, মোবাইল এবং যাবতীয় খরচটা কিছু দিতে হয় এবং অপারেটরদের শুধু মেরামতি খরচটা আমরা দিই যার জন্য কৃষকেরা ডিজেল এবং মোবাইল দিয়ে এগিয়ে আসে নাই। সেজন্যই এটা কম হবে।

শ্রীতাপস দে :—দামটা কি প্রতি পাম্প সেটের দাম এবং সেই অশ্ব শক্তি কত ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পাম্প সেটের সঙ্গে পাইপ দিতে হয়, সেই জলটা সেই পাইপের মাধ্যমে যায় এবং সমস্ত মিলিয়ে এই খরচটা।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—২. ৬৮,০০০ টাকা কি তিনটার দাম না একটার দাম এটা এনও পরিস্কার হয় নি।

শ্রীমনসুর আলী :—তিনটার দাম সমস্ত মিলিয়ে, পাইপ টাইপ মিলিয়ে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তিনি বলছেন খরার সময়ে এগুলি করা হয়েছিল। মাত্র তিনটা খরচ হয়েছিল খরার সময়ে, না আরও বেশী হয়েছিল ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা হয়েছিল সাবরুমে কয়টা ? সাবরুমে তিনটা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি যদি বলি আরও বেশী করে হয়েছিল এবং খরার সময়ে তুলে-নিয়ে আসা হয়েছিল, সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্ত করতে হলে করা হবে। যেখানে কাজ হয় সেখানে আমরা দিই। আমরা হয়ত কোনখানে বসিয়েছি, তারা হয়ত করতে চায় নাই, হয়ত উঠিয়ে আনা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, উনি কি নুতন করে ডিপার্টমেণ্টের দায়িত্ব নিয়েছেন ? না হলে তিনি ঠিক করে বলতে পারছেন না কেন ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জিনিটা এখানে ছিল না। তবে দেখা যায়, একটা নিয়ে আসা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এটা ছিল তদন্ত করুন।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় সদস্য যদি চান, নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীমধুসুদন দাস।

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৪।

শ্রীহরিচরন চৌধুরী ;—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৪।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ সালে ট্রাইবেল সুপারভাইসার, ইন্সপেক্টার এবং ইনভেষ্টিগেটার সহ ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেণ্টে মোট কতজনকে নিযুক্ত করা হয়েছে ?

২) ট্রাইবেল সুপার ভাইসার হিসাবে কিংবা ইনভেষ্টিগেটর হিসাবে কিংবা ইন্সপেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর ও অন্য একটা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করিয়া যাইতেছেন, এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি ? যদি থাকেন তবে তার নাম কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে মোট ৪ জনকে ট্রাইবেল সুপারভাইসর হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

২) উক্ত সনে যে ৪জনকে নিয়োগ করা হয়েছে, তারা স্ব স্ব কাজে নিযুক্ত রয়েছে, তারা অন্য কোথাও চাকরী করেন না।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, উনি বলেছেন যে ট্রাইবেল সুভারভাইসর হিসাবে ৪ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু ইনভেষ্টিগেটর কিংবা ইনসপেক্টার হিসাবে কাউকে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা, তার কিছুই বলেন নি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—স্যার, যেহেতু ঐ বছরে ইন্সপেকটর বা ইনভেষ্টিগেটার হিসাবে কাউকে নিযুক্ত করা হয় নি, সেজন্যই আমি সেটা বলি নি।

শ্রীমধুসূদন দাস :—১৯৭৩-৭৪ সনে ট্রাইবেল সুভারভাইসর, ইন্সপেকটার এবং ইনভেষ্টি-গেটার হিসাবে সর্বমোট কতজনকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে তার জবাব তিনি দেন নি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—আমরা যেহেতু ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে ৪ জন ট্রাইবেল সুপারভাইসরকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি, সেজন্যই তাদের কথা বলছি এবং তারা সবাই স্ব স্ব কাজে নিযুক্ত আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৭৩-৭৪ সালে ইন্‌সপেকটার ইন্‌ভেষ্টি-গেটার এবং ট্রাইবেল সুপার ভাইসর প্রভৃতি পদের জন্য মোট কয়টি স্যাংকশান পোষ্ট ছিল জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—ট্রাইবেল সুপারভাইসর ৪ জনের জন্য স্যাঙ্কশান পোষ্ট এবং ৪ জনকেই নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ৪ জনের মধ্যে সিডিউল্‌ড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব কতজন জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—সেখানে একজন সিডিউল্‌ড কাষ্ট ছিল।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—এই যে ৪ জনকে নিয়োগ করা হল তার মধ্যে একজন সিডিউল্‌ড কাষ্টকে নেওয়া হল তার কারণ কি, না ইন্টারভিয়ুর পরিপ্রেক্ষিতে আর কাউকে পাওয়া যায় নি বলে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—সুপারভাইসর নিতে হলে বি, এ, পাশ থাকতে হয় এবং সেই সময়ে ট্রাইবেলদের মধ্যে হয়তো কেউ বি, এ, পাশ ছিল না বলে একজন সিডিউল্‌ড কাষ্টকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ৪ জনকে নেওয়ার জন্য যে ইন্টারভিয়ু নেওয়া হল তার মধ্যে কোন সিডিউল্‌ড ট্রাইব ইন্টারভিয়ু দিয়েছে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—আমাদের যে আইন কানুন আছে, সেই মতেই ইন্টারভিয় নেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চাইছি যে ৪ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তার জন্য যে ইন্টারভিয়ু নেওয়া হয়েছে তাতে সিডিউল্‌ড ট্রাইবস কেউ ইন্টারভিয়ু দিয়েছে কিনা এবং দিয়ে থাকলে তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে উনি প্রশ্ন করলে পর আমি তার উত্তর পরে দেব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, এটা একটা ক্লিয়ার কোয়েশ্চান এ্যাণ্ড মিনিষ্টার মাষ্ট কাম প্রিপার্ড উইথ দি রিপ্লাই। কাজেই আমি এখন জানি না,—এই রকম উত্তর দিলে তো চলবে না।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—স্যার, আমি বলেছি যে মাননীয় সদস্য যদি চান, তাহলে আমি পরে তার উত্তর দেব।

ডাঃ বিনোদ বহারী দাস :—স্যার, এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে ট্রাইবেল সুপারভাইসর, ইন্‌স-পেক্টর এবং ইনভেষ্টীগেটর পদের জন্য কতজন ইন্টারভিয়ু দিয়েছিল এবং তার মধ্যে কতজন সিডিউলড ট্রাইব, কতজন সিডিউলড কাষ্ট, এটাই আমরা জানতে চাইছি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—এখানে এগ্রি বি, এস, সি, ৩ জন আর এগ্রি সয়েল ১ জন, মোট ৪ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—স্যার, উনি বোধ হয় প্রশ্নটা বুঝতে পারেন নাই, তাই একটু দয়া করে উনাকে বুঝিয়ে দিন।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—আমার কাছে যখন এই তথ্য এখন নাই, তাই আমি নোটিশ চাই।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে ৪ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বছরে আর কাউকে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা জানাবেন কি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রী নরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেসব পোস্টের জন্য রিজার্ভেশান আছে সেগুলির জন্য যদি উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায় তাহলে সেগুলি ১০ বছরের জন্য ভেকেন্ট রাখতে হয়. এটা ঠিক কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—সেটা নিশ্চয় রাখা হয়. ৩।৪ মাস বা এক বছর পর্যান্ত রাখা হয়।

শ্রীমধুসূদন দাস :—আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে কোন রিজার্ভেশান রাখা হয় কিনা এবং যদি রাখা হয়. তাহলে সেগুলি আছে কিনা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—যদি কোন রিজার্ভেশান না থাকে তাহলে পরবর্তী সময়ে পোষ্ট গুলি পূরণ করা হয়ে থাকে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, মিনিষ্টার বলছেন যে কোন রিজার্ভেশান পোষ্ট নাই।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—রিজার্ভেশান পোস্ট নিশ্চয়ই আছে।

শ্রীতাপস দে :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৬।

Shri Khitish Ch. Das :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৬।

প্রশ্ন

১) রাজধানীতে মোট রেসিডেনসিয়েল হোটেল ও রেষ্টরেন্টের সংখ্যা কত ?

২) রেস্টরেন্ট ও হোটেল খোলার ব্যপারে সরকারী কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় কি ?

৩) হোটেল ও রেস্টরেন্টগুলি যে খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা করে থাকে সেগুলির কোন ইন্সপেকশন হয় কিনা ?

৪) যদি না হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) হোটেল ১৪টি, রেষ্টরেন্ট ১১টি।

২) লাইসেন্স নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

৩) প্রয়োজন মত ইনসপেকশন করা হয়।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় সেইসব লাইসেন্স পেতে হলে কি কি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয়?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই লাইসেন্স পেতে হলে যে স্থানে হোটেল বা রেষ্টরেন্ট হবে সেসব জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি তদন্ত করেই লাইসেন্স দেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে ইন্সপেকশান করা হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন হোটেল এবং রেষ্টরেন্টের বিরুদ্ধে কোন একশান নেওয়া হয়েছে কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্তে কোন ত্রুটি ধরা পরলে নিশ্চয় একশান নেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এ সমস্ত হোটেল এবং রেষ্টরেন্টগুলি পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্ন এবং যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়া স্পেসিফাই করা উচিত সেগুলি করে না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই রিপোর্ট আসে নাই। যদি মাননীয় সদস্য বলেন তাহলে আমরা তদন্ত করে দেখব এবং একশান নেব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলছেন যে যদি মাননীয় সদস্য বলেন— তাহলে তদন্ত হয় না উনি যা বলছেন সমস্তই ভেগ কথা কোন তদন্ত হয় না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্সপেকশান হয় বলছি—কাজেই এই সমস্ত হোটেল এবং রেষ্টরেন্ট থেকে এই ধরণের কোন রিপোর্ট আসে নাই। এইগুলি যে যে ক্রাইটেরিয়ায় তদন্ত করার কথা সেই অনুসারে আমাদের কাছে কোন কমপ্লেন আসে নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে আপনি তদন্ত করবেন আগে যারা এনকোয়ারী করেছে উদের দিয়েই কি আবার তদন্ত করাবেন না কোন নন-অফিসিয়েল লোক দ্বারা করাবেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ডিপার্টমেন্টে অফিসার যারা আছেন তাদের দিয়েই তদন্ত করা হবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই লেটেষ্ট ইনকোয়ারী রিপোর্ট কবে করা হয়েছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, লেটেষ্ট ইনকোয়ারী রিপোর্ট— সেটা এখন আমার কাছে নেই আমি জানতে পারছি না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে ইনকোয়ারী করা হয় সেগুলি কে করেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি আমাদের অফিসাররা করেন।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী তাদের কি কি ডেজিগনেশান ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের ডেজিগনেশান হল সেনিটারী ইন্সপেক্টার।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে ১৪ টা হোটেল এবং ১১টা রেষ্টুরেন্ট আছে সেগুলি ইনকোয়ারী করার জন্য ক'জন ইন্সপেক্টার আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ১৪টা হোটেল এবং ১১টা রেষ্টুরেন্ট—এইগুলি সেনিটারী ইন্সপেক্টাররা এনকোয়ারী করে থাকেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম এই যে ১৪টা হোটেল এবং ১১টা রেষ্টুরেন্ট আছে সেগুলি ইন্সপেক্শান করার জন্য কতজন সেনিটারী ইন্সপেক্টার আছেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে সেনিটারী ইন্সপেক্টার আছে তারা অন্যান্য কাজের ভিতর এইগুলিও ইন্সপেক্শান করে থাকেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমার প্রশ্ন হল এই যে ১৪টা হোটেল এবং ১১টা রেষ্টুরেন্ট আছে এগুলির জন্য ক'জন আছেন এবং যদি থেকে থাকে তারা কে কে এবং তারা কোথায় পোষ্টেড ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে এই ১৪টা হোটেল ১১টা রেষ্টুরেন্ট সেনিটারী ইন্সপেক্টাররা তদন্ত করে থাকে এবং তারা তাদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে এইগুলিও তদন্ত করে থাকেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, তারা অন্যান্য কাজের সাথে এগুলি ইন্সপেক্শান করে থাকে তাহলে ক'জন সেই কাজের জন্য নিযুক্ত আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিতে ৩জন সেনিটারী ইন্সপেক্টর আছে। সেই তিনজন তারা বিভিন্ন কাজ দেখে থাকেন এই সংগে তারা এগুলিও ইনকোয়ারী করে থাকে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই যে ১৪টা হোটেল আছে—এর মধ্যে ক'টার মধ্যে বার আছে—যার মধ্যে মদ বিক্রী হয় ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার জানা নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি কেসও আছে — মটর ষ্ট্যাণ্ডে হোটেল বাধে বাধে এটার মধ্যে বাংলা মদ সারা রাত বিক্রী হয় ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মদের ব্যাপার আমাদের জানার কথা নয়।

(একটু পর)

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমি বিষ্লাই বুঝতে পারি নাই।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলা মদ কোথায় বিক্রী হয় সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই ঐ হোটেলের বিরুদ্ধে একটা কেস হয়েছে এবং তার কি একশান নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মূল প্রশ্নটা ছিল সেটাতে মদ বিক্রীর কথা ছিল না কাজেই এটা আমার জানা নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০৩

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নম্বার ৪০৩।

প্রশ্ন

১) গত ৭।৭।১৯৭১ ইং তারিখে তেলিয়ামুড়া থানা অন্তর্গত হাওয়াইবাড়ী কর্ডন পোষ্ট উঠাইয়া দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা ফুডগ্রেন্স কন্ট্রোল অর্ডার, ১৯৫৯ ইং অনুযায়ী জিলাভ্যন্তরে আন্তঃ মহকুমা খাদ্য চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য আরোপিত বিধিনিষেধ তুলিয়া দেওয়ায় হাওয়াইবাড়ী কর্ডন পোষ্ট উঠাইয়া দেওয়া হয়।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, ষ্টার কোয়েশ্চান নং ৪০৯ (এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪০৯।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ সনে পানিসাগর ব্লকে এলাকাধীন অঞ্চলে কতটা আর্টিজেন টিউবওয়েল করা হইয়াছে ?

২) উক্ত টিউবওয়েল দ্বারা কত একর জমি সেচের আওতায় আসিয়াছে এবং

৩) উক্ত টিউবওয়েল বসাতে মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১) কোন আর্টিজেন টিউবওয়েল করা হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে পানিসাগর ব্লকে কোন অভার ফ্লো টিউবওয়েল না হওয়ার কারণ কি?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩-৭৪ সনে আমরা পানিসাগর ব্লকে ১২টি অভার ফ্লো টিউবওয়েল করেছি। তাছাড়া এক সংগে সমস্ত জায়গায় এই অভার ফ্লো টিউবওয়েল করার মত আর্থিক সামর্থ আমাদের ছিল না।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭২-৭৩ সনে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খরা পরিস্থিতিতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আলাদা প্রশ্ন হতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—ইয়েস, দিস সুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছি এই কারণে যে সারা ত্রিপুরায় যদি খরচ হয়ে থাকে এই পানিসাগর ব্লক ছাড়া এই খরা পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে কেন এইখানে করা হল না? এই সময়ে কি আর কোন খরচ করা হয় নি? হয়েছে তো।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য জায়গায় খরচ হয়েছে এবং এই পানিসাগর ব্লকেও খরচ হয়েছে। আমরা অন্যান্য খাতে খরচ করে যতটুকু সম্ভব এখানেই জল সেচের জন্য খরচ করেছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই আর্টিজেন টিউবওয়েল কি পানিসাগরে হয় না? এই কারণেই কি এই ব্লকটা পরিত্যক্ত হয়েছে?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই তো বলেছি যে আর্থিক এবং আমাদের লোকবলের সংগে সংগতি রেখে সব সাবডিভিশনে এক সংগে আরম্ভ করতে পারি নি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে আর্থিক অভাব এবং লোকের অভাবের জন্যই তিনি কাজ করতে পারেন নাই? এই কারণগুলির জন্যই কি তিনি বুঝাতে চান যে পানিসাগর ব্লকে কাজ হয় নাই? এইটা কি সত্য?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত জায়গাতেই আমরা এই বৎসর করতে পারি নাই এর মধ্যে আরও দুই একটা জায়গা বাদ থাকতে পারে। কিন্তু এইটা পরীক্ষা-নিরিক্ষার ব্যাপার, পরীক্ষানিরিক্ষা করে যেখানে যেখানে পেয়েছি সেখানে আমরা ১৯৭৩–৭৪ সনে করেছি। এইখানে আমরা টেষ্ট রিলিফের টাকা দিয়ে সিজনেল বাঁধ করেছি। আমাদের তরফ থেকে যতটুকু করার আমরা করেছি, তাতে কোন কার্পণ্য করি নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই যে এত টাকা পাওয়া গেল, বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক কাজ হল, এক মাত্র পানিসাগরে কেন হল না? তারা কি এই অঞ্চলটাকে অবহেলিত করে রেখেছে? ১৯৭২-৭৩ সনে সেন্ট্রাল থেকে টাকা পেয়েছে সরকার। এইটা খরার বছর। জলের জন্য এই আর্টিজেন টিউবওয়েলের বিশেষ দরকার, অন্যান্য জায়গায় করা হয়েছে কিন্তু কেন এই পানিসাগর ব্লকে করা হলো না? সেখানে বলা হয়েছে সিজনেল বাঁধ। জল না থাকলে সিজনেল বাঁধ দিয়ে কি হবে? এইটা খরার বছর, জলের ব্যবস্থা করার জন্য এই সব ফাণ্ড কেন আনা হলো সেন্ট্রাল থেকে? সেই ফাণ্ড থেকে কেন এইগুলি করা হলে না?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথাটা ছিল যে আর্থিক এবং লোকবলের দরকার। যেহেতু এই সমস্ত কারণে পানিসাগর ব্লকে আমাদের পরীক্ষানিরিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না তার জন্য আমরা করতে পারি নাই। কিন্তু খরার সময় সেখানে যে কাজ হয় নাই, তা নয়। অন্যান্য কাজ হয়েছে, যেমন সিজনেল বাঁধ, টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে অন্যান্য জায়গায় যেভাবে করা হয়েছে সেইভাবে সেখানেও করা হয়েছে। একমাত্র ওভার ফ্লো টিউবওয়েল আমরা করতে পারি নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ছড়াতে জল ছিল না, নদীতে জল ছিল খরাতে যে সিজনেল বাঁধ দিব ? এইটা কি কথা বলেন ? আমি বলতে চাই যে এই বছর আপনারা যে টাকা পেয়েছিলেন সেই টাকা দিয়ে ত্রিপুরার সর্বত্র সমানভাবে দেওয়া উচিত, সেই ইচ্ছা সরকারের থাকা উচিত। সেইটা আপনারা করেন নি। আপনাদের ইচ্ছা ছিল না বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জন্য বিশেষ বিশেষ সুবিধা থাকবে এবং অন্যান্য অঞ্চল যাতে জল না পায় সেইজন্য আপনারা এইটা করেছেন ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কোন অঞ্চলের বিচার করার কথা নয়। আমার কথা ছিল খরার সময় ছড়ায় জল ছিল কি না, আমার যতটুকু মনে পড়ে যে আমরা ঐ খরার বৎসরে ৬৪ হাজার একর জমিতে এই এলাকায় সিজনেল বাঁধ পাম্পসেট, অভার ফ্লো দিয়ে আমরা বোরো ফসল করেছিলাম। যদি ছড়ায় জল না পাই, তাহলে কি করে আমরা ৬৪ হাজার একর জমিতে জল সেচ করি ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই টেষ্ট রিলিফের টাকা থেকে কি করা হলো ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২-৭৩ সনে টেষ্ট রিলিফের টাকা থেকে ৩টা নির্মাণ বাঁধ করা হয়েছিল এবং টেষ্ট রিলিফের ২১,৭৭২ টাকা খরচ করে পূর্বে ৪১টি বাঁধ হয়েছিল এবং ২৯,৯০০ টাকা পাম্পসেট ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা জিনিস, যে এখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খরা পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আবেদন নিবেদন করে প্রচুর টাকা আনলাম এবং সেই টাকা প্রয়োজন বোধে এইখানে ব্যয় হয় নাই মন্ত্রীপরিষদের ইচ্ছা ছিল না সেইটা আমার বলার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই টাকা দিয়ে এখানে আর্টিজেন টিউবওয়েল করলে অনেক কৃষি উৎপাদন বাড়তো কিন্তু করা হয় নাই, সেইটা নেগলেকটেড করা হয়েছে এবং সেই জন্য বলছি যে এখানে জলের ব্যবস্থা যা করা হয়েছে, এই খরার সময়ে বাঁধ করা হয়েছে। কিন্তু যেখানে রিসোর্স আছে বাঁধ দিয়ে জল পাওয়ার সেখানেই করা হয়েছে। কিন্তু আর্টিজেন টিউবওয়েল তো ছড়ার বাঁধ দিয়ে তার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এই সমস্ত অঞ্চল যেখানে আর্টিজেন টিউবওয়েলের প্রয়োজন ছিল সেখানে করা হয় নাই। সেই জন্য আমি বলেছি যে কেন করা হয় নাই ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যদি বলেন যে আমরা ইচ্ছা করে এইটা করি নাই তাহলে আমাদের উপর অবিচার করা হবে। কারণ আমাদের তরফ থেকে যেখানে তাড়াতাড়ি জল পাওয়ার সুবিধা যেখানে আগে অভার ফ্লো পরীক্ষানিরিক্ষা করা হয়েছিল সেখানেই করা হয়েছে, এই কথা আমি অস্বীকার করি না। তাছাড়া যততাড়াতাড়ি দেওয়া যায় সেইজন্য এই খরার সময়ে পরীক্ষানিরিক্ষা করার সময় ছিল না। এইভাবে আমরা কাজটা করেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—জিরানিয়া ব্লকে কি করে করা হয়েছে ? এত তাড়াতাড়ি কি করে বিশালগড় ব্লকে করা হলো ? অন্য সব জায়গায় হয়, পানিসাগরে হয় না ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানিনা যে আমার ভুল হয়েছে কি না। যদি মাননীয় সদস্যরা দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে ১৯৭৩-৭৪ সালের আগে কিছু কিছু কাজ হয়েছিল। একেবারেই যে হয় নাই তা নয়।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই সময় আর্টিজান টিউবওয়েল করার জন্য সমস্ত ব্লকে ব্লকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি না? গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটুকু আমার মনে পড়ে এইটা দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক সাবডিভিসনে বোরিং টেষ্ট করার জন্য খরচ সমানভাবে দেওয়া হয়। আমার যতটুকু মনে পড়ে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— উনি টেষ্ট কথা বলেছেন। টেষ্ট বলতে উনি কি বুঝেছেন।

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বোরিং টেষ্ট কথাটির অর্থ হচ্ছে জমি টেষ্ট করার জন্য প্রত্যেক ব্লকে জমি টেষ্ট করা হয় এবং সেখানে ওভার ফ্লো করা যাবে কি না সেটা দেখা হয়, পরীক্ষা করে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কি বলতে পারবেন ১৯৭২-৭৩ সালে পানিসাগর ব্লকে কয়টা জমি টেষ্ট করা হয়েছিল?

শ্রী মনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২-৭৩ সালের তথ্য আমার কাছে নাই। এই তথ্য আমি এখানে দিতে পারছি না। এইটা আমার কাছে নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, না, তাহলে এই জিনিসটা আসছে যে পানিসাগর ব্লকে টেষ্ট করা হয়নি, এবং মাননীয় সদস্য তাপসবাবু যে অভিযোগ করেছেন সেটা সত্য?

শ্রীযতুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে বিভিন্ন জায়গায় যে বোরিং টেষ্টের কাজ আরম্ভ হয়েছে সেটা একই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে, না কি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে হয়েছে? এই টেষ্ট সব জায়গায় সমভাবে করা হয়েছে কি না এবং সেখানে কোন আঞ্চলিক বৈষম্য করা হয়েছে কি না? অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোথাও দেরী করা হয়েছে কি না? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীমনসুর আলী :—আমার যতটুকু মনে হয় সব জায়গাতেই সমভাবে বোরিং টেষ্টের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। আর মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২-৭৩ সালে ৭টা টেষ্ট করেছিলাম সেখানে ২টাতে সফল হয়েছি আর পাঁচটাতে সফল হতে পারি নাই।

শ্রীযতুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত ব্লকে একই সঙ্গে বোরিং টেষ্ট করা হয়েছিল কি না? না কি কোথাও ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরী করা হয়েছিল?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেষ্ট করার যে কথাটা সেটা একই সময়ে প্রত্যেকটি ব্লকে করা হয়েছিল। কোথাও ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরী করা হয় নাই। হয়তো ১৯৭২-৭৩ সালে টেষ্ট রিলিফের বেলায় পানিসাগর ব্লকে ওভার ফ্লো শেষ করা সম্ভব হয় নি। কিংবা ১৯৭২-৭৩ সালে টেষ্ট রিলিফের কাজ শেষ হয়নি। ৭টার মধ্যে ২টা হয়েছে, ৫টা হয়নি। এই কথা তো আমি আগেই বলেছি। এটাও ঠিক যে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোথাও দেরী করা হয় নি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ভাবে বিরোধী দলের সদস্যদের আটক করা হয়েছে এটা...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি আপনার কোয়েশ্চানের নাম্বার বলুন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— এটাতে গণতন্ত্র হত্যা করা হয়েছে। এই সরকার গণতন্ত্র হত্যাকারী। তাই আমার প্রশ্ন এখানে এই সরকারের কাছে করব না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— অজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে প্রথমেই বলতে চাই যে কোয়েশ্চানে আমার নাম প্রথমে থাকা সত্বেও কেন আমাকে ডাকা হয় নি। ..

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি আপনার কোয়েশ্চান নাম্বার বলুন। আপনাকে ডাকা হয়েছিল ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমাকে আগেই ডাকা উচিত ছিল ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনাকে ডাকা হয়েছিল। আপনি শুনতে পান নি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— * * *

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনার এটা এ্যাক্সপান্স করা হবে। নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মধুসূদন দাস, তাপস দে...

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস ;— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজনৈতিক ব্যাপারে মিসা প্রয়োগ করা হবে না এই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাই বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে বিরোধী দলের নেতাসহ বিরোধী দলের সদস্যদের মিসায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাই আমি অনুরোধ করব এই মিসা আইন প্রত্যাহার করে তাদেরকে সেসনে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হোক। এবং এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমি সভা ত্যাগ করছি।

(শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাসের সভা কক্ষ ত্যাগ)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমার একটা অ্যাডজর্ণমেন্ট মোশন দিয়েছিলাম। ...আমাকে আপনি বলতে দিন আমি অ্যাডজর্ণমেন্ট মোশন এই জন্য দিয়েছিলাম যে, আমাকে বলতে দিন,

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি আপনার কোয়েশ্চান নাম্বার বলুন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমাকে বলতে দিন। আমার বলার অধিকার আছে। আমি পাঁচ মিনিট বলব।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

---

* * * Expunged as ordered by the Chair.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— অ্যাডজর্ণমেন্ট মোশন আমি এই জন্যে দিয়েছিলাম যে ২২ তারিখে চলার আগে বিরোধী দলের নেতা সহ ৬ জনকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হল ২০ তারিখে এবং আজকে পর্য্যন্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। আমি আমার বক্তব্য রাখছি এই ব্যাপারে...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি বসুন। আপনি আসুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ওকে বলতে দিন। উনি কি বলতে চান, তা বলতে দিন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এখানে আমরা দেখলাম যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কখন ? যখন বাজেট সেসন চলছে। বাজেট সেসনের আগে কথা দিয়েছিলেন লীডার অব দি হাউস যে আপনারা ফিরে যান। এখন আপনারা ফিরে গিয়ে দুর্ভিক্ষ এলাকায় চলে যান। যেহেতু আজকে ত্রিপুরাতে দুর্ভিক্ষ এবং খরা কবলিত এলাকা...

মি: ডেঃ স্পীকার :— আপনি থামুন।

অজয় বিশ্বাস :— সেখানে আমরা গিয়ে রিপোর্ট নেব এবং হাউসে সেটা পেশ করা হবে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম ? আমরা দেখলাম যে বিরোধী দলের নেতা সহ ৯জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অথচ প্রধান মন্ত্রী এবং রেডিও বলেছিলেন যে এই মিসা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না...

Mr. Dy. Speaker :— Now I shall announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House from 22-5-75.

(Interruption)

I call on Shri Bichitra Mohan Saha designated by me to move the Motion 'that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee'

(Interruprion)

Shri Bichitra Mohan Saha :— Mr. Dy. Speaker Sir, I beg to move 'that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee'.

(Interruption)

Mr. Dy. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by Shri Bichitra Mohan Saha 'that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee'.

(Interruption)

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'
I think 'AYES' have it 'AYES' have it
'AYES' have it.

The motion is carred. (Interruption)

CALLING ATTENTION

Mr. Dy. Speaker :— There are four calling attention notices to which the Ministers concerned agreed to make statement to-day.

(Interruption)

First, I would call on the Minister in-charge of the Public Works Deptt. to make statement on the calling attention notice of Shri Sunil Ch. Dutta on "২৫শে মার্চ ১৯৭৫ ইং তারিখ বগাফাতে বিদ্যুৎ কর্মী শ্রীকাহারের মৃত্যু সম্পর্কে।"

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ...

(গণ্ডগোল)

Mr. Dy. Speaker :—The House stands adjourned for fifteen minutes.

(The House met again at 1-15 P.M.)

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার কয়েকটা বক্তব্য আছে। গত ১২ তারিখে যখন আমাদের সেসান বসে সেখানে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এম, এল, এরা এলাকায় এলাকায় যাবে এবং বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যাচাই করে রিপোর্ট দেবেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখন সেটা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা এর পরিবর্তে কি দেখতে পাই যে বিধান সভা আরম্ভ হওয়ার আগেই বিরোধী দলের সদস্যদের ধরে রাখা হয়েছে। তাতে আমাদের এই ধারনাই হয় যে বিরোধী দলের নেতার তরফ থেকে কতগুলি প্রশ্ন এবং কতগুলি রিজলিউশান এই বিধান সভায় আনা হয়েছিল, বিশেষতঃ স্পীকারের বিরুদ্ধে। আমরা জানি এই বিধান সভায় সব কিছু যাচাই হবে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে মন্ত্রীসভা এবং এই গভর্ণমেন্ট, তারা সেটা নীতিগতভাবে না এনে জোরপূর্বক বিধানসভার সদস্যগণকে যারা বক্তব্য রাখবেন এবং এই বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে কিনা এটা যাচাই করার জন্য তারা এই প্রস্তাব এনেছেন। কাজেই তাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ না দেওয়ার ফলে আমি মনে করি এই বিধানসভা এবং এই মন্ত্রীসভা এই হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ঢেকে রাখার জন্য সদস্যদের আটকে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

Mr. Dy. Speaker :— The House condemns the conduct of Sarbashree Amarendra Sharma, Ajoy Biswas and Bidya Ch. Deb Barma. They should withdraw forthwith, and they should not be allowed to continue. I name Sarbashri Amarendra Sharma, Ajoy Bisway and Bidya Ch. Deb Barma.

Shri S. M. Sen Gupta :— Mr. Dy. Speaker Sir, I beg to move that Shri Amarendra Sharma, Shri Ajoy Biswas and Shri Bidya Ch. Deb Barma so named be suspended from the services of the House for the period of the remaining Session.

(The question that the motion moved by the Hon'ble Chief Minister and Leader of the House that Sarbashree Amarendra Sarma, Ajoy Biswas and Bidya Ch. Deb Barma be suspended from the services of the House for the remaining period of the session was then put and carried by voice vote.)

Mr. Dy. Speaker :— Shri Amarendra Sharma, Ajoy Biswas and Shri Bidya Ch Deb Barma are suspended for the remaining period of this Session.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টিতে একটা জিনিষ আনতে চাই যে আমার কাছে কয়েকজন সাংবাদিক অভিযোগ করেছেন যে আজকে সকালে তারা একটা সংবাদ সংগ্রহের জন্য যখন বিধানসভায় এসেছিলেন তখন পুলিশের ২ জন অফিসার, একজন এস, পি, রমেন দাস এবং আর একজন গণচৌধুরী, সাংবাদিকদের ঢুকতে বাধা দিয়েছেন এবং তাদের অপমান করেছেন বলে তারা বলেছেন। তাদের সংবাদ সংগ্রহ করতে বাধা দিয়েছেন বলে তারা বলেছেন। বিধানসভার সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য তারা যে কোন জায়গায় যেতে পারেন এবং তারা বিধানসভার ভিতরেও ঢুকতে পারেন। তাদের কাছ থেকে যে অভিযোগ এসেছে সেটা যাতে উপযুক্ত তদন্ত হয় এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতা যাতে স্বীকৃত থাকে সেটা যেন মাননীয় স্পীকার দেখেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আচ্ছা আমি সেটা দেখব।

Mr. Dy. Speaker :— I have received a resolution for removal of the Speaker, Shri M. L. Bhowmik from his office from Shri Nripendra Chakraborty, Leader of the Opposition. I would call on Shri Chakraborty, Leader of the Opposition to ask for leave of the House to move his resolution.

He is absent. So the Motion falls through.

Mr. Dy. Speaker :— On 12. 5. 75 Members Shri Samar Choudhury and Shri Nripendra Chakraborty brought to the Notice of the Presiding Officers about the entrance of Police that they were in the Lobby which they contended to be objectionable. The Presiding Officer assured the Houre that he will get the matter enquired into and report to the House of the happenings. The Marshal enauired into the matter and submitted his report that three R.S.S. Personnel entered into the canteen of the Lobby to have a glass of water due to ignorance but when it was brought to their notice by the watch & wards staff that such entrance was objectionable they at once left the premises The matter has been brought to the notice of the authority. These three R.S.S. personnel have tendered their unqualified apology. As this incidence occured due to the ignorance of the police personnel and as they had apologised the matter should not be proceeded further.

INTIMATION BY THE SPEAKER

Mr. Dy. Speaker :— I report to the House the Governor's reply dated the 24th March, 1975 to the Motion of Thanks adopted by this House on 13th March, 1975.

"Dear Mr. Speaker,

I thank you for your letter No. F. 7(8-5)-LA/75 dated the 14th March, 1975 informing me about the Motion of thanks adopted by the Tripura Legistative Assembly in regard to my Address. I take this opportunity of sending you and the Assembly by best wishes.

Yours sincerely,
L. P. Singh.
Governor."

PRESIDENT'S/GOVERNOR'S ASSENT TO THE BILLS.

Mr. Dy. Speaker :— Hon'ble Members, The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 5 of 1975) and 'The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 4 of 1975) received the Assent of the Governor on the 26th March, 1975.

Also The Tripura Land Revenue & Land Reforms (3rd Amendment) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 2 of 1975) received the assent of the President on the 12th April, 1975.

INTIMATION REGARDING ARREST OF M.L.A.s.

Mr. Dy. Speaker :— Hon'ble Members, I have received communications from the District Magistrate, West Tripura on 21. 5. 75 regarding arrest of 8 M.L.A.s viz. Sarbasri Niranjan Deb, Radharaman Deb Nath, Nripendra Chakraborty, Abhiram Deb Barma, Pakhi Tripura, Bajuban Riyan, Samar Choudhury and Anil Sarkar. I am reading the communications.

1. "Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 3 (2) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Act XXVI of 1971) to direct that Shri Niranjan Deb, Member of the Tripura Legislative Assembly be arrested and detained with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and services essential to the community in this district, under section 3(1)(a)(ii) and Section 3(1)(a)(iii) of the said Act.

Shri Niranjan Deb, Member of the Tripura Legislative Assembly was accordingly arrest at 1055 hours (time) on 21. 5. 75 from near Jagannathbari, Agartala and lodged in the Central Jail, Agartala at 1120 hours 21. 5. 75.

Yours faithfully,
Ajoy Sinha
D. M., West Tripura."

"Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 3 (2) of the Maintenance of Security Act, 1971 (Act XXVI of 1971) to direct that Shri Radharaman Debnath, Member of the Tripura Legislative Assembly be arrested and detained with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and services essential to the community in this district, under Section 3 (1)(a)(ii) and Section 3 (1)(a)(iii) of the said Act.

Shri Radharaman Deb Nath, Member of the Tripura Legislative Assembly was accordingly arrested at 0100 hours on 21. 5. 75 from his residence, Taranagar, Sidhai P. S. and lodged in the Central Jail, Agartala at 0300 hours on 21. 5. 75.

Yours faithfully,
Ajoy Sinha,
D.M., West Tripura."

Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 3 (2) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Act XXVI of 1971) to direct that Shri Nripendra Chakraborty, member of the Tripura Legislative Assembly be arrested and detained with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and services essential to the community in this district, under section 3(1)(a)(ii) and section 3(1)(a)(iii) of the said Act.

Shri Nripendra Chakraborty, member of the Tripura Legislative Assembly was accordingly arrested at 2530 hours on 20-5-75 from his residence, Banamalipur and lodged in the Central Jail, Agartala at 2345 hours on 20-5-75.

Yours faithfully,
Ajoy Sinha,
District Magistrate,
West Tripura.

Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 3 (2) of the Maintenance f Internal Security Act, 1971 (Act XXVI of 1971) to direct that Shri Abhiram Deb Barma, member of the Tripura Legislative Assembly be arrested and detained with a view to proventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and services essential to the community in this district, under section 3 (1)(a)(ii) and section 3 (1)(a)(iii) of the said Act.

Shri Abhiram Deb Barma, member of the Tripura Legislative Assembly was accordingly arrested at 0530 hours on 21-5-75 from Melarmath, Agartala and lodged in the Central Jail, Agartala at 0550 hours on 21-5-75.

Yours faithfully,
Ajoy Sinha,
District Magistrate,
West Tripura.

Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 3(2) of the Maintenace of Internal Security Act, 1971, (Aet XXVI of 1971) to direct that Shri Pakhi Tripura, member of the Tripura Legislative Assembly be arrested and detained with a view to preventing him from acting in a manner prejudical to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and services essential to the community in this district, under section 3(1)(a)(ii) and section 3(1)(a)(iii) of the said Act.

Shri Pakhi Tripura, member of the Tripura Legislative Assembly was according arrested at 0745 hours on 21.5.75 from Melarmath, Agartala and ledged in the Central Jail, Agartala at 0800 hours on 21-5-75.

Your faithfully,
Ajoy Sinha,
District Magistrate,
West Tripura.

Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 3(2) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Act XXVI of 1971) to direct that Shri Baju Ban Riyan, member of the Tripnra Legislative Assembly be arrested and detained with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintanance of supplies and services essential to the community in this district, under section 3(1)(a)(ii) and section 3(1)(a)(iii) of the said Act.

Shri Bajuban Riyan, member of the Tripura Legislative Assembly was accordingly arrested at 1400 hours on 21-5-75 from Arundhutinagar and lodged in the Central Jail, Agartala at 1500 hours on 21-5-75.

Your faithfully,
Ajoy Sinha,
District Magistrate
West Tripura.

Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 3(2) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Act XXVI of 1971) to direct that Shri Samar Choudhury, member of the Tripura Legislative Assembly be arrested and detained with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maitenance of supplies and services essential to the community in this district, under section 3(1)(a)(ii) and section 3(1)(a)(iii) of the said Act.

Shri Samar Choudhury, member of the Tripura Legislative Assembly was accordingly arrested at 0830 hours on 22-5-75 from near olympic Hotel (plaeg) and lodged in the Central Jail, Agartala at 1400 hours on 22-5-75

Yours faithfully,
Ajoy Sinha,
District Magistrate,
West Tripura.

Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 3(2) of the Maintenance of Internal Seeurity Act, 1971 (Act XXVI of 1971) to direct that Shri Anil Sarkar, member of the Tripura Legislative Assembly be arrested and detained with a vlew to preventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and services essential to the community of this district. under section 3(1)(a)(ii) and section 3(1)(a)(iii) of the said Act.

Shri Anil Sarkar, member of the Tripura Legislative Assembly was accordingly arrested at 0830 hours on 22-5-75 from near Olympic Hotel (plaeg) and lodged in the Central Jail, Agartala at hours on 22-5-75.

Your faithfully,
Ajoy Sinha,
District Magistrate,
West Tripura.

Mr. Dy. Speaker :— Next Business before the House is presentation of the Report of different Assembly Committees. First I would call on Shri Samir Ranjan Barman (interruption)

Shri Kalipada Banerjee :— স্যার, আমার কলিং এটেনশানের কি হল। কলিং এটেনশান বাদ দিয়ে আপনি এই সব পড়ছেন কেন ? আমার কলিং এটেনশান কোথায় ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— টেবিলে লে করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— টেবিলে লে করা হয়েছে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— হাঁ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কলিং এটেনশানের ষ্টেটমেণ্ট করবেন না মিনিষ্টার ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— টেবিলে লে করা হয়েছে। যে টাইমে ছিল ঐ সময় গোলমালের সময় লে করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কলিং এটেনশান মিনিষ্টার ষ্টেটমেন্ট না করলে লে কি করে করবেন। সেটা আপনি কোন আইনে করলেন আমি জানতে চাই।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি অফিসে আসবেন, আমি দেখিয়ে দেব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না না আমি অফিসে যাব না এখানে আপনি বলেছেন। সেদিন মিনিষ্টার বলেছিলেন আমি ১০ তারিখ রিপ্লাই দেব ১০ তারিখ রিপ্লাই হয়নি। আজকে এখানে আমরা হাউসে আছি। আপনি হাউসের গোলমালের সময় কি করলেন— টাইম থাকবেতো ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার : – কপি পাবেন

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার কপির দরকার নেই আমি হাউসেই চাইছি কপি। আমার রাইট আছে হাউসে মিনিষ্টার [illegible] ক্ল্যারিফিকেশান করার— মিনিষ্টার যে রিপ্লাই করবেন তার উপর কে ক্ল্যারিফিকেশান চাওয়ার আমার রাইট আছে। সেই রাইট আপনি নষ্ট করবেন কি করে ? (ইন্টারাপশান)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— যা আছে পরে দেওয়া হবে (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আপনি কে, আপনি কি হাউস কনট্রোল করবেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আপনারা বলতে পারেন আর আমরা বলতে পারব না (ইন্টারাপশান)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কলিং এটেনশানের সময় যখন ছিল তখন সেগুলি পড়া হয়েছে। যদি আপনি বলেন তাহলে আমি বলতে পারি আমার কোন আপত্তি নাই (ইন্টারাপশান)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— **কলিং এটেনশান ফিক্সড আওয়ারে ছিল, সেই সময় হয় নাই তার জন্য লে করা হয়েছে। (ইন্টারাপশান)**

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সবগুলি স্টেটমেন্ট কি এক সংগে পড়া হয়ে যেতে পারে? হতে পারে? এখানে কতগুলি ষ্টেটমেন্ট আছে? নো—এটা হয় না। যেখানে চেয়ারম্যান ডিফাই করছেন। রুলসের বাইরে কি করে যাবেন (ইন্টারাপশান)

Mr. Deputy Speaker :— Given to vote (interruption) report of different Assembly Committees (interruption)

Shri Kalipada Banerjee :— কি হল স্যার

Mr. Deputy Speaker :— First I would call on Shri Samir Ranjan Barman interruption)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমার কলিং এটেনশান সম্পর্কে আপনি কোন আইন দেখাবেন না?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— এটা ফিক্সড আওয়ারে ছিল, সেই সময় পড়া হয়ে গিয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কলিং এটেনশানের ফিক্সড আওয়ার কি?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আফটার দি কোয়েশ্চান আওয়ার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আফটার দি কোয়েশ্চান আওয়ার চীফ মিনিষ্টার স্টেটমেন্ট পড়ছিলেন তখন উরা হৈ চৈ করে চলে গেলেন। তখন আপনি হাউস এডজোর্ণ করেছেন। ইউ হ্যাভ এডর্জোন দি হাউস। এডর্জোনমেন্টের পরে যখন আপনি এসেছেন আমরাও হাউসে উপস্থিত আছি। আপনি বলছেন লে করা হয়েছে, লে করার নীতি কোথায় আছে বলুন? আইনকে বাদ দিয়ে আমাদের রুলসে কি আছে? (ইন্টারাপশান)

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :— আপনি হাউস যখন এডর্জোন করলেন তারপর আপনার বিজনেসটা কি? সেটাইতো কলিং এটেনশান, সেটাইতো এখন চলছে। এখন অন্য বিজনেস আসল কি করে? কোন রুলসে আছে আপনি দেখান, কাইগুলী আপনি রুলিং দিন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— রুলস যদি পারমিট করে তাহলে আমি চাই না। কিন্তু রুলস যদি পারমিট না করে তাহলে চেয়ারের এই ক্ষমতা নেই যে আমার রাইট্ খর্ব করে। This is my humble submission to the Chair.

Mr. Deputy Speaker :— Shri Samir Ranjan Barman.

Shri Kalipada Banerjee :— Sir, আমার কলিং এটেনশানের উপর একটা ডিশিশান দেবেনতো?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— এটার পরে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে আমার কলিং এটেনশান নাই—বাতিল? আমার কলিং এটেনশানের উপর চীফ মিনিষ্টার স্টেটমেন্ট করবেন না? —না না, আমার কলিং এটেনশানের ব্যাপারে রিড্রেস—এটা ডেঞ্জারাস থিং—একি আপনি কি করছেন?

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— স্যার, কোয়েশ্চান আওয়ারের পর কলিং এটেনশানের পিরিয়ড। যদিও এটা কলিং এটেনশানের জন্য এই সময় ছিল। কাজেই এই সময় কলিং এটেনশান বাতিল করে দেওয়া হল সেটা কোন রুলস অনুযায়ী—ডিউরিং দি পিরিয়ড অব কলিং এটেনশান?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— বাতিল করা হয়নি, এ'গুলি লে করা হয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কলিং এটেনশানের রিপ্লাই টেবিলে লে করতে হয়—দেয়ার ইজ এ সিষ্টেম, এতদিন এই সিষ্টেম ছিল না। এতদিন এই সিষ্টেম কোথায় ছিল? কলিং এটেনশানের ষ্টেটমেন্ট কোথায়? কলিং এটেনশানের কপি আমার কাছে থাকবে আমি তার উপর কোয়েশ্চান করব সেই রাইট আপনি কোন আইনে খর্ব করবেন? আমাকে জানতে হবে এখানে আজ পর্য্যন্ত কলিং এটেনশানের ষ্টেটমেন্ট কোনদিন লে করে নাই। যদিও নিয়ম আছে, ক'দিন আগে আমি এই নিয়মের কথা বলেছিও। এই ভাবে চলে না। আর সেখানে আমার য right to ask question to the Minister—তা হল না, তার জন্য কোন আইন আছে? যদি আইনের বিধান থাকে Calling Attenticn এর statement Minister must lay—that is the system, that I know. আইন দেখান।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— ঠিক আছে

Shri Kalipada Banerjee :-- Then you ask the Minister to make a statement here and let me put question to the Minister.

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আমার যে বিজনেস আছে যেটা আরম্ভ করেছি সেটা শেষ করে দিয়েই আপনার (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সেটা আপনি করবেন কেন? এজ পার রুলস—আপনি এজেণ্ডা মাফিক যাবেন। অন্য সময় যদি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তখন আপনারা বলেন যে এজ পার এজেণ্ডা। আজকে আপনারা এজেণ্ডা তুলে দিতে চান? What is this, this can't be. আর যদি এই কারণে আপনি, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের কেউই নাই এখানে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আমার কথা হল আপনারা যখন চাইছেন, সুতরাং এটা পরে পড়া হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না না, আমি চাইছি না। আইন আমাদের সেই রাইট দিয়েছে। As a Member this is my right (interruption) No no. I am not asking your mercy. কোন মার্সির কথা নয়। এখানে আমি আইনের কথা বলছি। তড়িতবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কি বলেন। সুনীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, উনারা পুরানো মেম্বারতো—আস্ক দেম—যতীন বাবুর কথা না হয় বাদই দিন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— বললামতো হবে। আচ্ছা আমি যে বিজনেসটা আরম্ভ করেছি সেটা শেষ করতে দিন।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা হাউসের মেম্বার, আপনি আমাদের প্রিভিলেজের কাষ্টডিয়ান। যদি কোথাও আমাদের প্রিভিলেজে ঘা পড়ে, সেটা আপনার দেখা দরকার। যেখানে মিনিষ্টার ইজ রেডি টু রিপ্লাই, আপনি যদি বলেন তাহলে মিনিষ্টার রিপ্লাই দেবেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— দিবেন।

শ্রীতাপস দে :— একডিং টু এজেণ্ডা এলে আমাদের এত সময়ও নষ্ট হয় না, এত কথাও হয় না স্যার। আমি আপনারক অনুরোধ করব হাউসের পক্ষ থেকে আপনি মিনিষ্টারকে রিকোয়েষ্ট করুন টু মেক ষ্টেটমেণ্ট।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—সেটা দেওয়া হবে। আমি বলছি…

শ্রীতাপস দে :—এজ পার এজেণ্ডা আপনি আসুন স্যার।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— এখন যে এজেণ্ডা পড়ছি, সেটা আগে শেষ হউক, তারপর…

শ্রীতাপস দে :— না স্যার, এটা সুরু করার আগেই এটা শেষ করুন না স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আপনার নিয়ম আপনি রক্ষা করবেন। আপনি নিয়মের বাইরে যাবেন কি করে? আপনি নিয়ম অনুসারে করবেন সেই নিয়মের বাইরে আপনি কি করে যাবেন? You cannot go beyond the rules.

শ্রীতাপস দে :— স্যার আমি মধুবাবু এবং দত্তবাবুর সঙ্গে একমত। আপনি মিনিষ্টারকে বলুন রিপ্লাই দেওয়ার জন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এজ পার বিজনেস (ইন্টারাপশান) নো নো, আমারটা আগে হবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীসমীর রঞ্জন বস্মণ……নষ্ট হচ্ছে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আপনি মোটেই দেখছেন না আমাদের জিনিসটা। আমি দুঃখিত যে আপনি কেন এইভাবে জিনিসটাকে ঘুরাচ্ছেন। আমরা যেখানে বলছি যে আপনি আমাদের কাস্টডিয়ান এবং আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। সেখানে আমাদের যদি কোন ভুল হয়, আপনি সেইটা সংশোধন করে দেবেন। আমি বসে যাব। কিন্তু আপনি আইন দেখুন, বই দেখুন। আপনাকে বলেছে, এইটা লে করা হলো কেন?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি বসুন। কথা হচ্ছে এইটা পরবর্ত্তী ষ্ট্যাজে আসছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কারণটা কি? কেন পরবর্ত্তী ষ্ট্যাজে আনছেন?

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির যে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী এইটা কি করে পরবর্ত্তী ষ্ট্যাজে আসে?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোয়েশ্চান হাওয়ারের পর কলিং অ্যাটেনশনে আসুন। এইটা কোন অধিকারে করছেন?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— বিসনেস ডিভাইস করার অধিকার আমার আছে। তারপর তো আমি বলছি—

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কিভাবে আছে স্যার বলুন? আমাদের নিয়ম কি? কোন দেশে আছে এই নিয়ম যে কোয়েশ্চান হাওয়ারের পর কলিং অ্যাটেনশন হবে না? আমি জানি আপনার রাইট আছে। কিন্তু এই রাইট নাই। কে এই নিয়ম দেখাচ্ছে?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনারা ষ্ট্যাটমেণ্ট চেয়েছেন সেইটা দেওয়া হবে। ষ্ট্যাটমেণ্ট যদি না দিতাম তাহলে বলা হতো। এইটা তো লে করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— লে করার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। লে মাস্ট। যে ষ্ট্যাটমেণ্ট চীফ মিনিষ্টার করবেন দ্যাট মাস্ট বি লে। এইটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। আপনি যদি বলেন যে রোল্‌স মত আমি করছি, আমি মেনে নেব।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটিতে যে প্রোগ্রাম প্ল্যাচ করা হয়েছে আমরা জানতে চাই যে অ্যাডজর্ণমেন্টের পরে, নরমেল বিসনেস চলবে কিনা ? যদি না চলে তাহলে মাঝে যে একটা আইটেম বাদ গেল এবং—

মি: ডেঃ স্পীকার :— তখন তো গণ্ডগোল ছিল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— তাহলে একটা আইটেম ড্রপ হলো আর বাকীগুলি ড্রপ হলো না কেন ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— হাউসের সামনে এসেছে তো। হাউসে না আসলে বলা যেতো কিন্তু হাউসে বিসনেসটা এসেছিল ঠিকমতই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : - এইটা কি আমার অপরাধ ছিল? আপনি আমার রাইটকে নষ্ট করছেন কেন ? স্যার, বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি যে রিপোর্ট আজকে দিয়েছে সেইটা ফলো করা হচ্ছে না কেন ? এখানে বলা হয়েছে প্রেজেন্টেশন অ্যাণ্ড অ্যাডাপশন অব দি বিসনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট তার জন্য ৫ মিনিট এবং তারপরই কলিং অ্যাটেনশন।

মি: ডেঃ স্পীকার :— কলিং অ্যাটেনশনটা উঠেছিল তো তারপর টাইম একটার উপর চলে গেছে সেইজন্য এখন নেকষ্ট বিসনেস এসেছে—

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আর ইউ ফর মি ?

মি: ডেঃ স্পীকার :— ইয়েস।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে স্যার, আমি বুঝতে পারছি না আপনি কেন জিদ করছেন? আপনি কেন এই সময় নষ্ট করছেন, আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কোন আইন বলে এই জিদ করছেন ? না আমি যত বলবো আইন ? কোন রাইটে আপনি এইধা করছেন ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আাস পার রাইট এইটা এসেছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : নো, রাইট হিসাবে কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে কলিং অ্যাটেনশান আসবে এবং তারপর ডিসকাশন হবে। আপনি কেন জিদ করছেন ? এর মধ্যে কত কি ? কি লাভ হবে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যখন কোন মেম্বার তার রাইট কার্টেল হচ্ছে বলে মনে করেন তখন আমরা লীডারের কাছে এইটা আশা করবো যে তিনি এইটা আইন বা যুক্তির ভিত্তিতে সান্ত্বনা বা বুঝাবার জন্য এমন একটা অ্যাটিচ্যুড নিয়ে কথা বলবেন। অনেকক্ষণ যাবত কথা হচ্ছে কিন্তু তিনি কোন কথা বলছেন না। আমরা এইটা আশা করি নি যে তিনি ধমকিয়ে বসিয়ে দেবেন। আমার মনে হলো যেন উনি ধমকিয়েছেন। যদি না ধমকিয়ে থাকেন তো ভালই। সেইজন্য আমি আপনার কাছে বললাম স্যার, তিনি যেন এর পরে বুঝাবার চেষ্টা করেন এই ধরণের আচরণ না করে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাহাকেও ধমক দেওয়ার কথা নয়। মেম্বার হিসাবে আমার একটা রাইট আছে। কাজেই, অন্যান্য মেম্বাররা যেখানে কথা বলছেন সেখানে মেম্বার হিসাবে আমারও একটা রাইট আছে কথা বলার, সেই সুযোগ আমি চেয়েছিলাম। সেই সুযোগটা আমাকে দেওয়া হচ্ছিল না বলেই আমাকে একটু উচ্চস্বরে কথা বলতে হয়েছে। এইটা অনেকের কাছে ধমকের মত মনে হতে পারে। যারা ধমক শুনে অভ্যস্ত

নন তাদের কাছে হতে পারে। কাজেই ধমক দেওয়ার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো মেম্বার হিসাবে আমার একটা রাইট ছিল কথা বলার, এইটাই আমি চেয়েছিলাম। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আইনের মধ্যে আছে কিনা যে বিসনেসটা আছে সেই বিসনেসের একটু এইদিক সেইদিক করেও সেইটা করা সম্ভব কি না, স্পীকারের পক্ষে, সেইটা এক্তিয়ারের মধ্যে কি না। যদি হয়ে থাকে তাহলে সেইভাবে কাজ হতে পারে। আর যদি সেইটা এক্তিয়ার ভুক্ত না হয় তাহলে আমাকে আদেশ করলে আমি আবার বলতে পারি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :— আপনি আবার বলুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার প্রথম থেকে পড়ছি এই কারণে যে মাননীয় সদস্যদের অনেকেই মনে করেছেন যে আমি পড়িনি। হয়তো শুনা যায় নি এইটা হতে পারে অথবা আমার ভয়েসটা ততখানি উঠে নি। যাহাই হোক মাননীয় স্পীকারের আদেশ অনুযায়ী আমি পড়ছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের সুবিধার জন্য আমি আবার প্রথম থেকেই শুরু করছি। তাহলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন আমি আমার ষ্টেটমেণ্টে কি বলেছি।

"গত ২৫শে মার্চ ১৯৭৫ ইং তারিখে বগাফাতে বিদ্যুৎ কর্ম্মী শ্রী কাহারের মৃত্যু সম্পর্কে" :--

গত ২৫-৩-৭৫ইং সকাল সাড়ে আট ঘটিকায় বগাফা পাওয়ার হাউসের শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—শান্তির বাজার আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত দারোগার নিকট এই মর্ম্মে রিপোর্ট করেন যে, পূর্ব্বদিন রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময়ে শ্রী ভট্টাচার্য্য শ্রীমনোরঞ্জন কাহারকে নিয়া মদ্য পান করার জন্য নড়াইফাং গ্রামে গিয়াছিল, তথায় উভয়েই অত্যাধিক মদ্য পান করিয়াছিল। তারপর সে তাহার বগাফা কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসে কিন্তু শ্রী কাহার নাকি আরও মদ্যপান করার জন্য তথায় থাকিয়া যায়। শ্রীমনোরঞ্জন কাহার ফিরে নাই এবং তাহার কোন হদিস পাওয়া যায় নাই। এই রিপোর্টের মূলে শান্তির বাজার আউট পোষ্টে ২৫-৩-৭৫ ইং ৬২৩ নং জেনারেল ডাইরি ভূক্ত করা হয়। স্থানীয় তদন্তে ও. সি. নিরুদ্দিষ্ট কাহারের কোন সন্ধ্যান না পাওয়ায় তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ ও গ্রাম্য চৌকিদারগণকে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইবার জন্য নির্দ্দেশ দেন। ২৫-৩-৭৫ তারিখে কাহারকে কাজে না দেখিয়া বগাফার ইলেকট্রিক এস. ডি. ও. পুলিশকে কাহারের নিরুদ্দেশের কথা জানান এবং এই কথা আগরতলা হেড অফিসেও জানান।

এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা যায় যে, গত ১৮/১৯শে মার্চ সমন্বয় কমিটির ডাকে লাগাতর ধর্ম্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে বাগাফা (নড়াইফাং) পাওয়ার হাউসের কার্য্য চালাইবার সাহায্যের জন্য আগরতলা পাওয়ার হাউস হইতে ড্রাইভার-কাম-সুইচ্ বোর্ড অপারেটার শ্রীমনোরঞ্জন কাহারকে গত ১৮-৩-৭৫ইং তারিখ বগাফা পাওয়ার হাউসে পাঠানো হয়। শ্রী কাহার ২৪-৩-৭৫ইং বগাফা পাওয়ার হাউসের কাজ যথারীতি করেন। সঙ্গী শ্রী ভট্টাচার্য্য কিন্তু ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছিলেন।

আউট পোষ্টে রিপোর্ট করার পরদিন অর্থাৎ ২৬-৩-৭৫ইং অপরাহ্ণ এক ঘটিকায় নড়াইফাং-এর চৌকিদার শ্রীনগরবাসী ভৌমিক শান্তির বাজার ও. সি.কে জানান যে, ঐদিন বেলা ১১টায় ঐ এলাকার বনমালী নমঃ নামক একজন জেলে তাহাকে জানায় যে, শ্মশান টিলার নিকট নড়াইফাং ছড়ায় একটি অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসিতেছে সে দেখিয়াছে। এই খবর পাইয়

ও. সি. আউট পোষ্টে ২৬-৩-৭৫ইং ৫৪৮নং জেনারাল ডাইরি ভুক্ত করেন, তিনি তখনই ঐ স্থানে যান এবং কতিপয় সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঐ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করেন। ইলেকট্রিকেল এস. ডি. ও. শ্রী এ. ঘোষ রায় ঐ মৃতদেহটিকে কাহারের মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করেন।

শান্তির বাজার আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত দারোগা মৃতদেহ সম্পর্কে রিপোর্টাদি প্রস্তুতক্রমে মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদ বাজেয়াপ্ত করেন। মৃতদেহের নাসিকার উপর, ডান গালের উপর ও গলার ডানদিকে সামান্য আচরের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য শান্তির বাজার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। (ইহা ২৬-৩-৭৫ইং তাং ৫৫১নং জেনারাল ডাইরী ভুক্ত করা হয়)। ও. সি. ১৫৭নং সি. আর. পি. সি. মূলে তদন্ত আরম্ভ করেন।

মৃতদেহের প্রাথমিক পরীক্ষায় হত্যা করা হইয়াছে সন্দেহে বিলোনীয়া থানায় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় একটি কেইস নেয়া হয়। শ্রীগোবধন দাস এবং ঐ পাওয়ার হাউস-এর কর্মচারী শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যাকে সন্দেহমূলে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাহাদিগকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ২৭-৩-৭৫ইং ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারবর্গের হাতে ফেরত দেওয়া হয়। তাহার বাড়ী রামনগর, আগরতলা। ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকাশ :—

"আমার মনে হয় মদ্যপানের দরুন অপ্রত্যাশিত ভাবে জলে ডুবিয়া শ্বাস রোধ হইয়া মারা যায়।" পাকস্থলী কাটার পর মদের গন্ধ পাওয়া যায়। পেটের ভিতরের অংশ (VISCERA) রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে এবং উক্ত রিপোর্টের জন্য তদন্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না।

সরকার হইতে মৃতের পরিবার বর্গকে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা সাহায্য প্রদান করা হয় এবং মৃতের বিধবা পত্নীকে পরিবারের অসহায়ত্ব বিবেচনায় পূর্ত বিভাগে এক চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিযুক্ত করা হয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে গত ২৫ তারিখ শ্রী কাহার কাজে যোগ দান না করায় এই সম্পর্কে ইলেকট্রিকাল এস. ডি. ও. অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টাল এস. ডি. ও. এই সম্পর্কে কোন রিপোর্ট পাঠিয়েছেন এখানে। তাঁর অ্যাবসেন্ট সম্পর্কে অর্থাৎ গত ২৫ তারিখ থেকে শ্রী কাহারের অ্যাবসেন্টের জন্য ডিপার্টমেন্টাল এস. ডি. ও. কিংবা সেকশন অফিসার উচ্চতম মহলে কিংবা থানায় কোন রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রী কাহারের অনুপস্থিতির জন্য ঐ ইলেকট্রিকেল ডিপার্টমেন্টের যারা উচ্চ পদস্থ অফিসার আছেন তারা থানায় সেটা জানিয়েছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রী কাহার ২৪ তারিখ এবং ২৫ তারিখ যায় নি। ২৪ এবং ২৫ এই যে দুইদিন সে কাজে যায় নি এই জন্য কোন রিপোর্ট থানায় দেয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা রিপোর্টের মধ্যেই রয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, ১৮ তারিখে শ্রী কাহার কাজে যোগ দান করেছেন। শ্রী কাহারকে বগাফা ইলেকট্রিকেল হাউসে যে সব কোয়াটার ছিল সেখানে তাকে আশ্রয় দেয়া হয় নাই। তাকে থাকতে দেয়া হয়েছিল শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। এই আশ্রয় কি পরিকল্পিত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রী কাহার কোথায় আশ্রয় পেয়েছিল এটা রিপোর্টে নেই। কিন্তু সে কাজ করেছে এবং তার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ছিলেন। যদিও তিনি নাগাতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

Dy. Speaker :— The House stands adjourned till 2-30 P.M.

মিঃ স্পীকার :—Next item of Business is the statement to be made by the Minister-in-charge on the Calling Attention Notice or Shri Kalipada Benerjee on the subject—"বিগত ২২শে এপ্রিল '৭৫ ইং সাব্রুম মহকুমা শাসকের অফিসের সম্মুখে অবস্থান রত ভূখা জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ সম্পর্কে"।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—গত ২২শে এপ্রিল (৭৫) সাব্রুম মহকুমা অফিসের সম্মুখে অবস্থানরত এক ভূখা জনতার উপর পুলিশের নির্বিচারে লাঠিচার্জ সম্পর্কে।

সমগ্র ত্রিপুরা খরা পরিস্থিতির ফলে ধান ফসলের ক্ষতি তথা জনসাধারণের কষ্ট মোকাবিলার জন্য যথা সময়েই জেলা শাসক ও বিভাগীয় শাসক; বি. ডি, ও. এর সম্মিলিত সভায় যথাবিহিত কার্যক্রম অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় শাসকগণ স্থানীয় মাতব্বরগণ ও গাঁও প্রধান গণের সংগত পরামর্শ ক্রমে নিজ নিজ এলাকায় কমিটি গঠন ক্রমে টেস্ট রিলিফ ইত্যাদি ব্যবস্থা করেন। কোন কোন এলাকায় অর্থাত পূর্ব জলেফা ও পশ্চিম জলেফার কমিটি গঠনের অন্তরায় হওয়ায় বিগত ২২.৪/৭৫ ইং কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। উক্ত এলাকা দুটিতে ২০/৪/৭৫ ইং তাং কাজ আরম্ভ হইয়া ছিল। ঐ ঐ এলাকায় যাহাতে জনপ্রতিনিধিমূলক কমিটির তত্বাবধানে সত্বর টেস্ট রিলিফের কাজ পুন: আরম্ভ করা যায় তজ্জন্য গত ২২শে এপ্রিল সাব্রুম মহকুমা শাসক সকাল ৯টায় তাহার অফিসে কয়েক জন মাতব্বর ও গাঁও প্রধানদের এক সভা আহ্বান করেন। পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে অন্তরায় দূরীভূত হওয়ায় বন্ধ টেস্ট রিলিফের কাজ পুনরায় পরদিন (২২/৪) হইতে আরম্ভ করার সাব্যস্ত হয়।

এদিকে উক্ত সভার কাজ শেষ হইতে না হইতেই প্রায় তিন শত লোক সাব্রুম বিভাগীয় শাসকের অফিসের সম্মুখে আসিয়া টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। সভায় আলোচনার সিদ্ধান্ত মত বন্ধ করা কাজ পুনরায় পরদিন হইতে আরম্ভ করা হইবে বলিয়া জনতার মধ্যে ঘোষণা করিলে জনতার একাংশ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক অচিরেই কাজ আরম্ভ করার দাবীতে মহকুমা শাসক ও সার্কেল অফিসার অফিসের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট করিতে থাকে। পুন: পুন: পরদিন হইতে কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। কিন্তু জনতা স্থান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। অপরাহ্নের দিকে আরও কিছু পরিমাণ লোক আসিয়া তাহাদের সংগে মিলিত হয় এবং জনতার সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত হয়। অপরাহ্ণ প্রায় ৫টার পর হইতে জনতা উশৃঙ্খল ব্যবহার করিতে

আরম্ভ করে। তাহারা অকথ্য ভাষায় সরকারের নিন্দা করিতে থাকে ও মহকুমা অফিসের উপর ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে। মহকুমা শাসক জনতাকে অফিস অঙ্গন হইতে সরাইয়া দিতে নির্দ্দেশ দেন। ঐ স্থানে দুই সেকশন সি, আর, পি, সমেত থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক উপস্থিত ছিলেন। সি, আর, পি, জনতাকে ছত্রভংগ করিবার উদ্যোগ করিলে জনতা অন্ধকারে ছোটাছুটি করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে থাকে। লাঠিচার্জ বা অন্য কোন বল প্রয়োগ করা হয় নাই।

স্বভাবতঃ হুড়োহুড়ির ফলে কেহ কেহ সামান্য আঘাত পাইতে পারে। ৪২ জন (১৯ জন স্ত্রীলোক সহ) লোক সাবরুম হাসপাতালে হাজির হইয়া চিকিৎসার পর ৩৭ জনকে সংগে সংগে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কেবলমাত্র ৫ জনকে (৩জন পুরুষ ২ জন স্ত্রীলোক) হাসপাতালে রাখা হয়। তিনজন পুরুষের মধ্যে ২ জনের সামান্য আঘাত, বাকী একজনের কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তথাপি সে বেদনায় কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া প্রকাশ করে। ২ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে এক জনের ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলে একটু চোট পাইয়াছিল। অন্য একজন পূর্ব্ব হইতে হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। এই স্ত্রীলোককে, যিনি হিষ্টিরিয়ায় ভুগিতেছিলেন, ২৬।৪ এ ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বাকী দুইজনকে ২৯।৪ হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ডাক্তারের মতে ৪২ জন লোকেরই আঘাত কঠিন মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার ফলে হইয়াছে। অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত এবং এলাকায় যথারীতি টেষ্ট রিলিফের কাজ চলিতেছে। ঘটনার পরেই সরকার পরিষ্কার করিয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেণ্ট দিলেন তাতে বললেন সাবরুমের ঘটনার জন্য বিলোনীয়াতে হাসপাতালে চিকিৎসা হয়েছিল. এটার কারণ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সাবরুমে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে ষ্টেটমেণ্ট তাতে তিনি বলেছেন যে লাঠিচার্জ হয় নি। এই ৪২ জন হাসপাতালে গেল, ফার্ষ্ট এড দিল, পাঁচ জন হাসপাতালে থাকেন, যদি লাঠিচার্জ না হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত লোকই কি হুড়োহুড়ি করে গর্ত্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, এই ৪২ জনই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাসপাতালের ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় তারা মাটিতে পড়ে আঘাত পেয়েছে। যদি লাঠি চার্জের ফলে কিছু হত তাহলে সেই রিপোর্টে সেটা থাকত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, অন্ততঃ দুজনের নাম আমি বলছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের চেনেন—রাজ মোহন মজুমদার, তিনি তো আর টেষ্ট রিলিফের জন্য যান নি, কিভাবে লাঠি চার্জ হয়েছে, বাজারে দোকানে গিয়ে পর্য্যন্ত মেরেছে। দোকানদার আমাকে বলেছে। রাজমোহন মজুমদার, তিনি বাজারে এসেছিলেন, তাকে মেরেছে, তিনি হাসপাতালে গিয়েছেন। কালাচাঁদ রায় একজন উপপ্রধান গাঁও সভার। তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার হাত ভেঙ্গেছে। তাহলে লাটি চার্জ হল না, কে তাদের মেরেছে? তিনি হাসপাতালে ফাস্ট এড

নিয়েছেন। তার ঘড়ি ভেঙ্গেছে। তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি তিনি ৩ জন সদস্য দিয়ে তদন্ত করান। একজন মন্ত্রী দুজন মেম্বার থাকুন। আমি সেখানে গিয়েছি, ডাক্তার আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজমোহন নাথ, রাখাল দাস, সুবোধ দাস, হৃদয়বাসী দাস, রাম বিহারী বৈষ্ণব, কৃষ্ণহরি দাস, নিরঞ্জন দাস, ললিত মোহন দাস, রমতী দাস, একটি মেয়ে, রাধারাণী বৈষ্ণব, মনীন্দ্র চক্রবর্তী, তার স্ত্রী, ভারতী নাথ, নিবারণ নাথ, কলিঙ্গা রায়, দ্বিজবালা দাস, প্রিয়বালা মজুমদার, গৌরাঙ্গ দাস, তার বয়স ৬ বছর চন্দ্র মোহন, স্বপন কুমার দাস ইত্যাদি ২২ জনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তারা সব মিথ্যা কথা বলেছে? আমি হাসপাতালে গিয়েছি। খুব একটা যে মারাত্মক আমি বলছি না। মাথা তাদের ফাটিয়েছে। কিন্তু ওরা কেন গেল সেখানে? তারা সেখানে গিয়েছিল কাজ চাইতে, খাদ্য চাইতে। খুব গরীব মানুষ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কি এর থেকে এই বুঝব যে পশ্চাদপদ সাব্রুমের জনসাধারণকে আগরতলার মত অগ্রসরমান করানোর জন্য, সাব্রুমে এই প্রথম বারের মত মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে লাঠি চার্জ করা হল?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ইট ইজ নট এ পয়েন্ট ফর ক্ল্যারিফিকেশান।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মুখ্যমন্ত্রী বলুক। কারণ তিনি অস্বীকার করছেন, বলছেন যে লাঠি চার্জ হয়নি। আমি কি এই বুঝব যে সাব্রুমের জনসাধারণকে অগ্রসরমান করানোর জন্য এই প্রথমবারের মত লাঠি চার্জ করা হল? এটা তদন্ত করবেন কি না? যে কোন মন্ত্রীকে দিয়ে করুন। দুইজন মেম্বার যান এবং সেখানে গিয়ে তদন্ত করুন, কথা বলুন, আমি যাদের নাম বলেছি, তাদের সংগে কথা বলুন, লাঠি চার্জ হয়েছে কি, হয়নি, সেখান থেকে সেটা বেরুবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কোন মন্ত্রী পাঠানোর প্রশ্ন উঠে না। মাননীয় সদস্য অনেকগুলো কথা বলেছেন, যেটা রিপোর্টের মধ্যে নেই। এখন সেই সম্পর্কে যদি আরও বিশেষভাবে তদন্ত করার কোন প্রশ্ন থাকে সেটা দেখার জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য লাঠি চার্জ সম্পর্কে যে কথা বললেন, সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কাজেই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট-এর বাইরে থেকে এই রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? কারণ যদি লাঠি চার্জ হয়ে থাকে, মাননীয় সদস্য যেকথা বলেছেন, সেটা যদি হয়ে থাকে অত্যন্ত দুঃখজনক, কাজেই আমি আশা করব এই ব্যাপারে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বাইরের লোক নিয়ে এই ব্যাপারটা তদন্ত করা হউক এবং বাস্তবিক পক্ষে লাঠি চার্জ হয়েছে কি না, সেটা বাইরের লোক থেকে যেন রিপোর্ট আসে, তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট-এর রিপোর্টের উপর নির্ভর করে হয়নি, অন্যান্যদের রিপোর্টও গ্রহণ করা হয়। কাজেই এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠে না যে এটা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট কিনা? আর যেকথা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলেছি যে এটা আবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি—ভালভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি যেসব নামগুলি উনি বললেন, তাদের সংগে আলাপ করে দেখতে পারি কি হয়েছে না হয়েছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কঠিন মাটির আঘাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে, তার মধ্যে দুইজন, একজন পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছেন, আরেকজনের (মেয়ে) তার আগে থেকেই হিষ্টিরিয়া ছিল। আর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বাজারে যাচ্ছিল, তাদেরও হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাহলে প্রশ্নটা হল কঠিন মাটির আঘাতে আঙুলে চোট লেগেছিল, না লাঠি চার্জ করার ফলে চোট লেগেছিল এটা আরও পরিষ্কার করে মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি? যিনি বাজারে যাচ্ছিলেন তার হাতটাও কি কঠিন মাটির আঘাতে ভেঙেছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ডাক্তার মানুষ, তার বিচার হয়তো রয়েছে এর মধ্যে, আমি জানিনা, তবে আমি মাননীয় সদস্য হিসেবেই জবাব দিচ্ছি যে কঠিন মাটিতে পড়ে পা-ও ভেঙে যেতে পারে এবং আঙুলও যেতে পারে, আবার পড়ে গিয়ে হাত ভাঙার ঘটনাও বিরল নয়। কাজেই এই সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে আদৌ লাঠি চার্জ হয়েছে কি না সেই সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান করার জন্য আমি বলেছিলাম যে আমরা বিশেষভাবে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এটেনশান আমি আনলাম, তিনি ঠিক ঠিকভাবে কোন খোঁজ নিলেন না। আমি আমার বক্তৃতায় ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি, তারপরও মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট এখানে করেছেন যে লাঠি চার্জ আদৌ হয়নি। আমি এইটুকু জানতে চাই স্যার, লাঠি দিয়ে পুশ ব্যাকের অর্থ কি এই নয় যে লাঠি দিয়ে ধাক্কা দেওয়া? আমাকে সেখানকার এস, ডি, ও, বলেছেন যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে ২২শে এপ্রিল তারিখে। আমি অভিযোগ করেছি যে আমার ভুখা মানুষ, খাবার চাইতে গিয়েছিল, তাদের উপর লাঠি চার্জ করেছে, আমার সেই অভিযোগের ফল হল এই আজকে তিনি এতদিন সময় নেওয়ার পর বলছেন আদৌ লাঠি চার্জ হয়নি। আমি তাই অনুরোধ করছি যে অবিলম্বে সেখানে লোক পাঠান, আজকে বা কালকে যান, তদন্ত করে দেখে আসুন এই লাঠি চার্জ যদি না হবে তাহলে এতগুলো লোক, সকলেই শক্ত মাটিতে পড়ে আহত হতে পারেনা এবং আমি নাম বলেছি যারা এই সংগে কোনরকম ভাবে জড়িত হতে পারেনা, তারা ভুখা নয়, উগ্র নয়, তারা আমাকে বলেছেন যে লাঠি চার্জ হয়েছিল এবং কেউ কেউ তার ফলে আহত হয়েছে। আমি আবেদন করছি একজন মন্ত্রী নিয়ে যান, তিনি দেখে আসুন এটা সত্যি কি না? মানুষগুলো অত্যন্ত গরীব, খাবার চাইতে গিয়েছিল, কাজ চাইতে গিয়েছিল সেখানে টেস্ট রিলিফের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—তিনি বলেছেন যে এ্যাবরাপ্‌টলী বন্ধ করে দিতে হয়েছে, ২০ তারিখ থেকে ২১ তারিখ বন্ধ ছিল, সেদিন তারা কাজ দেওয়ার জন্য গিয়েছিল, এই যেখানে ঘটনা, সেখানে সত্য খুলে বললে কি হবে? আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি, সেইভাবে তিনি তদন্ত করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বুঝতে পারছিনা লাঠি চার্জ আর পুশ ব্যাক এক কথা কি না?

শ্রীযজ্ঞপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেটমেন্ট থেকে আমরা শুনলাম যে তারা টেষ্ট রিলিফ চাইতে গিয়েছিল, সেখানে অনেকগুলো মেয়েলোকও ছিল, জেনারেলী আমরা দেখি মেয়েরা খুব বেশী একটা টেষ্ট রিলিফের জন্য যায় না। আর শুনেছি যে এখানে টেষ্ট রিলিফ আরম্ভ হয়েছিল, তারপর টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এখন তারা কি টেষ্ট রিলিফের কাজ চাইতে এসেছিল, না তার মধ্যে ভুখা জনসাধারণও ছিল, তাদের হেল্প না করলে তাদের অনাহারে থাকতে হবে? আমার মনে হয় একটা জনতা টেষ্ট রিলিফের কাজ চাইতে এসে সকাল থেকে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত, কাজ দেওয়া হবে বলার পরও তারা বসে থাকবে, আমার ধারণায় সেটা আসেনা। টেষ্ট রিলিফের জন্য যদি আসত, টেষ্ট রিলিফ কালকে থেকে আরম্ভ হবে এই আশ্বাস পেলে পরে তারা নিশ্চয়ই চলে যেত। আদার দ্যান টেষ্ট রিলিফ জন্য কোন সাহায্য তারা চেয়েছিল কিনা এবং সেই সাহায্য তাদের তাদের সেদিন ডিনাই করা হয়েছিল কিনা এই সম্বন্ধে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ক্লীয়ার কাট জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই লোকগুলো এসেছে—আগের দিনে কাজ করেছিল ওরা—যদি ধরে নিতে হয় যে তারা আগের দিনে কাজ করেছে এবং কাজ না পেয়ে—যে কথা সাহেবের মাননীয় সদস্য বলেছেন, এইভাবে যদি হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হল যে টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য, এরা ভুখা কিনা আমি জানি না। আমি আমার ষ্টেটমেন্টে বলেছি যে ওরা এসেছিল এবং কিছু লোক চলেও গিয়েছিল আশ্বাস পাওয়ার পর এবং আর কিছু লোক রয়েছে এবং কিছু লোক আবার নূতন করে এসে জমায়েত হয়েছিল, এটা স্টেটমেন্টের মধ্যে আমার রয়েছে। কাজেই সেখানে বুঝতে হবে যে যারা এসেছিল কাজ করার জন্য তারা কাজের জন্যই এসেছিল এবং যারা পরে এল নুতন করে তারা এসেছিল গোলমাল বাধাবার জন্য, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। এরা ভুখা কি ভুখা নয় সেটা আমি জানিনা। এখানে কোন প্রশ্ন উঠে না এই সম্পর্কে। আর লাঠি চার্জ্জ যেহেতু হয়নি, এটা আমি স্বীকার করব কি করে যে লাঠি চার্জ্জ? যদি সরিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে এ্যাট বেষ্ট বলতে পারেন পুশ ব্যাক করতে পারেন, এ পর্যন্ত হতে পারে। পুশ ব্যাকে লাঠি চার্জ্জ বলে না। এটা মিসআণ্ডারস্টেনডিং থাকতে পারে। লাঠি চার্জ্জ হলে যে আঘাত হত তাহলে নিশ্চয় হাসপাতালে প্রমাণ পাওয়া যেত। কিন্তু সেখান থেকে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে সেটাই আমি বলেছি এবং এর পরেও যদি কিছু হয়ে থাকে এবং যেখানে স্পেসিফিক নাম করে বলেছেন মাননীয় সদস্য, সাবরুমের আমি সে পয়েন্টটা দেখব।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, আমি এবার সদস্য হিসাবে কথা বলছি। ডাক্তার হিসাবে আমি পরে বুঝিয়ে দেব, মাননীয় মন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে পরে বুঝিয়ে দেব। কঠিন মাটির আঘাতের কথা বলা হয়েছে। সেখানে যা হয়েছিল স্যার, হাসপাতালে যখন ভর্ত্তি হতে হল তাহলে কঠিন মাটির আঘাত নয় এটা প্রমাণিত হল! কি করে সেটা ডাক্তারী মতে প্রমাণ করে দিচ্ছি। যদি কঠিন মাটির আঘাতে হয় তাহলে সেখানে একটু এব্রেশান হতে পারে—ছড় যাকল যাকে বলে সেটা একটু উঠে যেতে পারে যেটা হাসপাতাল থেকে একটু ঔষধ দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। যেহেতু তাকে এডমিশান নিতে হয়েছিল তাহলে একটু সিরিয়াস, একটু শক্ত

ব্যাপার হয়েছিল যেজন্য তাকে ভর্ত্তি হতে হয়েছিল, হয়ত ফ্রেকচার কিম্বা এই ধরণের একটা কিছু হয়েছিল। যেটা উনি বলেছেন যে হিষ্টিরিয়া, সেটা কঠিন মাটির আঘাতে হিষ্টিরিয়া হতে পারে দুনিয়ার কোন রেকর্ডে নাই। মাননীয় মন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে আপনার মাধ্যমে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে হিষ্টিরিয়ার এফেক্ট যদি আসতে হয় তাহলে একটা ওরিং এণ্ড এংজাইটিজ বা ঐ ধরণের যদি কিছু হয় তাহলেই হিষ্টিরিয়া এটাক হতে পারে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে হয়ত লাঠি চার্জ্জ হয়েছিল। আমি বলছিলাম স্যার, উরা বলেছে লাঠি চার্জ্জ হয়নি, হয়ত লাঠি চার্জ্জ হয়েছিল কিম্বা এই ধরণের কিছু একটা হয়েছিল যেজন্য সেই ভদ্র মহিলা সেখানে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। তাহলে এটাক হতে পারে। সেটা অস্বীকার করছি না। তাহলে এখন যদি আমি ধরে নিই স্যার, সদস্য হিসাবে যে লাঠি চার্জ্জ হয়েছিল সেই ভদ্র মহিলার হয়ত হিষ্টিরিয়ার একটা অসুখ ছিল সেই ক্ষেত্রে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যেখানে ডাক্তারবাবু তাকে হিষ্টিরিয়া হিসাবে ধরেছিলেন। এপ্রেশান কিম্বা এই ধরণের যদি কিছু হয়েই থাকে সেটা হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দিতেও পারে। কাজেই যেখানে তাকে ভর্ত্তি করে রাখা হয়েছিল সে ক্ষেত্রে এর থেকেই প্রমাণিত হয় সেখানে একটা কিছু হয়েছিল সেটাতে সবাই ভয় পেয়েছিল, জোরে চোট পাট হয়েছিল। কঠিন মাটির আঘাতে যেটা হয় সেটা একটু এপ্রেশানের মত বা এই ধরণের কিছু একটা হতে পারে। আর সেখানে বেশ কিছু লোক অন্ততঃ ৪২ জনের মত বলেছেন, ৪৫ জনের মত বলেছেন তারা কঠিন মাটির আঘাতে এমনি করে সেই আঘাত পেতে পারে না এটাই প্রমাণিত হচ্ছে স্যার। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু আলোকপাত করবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি আমার ডাক্তারের অভিজ্ঞতা নেই। তবে আমরা সাধারণত আমরা বাড়ী ঘরেও দেখি যে খাট থেকে পড়ে গিয়ে ঘুম থেকে পড়ে গিয়ে হয়ত তার পা'টা ভেঙ্গে যায় এবং সেটাকে যদি বলা হয় লাঠির আঘাতে হয়েছে—বলতে পারি আমরা সেই রকম দোষযুক্ত লোক হলে। আমরা বলতে পারি কারণ এই রকম আমাদের ঘর বাড়ীতেও হয় যে পাটা ভেঙ্গে যায় এবং ডাক্তার বাবুরা নিশ্চয়ই জানেন এই ধরণের কেস অনেক জায়গা থেকে আসে। আর হিষ্টিরিয়া থাকবে—ভয় পেতে পারে এবং ছোটাছুটি করতে গেলেও হিষ্টিরিয়া রোগী ভয় পেয়ে হিষ্টিরিয়া রোগীর এটাক হতে পারে এবং তাকে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে রাখা হতে পারে। তার অর্থ এই নয়, সাংঘাতিক একটা আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিল। ডাক্তার বাবুদের এটা মানবিকতা, হিষ্টিরিয়া রোগী হঠাৎ করে পড়ে গিয়েছে, তাকে কিছুদিন পরীক্ষার জন্য রেখে দিয়েছেন। এবং তারপর দেখা গেল যে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। যদি আঘাত গুরুতর হত তাহলে নিশ্চয় ছেড়ে দিতেন না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:— আঘাত গুরুতরের কোন প্রশ্ন নয়, লাঠি চার্জ্জ হতে পারে যেটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তা থেকে আমি বলছি এবং এস. ডি. ও. লোকের অফিসার তাকে আমি জিজ্ঞাস করেছি। তিনি বলেছেন পুশ ব্যাক—তিনি বলেছেন আমাকে। আমি দুটোকে এক সঙ্গে মেলাই নাই। আমাকে এস. ডি. ও. বলেছেন পুশ ব্যাক—যারা আঘাত পেয়েছে—কম আঘাত পেয়েছে, কি বেশী আঘাত পেয়েছে এই কথা আমি কখনও বলিনি। আমার কথা হচ্ছে উরা কাজ চাইতে এসেছিল ভুখা ছিল মানুষ। আর একটা কথা উনি বলেছেন—আমার প্রশ্ন ছিল ভুখা মানুষ উরা খেতে না পেয়ে ঘরে খাবার ছিল না

সেই লোকেরাই সেখানে এসেছিল। শুধু বলেছিল এই কথা যদি তোমরা কাজ না দাও, কাল আমাদের জন্য কাজ দিও, আজকে আমাদের কিছু টাকা দাও এই কথাগুলি ঠিক, তবে লাঠি চার্জ হয়েছিল। আমি কখনও এই কথা বলি নাই যে সবার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নির্বিচারে হয়েছিল সেটাকেই আমি বলছি যে লাঠি চার্জ হয়েছিল। রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছিল তাদের গায়েও আঘাত লেগেছে। কেন তাদের গায়ে আঘাত লেগেছিল সেটা দেখা হবে কিনা সেটাই ছিল আমার কথা। কিন্তু তা অস্বীকার করা হচ্ছে। এই ঘটনা অস্বীকার করে সরকারের কোন লাভ হচ্ছে না। আমার যে মানুষগুলি সরকারের কাছে কিছু চায় সেইসব মানুষকে যদি— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন, পত্র পত্রিকায় যা বলেন সবই যদি সত্য হয়, উনারা বলেন যে একটা মানুষও না খেয়ে মরবে না তাহলে মরছে কি করে? কিন্তু সেখানে ওদের ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের জন্য তাদের দুঃখের অন্ত নাই। উনি আমাকেও বলেছেন যে ৫০ লাখ টাকা দিল্লী দিয়েছে লোন হিসাবে, সেগুলি এনেছেন কার জন্য? এই লোকগুলির জন্যই তো? সেই লোকগুলি যখন খাবার চাইতে গেল তার পরিবর্তে লাঠি চার্জ! এটা মুখ্য মন্ত্রী দেখবেন কি না যে হ্যাঁ. মৃদু লাঠি চার্জ হয়েছিল: মভ আনরুলী হতে পারে, একথা বলুন যে মভ আনরুলী হয়েছিল। আমি নিজে সেখানে ছিলাম না আমি জানতে চাই যে মভ আনরুলি হয়েছিল লাঠি চার্জ হয়েছে। কিন্তু উনি বলছেন, না হয়নি; কিন্তু উনি একবার বলেছেন যে মভ আনরুলী হয়েছিল; তারপর এস, ডি, ও,কে গালাগালি করেছে, গভর্ণমেন্টকে ফিলদি ল্যাংগুয়েজ বলেছে, ইট পাটকেল ছুড়েছে। তারপরও সি, আর, পিঃগুলি এত ভাল—এমনি এই সব সর সর বলেছে, আর ওরা দৌড়ে গিয়ে গর্তে পড়েছে। সর সর বললে কেউ দৌড়ে গিয়ে গর্তে পরে, সকালে লোকগুলি এসেছিল ৬টার পরেও ছিল। সেজন্য আমি জানতে চাইছি—হ্যাঁ, ওরা আনরুলী মভ ছিল, সুতরাং লাঠি চার্জ হয়েছে। এই কথা বলা হউক যে আনরুলী মভকে রুলী করা হয়েছে, লাঠি চার্জ করা হয়েছে। আমি এই কথা বলছি না যে পশ্চাদপদ সবরুমকে অগ্রসরমান করার জন্যই লাঠি চার্জ করা হয়েছে। এই সব বললেই হয়, সত্য কথা বললেও হয়। আমি বলছি যে তদন্ত করুন। কিভাবে তদন্ত করবেন—আমি সাজেষ্ট করছি একজন মন্ত্রীকে পাঠিয়ে করা যায় না? নিশ্চয়ই করা যায়, তাতে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হবে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবাবার প্রশ্নে পুশ ব্যাক যদি হয়ে থাকে সেটাকে লাঠি চার্জ বলা যায় না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, উনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি। আমি বলেছি এস, ডি, ও, আমাকে এই কথা বলেছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রশ্ন ছিল যেটার উপর কলিং এটেনশান সেটা হল লাঠি চার্জ করা সম্পর্কে। আমি বলেছি ষ্টেটমেন্টে যে লাঠি চার্জ হয়নি। এবং যেখানে পুলিশ লাঠি চার্জ করে থাকে সেটাকে গভর্ণমেন্ট স্বীকৃতি দিতে কোন রকম কার্পণ্য করে না। সত্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা সরকার কোন সময় করেন না। গুলি করা হলে গুলি করার কথা বলা হয়। প্রেস নোটেও বলা হয় লাঠি চার্জ করা হলে লাঠি চার্জের কথাও বলা হয়। যেখানে লাঠি চার্জ হয়নি সেখানে জোর করে যদি বলান হয়—তথাপি যেহেতু মাননীয় সদস্যরা বলেছিল এই এসেম্বলীর সামনে একজনের নাম দিয়েছেন-সেটা বিশেষ ভাবে দেখা যেতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—তাহলে তো হলো না। আমার রাইট মত আমি এখানে বলেছি। আপনি বলছেন যে আপনার রাইট আছে লাঠিচার্জ হয়নি বলার। কিন্তু আমার রাইট আছে ঘটনাটার কথা বলার। কারণ আমি এই এলাকা থেকে এই কনষ্টিটিউয়েনসি থেকে এসেছি তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে। আপনি বলেছেন কারোর কাছ থেকে রিপোর্ট এনে। আমি বলছি যে হয়েছে, লাঠিচার্জ হয়েছে। আপনি এনকোয়ারী করুন। একজন মন্ত্রী পাঠিয়ে এনকোয়ারী করুন। সেখানে আপনি বলছেন যে হয়নি যখন তাহলে হবে কোথা থেকে। তাহলে কি হলো? আমি বলছি যে ঐ লোকগুলি আমাকে বলেছে লাঠিচার্জ হয়েছে কিন্তু আপনি বলছেন যে সেইটা সত্য নয়। আপনি বলছেন হয় নি. সেটাই সত্যি। আমি বলছি যে হয়েছে। এলাকার লোক বলছে যে হয়েছে। এস, ডি, ও বলছে পুস বেক। উনি বলছেন যে লোকগুলি গোলমাল করেছে তারজন্য হয়তো এস, ডি. ও বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জ করেছে। এইটা তো হতে পারে ঘটনা? আমি তো বলিনি যে এই জন্য তাদেরকে কি কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে? যে ঘটনাটা হয়েছে সেইটা না বলে সত্য কথাটাকে অন্যদিকে টার্ণ নেওয়া হচ্ছে। আমি জানতে চাচ্ছি প্রকৃত ঘটনাটা কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চেপে রাখার কোন প্রশ্ন নয়। যে কথাটা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেই কথাটার জবাব আমি দিয়েছি। এইটা চেপে রাখার প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হয়েছে যে লাঠিচার্জ হয় নি বলে আমাদের রিপোর্টে আছে। সরিয়ে দেওয়ার কথা আমার ষ্টাটমেণ্টেও আছে। সরিয়ে দেওয়ার কথা এস, ডি. ও বলেছেন এবং সেখানে লাঠি চার্জ হয় নি। কলিং অ্যাটেনশান নোটিশে যদি লাঠি চার্জের কথা না থাকতো তাহলে কোন কথা উঠতো না। তারা যদি লাঠিচার্জ হতো তাহলে অস্বীকার করবো কেন? এইটা সব জায়গায়ই স্বীকার করা হয়। লাঠি চার্জ করে পুলিশ সেইটা স্বীকার করবে না, গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করবে না এইখানে চেপে যাওয়ার কোন প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হলো যে লাঠিচার্জ হয় নি। বলতে পারা যায় পুস বেক, এস, ডি, ও বলেছে পুস বেক। পুস বেক আর লাঠিচার্জ এক কথা নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি কি বলেছি পুস বেক? আমি কি সেখানে ছিলাম? আমি ছিলাম না। তাহলে তো সত্য কথাটা আমিই বলতে পারতাম। আমার কনষ্টিটিউশনের জনসাধারণ আমাকে বলেছে। আমি গিয়েছি তারা আমাকে বলেছেন। আমি সেই আট তারিখে বলেছি যে তারা খাবার চাইতে গিয়েছিল তাদেরকে লাঠিচার্জ করা হয়েছে। সেইদিন উনি বললেন যে আমি সব জেনেশুনে কলিং অ্যাটেনশনের উত্তরটা দেবো। এখন তিনি প্রেস রিলিজের কথা বলছেন। তাহলে সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে সত্যি যা হয়েছিল তার থেকে সরে যাচ্ছেন চীফমিনিষ্টার। আমরা সেখানে কি সব বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিলাম? সি, আর, পিরা কি সব বৈষ্ণব? যে অংগুলিমাত্র সরে না? আমাকে এস, ডি, ও, বলেছে পুস বেগের কথা কিন্তু সেই এলাকার লোকগুলি বলেছে যে আমাদের লাঠি চার্জ করা হয়েছে।' ৪/৫ দিন হসপিটালে গিয়ে থাকতে হয়েছে তাদেরকে। কি রকম একটা অবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী যাহাই বলুন না কেন মাননীয় সদস্যরা সবাই বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য ছিল যে ঘটনাটা কি? সেই সময় বলেছিলেন যে আমি জেনে শুনে বলবো। আজকে বলছেন যে লাঠি চার্জ হয়নি। আমি বলেছি যে ওরা

আমাকে বলেছেন যারা ওখানকার লোক, যারা লাঠিপেটা হয়েছে তারা বলেছেন, কমবেশ যে সমস্ত লোক লাঠিপেটা হয়েছেন তারা বলেছেন। স্যার, সেই কথাটা আমি এখানে বলেছি। কারণ আমি সেখান থেকে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি, আমি সেই এলাকার লোক। আমি নিজে একজন পশ্চাদপদ মানুষ। সেই জন্য বলছিলাম স্যার, একটা ইনকোয়ারী হোক। উনি ঠিক করুন, চীফ মিনিষ্টার ঠিক করুন বা যে কোন মিনিষ্টারকে পাঠান এবং সংগে এক দুইজন মেম্বার দিন। এইটাতে অসুবিধা কি? আই ওয়ান্ট ইনকোয়ারী অ্যাস আই হেভ গট রাইট। সেইটা যদি উনি না করেন স্যার, তাহলে কি আমরা এইটাই বুঝবো যে তিনি এইভাবে রাজ্য চালাচ্ছেন লাঠি দিয়ে? তাই আমাকে বুঝতে হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যা বলেছি তার বাইরে বলার আর কিছুই নেই। আমি বলেছি ডিটেইলড ইনকোয়ারী করে, সবটার খোঁজখবর নিয়েই বলেছি। তবুও উনি নাম করে যখন বলছেন, যদি এই নামগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা না হয়ে থাকে তাহলে বরঞ্চ সেইটা করা যেতে পারে এবং ইনকোয়ারী যেভাবে করা হয় এর মধ্যে প্রশ্ন হলো যে মন্ত্রী আসবে কি আসবে না, জুডিশিয়েল কমিশনার বসবে, না ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বসবে, কে বসবে, না বসবে সেইটা না। যদি সেইটা সত্যি হয়ে থাকে, চাপানো হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেইটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন তরফ থেকে দেখবো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—আমি মেম্বার হিসাবে এই বিধান সভায় একটা কথা রাখছি আর আপনি লীডার অব দি হাউস এই কথাটা মানছেন না। কি কারণে মানছেন না বলুন তো? এই কথা আপনি জানেন যে কালী ব্যানার্জী মিছা কথা বলে না। আপনিও ব্যাপারটা জানেন। আমি জুডিশিয়েল ইনকোয়ারী ডিমাণ্ড করি নি। এতে আমাদের সম্মান বাড়বে? তাছাড়া আই হেভ গট রাইট টু ডিমাণ্ড ইনকোয়ারী। আমি ডিমাণ্ড করি যে এই মানুষগুলির উপর লাঠিচার্জ হয়েছিল কিনা তা দেখা হোক। আমার অন্য কোন কথা নেই। লাঠিচার্জের কারণ কি আমি তাও জানতে চাই না। যুক্তিকতার প্রশ্ন আমি করি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে লাঠিচার্জ করা হয়েছিল কি না? উনি যে ইনকোয়েরী রিপোর্ট এখানে দিয়েছেন এইটা কলাপাতা, এইটা একটা অসত্য রিপোর্ট।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যে আমাদের মাননীয় সদস্যদের যে ব্যাপারটা সেইটা উনি যেভাবে দেখেছেন এবং তার সেন্টিমেন্ট বিবেচনা করে উনি যে প্রস্তাব রেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অন্ততঃ মানবিক দিক বিচার করে সেই জিনিষটা বিবেচনা করে দেখবেন। কারণ তিনি যে সোর্স থেকে ইনফরমেশান নিয়ে তিনি নিজে এই হাউসে রেখেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেই ষ্টেটমেন্ট যেমন বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাদের মাননীয় ওখানকার এম, এল, এ, এবং সেইটা আমাদেরও বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ আমরা খবরের কাগজে দেখেছি এবং লোকেল ইনফরমেশন যে সমস্ত সোর্স থেকে পেয়েছেন তারা বলেছেন যে কতগুলি ক্ষুধা জনতা খাদ্যের জন্য সাবডিভিশনেল অফিসে গিয়েছিল। আর গভর্ণমেন্ট বলেছেন যে টেষ্ট রিলিফের জন্য গিয়েছিল। এই দুইটা খবর দুইটা বিতর্কিত খবর। লোকেল ইনফরমেশন পেয়ে এইখানকার কাগজ

পত্রে যেটা বেড়িয়েছে তাতে আমরা দেখেছি যে ভুখা জনতা সেখানে মহকুমা শাসকের কাছে খাদ্য চাইতে গিয়েছিল। টেষ্ট রিলিফের কথা সেখানে নেই। আর এখানে গভর্ণমেন্ট ষ্ট্যাটমেন্টে বলা হয়েছে যে না, তারা খাদ্য চাইতে গিয়েছিল। এই ব্যাপারে আমাদের কনফিউশন হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে ৩টার সময় ভুখা জনতা এখানে এস, ডি, ওর অফিস ঘেরাও করে রাখে তখন "আগামী কাল কাজ দেওয়া হবে" এই আশ্বাস দেওয়ার সাথে সাথে একদল লোক চলে যায়। তাহলে মনে হয় যারা কাজ করতে এসেছিল তারা সেটিসফাই হয়ে চলে গেল কিন্তু বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত, "কালকে কাজ হবে তোমরা চলে যাও" একটা লোকও গেল না। উনি বলছেন স্যার, তারা গেল না, আমি তা বিশ্বাস করতে রাজী নই। কারণ উনার ষ্টেটমেন্টে আমি দেখেছি উনি যা বলেছেন যে কয়েকদিন কাজ বন্ধ ছিল। আজকে বিভিন্ন সাবডিভিশনে এমন অবস্থা হয়েছে যে নো ওয়ার্ক নো ফুড। বিভিন্ন গ্রামের এমন চেহারা হয়েছে এমন কতগুলি পরিবার রয়েছে যে যাদের জায়গা নেই জমি নেই, যারা দিন মজুর। কাজেই এরা যদি কাজ পায় তাহলে খাবে, হয়তো একবেলা খাবে, দুইটাকা রোজগার করে। তা না হলে তাদের খাবারই জোটে না। আমার মনে হয় মাঝে দুই তিন দিন যে কাজ বন্ধ ছিল সেই দুই তিন দিন হয়তো তারা খায়নি। কারণ প্রত্যেক দিন কাজ পাবে তো একবেলা খাবে। যেহেতু তারা এই কয়দিন কাজ পায় নি নিশ্চয়ই তারা খাদ্যাভাবে বা অনাহারে ছিল। তাদের দাবী হয়তো ছিল যে আমাদেরকে খাইয়ে বাঁচাও। তারা টেষ্ট রিলিফের জন্য আসে নি। হয় তো "টেষ্ট রিলিফের কাজ আগামীকাল হবে আমাকে আজ খাইয়ে বাঁচাও" হয়তো তার জন্য এস, ডি, ওকে বলেছিল। হয়তো এস, ডি, ওর কোন ফাণ্ড ছিল না অথবা এস, ডি, ও, স্ক্রুটিন করেন নি যে তারা অভুক্ত। হয়তো স্ক্রুটিনি না করেই বলেছে যে ওদেরকে বসে থাকতে বলোন না, আমি কিছু দেব না। কাজেই আমার মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা মানবতার দিক থেকে বিচার করা দরকার। আর কি কারণে তিন দিন কাজ বন্ধ ছিল? যেখানে সরকার এ্যাষ্টিমেট করেছে, যেখানে কাজ চলছিল সেখানে হঠাৎ করে কেন তিন দিন কাজ বন্ধ থাকলো? যেখানে সরকার জানেন যে প্রত্যেক দিন কাজ করলে ওদের খাবার জোটে আর কাজ যদি না করে তাহলে তাদের উপোস থাকতে হয়। সেখানে তিন দিন কাজ বন্ধ রইলো। তাতে কি এই ক্রিষ্ট লোকগুলির ক্ষোভের কারণ হতে পারে না? সরকার জানেন যে তারা কাজ না পেলে এস, ডি, ওর অফিসে এসে ধর্ণা দেবেই। সেখানে যদি স্ক্রুটিনি করা হতো যে তারা উপবাস রয়েছে, তিন দিন কাজ পায় নি এবং তাদের এমন অবস্থা যে কাজ না পেলে তাদেরকে উপোস থাকতে হয়। এই সমস্ত স্ক্রুটিনি করে যদি অন্তত ওদেরকে কিছু সাহায্য দেওয়া হতো তাহলে, আমার মনে এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না। আমার মনে হয় বাছবিচার না করেই ওরা হামলাকারী, ওরা হামলা করতে এসেছে এই রকম একটা ধারণায় পরিচালিত হয়ে তারা পুস্‌ ব্যেক করুন বা লাঠিচার্জ করুন দুইটাতেই সমান অপরাধ।

একটা ভুখা লোক দুই তিন দিন খেতে পায় নাই, সে এসেছে খাবার চাইতে। কারণ সে জানে স্বাধীন দেশের লোক না খেয়ে মরতে পারে না। সরকার থেকে সাহায্য করা হয়। কিন্তু সেই সরকার যদি তাকে লাঠি পেটা করে থাকেন কিংবা সরকার থেকে যদি দোষারোপ করা হয় তাহলে আমি মনে করি সেখানে খাবার না দিয়ে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর কোন

মানে হয় না। উচিত ছিল গ্রামের মাতব্বরদের—মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেটমেন্টে আমি দেখতে পাই তখন মাতব্বরদেরকে নিয়ে এস, ডি, ও, সভা করছিলেন। তখন অন্তত গ্রামের মাতব্বরদের ডেকে এনে নিয়ে কোন কোন লোক সত্যিকারের ২ | ৩ দিন খেতে পাযনি তা স্ক্রুটিনী করে তাদেরকে কিছু কিছু সাহায্য যদি দিয়ে দিতেন তাহলে আমার মনে হয় পোচফ্রী তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া যেত। কিন্তু আমার মনে হয় না এস, ডি, ও, অফিস থেকে এমন কিছু করা হয়েছে অর্থাৎ সাহায্য পেয়েছে কিছু তারা। এই জিনিসটা মানবিক দিক দিয়ে বিচার করে ..সরকার যেখানে ত্রানের ব্যবস্থা রেখেছেন, সেই ত্রানের ব্যবস্থা যদি হয়েও থাকে তাহলে আমি মনে করি এই যে লাঠি পেটা হয়েছে কিংবা তারা যে হামলা করেছে সেটা রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে এটার একটা তদন্ত করা দরকার আছে এবং এটার মানবিক দিক বিচার করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই সেখানকার স্থানীয় এম, এল, এ সেটমেন্ট থেকে এখানে যে কথাটা রেখেছেন হাউসে তখন তিনি সেখানে বর্তমান ছিলেন—যদিও তিনি সেখানে ছিলেন না ঘটনার সময় তারপরে তিনি সেখানে তদন্ত করে এসেছেন নিজে। কাজেই তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তারা হামলাকারী ছিল? সরকারের এই রিপোর্ট তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব কোন কর্মচারী মারফতে এটার তদন্ত না করে কোন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে কমিটি করে প্রকৃত কি ঘটেছিল সেটা যেন তদন্ত করে দেখা হয় এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের কোন ঘটনা যাতে আর কোনদিন না ঘটতে পারে সেটার বিষয়ে সতর্ক থাকার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। যদি এরকম কোন ঘটনা ঘটে তাহলে সেটা আমাদের দেশের শান্তি এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং সেই সঙ্গে আইন শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে বিরাট ডিসকাশন করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা এত বেশী সময় আপনারা নিচ্ছেন যে তাতে বাজেট ডিসকাশনের সময় কমে যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এটার জন্য প্রচুর সময় দরকার আছে। কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মেটার। এটাতে সকলেরই অংশ গ্রহণ করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে ভুখা লোক নয়, কিছু লোক গিয়েছিল কাজ চাইতে। কিন্তু কাজ চাইতে কারা যায়? যাদের খাবার মত সামর্থ নেই। যারা খেতে পারছে না। তাহলে ভুখা এবং কাজ চাওয়া দুটো কথার তফাৎ কোথায়? আমরা জানি আজকে সারা ত্রিপুরাতেই দুর্ভিক্ষ অবস্থায় রয়েছে। সাব্রুম বাদ দিয়ে তো আর ত্রিপুরা নয়? আর তাছাড়া আমরা জানি যে ত্রিপুরার অন্যান্য এলাকা থেকে সাব্রুম একটু ব্যাক ওয়ার্ড এরীয়া, গরীব মানুষ সেখানে বেশী। সুতরাং দুর্ভিক্ষ অবস্থায় বেলাতে সেখানে সাব্রুমের মানুষ, তারা যখন কাজ চাইতে আসে খেতে পায় নি বলেই। কাজেই কাজ চাইতে এসেছিল ভুখা লোক নয় এই কথা দুটির মধ্যে কোন সুবুদ্ধি কাজ করছেন বলে আমার মনে হয়

না যারা এই রিপোর্ট তৈরী করে দিয়েছেন। একটা অঞ্চলের অসহায় লোকেরা অফিসে কাজ চাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিল তখন সেখানে তাদের ৫ | ৭ টাকা কিংবা চিড়া মুড়ি দিয়ে বিদায় করা যেত। এবং এই ৫ | ৭ টাকা কিংবা চিড়ে মুড়ি দিয়ে তাদের বিদায় করার দরকার ছিল বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয় অনেক জায়গায় এই ধরণের বিক্ষোভ জানাবার জন্য বি, ডি, ও, অফিস কিংবা এস,ডি,ও অফিসে গিয়েছিল। আমরা সেখানে টেক্টফুল্লি বুদ্ধি খরচ করে বিদায় করেছি। আমি বিশালগড়, মোহনপুরের কথা জানি। টেষ্ট রিলিফ দাবী করার জন্য লোক সেখানে গিয়েছিল। আমরা তখন কাজের আশ্বাস দিয়ে হোক কিংবা অন্য কিছু দিয়ে হোক তাদের ম্যানেজ করেছি। সেই জায়গায় মানুষ শুধু ওদের হামলাবাজী করার জন্য এসেছিল সেটা মনে করার কোন কারণ নাই। অন্য দিক থেকে আন্দোলন ষ্টেটমেন্টে নেই। যেন এস, ডি, ও কিংবা কারোর মাথা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে কিংবা চেয়ার-টেবিল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এই রকম কোন কিছু ষ্টেটমেণ্টে নেই। কিংবা তারা কাচের দরজা জানালা ভেঙ্গেছেন এমন কোন কথারও উল্লেখ নেই। এই ভুখা মানুষ—আমি তাদের ভুখা মানুষ বলছি এই জন্যে যে এস, ডি, ও, অফিসে তারা এসেছিল কাজ চাইতে। আমি বলব যে হয়তো খেতে না পাওয়া জীব কিংবা ক্ষুধার যন্ত্রনায় তারা হয়তো নরম্যাল ছিল না, হয়তো তখন তারা কোন বেফাঁস কথা কিংবা বেফাঁস উক্তি করতে পারে, তার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাদের লাঠি পেটা করেছেন সেটা হাজার হাজার মানুষও জানে। আমাদের প্রতিনিধি তিনি সাবরুমের লোক, তাকে সাবরুমের মানুষেরা বলেছে। আর আমাদের সঙ্গে সব সময়ই সাবরুমের লোকের দেখা হয়। ওরা সু-নাগরিক, ভদ্রলোকের সন্তান। সুতরাং তারা মিথ্যা কথা বলেছেন এরকম কোন ধারণা করার মানে হয় না। আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ছাড়া সাবরুমের হাজার মানুষের কাছে এই কথা শুনেছি। সুতরাং তারা মিথ্যা বলেছেন এটা আমার মস্তিষ্কে আসে না। সুতরাং ওখানকার মাননীয় এম, এল, এ, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের কাছে যা শুনেছেন তাই বলেছেন এবং এটার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তিনি চেলেঞ্জও জানিয়েছেন। লাঠি আর বন্দুক এবং সঙ্গীনের জোরে যিনি নিজেকে পরিষ্কার করে সময় মত বেরিয়ে আসার জন্য কিংবা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের অক্ষমতা ঢাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন হাজার হাজার লোকের কথা সত্য নয়, তাহলে তিনি অপকর্মকে ঢাকছেন। এবং এই ঢাকার ফলে কি হবে? ওরা ভবিষ্যতে এই রকম জনতার উপর হামলা করতে সাহস পাবে। সুতরাং আমি মনে করি ওদেরকে আড়াল করার কোন যুক্তি আছে আমি বুঝতে পারছি না। কোন আন্দোলন সেখানে কাজ করছে কিংবা এই ধরণের কোন ইঙ্গিত আছে, সেখানে এই রকম আমি কিছু দেখতে পারছি না। সুতরাং তিনি যদি মনে করেন যে আমার পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের যদি একটি সত্য ঘটনা বেড়িয়ে যায় তাহলে পুলিশের মর্যালিটির খবর বেড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ একটা সত্য ঘটনার জন্য অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে তাহলে খুবই খারাপ হবে। এই জন্য যদি অসত্য দিয়ে ঢাকা হওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটা অবলোকিত হবে বলেই আমি মনে করি। আমি আশা করি সেখানে সত্য বের করে আনার চেষ্টা করা হবে।

Mr. Speaker :— Next, I would further call on the Minister-in-charge Home Department... ... ...

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— কিন্তু স্যার, আমারটার এই ব্যাপারে তো কোন আশ্বাস পাই নি।

মিঃ স্পীকার :— এ ব্যাপারে আশ্বাস দেয়া হয়েছে উনি এটা দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :— Next I would call on the Minister-in-charge of the Home Department to make statement on the Calling Attention notice of Shri Chandra Sekhar Dutta & Shri Achaich Mog : গত ৪-৫-৭৫ ইং বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তার মিঃ দাসকে বাড়ীতে ডাকিয়া নিয়া আক্রমণ করিয়া আহত করা সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনাটি ৭ঠা মে হয় নাই। ঘটনাটি ৫ই মে তারিখের। গত ৫.৫.৭৫ ইং তারিখে বিলোনীয়ার এস. ডি. এম. ওর বিলোনীয়া থানায় লিখিত অভিযোগে প্রকাশ যে, গত ৩০-৪-৭৫ ইং সকাল ১০-৫ মিঃ, বিলোনীয়ার আমলা পাড়া নিবাসী অমল দত্তের স্ত্রী (প্রসূতি) শ্রীমতি নমিতা রায়কে বিলোনীয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রসব বেদনা কম থাকার দরুন তাহাকে ২৪ ঘণ্টা অবজারভেশানে রাখিয়া পরদিন সকালে ১০টায় প্রসব বেদনা বাড়ানোর জন্য Syntocin dri pদেওয়া হয়। রাত্র ১০-২০ মিঃ এস, ডি, এম, ও, ডাক্তার দাসের উপস্থিতিতে 2nd Madical Officer ডাঃ শঙ্কর মজুমদার শ্রীমতি রায়ের প্রসব করান। প্রসব স্বাভাবিকই হইয়াছে। নবজাত পুত্র সন্তানটি ও প্রসুতির অবস্থা ভাল থাকায় শ্রীমতি রায়কে ৩-৫-৭৬ ইং তারিখে হাসপাতাল হইতে ছুটি দেওয়া হয়।

পরদিন ৪-৫-৭৫ ইং ৯-৩০ মিঃ শিশুটির বাবা অমল দত্ত আসিয়া ডাক্তার দাসকে জানায় যে, ঐদিন সকালের দিকে শিশুটির একবার খিচুনী হইয়াছে এবং ডাক্তারকে বাসায় যাইয়া শিশুটিকে দেখিয়া আসার জন্য অনুরোধ করেন। ডাক্তার শ্রীদত্তের বাসায় যান এবং পরীক্ষা করিয়া কোন কিছু খারাপ দেখিতে পান নাই। শিশুটিকে ডাক্তারের সাক্ষাতেই খাওয়ানো হয় এবং ডাক্তার বাবু ফিরিয়া আসার সময় শিশুটির মা ও বাবাকে বলিয়া আসেন যে, যদি খারাপ কোন লক্ষন দেখা যায় তৎক্ষনাৎ যেন পুনরায় ডাক্তারকে জানানো হয়। কিন্তু ঐদিন ডাক্তারকে শিশুটির সম্বন্ধে কোন কিছু জানানো হয় নাই। পরদিন ৫-৫-৭৫ ইং বেলা প্রায় পৌনে বারটার সময় শ্রীঅমল দত্তের ভাই বিপ্লব দত্ত হাসপাতালে আসিয়া জানান যে, শিশুটির অবস্থা খারাপ, ডাক্তার যেন শিশুটিকে দেখিয়া আসেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দাস অমল দত্তের বাড়ী যান এবং দেখেন যে, সবাই জড় হইয়া উঠানে কান্না-কাটি করিতেছেন। শিশুটি মারা গিয়াছে। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া শ্রীদত্ত ও তাহার বৃদ্ধা মাতা ডাক্তার দাস ও হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীর উদ্দেশ্যে অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করিতে আরম্ভ করেন। এরপর শ্রীঅমল দত্ত উঠান হইতে একটি কাঠ কুড়াইয়া নিয়া ডাক্তার বাবুর উরুর পেছন দিকে আঘাত করে, ফলে শরীরের ঐ স্থানটি কাটিয়া যায়। এই অবস্থা দেখিয়া সেখানকার বাসিন্দা জনৈক শ্রীসুশান্ত সিংহ রায় ডাক্তারকে আগলাইয়া বাড়ীর গেট পর্যন্ত নিয়া আসেন। এই পরিস্থিতিতে ডাক্তার-বাবু হতভম্ব হইয়া পড়েন। সবাই তাহাকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। ডাক্তারবাবু যখন তাহার স্কুটারে উঠিতে আসেন তখন অমল দত্তের ভাই ছুটন দত্ত তাহাকে থামাইয়া

গালাগাল দিতে থাকে এবং তাহাকে আক্রমন করিতে উদ্যত হয়। এই সময় স্থানীয় সুধীর বিশ্বাসের স্ত্রী শ্রীমতি নিভা বিশ্বাস ছুটন দত্তকে ধরিয়া ফেলে এবং ডাক্তারবাবুকে তাড়াতাড়ি সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। অমল দত্তের বাবা অবসর প্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার শ্রীবিজয় দত্তও তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রে প্রায় ১টায় থানার ও, সিকে সমস্ত ঘটনাটি জানানো হয় এবং ঐ রাত্রেই পুলিশ শ্রীঅমল দত্তকে গ্রেপ্তার করেন। শ্রীদত্তকে জামিন দেওয়া হয় নাই। বিলোনীয়া থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫/৫০৬ নং ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ৫)৭৫ নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে। অতএব মোকদ্দমার খাতিরে অধিকতর বিবরণ দেওয়া সুবিধা হইল না শ্রীদত্তকে জামিন দেওয়া হয় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, কেসে যে ষ্টেটমেন্ট করেছে সে ছুটন দত্ত ডাক্তারকে মেরেছে। ছুটন দত্তকে এরেষ্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টেটমেন্টে যতদূর দেখা যায় গালাগাল পর্যন্ত বলা হয়েছে, হয়ত মারধোর পর্যন্ত করা হয়েছে। তাকে বোধ হয় এরেষ্ট করা হয় নি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত : – পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, অমল দত্ত কি সাধারণ লোক না সরকারী কর্মচারী।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটুকু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে তাতে তিনি সরকারী কর্মচারী।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে এবং সাসপেণ্ড হয়েছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা স্বাভাবিক যে ২৪ ঘন্টার বেশী জেল হাজতে থাকলে সাসপেণ্ড হয়। খুব সম্ভবত পাবলিসিটিতে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত : –পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, খুব সম্ভবত কথাটা বুঝতে পারলাম না আমি স্পেসিফিক জানতে চাই কোন ডিপার্টমেনটের এমপ্লয়ী।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পাবলিসিটিতে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আমি যতদূর জানি এই অমল দত্ত আগেও প্রচার বিভাগে কাজ করত, আগেও একবার রুল ৫-এ চাকুরী গিয়েছিল অথবা সাসপেণ্ড হয়েছিলেন। আবারও এরকম ঘটনা করেছেন এই কর্মচারী, এমত অবস্থায় আমাদের বিলোনীয়ার খুব ভালো ডাক্তার স্যার, তাঁর খুব সুনাম আছে এবং তার মরাল ব্রেক ডাউন করে দেওয়া হয়েছে স্যার। তিনি এখন আর বাইরে কোন রোগী দেখতে সাহস পান না। এটা বিলোনীয়ার জন্য খুব ক্ষতিকারক। ডাক্তার হিসাবে এইভাবে অপমানিত হওয়া একজন সরকারী কর্মচারীর হাতে, যার জন্য বিলোনীয়ার মানুষ ডিপরাইভ হচ্ছে ডাক্তার থেকে। আমি বলছি স্যার, একবার রুল ৫-এ চাকরী গিয়েছে আবার চাকরী পেয়েছে, আবার এমন করছে যে বিলোনীয়ার মানুষ ডাক্তার হতে ডিপরাইভড হচ্ছে। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশেষভাবে তদন্ত করে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :—কোর্টে' কেস আছে, পুলিশ কেস।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সাবরুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সশস্ত্র গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণ সম্বন্ধে।

বিগত ৩রা মে ১৯৭৫ইং আনুমানিক বেলা ১১টার সময় সাবরুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্র ধর্মঘট করিবার অভিপ্রায়ে অন্যান্য ছাত্রদের ধর্মঘটে যোগদানে বাধ্য করিতে চেষ্টা করে। ধর্মঘটে অনিচ্ছুক ছাত্ররা ইহাতে বাধা দিলে দুই দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ধর্মঘটী কিছু ছাত্র বিদ্যালয়ের বাহিরের কতিপয় সি, পি, এম পন্থী ব্যক্তির সহায়তায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে এবং একজন শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্রকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে।

সর্বমোট ৯ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় এবং হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়। ৭ জনকে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। থানায় দুইটি মামলা রুজু করা হইয়াছে এবং বিষয়টি এখন পুলিশের তদন্তাধীন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—অ্যারেষ্ট হয়েছে কেউ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাপ্ত সংবাদে অ্যারেষ্টের কথা জানা যায় না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই কথা কি জানা আছে যে উদয়পুর থেকে একটা ছেলে গিয়ে গোলমাল করেছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায় যে বাইরের কিছু লোক এই সংঘর্ষের সময়ে গিয়েছিল।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশান ছিল ধর্মনগর ডি, এন, বিদ্যামন্দির সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার : –ইট ইজ ষ্টিল প্রারিফিকেশান।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : স্যার, আমার একটি কলিং অ্যাটেনশান ছিল, আজকে আমি দিয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার :—দ্যাট হ্যাজ বীন ডিস এলাউড বাই মী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কেন স্যার?

মিঃ স্পীকার :—দ্যাট ইজ নট অ্যাকর্ডিং টু রুল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, রুলটা যদি আপনি বলে দেন তাহলে কি অসুবিধা হয়েছে—

মিঃ স্পীকার :—অনুগ্রহ করে যদি আপনি আমার চেম্বারে যান তাহলে বলে দেব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—(হাস্য) চেম্বারে স্যার? আমি সরকারী ত্রাণ ব্যাবস্থা সম্পর্কে কলিং অ্যাটেনশান দিয়েছি। এটি কি করে রুলের বাইরে হতে পারে—

মিঃ স্পীকার :—যে বিষয়ে আপনি কলিং অ্যাটেনশান দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে এটা আলোচনা হয়েছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি জানি আমি বাজেট ডিস্‌কাশনে সুযোগ পাব। কিন্তু হাউসে শুধু এই বিষয়ের উপর কলিং অ্যাটেনশানে একটি ষ্টেটমেণ্ট করলে আমরা জানতে পারি এই বিষয়ে সরকারী বক্তব্য পত্রপত্রিকায় আমরা যা দেখি সেটি ঠিক নাও হতে পারে। আমরা এলাকায় ঘুরে এসেছি এবং দেখেছি সেখানে টাকা নাই সরকারী অফিসে। এদিকে মন্ত্রীরা বলছেন এত লক্ষ টাকা দিয়েছি। এটি আমাদের রাইট একটি ষ্টেটমেণ্ট চাওয়া। আমি সেদিনও আলোচনা চেয়েছিলাম। কিন্তু মিনিষ্টার কি আমাদের আলোচনার কোন জবাব দিয়েছিলেন ?

মিঃ স্পীকার :—সো ফার অ্যাজ আই ক্যান রিমেমবার অনারেবল চীফ মিনিস্টার এর উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্রীযন্থুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একই সাবজেক্টের উপর আমি একটি কলিং অ্যাটেনশান দিয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার :—সেদিন চার ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে ফুড ক্রাইসিসের উপর।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—আগে যেটা হয়েছিল সেটা পৃথক। আমরা বলেছি বর্ত্তমানে খরা পরিস্থিতিতে ত্রাণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সম্পর্কে। ইট ইজ নট দি সেম সাবজেক্ট।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ইট ইজ নট দি সেম সাবজেক্ট। আপনাকে দেখতে হবে আইন মতে হচ্ছে কিনা

মিঃ স্পীকার :—রেভিনিউ মিনিষ্টার আপনাদের রিপ্লাই দিয়েছিলেন

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—না, না, তিনি দেন নি। ইউ আর কার্টেলিং আওয়ার রাইট স্যার।

মিঃ স্পীকার :—No, I have not curtailed your right by disallowing the Calling Attention Notice. Minister concerned replied to this matter.

Shri K. P. Banerjee :—Minister concerned never replied. কেন হল সেটা ? আইনমতে কাটলে কাটুন, কিন্তু আইনের বাইরে নয়।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—সেদিন ছিল ত্রিপুরায় ভয়াবহ খরা ও খাদ্য পরিস্থিতি সমপর্কে। সেদিন যেটা আলোচনা হয়েছিল সেটি হয়েছিল ব্যবস্থাটি সম্পর্কে। কিন্তু এর পরবর্তী কালে সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছেন আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা সমপর্কে আমরা একটি ষ্টেটমেণ্ট চাই। সেদিন আলোচনা হয়েছিল। কাজেই আমি জানতে চাই যে ঐ আলোচনার পরে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রীযন্থুপ্রসন্ন ভটাচার্য :—যে কারণে এটা ডিস্‌এলাও করেছেন সেটা সেই কারণ নয়। সেদিন ছিল ফুড অ্যাণ্ড ড্রট মেজারের উপর। কিন্তু আমরা বলেছি রিলিফ মেজারের উপর। কাজেই ডিফারেণ্ট সাবজেক্ট। কাজেই আপনি এটা পুনর্বিবেচনা করুন।

মিঃ স্পীকার :—আমার বক্তব্য হচ্ছে সাবজেক্ট ম্যাটার একই। লেট মী সী দি নোটিশ।

Mr. Speaker—Now, I would request the Hon'ble Member Shri Samir Rn Barman to present before the House the 9th Report of the Committee on petitions.

Shri Samir Rn. Barman—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the 9th Report of the Committee on Petitions.

Mr. Speaker :—Next, I would eall on Shri Tapas Dey, Member of the Committee on Delegated Legislation to present before the House the first Report of the Delegated Legislation Committee.

Shri Tapas Dey—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the first report on the Committee on Delegated Legislation.

Mr, Speaker :— Next I would call on Shri Kalipada Banerjee to present before the House the 1st Report (joint) of the Committee on Estimates & the Public Accounts Committee.

Shri K. P. Banerjee :— Mr. Speaker, I beg to present before the House the 1st Report (joint) of the Committee on Estimates & Public Accounts Committee.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members are requested to collect the copies of the Report from the 'NOTICE OFFICE'.

Mr. Speaker :— Next business before the House is laying of Finance Accounts, Appropriation Accounts and Audit Report for 1972-73. I would request the Hon'ble Chief Minister to lay these on the Table of the House.

Shri Sukhamoy Sengupta :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House a copy of (1) Finance Accounts for 1972-73, (2) Appropriation Accounts for 1972-73 and (3) Report of the Comptroller & Auditor General of India for 1972-73.

Mr. Speaker :— Members are requested to collect the copies of the Finance Accounts, Appropriation Accounts and Audit Report from the Notice Officer.

Next business before the House is the motion for granting of extension of time for presentation of the Report of the Committee on Privileges. Now, I would call on Shri Sunil Chandra Dutta, Chairman of the Committee on Privileges to move the resolution.

Shri Sunil Chandra Dutta :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the time for presentation of the report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Nripendra Chakraborty,

M. L. A., against the Inspector General of Police, Tripura, Superintendent of Police, West Tripura and Officer in-charge of Kotwali, Agartala as referred to the Committee on 18-3-75 for investigation, examination and report be extended upto the next Session.

Mr. Speaker :— Now, question before the House is the motion moved by Shri Sunil Chandra Dutta, "that the time for presentation of the report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Nripendra Chakraborty M.L.A , against the Inspector General of Police, Tripura, Superintendent of Police, West Tripura and the Officer in-charge of Kotwali, Agartala as referred to the Committee on 18-3-75 for investigation, examination and report be extended upto the next Session".

(It was put to voice vote and carried.)

Mr. Speaker :— Next business before the House is General Discussion on the Budget Estimates for the year 1975-76.

Before general discussion begins, I would like to request the Chief Whips of both the ruling & opposition parties to give me a list of members of their parties who would like to participate in the general discussion to enable me to allot time for each member.

Now, I would request Shri Jitendra Lal Das to open the general discussion on the budget estimates for 1975-76.

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসের সামনে ১৯৭৫-৭৬ সালের যে ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে এক কথায় বলা যায় গতানুগতিক যেমন চলছে, চলবে এই রকম একটা কিছু। এই বাজেটকে গতানুগতিক বলছি এই কারণে যে সাধারণতঃ আমাদের এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কতকগুলি মূল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে আমাদের বাজেট নির্ধারিত হয়। প্রথমতঃ হচ্ছে কৃষি সম্পর্কিত ব্যাপার, আর দ্বিতীয়ত: হচ্ছে শিল্পের ভিত্তিতে কর্ম সংস্থান। তাছাড়া আজকে যে ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে এই বাজেট কতটুকু কার্য্যকরী হবে তা অত্যন্ত সন্দেহজনক। তাছাড়া বর্ত্তমান সময়ে দেশ যে একটা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে, তাতে আমরা জানি যে একটা রাজ্য সরকারের ক্ষমতাই বা কতটুকু। আজকে আমাদের এই রাজ্যের কৃষির ক্ষেত্রে শিল্পের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেকার এবং কর্ম্মহীনদের কর্ম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রসর একটা বাজেট করে নিতে পারে, কত পার্সেন্টাইজ মৌলিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সেই বাজেট কার্য্যকরী করা হয় তার উপরেই সেই বাজেটের কার্য্যকরীতা বিবেচনা করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে আমি যদি বর্ত্তমান খরা পরিস্থিতির কথাই ধরি—গত মাস খানেক এবং তার পরে খরা হওয়ার ফলে আমাদের এই রাজ্যে যে প্রচণ্ড একটা অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, সেই অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে যে সরকার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ভিত্তিতে যে অবস্থা সেই অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটলে আজকের দিনেও আমাদের রাজ্যের সরকার বর্ত্তমান

দুরবস্থাকে মোকাবিলা করার জন্য, একটা খরা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য একটা সামান্যতম পার্সেন্ট্যাইজ প্রতিরোধও তারা করতে পারেন নি এটাই প্রমাণিত হয় এই অবস্থার মধ্য দিয়ে। অথচ আমাদের রাজ্যে ইরিগেশনের বা সেচের ব্যবস্থা করার মত, ব্যাপক ভাবে সেঁচ ব্যবস্থা পরিকল্পনা সৃষ্টি করার মত কোন অসুবিধা আছে,জলের অভাব আছে এমন কোন অবস্থা নেই। এখানে প্রচুর জলের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমরা যদি বলতে পারতাম এত পার্সেন্ট জমিকে ত্রিপুরা রাজ্যে ফসল আমরা গ্যারান্টি করতে পারি, প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূলতা প্রতিকূলতা যা কিছু আসুক তার ভিত্তিতেই আমরা করতে পারি। কিন্তু আমাদের সরকার ত্রিপুরার সেই অবস্থা তারা করতে অক্ষম হয়েছেন এবং একটা পার্সেন্ট্যাইজও তারা সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে পারেনি। এবং না আনতে পারার ফলেই আজকে যে কোন একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে আমাদের রাজ্য একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। সেখানে বার বার খরাও দেখি, বন্যাও দেখি এবং বন্যাও খরার মোকাবিলায় সরকারের পরিকল্পনা এবং তার পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাজেট সেই বাজেটের কার্য্যকারীতা প্রমাণিত হয়। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলছি যে বাজেট গতানুগতিক। খাদ্য নীতি সম্পর্কে আমি বলি, আজকে আমরা জানি যে আজকে চালের দর ত্রিপুরায় ৪ টাকা। কোন সময় বাড়ে, কোন সময় কমে। তবে এখন ৪ টাকার কম। তবে আগরতলা সহরে ৪ টাকা পর্য্যন্ত চালের দর উঠেছে। এবং বিভিন্ন জায়গায় ৩ টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা, চার টাকা এরকম আছে, এটা একেবারে অস্বাভাবিক। কিন্তু সরকারের যে খাদ্য নীতি, আজকের দিনে যদি সরকার একটা রাজ্যে বিক্রয়যোগ্য যে ধান, মার্কেটেবল যে সারপ্লাস বিক্রয়যোগ্য যে বাড়তি ধান, এই খাদ্য যদি সংগ্রহ সরকার করতে না পারেন তবে বর্তমান সময়ে খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভবপর নয়। ত্রিপুরা সরকার ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা তারা করেছিলেন। কিন্তু সেই ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য তারা সংগ্রহ করতে পারেন নাই। পারেন নাই এই জন্য, সরকারের খাদ্য পলিসি ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করার পক্ষে—এই রাজ্যে ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করা যায় না এই কথা ঠিক নয়, কিন্তু সরকারের খাদ্য পলিসির ত্রুটি জন্য এত খাদ্য সংগ্রহ হয় নি। সরকার নির্ভর করছেন ডিস্ট্রেস্‌ড শ্রেণীর উপর। বছরের মরশুমের প্রথম ভাগে যে খাদ্য আসে আমাদের দেশের কৃষকেরা তারা গরীব কৃষকই হউক, আর মাঝারী কৃষকই হউক সেই সমস্ত কৃষকেরা তাদের সারা বছরের খোরাকী না থাকলেও মরশুমের প্রথম ভাগে তারা বিভিন্ন দুরবস্থার জন্য —খাজনা, ঋণ এবং অন্যান্য ব্যাপারে তারা নিজেদের খাদ্য বিক্রী করতে বাধ্য হয়। এবং সেই সময় স্বাভাবিক ভাবে ধান চালের দর পড়ে যায়। পড়ে যায় এই জন্য সমস্ত মানুষ যাদের ঘরে সারা বছরের খোরাকী নাই তারাও ধান বিক্রী করতে আসে এবং এই অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি বাজারের মধ্যে হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই তখন দর পড়ে যায়। এবং সরকার সেই পড়তি দরের উপর নির্ভর করে ধান সংগ্রহের পলিসিকে নির্দ্ধারিত করে। এবং যাদের জমি আছে ছোট এবং মাঝারী কৃষকদের বাদ দিয়ে বড় জমির মালিক যারা আছে যাদের হাতে বাড়তি খাদ্য যা থাকে যদি তাদের বাজারে বিক্রী যোগ্য খাদ্য, মার্কেটবল সারপ্লাস যাকে বলা হয়, সেই খাদ্য যদি সার্বিক ভাবে সরকার সমস্ত আদায় করতে না পারে, সমস্ত বিক্রয়যোগ্য খাদ্য

যদি সরকারের হাতে নিয়ে আসতে না পারে তাহলে বর্তমান সময়ের খাদ্য সংকটকে রোধ করা সম্ভবপর নয়। এবং সেই কারণে ছোট এবং মাঝারী কৃষকদের বাদ দিয়ে যারা ধনীক কৃষক, যারা বড় বড় জোতের মালিক—যার যত বেশী জমি আছে তত গ্রেডেড হারে লেভী বসিয়ে সেখানে সরকারের খাদ্য সংগ্রহ করা উচিত। শুধু পার্সুয়েশানের মারফত বা ছোট এবং মাঝারী কৃষকদের উপর নির্ভর করে এই খাদ্য সংগ্রহ হতে পারে না। এবং সমগ্র রাজ্য ব্যাপীও খাদ্য সংগ্রহের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের এই ভারতবর্ষে যেমন ক'টি বিশেষ পকেট আছে সেই পকেটের খাদ্য যদি সঠিক ভাবে সংগৃহীত হয় তবে সারা ভারতবর্ষের খাদ্য সংগৃহীত হতে পারে। একটা রাজ্যও কতগুলি বিশেষ পকেট আছে সেই পকেটগুলিতে যদি সুষ্ঠুভাবে খাদ্য সংগৃহীত হয়, গ্রেডেড বেসিসে, ছোট মাঝারী কৃষকদের বাদ দিয়ে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যের দর নির্দ্ধারিত করে গ্রেডেড হারে লেভি বসিয়ে যদি খাদ্য সংগৃহীত হয় এবং সমস্ত মার্কেটবল সারপ্লাস এই রাজ্যে যা আছে তা সরকারের হাতে আসতে পারে। নইলে ছোট কৃষক, মাঝারী কৃষক বছরের প্রথম ভাগেই তারা তাদের খাদ্য বিক্রী করল এবং আর যারা বেশী জমির মালিক যাদের হাতে বেশী খাদ্য তারা সমস্ত বাষ্টি খাদ্যের উপরি লাভটা লুট করে নিল। এবং ছোট মাঝারী কৃষকরা বিক্রী করার সময়েও কম দরে বিক্রী করল আর কিনার সময়েও তারা বেশী দরে কিনতে বাধ্য হল। দুইবার তারা ঘা খেল বাজারে। কাজেই এই যে সরকারের খাদ্য নীতি আজকে উচিত খাদ্য রাষ্ট্রীয়ত্ত করা—খাদ্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রয়াত্ব করা। কিন্তু সেই রাষ্ট্রয়াত্ব করা তো দূরের কথা, উচ্চ জমির মালিকদের উপর গ্রেডেড হারে খাদ্য সংগ্রহ করার যে পলিসি সেই পলিসি সরকার সুষ্ঠু ভাবে গ্রহণ না করার ফলে সাধারণ মানুষ অভাবে পড়ে যারা ধান বিক্রী করতে আসে সেই ধান বিক্রীর সময় তখনকার দরের উপর নির্ভর করে খাদ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা নেওয়ার ফলে আজকে সেই খাদ্য সংগৃহীত হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ৭৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য সেটা সফল হয় নাই। সেইজন্য আজকের এই খাদ্য সংকট—আমাদের রাজ্য ঘাটতি রাজ্য, এখানকার সমস্ত খাদ্য সংগৃহীত হলেও বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী করা প্রয়োজন। বাইরে থেকে যদি খাদ্য আমদানী করা না যায় এবং এই রাজ্যের সমস্ত বাজারে বিক্রয়যোগ্য বাড়তি খাদ্য যদি সরকারের হাতে সংগৃহীত না হয় তাহলে এই সংকটের মোকাবিলা করা যাবে না। আমাদের এখানে সারা বছর খাদ্য উৎপাদিত হয় না—সহর এবং বিভিন্ন অনুৎপাদক অঞ্চলগুলিতে বিশেষ করে ট্রাইবেল অঞ্চলগুলিতে যাদের খরার জন্য ফসল সাঙ্ঘাতিক ভাবে নষ্ট হয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে রীতিমত রেশন ব্যবস্থা চালু রাখা এবং রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আজকে সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না যার ফলে এই সংকট অত্যন্ত গভীর ভাবে আমাদের রাজ্যকে গ্রাস করার চেষ্টা করেছে এই পরিস্থিতিতে বাজেট যখন আমরা আলোচনা করি তখন আমাদের ভূমিনীতি সম্পর্কে, ল্যাণ্ড পলিসি সম্পর্কে একটা চিন্তা থাকা দরকার। আমাদের এই রাজ্যে ল্যাণ্ড রিফর্ম বিল পাশ হয়েছে ১৯৬০ সালে। আমাদের রাজ্যে ল্যাণ্ড রিফর্ম বিলের উপরে তিনটা সংশোধনী পাশ হয়েছে। সর্ব্বশেষ ১৯৭৪ সালে যে সংশোধনী পাশ হয়েছে সেই সংশোধনী অনুযায়ী একটা পরিবার যদি ৫ জনের পরিবার হয় তবে সেই পরিবার ১০ একরের বেশী জমি রাখতে পারবে না। আমি

এই বিধানসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম যে ল্যাণ্ড রিফর্ম বিলের যে সিলিং করা হয়েছে জমির উপরে সেই সিলিং এর উপরে যে বাড়াত জমি আছে সেই বাড়তি জমিগুলির মধ্যে সরকার কি পরিমাণ জমি ভূমিহীন এবং ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বন্টন করেছেন ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জবাব দিয়েছেন যে অনেকগুলি জমির মালিকরা কেজ করে আটকিয়ে রেখেছেন এবং সেইগুলি বন্টন করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৬০ সালে একটা ভূমি সংস্কার বিল পাশ হয়েছিল এবং ১৯৭৪/৭৫ সালে কতকগুলি সংশোধনী পাশ হয়েছে এবং সেই সংশোধনীর মধ্যে উপজাতিদের জন্য একটা সংশোধনী আছে যেটা হলো ১৯৬০ সালের পর থেকে বেআইনী বিক্রীত জমি উপজাতীদের মধ্যে ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা। এবং বড় বড় জোতদার, বড় বড় জমির মালিক তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে একজন লোক তার পরিবার যদি ৫ জনের পরিবার হয় তবে সে ১০ একর বা ২৫ কাণির বেশী জমি রাখতে পারবে না। আমাদের এই সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না, এই সরকারের করা আইন, ত্রিপুরা সরকারের ভূমি সংস্কার আইন, ত্রিপুরা সরকারের করা আইন অনুযায়ী ল্যাণ্ড সিলিং-এর ব্যবস্থা, জমির উচ্চ সীমা নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা সেই নির্দ্ধারিত উচ্চ সীমার উপরে যে জমি আছে সেই জমি ভূমিহীনদের মধ্যে, ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া এবং ল্যাণ্ডরিফর্ম বিলের আরেকটা সংশোধনী আছে ১৯৬৯ সালের পর থেকে যে সমস্ত জমি বেআইনীভাবে উপজাতীদের হাত থেকে অউপজাতীদের হাতে চলে গেছে সেই সমস্ত জমি পুনরুদ্ধার করা সম্পর্কে সরকারের যে আইন সে আইন কার্য্যকর করার জন্য কি পরিকল্পনা সরকারের আছে ? একটা ভূমি আইন, ল্যাণ্ড সিলিং আইন, উচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ আইন, সেই আইন যদি একটা রাজ্যে ২৭ বছরেও না হয় এবং সংশোধনী পাশ হওয়ার পর যদি দুই তিন বছরের পরেও সেইটা কার্য্যকরী করার কোন পরিকল্পনা না নেওয়া হয় তবে এই আইনের অর্থটা কি ? আজকে আমাদের এই রাজ্যে জমির কোন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি করতে হয় তবে কিছু সংখ্যক লোককে উচ্চ সীমার উপরে যে জমি আছে একটা মানুষের উচ্চ সীমার উপরে যে জমি আছে সেই জমি ভূমিহীন, মার্জিনেল কৃষক, গরীব কৃষক, যাদের জমি আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম সেই সমস্ত মার্জিনেল কৃষকদেরকে এবং ক্ষেত মজুরদের মধ্যে বন্টন করে একটা অঞ্চলের মানুষকে যদি তাদের বর্ত্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে এবং কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদেরকে নিয়ে যেতে না পারা যায় এবং কৃষি ক্ষেত্রে কি করে আমাদের একটা সুষ্ঠু অগ্রগতি ঘটবে ? বেকার সমস্যা সেইদিক থেকে তো গ্রামাঞ্চলে একটা প্রচণ্ড বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকবে যখন ক্ষেত মজুর কাজ পাবে না, বর্গাচাষীরা উপযুক্ত পরিমাণে তাদের জমি পাবেনা, সেই সমস্ত ভূমি আইনের যে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি, সেই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি তো দুর করা দূরের কথা, ভূমি আইনে যে সমস্ত ব্যবস্থা সরকার করেছেন সেই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করার যদি পরিকল্পনা সরকার না করেন তবে এই ভূমি আইনের ব্যবস্থা করার অর্থ কি ? কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই দিক থেকে আমি বলছি যে বাজেট গতানুগতিক। এই সমস্ত সরকারের আইনগুলিকে ত্রিপুরা সরকার যদি কার্য্যকর করার কোন ব্যবস্থা না করেন এবং উপজাতী কমিটি গঠন করে যাতে এই সমস্ত লোকেরা ১৯৬০ সালের পর থেকে ভূমি আইনের আওয়াজ শুনে যারা বিভিন্ন নামে বেনামী করেছে জমিগুলিকে বা আজকে ল্যাণ্ড সিলিংএর আওতা থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি করছে

সেইটাকে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, সরকার তার জন্য সুষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। যার ফলে আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই বাজেট তখনই কার্য্যকর হবে যদি এই বাজেটকে এই সমস্ত অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে আমাদের রেডিকেল মৌলিক সমস্যাগুলিকে সমাধানে ক্ষেত্রের সাথে বাজেটকে যুক্ত করতে পারি। আর কিছুটা রাস্তাঘাট করে, রাস্তাঘাটের উন্নতির ব্যবস্থা করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে যদি আমরা কিছু না করি, যদি বাজেটকে সেইভাবে সংগঠিত না করি তাহলে এই বাজেট গতানুগতিক থাকবে এবং একটা আয় ব্যয়ের হিসাব জমা খরচের মধ্যেই এইটা থাকবে। এই বাজেট একটা অগ্রগতির ক্ষেত্রে, গ্যারেন্টির অগ্রগতির ক্ষেত্রে, আমি এই কথা বলছি না যে সমস্ত গঠনাবলীকে এক সংগে সমগ্র ত্রিপুরায় সংশোধন করা যাবে, কিন্তু রাজ্য সরকারের আওতায় যে সমস্ত ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতায় আজকে যদি সরকার বলতে পারতেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সিলিংএর উপরে কোন জমি নাই এবং আইন অনুযায়ী সমস্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে তাহলে আজকে এই দাবী উত্থাপন করা সম্ভবপর হতো না যে ভূমিহীনকে জমি দাও। যেটা সিলিং-এর উপরে আছে সেইটা বণ্টন করে যদি ক্ষেত মজুর এবং ভূমিহীনদের মধ্যে দেওয়া হতো। আমি আগেই বলেছি যে বিভিন্ন স্তরে স্তরে এই রাজ্যের সমস্ত জমিকে সেচ আওতার মধ্যে নিয়ে আসা যায় কিন্তু সরকার কি বলতে পারবেন যে আমাদের এখানে ১০ পার্সেন্ট জমি আমরা গত এতো বছরে একটা গ্যারেন্টেড সেচ ব্যবস্থা করেছি? এই গ্যারেন্টি কি সরকার দিতে পারবেন? একটা উন্নয়নশীল দেশে, একটা স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার ২৭ বছর পরেও যদ একটা সরকার বলতে না পারেন যে আমার টেন পার্সেন্ট জমি গ্যারেন্টিড্ সেচ ব্যবস্থার মধ্যে এনেছি। কাজেই সেখানে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই বাজেট গতানুগতিক। কাজেই এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে রাজ্যের কোন একটা সুষ্ঠু অগ্রগতি হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতিদের সম্পর্কে আমি বলছি যে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য উপজাতিদের মনের মধ্যে একটা সুস্থ মনোভাব সৃষ্টি করা দরকার। তারা এই রাজ্যের মধ্যে সুস্থভাবে এবং জাতি হিসাবে বসবাস করতে পারছে। তারা অনবরত মাইনরিটি হয়ে যাচ্ছে না, তারা অনবরত জমি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে না এই গ্যারেন্টি আমাদের সরকার বলতে পারছেন আজ পর্য্যন্ত? এহবারকার যে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছে সেখানে কতকগুলি অঞ্চল নির্ধারিত হয়েছে, উপজাতিদের ঘনবসতি অঞ্চল, আমি মোটামুটিভাবে এই আইনটাকে একটা ভাল জিনিষ বলে মনে করি। তার মধ্যে অনেক সংশোধন হতে পারে যেমন যে সমস্ত অঞ্চল উপজাতিয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে এবং অনেক অঞ্চল বাদ গেছে, এমনও হতে পারে। এই সমস্ত অঞ্চলে উপজাতীদেরকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া যেটা ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী আছে, ভারতবর্ষের সংবিধানে যে ষষ্ঠ তপশীলের জন্য অটোনমির ব্যবস্থা আছে এবং হনুমনতিয়া কমিশন ত্রিপুরার জন্য যে সিক্সথ্ সিডিউল এখানে করার প্রপোজ করেছেন সেইটা চালু করা যেতে পারে। কারণ উপজাতীরা কৃষি, শিল্প সব দিক থেকে তারা আজকে অনগ্রসর হয়ে আছে। কাজেই তাদের প্রতি একটা গ্যারেন্টির ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে ক্রমে ক্রমে তাদের ঘনবসতি অঞ্চলগুলি ভেংগে না যায় এবং তারা যাতে জমি হারা হয়ে না যায়। তার জন্য একটা

গ্যারেন্টি ব্যবস্থা যা হতে পারতো সেই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সরকারের আইন যেগুলি সম্পর্কে আছে সেইগুলি কার্য্যকর করার জন্য এবং সিক্স্থ সিডিউল যেটা ষ্ট্যাট রিজর্গেনাইজেন কমিটি ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত যে কমিটি হনুমন্তয়া কমিশন নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে সেই হনুমনতিয়া কমিশনের যে সিক্স্থ সিডিউল যেটাকে ত্রিপুরায় চালু করার জন্য যে রিকমেনডেশন, সরকার সেই রিকমেনডেশনকে কার্য্যকর করার ব্যবস্থা করছেন না। কাজেই এই দিক থেকে আমি বলতে পারি যে বাজেট গতানুগতিক। কোন সমস্যার সম্পর্কেই সরকারের সুষ্ঠু নীতি কাজের মধ্যে আনবার চেষ্টা করা হয় নাই।

প্রাইস রাইজ, মূল্যবৃদ্ধিও ঘটছে। অবশ্য এটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যেই ঘটছে। সরকার কতকগুলি জিনিস; কাপড়, ঔষধ, কেঃ তৈল, বীজ এই সমস্ত জিনিষগুলিকে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত গ্রামের এবং শহরের সকলের কাছে সরবরাহ করার জন্য একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা উচিত। অথচ যদি আমরা এই দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে জমির সার ২ | ৩ বছর আগেও এক কিলোগ্রাম ছিল ৫০ পয়সা। আজকে সেটা ৩ | ৪ টাকা। তবে ভেরাইটিজ যে ফসল সেই ফসল করতে সাধারণ কৃষকেরা সাহস পাচ্ছেন না। কাজেই আজকে এই সার ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে যদি সরবরাহ করার ব্যবস্থা না করেন এবং এই দিক থেকে সরকারের কোন ব্যবস্থাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এবং আজকে যদি মোটা কাপড় যা আমাদের দেশের সাধারন মেয়েরা পরে, যা দেশের সাধারণ কৃষকেরা পরে থাকে সেই মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা না করতে পারি এবং আমাদের যে মৌলিক সমস্যা সেগুলি দূরীভূত না করতে পারি তাহলে আমাদের অগ্রগতি কোন দিন সম্ভব হবে না। এবং এই সমস্যাগুলি যদি দূর করার জন্য কোন পরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করা না হয় তাহলে দেশকে কখনই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা যাবে না।

রেলওয়ে, আমাদের রাজ্যে বলা হয় বাংলা দেশ থেকে আগরতলা—বিলোনীয়া রেলওয়ে চালু করার প্রচেষ্টা সরকার করছেন। জানি না, ভারত সরকারের সাথে বাংলাদেশের এই বিষয়ে কি কথা হয়েছে। এখনো কোন আলোচনা চালু আছে কি না এবং চালু থাকলে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং আমাদের দেশে এই রাজ্যে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে যোগাযোগ একমাত্র এরোপ্লেনে। ধর্মনগর হয়ে রেলওয়ের যে রাস্তা আছে কিংবা বাই-রোডের যে রাস্তা আছে তাতে ৩ | ৪ দিন সময় লেগে যায়। আর কোন সময় যদি আসামের লাইন নষ্ট হয় তাহলে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। কেঃ তৈল নষ্ট কিংবা উধাও হয়ে যাবে। এবং সেই সমস্ত দুর্ভোগ কতকগুলি সাধারণ মানুষকে ভোগ করতে হবে। কাজেই ত্রিপুরার আভ্যন্তরীন রেল লাইন চালু করার জন্য দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত আলোচনা চলছে কিন্তু অগ্রগতি কিছুই হয়নি। কাজেই এই রাজ্যে রেলওয়ে ব্যবস্থা চালু এবং বাংলাদেশের সাথে রেল যোগাযোগ সংঘটিত করার জন্য যার মাধ্যমে আমরা কোলকাতা বা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সাথে ত্রিপুরার যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করা যায় সেই প্রচেষ্টাও করা উচিত। আমাদের যাতায়াতের জন্য যে প্লেন চালু আছে তার ভাড়া আগে ছিল ৫০ টাকা। আজকে তা দাঁড়িয়েছে ১২৫ টাকায়। তারপরেও বাসে—ট্র্যাভেলিংয়ের জন্য যে বাস আছে তার খরচ

১৩০ | ১৪০ টাকা হয়ে থাকে, যেহেতু এখানে ট্রেনে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং সরকার প্লেনের ভাড়া কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু আলাপ আলোচনা চালানো এবং সেই দিক থেকে ঘটনাবলী দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে সরকার আজকেও কিছুই করছেন না। কাজেই সেই ব্যবস্থা দেখে আমাদের উচিত সাব-সিডি দিয়ে কোন ব্যবস্থার মারফতে ত্রিপুরার প্লেন ভাড়া কমানো যায় কি না যতক্ষণ পর্যান্ত না ত্রিপুরায় রেল লাইনে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ না হয়।

ইণ্ডাষ্ট্রি। ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে আমাদের বলা হয়েছে একটা পাট কল, একটা কাগজের কল। আমি জানি না তার কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে। ঘটনার কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে আমি জানি না। কিন্তু আমাদের এখানে যতক্ষণ যদি ইণ্ডাষ্ট্রি না হয় এবং তার সাথে সাথে কৃষির ক্ষেত্রে যদি সংস্কার না হয় এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ডেভেলাপমেন্ট এবং কৃষি জমি—বাড়তি জমি অর্থাৎ সিলিংয়ের বাইরে যে জমি আছে সেই জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন না করলে বেকার সমস্যার সমাধান এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে না। শিল্পের সংগঠনের মারফতে একটা কাগজের কল এবং একটা পাটের কল করার ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা ছিল, এই অবস্থায় আজকে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই শিল্পগুলি যদি চালু করা যায় তাহলে হাজার হাজার কর্ম-সংস্থানের সুযোগ করা যাবে। ত্রিপুরার উৎপাদন এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যায় তার জন্য শিল্প সংস্থাগুলিকে শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এ আলোচনাকে আশ্রয় করে আজকে চার|বছর ধরে পাট কলের কথা শুনে আসছি। কিন্তু সেটা এখানে হবে কি না আদৌ সেটা জানি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি আর্থিক সংকটের কথা। ভারতের মূল সংকটের কথাও। ঐ সাধারণ ঘটনার আজকে ত্রিপুরার মত রাজ্যেও অবিলম্বে শিল্প সংরক্ষণ করার দরকার। আজকে দেশকে পুঁজিপতিরা যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা জানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ত্রিপুরা সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে শিল্প স্থাপনের জন্য পুঁজি চেয়ে পাচ্ছেন না। তবে বিভিন্ন সংগঠন এবং সংস্থা স্থাপন করা দরকার। কারণ এটা ত্রিপুরার জাতীয় দাবীর মত। এখানে কোন দলমতের প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন থাকতেও পারে না। শিল্পের জন্য, শিল্প স্থাপনের জন্য এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে। একটা পাট কল, একটা চট কল অবিলম্বে এ রাজ্যে হওয়া উচিত। তা না করা হলে শিল্পের অগ্রগতি এবং বেকার সমস্যার ক্ষেত্রে দুইটা সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। আজকে আমাদের রাজ্যে বেকার ছেয়ে গেছে। প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে, প্রত্যেক অঞ্চলে আজকে বেকার সমস্যার প্রশ্নটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই সমস্যাকে দূরীভূত করার জন্য শুধুমাত্র সরকারী চাকুরী কিংবা স্কুলের উপর নির্ভরশীল করে সেই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এবং সেটাও কতটুকু সুষ্ঠুভাবে করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। সেই সম্বন্ধে ত্রিপুরা সরকার বলতে পারবেন এবং আমি আশা করি জবাব দিবেন। কিন্তু আজকে যদি ব্যাপক ভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয় এবং মৌলিকভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে রাজ্যে শিল্প এবং কৃষি এই দুইটা উৎপাদনের দুইটা শাখাকেই যদি অগ্রগতির দিকে না নেয়া হয় তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার বেকার সমস্যার এবং আর্থিক সংকটের কোন মৌলিক সমাধান আমরা দেখব না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার,

আমি অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ে বলতে চাই। আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে হাসপাতাল— বিলোনীয়ার যেমন দরকার তেমনি অনেক জায়গাতেও প্রাইমারী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করার প্রস্তাব আমি করছি। আমি নিজেও বলব বিলোনিয়া এবং শান্তির বাজারের মাঝখানে বাইখোরা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে ১০/১২ মাইলের মধ্যে (এদিকে ৫ মাইল ও ওদিকে ৭ মাইল) কোন বড় ডিস্পেনসারি নেই এবং এছাড়াও রাজ্যের অনেক জায়গায় আজ ডিস্পেনসারি নেই। কাজেই এই সব জায়গাতে হেলথ সেন্টার না করুন ডিস্পেনসারি হতে পারে। সুতরাং এই ডিস্পেনসারীর পরিকল্পনা আরও বাড়ানো দরকার, কারণ আজকে জনসাধারণ যে বিভিন্ন দিক থেকে যে ডাক্তারের অভাব বোধ করছে এবং এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি রোধ করার জন্য ডিস্পেনসারী করা দরকার। যে সমস্ত ডিস্পেনসারী আছে তার ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলার সাথে সাথে যে বিভিন্ন ডিস্পেনসারিতে প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাব এবং রিতিমত যে সুষ্ঠ খাদ্যের ব্যবস্থার অভাব আমি সেই প্রশ্নটাই করেছিলাম বিলোনীয়া হাসপাতালে যে দুধ সরকার অর্থাৎ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ক্রয় করেন আমি শুনেছি সে দুধের দর যা বরাদ্দ হয়েছে তা বাজার দর থেকে কম। সময় সময় উপযুক্ত দর দিলেও সেখানে একটুও দুধ পাওয়া যায় না। কিন্তু সেখানে বাজার দরের চাইতে কম বরাদ্দ যদি সরকার করে তবে সেই দুধ রুগীদের খাইয়ে কি লাভ হবে? কাজেই এই সমস্ত ব্যবস্থা সরকারের গ্যারান্টি করার প্রয়োজন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বদলীয় এবং নির্দলীয়দের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করে এই জিনিষগুলির তদন্ত করা দরকার। ভালো মানুষ নিয়ে সরকার এর ব্যবস্থা করতে পারে। এই জিনিষ আছে, এই ঔষধ আছে এবং এইগুলি সুষ্ঠ ভাবে বিলি বন্টন হচ্ছে কি না, রোগীরা ঠিক মত পাচ্ছে কিনা। সরকারী টাকা সুষ্ঠ ভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা সেইগুলি দেখা শুনার জন্য একটা তত্ত্বাবধায়ক পাবলিক কমিটিও গঠন করা দরকার। কারণ একমাত্র আমলাদের উপর নির্ভর করে এই সমস্ত ব্যবস্থা রক্ষা করা যায় না। আমি বলছি না এখন হাসপাতালে কিছু প্রয়োজন নেই, কিন্তু যতটুকু আছে সেটুকুর মধ্যে আমাদের যে বাজেট হয় সেই বাজেট টা দেখবেন সরকার এবং সেটা সুষ্ঠ ভাবে পাবলিকের হাতে যায় কিনা সেটা দেখবেন কমিটি, কাজেই বাজেট বরাদ্দে যেটুকু নাই তার কথা আমি বলছি না, যেটুকু আছে তা কার্য্যকরী করার জন্য প্রয়োজন আছে। আজকে এ কথা কেউ বলতে পারব না যে ত্রিপুরায় যথেষ্ট পরিমাণ ঔষধ খরিদ হয় না, কিন্তু লোকেরা কতটুকু পায়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাসপাতালে গিয়ে দেখুন, যে কোন রুগিকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের একমুট চিড়া দিয়ে থাকে সকালের খাওয়া হিসাবে। এই যে ঘটনাগুলি এই ঘটনাগুলিকে তদারকি করা দরকার। স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এগুলি তদবির ও শুশ্রূষা করা দরকার। আমলা তন্ত্রের মধ্যে না রেখে সমস্ত ঘটনাগুলিকে তদবির ও তদারকি করা দরকার যাতে সরকারের যে বরাদ্দটা আছে সেই বরাদ্দ সুষ্ঠ ভাবে বন্টন হয় কি না? এই সমস্ত অবস্থাগুলি যদি আমরা করতে পারি তাহলে কল্পনা পাবলিক গোলমাল তাহলে পাবলিক এর কমিটি পাবলিক দেখবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা যদি সরকার পাবলিকের সঙ্গে যুক্ত ভাবে থেকে জিনিষগুলিকে দেখা যায় কি না সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন কারণ একথা আমরা চিরকাল শুনছি প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ পায়

না এবং খাওয়ার যেটা পায় সেটা রুগির পথ্য হিসাবেও যথেষ্ট নয়। তারা তদারকি ঠিকভাবে করেন কি না করেন সেটা সম্বন্ধেও অনেক নালিশ আছে বিভিন্ন জায়গায়, সে সমস্ত কথা বলে লাভ নেই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাফিসিয়েন্ট ডাক্তার আমাদের সরকার রুগির পিছনে নিযুক্ত না করতে পারবেন যতক্ষণ ডাক্তারের অভাব থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত দুর্নীতিও থাকবে এই সম্পর্কে বলেও কোন লাভ হবে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলবো যে বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত হাসপাতাল, ডিস্পেনসারী বা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারগুলি বাড়ানো দরকার ত্রিপুরা ষ্টেটের ক্ষেত্রে এবং সেগুলি দেখা দরকার।

শিক্ষাক্ষেত্রে এখানকার ছাত্ররা যারা বাহরে লেখা পড়া করার জন্য যায় সে মেডিকেলের ব্যাপারে হোক, 'ল' বা অন্যান্য ব্যাপারেই হোক, যারা এখান থেকে বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করতে চায় তাদের সমস্ত অংশ যাতে বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করার উপযুক্ত সুযোগ পায় সে ব্যবস্থাগুলি সরকারকে করতে হবে এবং সে ব্যবস্থা করার জন্য তাদেরকে তার সাথে নিয়োজিত করতে হবে এবং যেখানে সায়েন্স কলেজ নেই সেখানে সায়েন্স কলেজের মত যে ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করে সেইসব জায়গার এই ব্যবস্থাগুলি আমাদের ওখানে চালু করা দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যে যেমন উদয়পুরে কোন কলেজ নেই এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় কলেজ থাকা দরকার এবং এই সমস্ত ব্যবস্থার দিকে আমাদের এগিয়ে যাওয়া দরকার। কাজেই এই বাজেটে আমরা কতখানি করতে পারবো সেটা প্রধান কথা নয় একটা মৌলিক ভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারি তবে এই বাজেটকে উন্নয়ন ও মৌলিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কতটুকু তার ভিতরেই বাজেটকে আমরা দেখতে পারবো।

এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবী দীর্ঘ দিনের এবং সেই ক্ষেত্রে আজকে যেখানে বিভিন্ন রকমভাবে জিনিষ পত্রের দর বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারকে কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা উচিত। এই সমস্যাটা আমাদের এই রাজ্যের ব্যাপক অংশের মধ্যে রয়ে গেছে। কাজেই এ সম্বন্ধে সরকারকে ভাবতে হবে এবং এই যে গত লাগাতার ধর্ম্মঘটে যে ১৩ দিন তারা তারা অনুপস্থিত ছিলেন সেই ১৩ দিনের বেতন, আমি অনুরোধ করবো, সরকার যেন সেই ১৩ দিনের বেতন কর্ম্মচারীদের দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তারা পারে ধর্ম্মঘট করতে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সরকারের সাথে কর্মচারীর সম্পর্ক অন্য ধরণের। একটা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী কর্মচারীকে দিয়ে সরকার একটি সুষ্ঠ শাসন পরিচালনা করতে পারেন। সরকারকে সেখানে বিবেচনা করা উচিত যে কর্মচারীদের বিক্ষুব্ধ মনোভাবকে যাতে দূরীভূত করা যায়। যদি সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তাদের নিয়োজিত করতে চায় তবে সরকারের এমপ্লয়ী এবং এমপ্লয়ারের মধ্যে যে সম্পর্ক সরকার এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সেই সম্পর্ক বজায় রেখে চলা উচিত মনে করিনা, এটা রাজ্যের অগ্রগতির পক্ষেও হিতকর নয়; কাজেই ব্যবস্থাগুলিকে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করবো এবং সর্ব্বশেষ আমার বক্তব্য মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দেশ একটা জটিল সমস্যার সম্মুখীন। আমি জানি রাজ্য সরকারের ব্যাপার নয়। রাজ্য সরকার করতে পারবে না সেই রকম দাবী আমি করতে চাই না কিন্তু এ জিনিষগুলি রাজ্য করতে পারবে। আমি উদাহরণ হিসাবে বলছি কেরালায় একটা সরকার আছে সেই

সরকার ১ লক্ষ ভূমিহীনকে বাড়ী করে দিয়েছে। গত ৫ বছরে তারা সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে ২/৩টি রুম করে ঘর করে দিয়েছে। কেরালা একমাত্র রাজ্য যেকোন ল্যাণ্ড সিলিং-এর উপরে যে জমি স্বাভাবিক ভাবে তারা তা বন্টন করে দিয়েছেন। আমি সেখানকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেননের সংগে আলোচনা করেছি এবং তাদের বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য শুনেছি। কেরালার সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে বলা যায় না, অনেকে অনেক রকম চিৎকার দিচ্ছে, কিন্তু সে চিৎকার রাজ্য সরকারের জন্য। আজ রাজ্য সরকার তার ক্ষমতার মধ্যে যেগুলি আছে সেগুলিকে কার্যে পরিণত করছে আর তার ক্ষমতার বাইরে যেগুলি আছে তার জন্য তারা ফেইস করছে, কাজেই সেখানে চিৎকারের কোন মূল্য নেই, কাজেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার বাজেট বলেছেন যে আমরা এই করছি, এতগুলো ভূমিহীনকে আমরা ভূমি দিয়েছি, এত লোকের আমরা কর্মসংস্থান করেছি, এই শিল্প আমরা স্থাপন করেছি। এত পারসেন্টেজ জমিতে আমরা সেচের ব্যবস্থা করেছি। এই যদি না করতে পারেন তবে এই বাজেটকে গতানুগতিক ছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব হবে না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। জানি যে আজকে আমাদের ভারতবর্ষে একদিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে এবং ভারত মহাসাগরে নৌ ঘাটি করে আমাদের দেশের উপরে আক্রমণ চালাচ্ছে যেহেতু তারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তারা পরাস্ত হয়েছে। এবং ন্যায্য মূল্যের ভিত্তিতে সমস্ত জায়গায় সরবরাহ করার জন্য সরকারের কাছে, এই সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন সৃষ্টি করবে এবং আর একদিকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টি ত্রিমুখী আন্দোলন সৃষ্টি করবে এই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি রাজ্যের অর্থনৈতিক যে সংকট, সেই সংকটের মোকাবিলার জন্য আমি ত্রিপুরা সরকারকে আবেদন করব যে এই বাজেটকে তারা যেন ত্রিপুরার মৌলিক পরিবর্তনের সংগে সম্পর্কিতভাবে বিবেচনা করে বাজেটকে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেন, কারণ গতানুগতিক বর্তমান অবস্থায় যে আয় ব্যায়ের মারফতে সমস্যার সমাধান করা, ধরুণ খাদ্য পরিস্থিতি, ধরুণ বেকার সমস্যা, কৃষকের ক্ষেত্রে কৃষি সংকট, এই যে সংকটগুলি গতানুগতিকভাবে বোঝা যাবে না, যদি তারা অগ্রসর হয় তবে এই সমস্ত সংকটকে বোঝা যাবে। এই ভিত্তিতে এই বাজেটকে বর্তমান আমাদের সমাজের মৌলিক সমস্যা সমাধানের ভিত্তির সংগে যুক্ত করে বিবেচনার জন্য বলছি। এই বাজেটের মধ্যে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা প্রধান কথা নয়। এই বাজেট গতানুগতিক ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ এই বাজেট এই সমস্ত উন্নয়নমূলক ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল না হবে এবং তাদের কার্যকরী করার মত অবস্থা সৃষ্টি না হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সেই বহু প্রতীক্ষিত বাজেট আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। সেই বাজেটের মধ্যে কতটুকু আমরা ত্রিপুরার মানুষের সম্পর্কে চিন্তা করতে পারছি বা পারছি না সেই দিকে লক্ষ্য করলে একটা কথা আমাকে বলতে হয় যে আমাদের পার্টি বিশেষ করে কংগ্রেস পার্টি, তথা এই কংগ্রেস

পার্টির যে সরকার, তাঁরা যে ভিত্তি মূলে বাজেট রচনা করেছেন, সেই ভিত্তিটা বিশেষ করে অর্থ নৈতিক ভিত্তি যেটা সেটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য এবং মানুষকে সমাজতান্ত্রিক পথে নিতে গিয়ে যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সেইগুলিকে বিশেষ জোর দিয়ে বাজেট তৈরী করতে হয়। সংগে সংগে এটা সত্য কথা, কংগ্রেস স্বীকার করেছে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সেই গণতন্ত্র এবং সমাজ তন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে যে বাজেট করা হয়েছে, যে বাজেট আমাদের রূপকারেরা তৈরী করেছে তা আলোচনা করার সময় আমরা দেখব বিশেষ করে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে, ত্রিপুরার যে এনভায়রনমেন্ট, ত্রিপুরার পরিবেশ, ত্রিপুরার জনসাধারণ এবং তার অবস্থা দেখতে গেলে এটা সবাই জানে ত্রিপুরার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি এবং ত্রিপুরার একটা বিরাট সেকশান যারা নাকি আদিবাসী, সেই আদিবাসীদের প্রধান জীবিকা জুম এবং ঐ ধরণের বিভিন্ন প্রকার পেশা যেটা নাকি আমাদের অন্যান্য ত্রিপুরার আদিবাসীদের সংগে তাদের একটা বিরাট পার্থক্য বিশেষ করে সেই উপজীবিকার ক্ষেত্রে, তাদের উপার্জনের ক্ষেত্রে এবং তাদের সামাজিক ক্ষেত্রে। এইসব দিকে লক্ষ্য করে বাজেট প্রণয়ন করাই লক্ষ্য, এটা আমি স্বীকার করি। সেই বাজেটের মধ্যে আমরা কিছু কিছুর দিকে আলোচনা করার সময়ে দেখি যে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে বর্তমানে যেখানে উৎপাদন বাড়াতে বৈজ্ঞানিক প্রথা চালু অনেক জায়গায় হয়ে গেছে আমাদের ভারতবর্ষে এবং সেই তুলনায় যে সমস্ত করা দরকার সেটা এই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই উল্লেখ করাটার মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছি, এটা সত্য কথা, কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্রলাল দাস বলেছেন, এটা গতানুগতিক। আমি এটাকে গতানুগতিক বলছি না, এটা হচ্ছে তারা চেষ্টা যথেষ্ট করেছেন, এই রূপকারর মনপ্রাণ দিয়ে করেছেন কিন্তু আমাদের কংগ্রেস দলের যে লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, আমার কৃষকদের উপকার করা যে লক্ষ্য, বিশেষ করে ত্রিপুরার কৃষকদের সমস্ত ভয়াবহ সমস্যা, ত্রিপুরায় জমির সমস্যাটা, সেই সমান জমি ত্রিপুরায় খোঁজ করলে একশ' একর, পাঁচশ' একর জায়গা ত্রিপুরার কোথায়ও নাই। যে জমিতে ধান হবে বা পাট হবে সেই জমি লুঙগা, টিলা ইত্যাদি সেই জমিগুলিতে যেভাবে কৃষিকার্য করা দরকার ছিল, যেভাবে কৃষকদের হাল চাষ করা দরকার ছিল, যেভাবে তাদের প্রটেকশান দেওয়ার দরকার ছিল সেই ধরনের প্রচেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের রূপকারেরা যেটা করেছেন সেই করাটাই হচ্ছে, আমি বলব চেষ্টা তারা অত্যন্ত করেছেন, কিন্তু মাথায় কুলিয়ে উঠতে পারেন না। অর্থাৎ করতে হলে যা যা প্রয়োজন সেটা তাদের মধ্যে নেই। এখন তারা বলবেন ধান ক্ষেতে পাট লাগাও, এই হল তাদের অবস্থা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কৃষি কাজের জন্য জল-সেচের জন্য মাইনর ইরিগেশান আছে, পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে। তারপর রিক্লেমেশানের জন্য এগ্রিকালচার থেকে মোটা টাকা খরচ করা হচ্ছে, বাজেটেও লেখা আছে। কথায় আছে, আসলে নাই। বলছি এই জন্য, আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে আমার কৈলাশহর এলাকায় সয়েল কনজার্ভেশানের জন্য, পাম্পিং সেটের জন্য মাইনর ইরিগেশানের অনেকবার বলেছি। তাছাড়া কৈলাশহরের অনেক মাননীয় সদস্যরা আমাকে বলেছেন যে ভাই তুমি তো মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে অনেক চেঁচামেচি কর এবং আমরা তা কাগজে দেখি কৈলাশহরের জন্য

মাইনর ইরিগেশন খাতে টাকা ধরা হয়েছে, অথচ আমরা সেই রকম কিছুই পাচ্ছি না। আমার কাছে অনেক সদস্য এই কথা বলেছেন যে কৈলাশহর সাব-ডিভিশনের জন্য মাইনর ইরিগেশন খাতে টাকা ধর হয়েছে ঠিকই কিন্তু আসল কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই স্যার, আমি কৈলাশহরের মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে এখানে একটা ইনষ্টেন্স দিতে চাই। স্যার, আপনিও দেখে থাকবেন যে কৈলাশহরের জন্য এই রকম প্রায় ৬০৭টি প্রকল্প আছে, যেমন ধরুন লিফট ইরিগেশান, পাম্পিং সেট, ডিপ টিউবওয়েল ইত্যাদি আছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞাসা করছি যে এজন্য বাজেটে বহু টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু জল কোথায়? এই সব লিফট ইরিগেশন, পাম্পিং সেট কেন দেওয়া হয়েছে? না এগুলি দিয়ে জল তুলে কৃষকের জমিতে জল সেচ করলে পর তো সেখানে অনেক ধান বা ফসল হতে পারে, অর্থাৎ এগুলি সেখানকার কৃষিকাজে লাগবে। এখন টাকা তো আপনারা খরচ করার জন্য দেখালেন ঠিকই, কিন্তু জলটা কোথায়, এক ফোটা জলও তো পাওয়া যায় নি। এটা কেমন হল স্যার। না, আমাদের বর্ষ পঞ্জিকাতে যেমন লেখা থাকে এবার পর্ব্বতে ৩ হারি জল হবে, মর্ত্তে ৫ হারি জল হবে আর আমাদের পৃথিবীতে ২০ হারি জল হবে, কিন্তু সেই পঞ্জিকা ছাকলে তো একফোটা জলও বের হয় না স্যা। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের বাজেটে লেখা আছে যে অমুক জায়গায় এটা হবে, অমুক জায়গাতে ডিপ টিউবওয়েল হবে, অমুক জায়গাতে পামপিং সেট হবে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে জল নাই। তাই রূপকারদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে আপনারা তো বাজেটে বহু টাকা রেখেছেন খরচ করবার জন্য এবং সেই টাকা খরচ করবার জন্য আপনারা গলদঘর্মও হচ্ছেন, কিন্তু টাকাগুলি ঠিকমত খরচ করা হচ্ছে না কেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে কৈলাশহরের জন্য এতগুলি ছোট বড় প্রজেক্ট থাকা সত্ত্বেও যেটা খরা সম্পর্কে আলোচনার সময়ও বলেছিলাম যে একটি বিরাট বিরাট এলাকাতে যখন আমাদের কৃষকদের জলের প্রয়োজন ছিল, তখন তাদেরকে জল দিতে পারি নাই। কেন দিতে পারি নাই? সেখানে আমি যোগাযোগ করে জেনেছি, যেমন কুমারঘাটে ২০ হর্স পাওয়ারের একটা পামপ সেট আছে, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তোমরা এবার কৃষকের জমিতে জল দিতে পারনি কেন? তারা আমাকে বলেছে যে স্যার, জল দেব যে আমাদের তো ইলেকট্রিফিকেশান নাই। ইলেকট্রিক কারেন্ট তো আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয় না, সেটি ইলেকটিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয় এবং তারা কারেন্ট দিলে পরে তো আমরা মেসিন চালাব। এখন ইলেকট্রিসিটি কারেন্ট দিলে আবার মাইনর ইরিগেশানের কাছে যেতে হবে, কারণ কোথাও ড্রেন কাটবে কিনা, সেটা দেখতে হবে, এটা আবার ব্লক দেখবে। অর্থাৎ এই ৩ মাতব্বর এক জায়গায় না হলে কোন দিনই জল পাওয়া যাবে না। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে কি ধরণে লীলাখেলা চলছে, তা একমাত্র ভগবানই জানেন, কিন্তু আমাদের মত মানুষের কাছে সেটা বোধগম্য হবে না। কাজে-কাজেই আমাদের বাজেটে যদিও অনেক কিছুই থাকে, কিন্তু তা দিয়ে কি হবে? কৃষিতে মাইনর ইরিগেশানের ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ করা হচ্ছে পাম্পিং সেটের ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ করা হচ্ছে, সত্যি কথা, কিন্তু সেটা আমাদের কৃষকদের কোন কাজেই লাগছে না। আমি এখানে এই যে কনক্রিট কথা বলছি এই কারণে যে মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে যখন বলি এবং সমালোচনা

করি, তখন তারা বলেন তুমি কংগ্রেসের মেম্বার হয়ে কেন এই রকম সমালোচনা করছ। কিন্তু আমি বলি মন্ত্রীরা কি শুধু কংগ্রেসের জন্য না সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য, ত্রিপুরার মানুষের জন্য ভাল কাজ করার জন্যই তো তোমাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমরা কি ত্রিপুরার মানুষের জন্য এই কথাগুলি বলতে পারি না? ত্রিপুরার উন্নতির জন্যই তো মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে, এখন কি আমরা এখানে এসে তাদের কথা বলব না? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই পাম্প সেট দিয়ে কি হবে, এই পাম্প সেট কেনার মধ্যেও একটা ফাঁক আছে, আবার পাম্পসেটগুলি মানুষকে দেওয়ার মধ্যেও তেমনি একটা ফাঁক আছে। কারণ আমি জানি যে যার পাম্পসেটের দরকার, সে পাম্পসেট পাবে না, অথচ যার দরকার নাই সে পাবে। কাজেই এর মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক আছে, স্যার। কিন্তু ফাঁকগুলি আমরা তো ঠিক ঠিকভাবে ধরতে পারছি না। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে কথা বলছিলাম যে এক একটা পাইপ-ওয়ালা পাম্পসেট দেখতে খুব সুন্দর, খুব ভাল। ত্রিপুরা সরকারের কত কি কাজ আছে, সবই দেখতে খুব ভাল যেমন মাননীয় মন্ত্রীরা বলছেন ত্রিপুরাতে জুট মিল করব, পেপার ইণ্ডাষ্ট্রী করব এবং সেগুলি হলে পর আমাদের যত বেকার আছে তারা সবাই কাজ পাবে, শুধু তারাই কাজ পাবে না, বাইরে যেসব বেকার আছে তাদেরকে এখানে এনেও কাজ দেওয়া যাবে। কাজেই এই যে একটা সুন্দর এবং সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তারা যে বক্তব্য রাখেন কার্যতঃ সেটি কি হচ্ছে? আমরা দেখছি যে কার্যতঃ কিছুই হচ্ছে না। কারণ ঐ দেখুন না, আমার ঐখানে পেচারথলে একটি পাম্প মেসিন আছে এ্যালুমিনিয়ামের পাইপ দেওয়া, খুব সুন্দর, অথচ সেটি দিয়ে জল পাওয়া যাচ্ছে না। তার কারণ সেটাই কোন জায়গাতে ওয়াসার নাই, আবার পাইপের মধ্যে কোন কোন জায়গাতে ছেদা, ফলে জল পড়ে যায়। কেন সেটা হচ্ছে, স্যার? কারণ দশ হাজার টাকার পাম্প কেনা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আসলে দেওয়া হচ্ছে তাকে মাত্র ৩ হাজার টাকা। এই অবস্থা যদি হয়, তাহলে সেখানে কৃষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় জল পাবার কথা নয়। তারপর বরো ধানের সময় আমরা দেখেছি, কৈলাসহরের সভার মিঞার হাওয়ার, কৃষ্ণনগরের হাওয়ার, রাজনগর হাওয়ার, কাঞ্চনপুর হাওয়ার এবং তারাপুর হাওয়ার এগুলিতে যথেষ্ট পরিমান বরো ধান করা হয়েছিল, অথচ সেখানে কাছাকাছি জায়গাতে লিফট ইরিগেশনের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও এবং পাম্প সেট থাকা সত্বেও জলের অভাবে সেই সব ধানগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্যার, সেখানে সাইন বোর্ড আছে এবং তাতে লেখা আছে যে কৃষকেরা প্রয়োজন হলে এই সবের সাহায্য নিতে পারে। স্যার আপনি নিজে যখন কৈলাশহরে যাবেন তখন এইগুলি দেখে আসতে পারবেন এবং আমি কৈলাশহরের হয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আপনি একবার সেখানে গিয়ে দেখে আসুন। কিন্তু সেখানে আদৌ জল আছে কিনা, সেটা একমাত্র ভগবানই জানেন। এই রকম অবস্থায় আমরা রূপকারদের কি বলব? আমাদের নেতারা তো একদিকে গণতন্ত্রের কথা বলে যাচ্ছেন, আর একদিকে সমাজবাদের জন্য কৃষকদের উন্নতি করবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু সেটা কি রকম চেষ্টা চালাচ্ছেন? না, সেটা এই রকম জল দেওয়ার মতই একটা চেষ্টা চালাচ্ছেন। অনেকটা ঐ পত্রিকার জল দেওয়ার মতই স্যার, এই ছাড়া আর কি বলতে পারি, আপনিই বলুন? তারপরে কৃষকদের উন্নতি করবার জন্য সয়েল কন্-জারভেশান, রিক্লেমেশান ইত্যাদি, অনেক কথাবার্ত্তাই আছে। এবং আছে বলেই এই সব কথা-বার্ত্তা আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে। এই সয়েল কনজার্ভেশানের মাধ্যমে টীলা টকর যেগুলি আছে, সেইগুলিকে ল্যাইডিং করে কৃষিযোগ্য ভূমি তৈরী করতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কৃষি মন্ত্রী নাই, তবু আপনার মাধ্যমে আমি বলে যাব যে সয়েল কনজার্ভেশনের

জন্য কৈলাশহরে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং কোথায় কোথায় এবং তার এ্যাচিভমেন্ট কি পাওয়া গিয়েছে? আমরা জানি যে এর জন্যও কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে এবং সেই কনট্রাক্ট দেওয়ার বেলাতেও একটা ফাঁক আছে, যেমন আমি যে টাকা তোমাকে দেব, তার কতটা আমার পকেটে যাবে, এই রকমের একটা কনট্রাক্ট হয়। কিন্তু কৈলাশহরে এই ধরণের কনট্রাক্ট করার মত লোক খুব কমই আছে। তাই বোধ করি সেইজন্যই কৈলাশহরে সয়েল কনজার্ভেশানের ব্যবস্থা নাই। মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে এবং ডিপার্টমেন্টের কাছে আমি এই ব্যাপারে বহুবার বলেছি যে অমুক জায়গাতে টিলা আছে, লুঙগা আছে এবং সেইগুলিতে টেষ্ট রিলিফ দিয়ে কাজ করলে পর ভাল হবে। কিন্তু সেই সব জায়গাতে কিছুই হয় নি। স্যার, আমার মনে হয় যে কৈলাশহরের লোকগুলি বুঝি ডান বা সম্বন্ধে কিছুই জানে না, আর সেই জন্যই বোধ করি এগুলি হয় না। তাই আমি এগ্রিকালচার সম্পর্কে এই জন্যই বলেছিলাম যে ত্রিপুরার মত একটা ছোট রাজ্যের আর্থিক ফাউণ্ডেশান গড়ে তুলতে হলে কৃষিক্ষেত্রে জোর দিতে হবে আর তা না করে যদি আমরা এই সমস্ত বড় বড় কথা যেমন জুট মিল হবে, পেপার মিল হবে, সুগার মিল হবে, আমরা বলছি না যে এগুলি না হউক, কারণ এগুলি এখানে হউক এটা আমরাও চাই। কৃষি হচ্ছে প্রধান এবং এই কৃষির উপর যদি জোর না দেওয়া হয় ঐ বড় বড় বাত আমরা অনেকেই বলি। আমি এই কথা বলি না যে পেপার মিল হবে না। অনেকে হয়ত বলেন আমাদের আপত্তি আছে— এটা আমি প্রতিবাদ করছি। পেপার মিল হউক আমরা সবাই চাই। তারপর জুট মিল হউক সেটা আমরা চাই, সুগার মিল হউক সেটাও আমরা চাই। কিন্তু সেগুলির পেছনে— করতে যাওয়ার আগে যেমন ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের গাছ ১০০ বছর পরে যখন বড় হবে তখন তারা টাকা পাবে। সেই টাকা দিয়ে আমার মানুষ বাঁচবে ১০০ বছর পরে। পেপার মিল কবে হবে তার খোঁজ নাই, কিন্তু এখন যা লাগবে, এখন যে লোকগুলি যার উপর বাঁচবে সেই কৃষির উপর সেই কৃষির উপর জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এখন কৃষির অবস্থাটা কি? সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছে, না পাচ্ছে—কৃষক যে সত্যিকারের কৃষক সে তো আর বসে থাকবে না। আমরা হয়ত উপজাতিদের মধ্যে লাঙ্গল ধরানোর জন্য, এই বর্তমান যুগে কৃষি পদ্ধতি এইগুলি ধরানোর জন্য তাদের উপর আমাদের যথেষ্ট কাজ করার আছে। সেই পরিস্থিতিতে আর বেশীদিন বসে থাকার দিন নাই। কাজে কাজেই, সেই উপজাতি যারা আছেন তাদের আজ কৃষির দিকে আনার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত এবং চেষ্টা আমাদের করতে হবে যদি তাদের বাঁচাতে হয় কিন্তু যারা এখন কৃষক আছে তারা তো কৃষি কাজ করবে, তারা বসে থাকবে না, তারা করছে। তারা কি করছে? সেই যারা কৃষি কাজ করছে তাদের কি অবস্থা হয়েছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন কৃষকেরা বহু কষ্ট করে ফসল ফলায় সরকারের কাছ থেকে খুব কমই কৃষকই আছে যারা নাকি কৃষক হিসাবে পরিচিত, তারা সরকারের সাহায্য সহানুভূতি খুব কম পায়। আর লবিং টাবিং এই সমস্ত ছাড়াতো পাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। এই সরকারের কাছ থেকে উইদাউট লবিং মানে, উইদাউট ডান হাত বাম হাত পাওয়ার কোন সুযোগ সুবিধা আছে বলে আমার জানা নাই। তবে গরীব কৃষকেরা সেই চেষ্টা করে, তার কৃষি উৎপাদন যাতে বাড়ে। সেই দিক থেকে আমি এই কথা বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য ঘাটতি আছে এটা সত্যি কথা। খাদ্যে যথেষ্ট ঘাটতি আছে এবং খাদ্যও ত্রিপুরা সরকারকে গোলাতে মজুত রাখতে হয় দুর্দিনের জন্য এটা সত্যি কথা। কিন্তু সেই দুর্দিনের খাদ্য রাখতে গিয়ে সরকার লেভি বসাচ্ছে ওরা বলছেন প্রকিউরমেন্ট, ফর্মেল প্রকিউরমেন্ট না কি বলছেন

আমরা সাধারণ মানুষের ভাষায় আমরা তো গ্রামে বাস করি স্যার, কৈলাসহরের গ্রামে বাস করি, সাধারণ মানুষ লেভি লেভি বলে—আমরা সাধারন মানুষ লেভিই বলি। কারন ধান যখন বাড়ী থেকে জোর করে নিয়ে যায় তবে সেটা লেভি ছাড়া আর কি। এই লেভি করতে গিয়ে কি হল ? এটা সত্যি কথা, সরকারের অতিরিক্ত খাদ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষকেরা যখন, সত্যিকারের কৃষক যখন ধান গোলায় উঠানোর পর স্বভাবতই যখন ধান চালের দাম একটু কম থাকে। যখন ফসল উঠে তখন ধান চালের দাম অটমেটিক কমে যায়। যে কৃষক এক মাসের খাওয়ার পায় বা দুই মাসের খাওয়ার পায় বা তিন মাসের খাওয়ার পায় সেই কৃষকও তখন ধান চাল বিক্রি করতে হয়। কারণ হল সেই লোকটার লেবার আছে বা হাট বাজার আছে বা যে লোকটা তিন মাসের খাদ্য পাচ্ছে নিশ্চয় তার ২/১ কানি জমি তার আছে। সেই লোকটার অলটানেটিভ কোন ব্যবসা ছাড়া সে সারা বৎসর বাঁচতে পারে না। অলটানেটিভ কোন ব্যবসা না থাকলে হয় সে—আমাদের কামলা বলে—অন্যের বাড়ীতে শ্রমিকের কাজ করুক, ব্যবসা করুক বা যা কিছু করুক তার অলটানেটিভ একটা সোর্স অব ইনকাম থাকতে হবে। কিন্তু যখন সে ফসলটা তুলতে যায় তখন তার ধান কাটতে হচ্ছে, মারাই করতে হচ্ছে, তার খোরাকী তিন মাসই হউক আর এক মাসই হউক। এই সময়ে যেহেতু তার পয়সা রোজগারের অন্য কোন পথ নাই সেই সময় সে চাল বিক্রি করে। চাল বিক্রী করে সেই সময় তার খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজে কাজেই এই সময় কৃষক বলতে ছোট কৃষকই হউক আর বড় কৃষকই হউক তখন সবাই চাল বিক্রী করবে ধান বিক্রী করবে এবং অটমেটিক বাজারে চাল ধান বেশী হয়ে যায় এবং চাল ধানের দাম কমে যায় এবং এই জন্য আপনারা বলেন যে দেখ আমরা যে এ সময়ে লেভি করি কারণ এ, সময় চালের দামটা অটমেটিক কমে যায় কাজেই লেভি করলে চালের দামটা বেড়ে থাকে। কাজে কাজেই লেভি করলে ভাল হয়। আমরাও বলি লেভি ভাল, যেহেতু আমাদের অসময়ের খাদ্য মজুত রাখা দরকার সেটা আমরা বলি। কিন্তু এই লেভি কালেকশানের নামে আমরা দেখছি মজুতদার যে আছে, ফরিয়া যে আছে অনেক ব্যবসায়ী আছে, এ সমস্ত ধান চালের দাম চালের দাম যখন কম থাকে তখন তাদের কাছে তা যায় না, যায় এ মার্জিনাল ফার্মারের কাছে। যার ৫ মাস বা ছয় মাস বা ৩ মাসের খাদ্য আছে তাদের কাছে গিয়ে কোন সময় চেয়ে আনল, কোন সময় পুলিশ দিয়ে আনবে। কৃষকদের খাদ্যটা সুইজ করে নিয়ে আসছে। আর এই ভাবে এ মজুতদারদের ঘরে ধান রয়েছে। স্যার আমার কথা নয়। এই কথা ওরা বলছে। রাণীর বাজারের ঘটনাতো মন্ত্রী মশায়েরা প্রশ্রয় দিচ্ছেন। রাণীর বাজারের ঘটনার কথা আমরা জানি। কাজেই এই ধরনের অবস্থা করে, ফলে কি হল যে কৃষকের জন্য বাজেট তৈরী করা হয়েছে যে কৃষকের বেনিফিটের জন্য বাজেট তৈরী করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে আমরা চাল এনে সেই কৃষকগুলিকে সর্বশান্ত করে দেওয়া হল। কারণ এ সময় তার কাছ থেকে এমন একটা দাম দিয়ে আনা হল —১, ২৬ পয়সা দিয়ে আনা হয়। এখন সেই লোকটা খাবে আড়াই টাকা দিয়ে, তিন টাকা করে কে, জি, চাল বাজার থেকে কিনতে হবে। অথচ তারা জমিতে কাজ করে, তাদের তো সাধারণ চালে আর চলে না। তারাতো ভদ্রলোক নয় স্যার—ভদ্রলোক মানুষ হলে ঐ এক কাপ চা খাবে আর ২ খানা রুটি খাবে, আর আধা ছটাক চাল হলেই তার চলে যাবে। তারা

কৃষক মানুষ কাজেই এক পোয়া ৫ ছটাক চাল লাগে এক জনের। একজন কৃষক তার সাফিশি-য়েন্ট ডায়েট আনতে হলে তাকে জমি বিক্রী করে চাল আনতে হবে সাড়ে তিন টাকা করে। এই আমরা কৃষকের উন্নতি করছি, স্যার। এই হচ্ছে বাজেটের ফর্মূলা। কাজে কাজেই প্রকৃত কৃষকের উন্নতির জন্য আমরা বহু কথা বলছি, বহু কান্নাকাটি করছি, কিন্তু পক্ষান্তরে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের ধ্বংস করা হচ্ছে। কি করে আইন করে। আইনের মাধ্যমে লেখি করছি, তোমাদের অসময়ে তোমাদের ধান দিয়ে তোমাদের সাহায্য করা হবে। আমি আগেও বলে-ছিলাম। আজকে কৃষকের কি রেশন দেওয়া হচ্ছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকের অর্দ্ধেক রেশন দেওয়া হচ্ছে না? কেন আজকে এক সপ্তাহের রেশন দেওয়া হচ্ছে না? ২ দিন ১ দিন এই রকম দেওয়া হচ্ছে এইভাবে অসময়ের খাদ্য জোগার করার জন্য যে ধান দেওয়া হয়েছিল তা দিয়ে এ রাণীর বাজারের মিল মালিকদের পুষ্ট করা হচ্ছে। কৃষকদের পুষ্ট করা হয় না স্যার। এই হচ্ছে মন্ত্রী সভার লোকগুলি। প্রত্যেকটি লোক এই সমস্ত করছে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকের উন্নতি করার জন্য যে টাকা সেই কৃষকের টাকা কৃষকের ধান সমস্ত লুট করে নিয়ে সমস্ত বড় বড় বিজনেস ম্যানদের পুষ্ট করা হচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের সমাজবাদের গনতন্ত্রের একটা বিরাট টেপ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বড় কষ্ট হয় আমরা গ্রামে থাকি। আমরা বলেছিলাম যে ২৬ তারিখ এসেম্বলী আরম্ভ করা হউক। আমরা পরার সময়ে তাদের কাছে যাব। অবশ্য কোন কোন পত্রিকা বলছে আমরা যাই নাই। কিন্তু আমি দেখে এসেছি। জানি না, আজ ত্রিপুরার সত্যিকারের যে চিত্র তা এই পত্রিকাগুলি জানেন কি না। আমি দেখে এসেছি। রেশন নাই কাজ নাই খাদ্য নাই অথচ এখন তাদের কাজ করতে হবে। এখন বৃষ্টি হয়েছে মাঠে কাজ করতে হবে। লাংগল চালাতে হবে, রোয়া দিতে হবে। আপনারা অবাক হবেন স্যার, সরকারী রিপোর্ট আছে সরকারী কর্ম্মচারীদের রিপোর্টে আছে যে ৪ দিন ৫ দিন পরে যদি একজন খাদ্য পায় তাহলে আমরা মনে করি সেটা ধন্য। এই রকম রিপোর্ট আছে। এই হেন অবস্থাতে রেশন দেওয়া হচ্ছে না, কার্ড দেওয়া হচ্ছে না আর আমরা এই এসেম্বলীতে বসে বাজেট আলোচনা করছি। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের রূপকারদের ধারা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বলেছি, কংগ্রেস আমরা বলেছি যে সমাজবাদের সৃষ্টি করতে হবে বা গণতন্ত্র আমাদের আনতে হবে। কিন্তু এই মন্ত্রী মহাশয়রা যে কোন সমাজবাদের লোক, কোন গণতন্ত্রের লোক আমার জানা নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের মধ্যে আমি বিশেষ করে পূর্ত্ত দপ্তরের সম্পর্কে কিছু বলতে যাচ্ছি। এইটা সবাই জানে, ১৬ লক্ষ লোক তাদের জানা আছে যে আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের আর্থিক অবস্থা সীমিত, আমাদের প্রায়সব সময়ই দিল্লীর উপর নির্ভর করতে হয়। এটা সবাই জানে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এতো বোকা নয়, তারা জানে যে আমাদের আর্থিক অবস্থা সীমিত। তারা এইটা বুঝে। আমরা এইটা বুঝি বলেই আমরা বলছি। আমাদের অর্থ সীমিত এই স্বীকার করি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটে যে অর্থের যোগান দেওয়া হয়েছে সেইটা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। অর্থের দিক দিয়ে আমরা পূর্ত্ত দপ্তরের কাজে যে টাকা পেয়েছি, কম হলেও আমি বলবো এইগুলি আমাদের রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাঁরারা বলবেন যে আমরা এনেছি। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষের যে একটা রাইট আছে সেইটা

উনারা স্বীকার করেন না। আমরা রাস্তা করার জন্য টাকা এনেছি। কিন্তু বাকীটা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে হবে স্যার। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট সম্পর্কে কতটুকু তারা করেছেন, টাকা তো এখানে যথেষ্ট আছে এই পি, ডব্লিউ ওয়ার্কসে আমরা যা দেখেছি। কিন্তু কার্য্যত কাজটা কি হচ্ছে। সেইটা আমাদের দেখা দরকার। খাতায় তো আছে কিন্তু গোয়ালে সেইটা আছে কিনা আমার দেখা দরকার। সেইটা হলো যে গ্রামাঞ্চলে সেই গ্রাম ত্রিপুরাতে রাস্তাঘাট কি পরিমাণ করা হচ্ছে সেইটা দেখতে হবে। সেইটা দেখতে গিয়ে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে বিগত দুই তিন বছরে আমার কনষ্টিটিউয়েনসিতে কতটুকু কাজ হয়েছে? মাননীয় সদস্য সাব্রুমের কথা বলেছেন এইট্যাতো আমরা মনে করি স্যার, সাবরুম ত্রিপুরার বাইরেই। কৈলাশহর অবশ্য এই কথা বলা যায় না কারণ ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরার লিংক সেইটা ধর্মনগর বাইরে হলে কৈলাশহরের মাঝে দিয়ে যেতে হয়। কাজেই আমাদের কৈলাশহর সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়। মানে দায়ে পড়ে চিন্তা করতে হয়। আমার কনষ্টিটিয়েনসি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই যে আমি বিগত তিন বছর যাবত সেই মন্ত্রীসভা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যান্ত, আমি পত্রিকায় ষ্ট্যাটমেন্টও করেছিলাম কতগুলি রাস্তার জন্য। আমি বহু জায়গাতে সেই গরু খোজার মত সেই অভারসীয়ার থেকে আরম্ভ করে এস. ডি. ও. এ্যাকজিকিউটিভ ইন্‌জিনীয়ার, চীফ ইন্‌জিনীয়ার এবং চীফ মিনিষ্টার, মানে আমি আর কিছু বাদ দেই নি। কারণ এই রাস্তাগুলি একান্ত প্রয়োজন, গ্রামের রাস্তা এইটা না হলে হয় না। তারপর অনেক চেষ্টার পর এ্যাষ্টিমেটের কাগজটা তৈরী হয়ে এলো। সেই এ্যাষ্টিমেট করতে স্যার, আমার সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর। এষ্টিমেট করতে অভারসিয়ার নাই। অভারসিয়ার এলো তারপর এষ্টিমেট করলো। এষ্টিমেট করার পর এ্যাকজিকিউটিভ ইন্‌জিনীয়ার বললো যে স্যার, আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এইটাতো প্ল্যানে ধরা হয় নাই। এই প্ল্যানে তো এইটা ধরা সম্ভব নয়। এর পরের প্ল্যানে ধরা হবে। কাজেই আপনাকে আরও প্রায় ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো স্যার, ধলেশ্বরে যে প্রত্যেক বাড়ীর রাস্তা হলো লগে লগে এবং এই বনমালীপুরে লগে যে রাস্তা হলো সেইটার এষ্টিমেটটা কত বছর আগে হয়েছিল? এষ্টিমেট করে টাকা দিতে পারে না, অথচ রাস্তা হয়ে গেল উইদআউট সেংশন? আমি এইটা বুঝতে পারি নি। কাজেই যে দেশে বাস করি গণতন্ত্রের নামে উনারা যে তন্ত্র করছেন, এই তন্ত্রের দ্বারা ত্রিপুরার গ্রামের মানুষগুলি কি পাবে আমার সন্দেহ আছে। যেখানে আমরা তিন বছর যোগাযোগ করে একটা কোদাল মাটি তুলতে পারলাম না। সেখানে কি আশা করা যায়? প্ল্যানে না থাকলে যে এসটিমেট হয় না, কিন্তু আমার প্ল্যানে ছিল কুমারঘাটের ফটিক রায়ের যে রাস্তাটা এইটা ধরা হয়েছিল এই প্ল্যানের আগের প্ল্যানে। কিন্তু সেইট্যাতো এখনও হলো না। কেন? আমি বলবো যা করবো তার উল্টোটা। আমি বলবো ত্রিপুরার ১৮ লক্ষ মানুষের জন্ত করছি, আসলে কিন্তু আমার জন্য। ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ মানুষের জন্য কান্নাকাটি করছি কিন্তু কার জন্য করছি? এই আমাদের মন্ত্রীমহাশয়ের জন্য। তারপর আসেন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যথেষ্ট টাকা খরচ হচ্ছে। আমার মনে হয় একটা বৃহত্তর অংশ খরচ হয় এই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে। এইবার দেখছি বহু টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন এই তিন বছর কৈলাশহর খাতে বিশেষ করে আমার কনষ্টিটিউয়েনসিতে একটা স্কুল হয়েছে কি? কেন

হলো না? তারা যেখানে স্কুল করার দরকার নাই সেখানেই করছে আর যেখানে দরকার সেখানে করছে না। ধনবিলাস সেখানে একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল করার জন্য কৈলাশহরের ইনস্পেক্টার সেই ইনস্পেক্টার তিন বছর আগে ফাস্ট প্রেফারেন্স দিয়ে লিখেছে যে এইটা ট্রাইবেল এলাকা, এখানে একটা স্কুল দরকার। আগে একজন মন্ত্রী ছিল ট্রাইবেল এইবার সেখানে দুইজন হয়েছে। এই মন্ত্রীত্ব করেই শেষ। আজ তিন বছর পর্য্যন্ত সেখানে স্কুলটা হয় নি। কারণ আমি বুঝি না। বহুবার আমি বলেছি। কাজেই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের উন্নতির জন্য উনারা অনেক কিছুই বলেন কিন্তু কাজে কি করেন সেইটাতো আমার বোধগম্য হয় না। তাছাড়া ত্রিপুরী ভাষা, ককবরক ভাষার জন্য নাকি ৫০টি স্কুল খোলা হয়েছে। কাজেই আমি এই ট্রাইবেল মন্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি আপনারা বলুন কোন কোন জায়গায় এই ককবরক ভাষা চালাচ্ছেন? কারণ আপনারা মন্ত্রী হয়েছেন তো? এখন বড় প্রশ্ন হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যার ৪২ ভাগ লোক সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইব্‌স। এখানে সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইব্‌স একটা দপ্তর আছে। মন্ত্রীও আছে। সেই সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবসের সম্পর্কে আমি এই বিধান সভায় অনেক বক্তব্য রেখেছি। তাদের জন্য তো দেখা যায় ভিতরে এবং বাইরে অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করা হয়। ২৭টা বছর হয়ে গেল, আমরাইতো বিশ্বাস করে এই কংগ্রেসের এম, এল, এ, রাইতো কংগ্রেসী মন্ত্রী বানাইলাম। তাঁরাওতো একটা সাধারণ লোক। কতটুকু কাজ হয়েছে? উন্নতির জন্য কি হল? ডম্বুর—এই যে ডম্বুর প্রকল্প করতে গিয়ে যে ট্রাইবেলরা উচ্ছেদ হয়েছে, ট্রাইবেলরা মানে নিশ্চিহ্ন হতে হতে যারা নাকি কিছুদিন আগেও কৈলাশহরে ঐ ট্রাইবেলরা এই টাউনের কাছাকাছি বাস করতেন, বিভিন্ন শহরের কাছাকাছি বাস করতেন, এই বাঙ্গালীদের সাথে সাথে বাস করতেন, আজকে উন্নতি হতে হতে তাদের আজকে পাহাড়ে-জঙ্গলে চলে যেতে হয়েছে। তাদের এত উন্নতি করা হচ্ছে, তাদের কৃষি কার্য্যে এত উন্নতি করা হচ্ছে যে আজকে তাদের আর কৃষি কাজ করার মত জমি নাই। কেন নাই? কারণ ঐ ধান চাল খেয়ে তো তাদের বাঁচার অধিকার নাই। ফলে ফলমূল যেখানে পায়, আলু যেখানে পায়, লতাপাতা যেখানে পায়, ঐ বিরাট বিরাট জঙ্গলের দরকার। তাই তারা সেখানে গিয়েছে। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির একটা বিরাট রূপ। সাথে সাথে আরো হচ্ছে এবং আরো হবে। উন্নতি তাহলে হচ্ছে না? তা নিশ্চয়ই নয়। উন্নতি হচ্ছে এই ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের ঐ ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টরদের, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসারদের এবং সুপার ভাইসরদের। এবং এর মধ্যে অধিকাংশই ট্রাইবেল নন। সব নন-ট্রাইবেল। আর সিডুল কাষ্টদের মধ্যে তো নেইই। জানি না, দু'এক জন আছেন কি না। আমি পরে আসছি এই সম্পর্কে। তাদের উন্নতি হবে কি করে? শুনেছি অমুক বিরাট অফিসার—বাবা। বিরাট অবস্থাটা করে ফেলেছেন। অমুক ডাইরেক্টর বিরাট অবস্থা করে ফেলেছেন। কি করে? ট্রাইবেলদের উন্নতির নামে। একটা কথা আছে, ট্রাইবেলদের একটা প্রধান এবং একটা অভ্যাস হচ্ছে যেটা নাকি ওঁই যে আমি শুনেছি—আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি—আমি দেখেছি যখন কোন ভাল লোক কোন সম্মানী লোক ট্রাইবেলদের কাছে গেলে তারা একটা সম্মান সূচক গ্লাস তাদের সামনে নিয়ে ধরে। আমি নিজে দেখেছি। এটা তাদের একটা জন্মগত জাতিগত বৈশিষ্ট

সেটা হচ্ছে তাদের যেটা নাকি মদ স্যার। এটা একটা বৈশিষ্ট। এটা তাদের একটা সামাজিক অর্থাৎ সমাজগত ভাবে এটা তাদের মধ্যে অ্যালাউড। আমি অনেক জায়গায় দেখেছি, গিয়েছি। এই যে বৈশিষ্ট স্যার, এটা তাদের সরল সিধা মনে এটা তারা করে থাকে। এই যে তাদের একটা দুর্ব্বলতা আছে সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এই অফিসাররা কি করছে জানেন স্যার? আপনি অবাক হবেন। তাঁরা তাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ল্যাণ্ড? তোমরা তোমাদের ঋণের টাকা পাবে, খয়রাতির টাকা পাবে, তুমি তোমার কৃষি কাজের জন্য টাকা পাবে, পুনর্বাসনের জন্য তুমি তোমার টাকা পাবে। দিবে তো সুপার-ভাইজাররা। আর এই যে একটা দুর্বলতা, এই মদের দুর্বলতা সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই কর্মচারীগুলি সঙ্গে সঙ্গে যে কর্মচারী পরিচালকেরা আছেন তারা এই সুযোগ নিয়ে ট্রাইবেল-দের উন্নতির নামে তাদেরকে একটা জাহান্নমের পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অধিকাংশ জায়গায়ই এটা হচ্ছে। এটার জন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণের দরকার নেই। সাক্ষ্য প্রমাণ আছে ঐ ট্রাইবেল অফিসার আর ঐ সুপার ভাইজাররা। তার কারণ, ট্রাইবেলদের উন্নতি কিছুই হয়নি। উন্নতি হয়েছে অমুক অফিসারের অমুক সুপার ভাইজারের, তার জন্য নূতন করে সাক্ষ্য প্রমাণের দরকার হবে না। ঐ ৩লক্ষ ট্রাইবেলরাই সাক্ষ্য দেবে। এই হচ্ছে ট্রাইবেলদের বর্ত্তমান অবস্থা স্যার। আর তপশিলীদের কথা বাদই দিলাম। কেন বাদ দিলাম? বাদ দিলাম এই কারণে, একটা ডিমাণ্ড যে সিডুল কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডুল ট্রাইব ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে একজন মন্ত্রী আছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন যে ১ লক্ষ ৯২ হাজার সিডুল কাষ্টের কথা বলেছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেক বেশী। হ্যাঁ, অনেক বেশী অনেক বেশী। এবং এটা আপনাদের সরকারী কারচুপি যে কথাটা এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করতে পারছেন না। সিডুল কাষ্টের লোক সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু আপনাদের সুবিধার জন্য সেটাকে ষড়যন্ত্র করে কম করে দেখানো হয়েছে। এই কম করার কারণ আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কারচু করা সত্বেও বেশী কমাতে পারেন নাই। ১ লক্ষ ৯২ হাজার। ৪২ পারসেন্ট ট্রাইবেল এবং ১৩ পার্সেন্ট সিডুল কাষ্টের জন্য রিজার্ভেশান করা হয়েছে। এই বার আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করব যে মাননীয় ট্রাইবেল মিনিষ্টার যেখানে ১ লক্ষ ৯২ হাজার তপশীলি লোক আছে, আমার দাবী অনুযায়ী অনেক বেশী, বিগত ৩ বছরের মধ্যে কয়বার আপনি সিডুল কাষ্ট লোকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন? কয়টা সিডুল কাষ্টের গ্রামে গিয়ে আলাপ আলোচনা আপনি করেছেন? আপনি তো ট্রাইবেল মিনিষ্টার। আপনি কোথায় গিয়েছেন? কম্বল দিয়েছেন? তাতে কম্বল কেলেঙ্কারীর কথা তো সকলেরই জানা আছে। এই মাননীয় ট্রাইবেল মিনিষ্টার যেখানে একটা দপ্তর, যেখানে এত টাকার প্রভিশান আছে এই ৩ বছরের মধ্যে একটা সিডুল কাষ্ট লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নাই। কারণ সেই দিকে আপনাদের লক্ষ্য নাই। আপনাদের লক্ষ্য হচ্ছে কি ভাবে টাকা লুটতে পারবেন। কি ভাবে অফিসারের মাধ্যমে রোজগার করতে পারবেন? সেই লক্ষ্য আপনাদের। যদি তা না হত তাহলে একটা সিডুল কাষ্ট লোকের সঙ্গে ৩ বছরে কেন কথা বার্ত্তা বললেন না? আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম সেখানে কোন বক্তব্য পর্য্যন্ত নেই তাদের সম্পর্কে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কি অবাক কাণ্ড? এই হচ্ছে লোক? কংগ্রেসের নামে গণতন্ত্রকে

হত্যা করছে। আমার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন তপশিলী উপজাতিদের রক্ষার জন্য সব রকমের চেষ্টা করতে হবে। এটা না করে আপনারা কংগ্রেসের ভাবমূর্তিকে রক্ষা করছেন তাই না? আপনারা যা খুশী করছেন ইন্দিরা গান্ধীর নাম দিয়ে। তাতে কি আপনারা বুঝতে পারছেন না ইন্দীরা গান্ধীকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা? কংগ্রেসকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছেন না বুঝতে পারছেন না? কি বলব স্যার, এটা বলতে গিয়ে একটা কথাই মানে হচ্ছে যে এদের গণ্ডারের চামড়ার মধ্যে দিয়ে কি ভাবে বললে তা ঢুকবে গিয়ে? কি ভাষায় বললে সেটা শুনতে পাবেন? এমন কোন ভাষা আমি জানিনা। অর্থাৎ এমন কোন ভাষা আমার জানা নেই যে ভাষাতে বললে পরে তাঁরা শুনতে পাবেন। ১৩ পার্সেন্ট লোক ত্রিপুরাতে বাস করে। সেই তপশিলীরা কি কাজ করবে, তারা কোথায় থাকবে, কি করবে, কিভাবে চাকুরী হবে, কোন খবরই নেই। হ্যাঁ, একটা এখানে হরিজন এডভাইসরী কমিটি আছে। এই হরিজন অ্যাডভাইসরী কমিটিতে ১৫।১৬ জন মেম্বার আছেন। তার মধ্যে দুই একজন হরিজন আছেন আর সব বামুন। বামুন স্যার। এই বছরে হরিজনদের একটা মিটিং হয়েছে কি না আমি জানি না। এই হরিজন অ্যাডভাইসরি কমিটির কোন কাজ হয়েছে কিনা, তিন বছরের মধ্যে কোন মিটিং হয়েছে কিনা তারা তাঁও জানেন না। কোন রিপোর্ট হয়না। কাজেই এদের উপরে অবিচারটা এই গণতন্ত্রের নামে, সমাজবাদের নামে মন্ত্রীরা যা করেছেন সেটা তো সত্যি। আজকে চাকুরী ক্ষেত্রে যা বলছেন যে আমি—আমরা ১৩ পার্সেন্ট রিজার্ভ করব সিডুল্ড কাষ্ট। গত রাজ্যপালের ভাষণ অনুযায়ী আমরা বলেছিলাম ১২ হাজার লোকের চাকরি যদি হয়ে যায় তাহলে আমি অংক টংকের মধ্যে যাচ্ছি না, আমি সোজাসুজি বলি ১০ পারসেন্টও যদি হয় মানে ১১ পার্সেন্ট বাদ দিলাম, ১০এ ফিরে এলাম, ১০ পার্সেন্ট এক হাজারে হয় ১০০। ১২,০০০ হাজারে হয় ১২০০'শর চাকরি হবে। যদি ১০ পারসেন্ট হয় তাহলে ১২ হাজার সিডিউল কাষ্টের মধ্যে ১২০০ চাকরি হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, কয়শ চাকরি দিয়েছেন এযাবত। বলতে পারেন এই যে বেইমানী করেছেন সিডিউল কাষ্টের উপর, এই অবিচার করেছেন তাদের উপর লজ্জা হয় না আপনাদের। সিডিউল কাষ্টের লোকগুলো আজকে ধর্মনগরে বেকার আছে, কৈলাশহরে বেকার আছে আরও কত সিডিউল কাষ্ট বেকার রয়ে গেছে। ৯২ হাজার যেখানে বেকার সেখানে ম্যানপাওয়ারে ১৯০০ মাত্র (আপ টু মে পর্যন্ত) নাম লেখা আছে। এপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে একেবারে বকলমের থেকে কিছু নাম লেখা আছে। ঐ আপনার কি বলে শ্রমিক বেকার, শিক্ষিত বেকার, অশিক্ষিত বেকার। ম্যানপাওয়ার এসব মিলাইয়া ১৯০০। সেইখানে ১২০০শর চাকরি যদি হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষিত বেকার থাকার কথা নয়, কিন্তু আমার সিডিউল কাষ্টের সেই শত শত বেকার ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, লজ্জা করে না? লজ্জা করা উচিত এবং ঐ জন্য ঐ সিডিউল কাষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করা উচিত। যে সিডিউল কাষ্ট মন্ত্রী বলে দায়িত্ববোধ আছে, যে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না তার পদত্যাগ করা উচিত। সিডিউল কাষ্টদের উপর বেইমানী করা হচ্ছে বুঝিনা? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভাবে সিডিউল কাষ্টদের উপরে বেইমানী করছে, আমি হুশিয়ারী জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, এই বেইমানীর যোগ্য জবাব আপনারা পাবেন। ১৩ পারসেন্ট চাকরি কোথায় গেল?

এই শুধু বেকারেরা ঘুরে; কেন ঘুরে, আর পেশা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নিজের এরাই জানেন না আর কি বলব। তারা ট্রাইবেল আছে কতগুলি; তাদের কি কি ভাষা, তাই জানেন না আর সিডিউল কাষ্টের ভাষা জানবেন কি করে? সিডিউল কাষ্ট তাদেরও'ত বিভিন্ন জাত আছে, কেউ ধোপা, কেউ মাছ বেঁচে, কেউ জেলে, কেউ মাঠে কাজ করে, কেউ বেতের কাজ করে, কেউ ফুল তোলে নানা ধরণের কাজ করে। এই পেশাভিত্তিক কোন কর্মসূচী কি এই বাজেটে আপনারা রেখেছেন? সমাজবাদের কথা বলেন কোন মুখে? পেশাভিত্তিক কর্মসূচী, পেশা ভিত্তিক ডেভেলাপমেন্টের যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারা কোথায়? কারণ মাথায় তো কিছু থাকা দরকার, না হলে আসবে কি করে? আমার একজন সিডিউল কাস্টের লোক তার পেশা হচ্ছে ওয়াশারম্যান বা ধুপি, তাকে যদি বলি কৃষি লোন নেও ১০০ টাকা, হবে নাকি স্যার? আর একজন বেতের কাজ করে, তুমি বেতের কাজ কর, তুমি ধোপের একটা মেসিন নিয়ে নেও। কাজে কাজে এই যে পেশাগুলি, মুখে আমরা যতই বলিনা কেন স্যার, গণতন্ত্র...আমি বেশী সময় বলিনি স্যার...আমার ওয়ান ফোর্থ হয়েছে, আমি আরও কিছু সময় বলবো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আর ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— করব স্যার, আর কেউ আজকে বলবে না স্যার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পেশাভিত্তিক কর্মসূচী যদি না হয় কিন্তু আমরা এটা জানি গণতান্ত্রিক দেশে সমাজবাদের দেশে জাতির বৈষম্য থাকা উচিত নয়, এটা সত্য কথা, এটা আমরা স্বীকার করি কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সেই লেভেলে নিয়ে আসতে পারবো, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটা লোকের সেই সেন্টিমেন্ট না আনতে পারবো যে প্রত্যেকটা পেশা প্রত্যেকটা কাজ, প্রত্যেকটা ধর্ম্মের সমান অধিকার এই যে সেন্টিমেন্ট এই যে জাতিগত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য: যেমন আমি যে মাছ ধরি আমার যে জন্মগত অবস্থাটা সেই অবস্থা আমি একদিনে পাল্টাতে পারি না। যেমন জুমিয়ারা একদিনে লাঙ্গল চালাতে পারবে না। কাজেই এই পেশা থেকে সরে যেতে হলে আমার যতটুকু স্থায় শৃঙ্খলার ও পরিশ্রান্ত হওয়া দরকার সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই জাতিগুলি ডেভেলাপমেন্টের পথে না আসতে পারছে ততক্ষণ তাদের সেই পেশাগত কাজে তাদের সাহায্য করতে হবে এবং পেশাগত ভাবে আমরা যদি সাহায্য না করি তাহলে পরে তারা দিনের পর দিন অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কারণ প্রতিযোগিতার যুগে কম্পি-টিশানের যুগে আজকে যে লোকটি ভাল কৃষক কিন্তু আর একজন যদি খারাপ ধরণের কৃষক আসে সেখানে সে মার খাবে। একজন ভাল ব্যবসায়ীর সংগে একজন খারাপ ব্যবসায়ী যদি এসে পড়ে সে মার খাবে। কাজেই প্রতিযোগিতার যুগ যেখানে সেখানে একটা লোক, আমি মাছ ধরা ছাড়া আর কিছু জানিনা, সেখানে আমি যদি লাংগল ধরতে যাই তাহলে, তাহলে এমনিও মার খাবো অমনিও মার খাবো। কাজে কাজেই এই যে অবস্থাটা এই প্রতিযোগিতার যুগে হঠাৎ যদি আমি বলি সবাই সমান, পেশাগত কোন বাধা নাই, সবাই সব কিছু করতে পারবে এবং এই কথা যখনই বললাম তার সংগে সংগে লোকগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। যারা কিছুই জানে না তারা যখনই প্রতিযোগিতায় আসবে তারা আরও ধ্বংস হয়ে যাবে, এ কিন্তু আমাদের মন্ত্রী মহাশয়েরা বলেন না। কাজে কাজেই সিডিউল কাষ্ট ও সিডিউল ট্রাইবদের

জন্য ভাল প্রটেকশান এবং তাদের যে স্পেশালভাবে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব, দেওয়ার যে কথা আপনারা যে বলেছেন এবং কেন বলেছেন ? যে না, তারা এই অবস্থাতে এখনই প্রতিযোগিতায় আসতে পারবে না, সেইজন্য তাকে প্রতিযোগিতায় আনতে হবে, তাকে স্পেশালভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্যর দিকে নজর রাখতে হবে এবং সেই দিক দিয়া তাদের আরও উন্নত করতে হবে। তাহলে একমাত্র আজকে সমাজবাদের দিকে তারা আসতে পারে। এ ছাড়া হয় না। কাজে কাজেই এই তপশিলীদের উপরে যে অবিচারগুলি চলছে, আমি রাগ করতে পারি, গালাগাল করতে পারি কিন্তু অনুরোধ করছি যে মহাশয়েরা এদিকে একটু লক্ষ্য টক্ষ্য দিন, না হলেও শেষ পর্য্যন্ত আপনারা সব হারাবেন। এই না করার জন্য আরও তো দায়ী আছে। কিন্তু আর কিছু তো কর্ম্মচারী কাজ করে। তা না হলে তারা চেয়ারে বসে আছে কি করে? করে তো কিছু। এই যে কাজ করা বা না করা এর মধ্যে একটা মানসিক দিক্ আছে। কর্ম-চারীদের বিভিন্ন রকমের অভাব অভিযোগ বা নানা ধরণের অনেক অভাব অভিযোগ, বৈষম্য আছে। ইদানীং আপনারা জানেন যে আমরা কংগ্রেসের এম, এল, রাই দরবার করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে বেশ সহানুভূতি পেয়েছি এবং আশা করি আরও কিছু পাব। কিন্তু এটা সামরিক। স্থায়ীভাবে যেটা প্রয়োজন সেটা হল পে কমিশন। পে কমিশনের মাধ্যমে কর্মচারীদের একটা সমস্যার সমাধানের স্থায়ী ব্যবস্থা, মোটামুটিভাবে একটা লাইন ঠিক করা হয়। কিন্তু পে কমি-শনের অবস্থাটা তো এখনও কিছু বুঝা গেল না। এই যে আনরেইটা পে কমিশনের মধ্যে আমরা দেখেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বহুবার বলেছেন. পে কমিশনের এটা রিকমেণ্ডেশানের জন্য পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু এই পে কমিশনের সম্পর্কে আমি একটা দিক্ বলছি, এটা যে করা হয়েছে এটার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে। আমি একটা লাইন বলব, এডুকেশান সম্পর্কে। এডুকেশান তো বিশেষ করে পয়সার দিক দিয়ে মাষ্টাররা সব দিনই ডিপ্রাইভড। ত্রিপুরার ইতিহাসে শিক্ষকরা ডিপ্রাইভ্ড। এইখানে একটা কথা আছে, যেখানে পে কমিশন বসেছে, বেতন নির্দ্ধারণ করা হবে প্রাইস লেভেল অনুপাতে, রাজ্যের যে আর্থিক ক্যাপাসিটি তার উপর। সেই প্রাইস লেভেলের উপর বেতন নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে একটা জায়গায় বলেছেন ট্রেণ্ড এবং আনট্রেণ্ড শিক্ষক—তার মধ্যে সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ট্রেণ্ড আন-ট্রেণ্ডের কথা উঠে না। ইক্রিমেন্ট সংগে সংগে হয়ে যায়। কিন্তু এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে আন-ট্রেণ্ড হলে সেখানে তার পে ফিকস্ড, ইনক্রিমেন্ট নাই। এটা আমরা বুঝি না। আমাদেরও যারা আন ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট তারা ইনক্রিমেন্ট পায়। এখানে কেন যে আমাদের পে কমিশন এটা বলল না, হয়ত বিভিন্ন শিক্ষকেরা ডেপুটেশান দিয়েছেন, কেন যে এটা চেপে গেল বুঝি না। আর একটা জিনিষ করেছে যে আন-ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট যারা তারা যে বেতন পাবে, বর্ত্তমানে তারা যা পাচ্ছে তার চাইতে ৬০ টাকা কমে যাবে। এখন কি অদ্ভুত ব্যাপার, পে কমিশনের বর্ত্তমান প্রাইস লেভে-লের উপর, সাধারণত এটা নিয়ম বর্তমানে যে টাকা পাচ্ছে সেই টাকার কম হতে পারবে না, বেশী টাকা পাক্ বা না পাক্। কিন্তু এমন একটা ব্যাপার, আমি বইটা আনি নাই, আমি রুল দেখিয়ে দিতে পারতাম যে একজন গ্র্যাজুয়েট আন-ট্রেণ্ড হলে এখন যে বেতন পাচ্ছে ১৭৫ টাকা স্কেলে, সেই লোকটার আর একটা পে কমিশন বসার সংগে সংগে প্রায় ৬০ টাকা

কমে যায়। এখন এটা সর্বত্র, কোথায় বলব? কাজে কাজেই, আমি বলতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা বাজেট করেছেন, এই বাজেটে টাকা রেখেছেন, সেটা সীমিত অর্থ কষ্টের মধ্যে যা বলেছেন সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলছি যে এটা খুব ধন্যবাদের সংগেই এটা গ্রহণ করছি। কারণ আমাদের যে সম্পদ, তার মধ্যে এই টাকা যে ধরেছেন এটাকে আমি সমর্থন করছি, কিন্তু কাজটাকে আমি সমর্থন করছি না। কারণ টাকা এবং কাজের মধ্যে অনেক ফারাক। সেই ফারকটা যাতে না হয়। কারণ এইখানে যে ভাল ভাল কথা বলেছেন সেজন্য আমি বলছি না, কারণ আমিও বলছি এটা ভাল করেছেন, টাকা ধরেছেন, অনেক ডিপার্ট-মেন্টেই ভাল ভাল টাকা ধরেছেন। টাকার দিক দিয়ে আমি খুশী। সেজন্য আমি বাজেটকে সত্যিই ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আমি যে কথাগুলি বললাম, বিশেষ করে পে কমিশনের ব্যাপারে হোক বা সিডিউলড কাষ্টের ব্যাপারেই হোক, কারণ সিডিউলড কাষ্টের রিপ্রেজেনটেটিভ হিসাবে আমি দেখেছি যে সিডিউলড কাষ্টের উপর যে অবিচার ওরা করেন, কাগজে কলমে একভাবে লেখে, আর কাজে যেভাবে করেন, এটা বলতে গেলে কান্নাই পায়। কারণ সিডিউলড কাষ্ট ত্রিপুরা রাজ্যে অধিকাংশ লোক রিফিউজী হয়ে এসেছে। এমনিতে তাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, একটা চরম অবস্থার মধ্যে তারা এখানে এসে বাস করছে। কিন্তু বিগত ২৭ বৎসরে কয়টা সিডিউলড কাষ্ট লোকের পয়সা হয়েছে। সেই অধিকাংশ হাজার হাজার সিডিউলড কাষ্ট লোক নিরন্ন, তাদের ঘর নাই, তাদের পড়ার কাপড় নাই, তাদের এডুকেশান নাই, অবশ্য তাদের যথেষ্ট সুযোগ আছে, ষ্টাইপেণ্ড আছে, ধন্যবাদ। বুকগ্র্যান্ট আছে, ধন্যবাদ, স্কলারশিপ আছে, ধন্যবাদ। সব আছে, কিন্তু স্যার, যে লোকটা খেতে পায় না, যে লোকটার এক বেলা ছেলেকে খাবার দিতে পারে না, যে লোকটার ১২/১৩ বছরের ছেলেটাকে কামলার কাজ করাতে হয় সে কিভাবে এই সুযোগগুলি নেবে। এই হল সিডিউলড কাষ্ট সম্প্রদায়ের লোক। কাজেই স্কুলের ষ্টাইপেণ্ড আছে, বুকগ্র্যান্ট আছে, স্কলারশিপ আছে, সবকিছু থাকা সত্বেও তার কিছুই নাই। এই অবস্থার মধ্যেও যারা কষ্ট করে লেখা পড়া শিখিয়াছে, ম্যাট্রিক বা বি, এ, পাশ করিয়েছে তাদের ছেলেদের তাদের সরকার কোন চাকরী দিতে রাজী নয়। চাকরী আছে কাদের? যারা ক্লাব করবে, ক্লাব করতে গিয়ে মন্ত্রীদের মস্তানী করবে যারা তাদের চাকরী হবে। কিন্তু এই লোকগুলির চাকরী হবে না। কাজে কাজেই আমি এই বাজেটকে টাকার অংক দেখে এবং টাকার ডিষ্ট্রিবিউশান দেখে সমর্থন করলাম, কিন্তু তাদের কাজটাকে আমি সমর্থন করি না। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেটের ডিস্কাশনে, আমি সমস্ত বাজেট বইটা দেখলাম, সেখানে বিভিন্ন খাতে, উন্নয়নমূলক কাজের একটা ইংগিত দেখেছি। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। বাজেটে আমরা প্রতি বছর অর্থ বরাদ্দ করে যাচ্ছি। কিন্তু যে পরিমাণ টাকা আমরা বরাদ্দ করে যাচ্ছি সেই টাকা আমরা ঠিক ঠিকভাবে গ্রামাঞ্চলে বা প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে সুন্দরভাবে সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কিছু কিছু কাজে গাফিলতি আছে বলে, ভুল ত্রুটি আছে বলে আমার মনে হয়।

১৯৭২ সালে আমরা যখন নির্বাচিত হয়ে প্রথম বিধান সভাতে এসেছি, তখনও খরা পরিস্থিতি ছিল আবার এই বছরেও দেখছি একই খরা পরিস্থিতি। কাজেই আমরা যদি কৃষকদের দিকে লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখব যে এই রকম খরা তো প্রতিবছরই আসবে এবং প্রতি বছর কৃষকদের ফসল নষ্ট হবে এবং সেই সংগে সংগে ত্রিপুরাতে খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি হবে। কাজেই এই খরা থেকে আমাদের কৃষকদের বাঁচানোর জন্য যে সব পরিকল্পনা নেওয়ার প্রয়োজন, সেই সব পরিকল্পনার মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এবং আমরা এও লক্ষ্য করছি যে সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু আনসাইন্টিফিক ওয়েতে করা হয়েছে। এখানে অনেক মাননীয় সদস্য লিফ্ট ইরিগেশন এবং ডাইর্ভাসন স্কীম সম্পর্কে বলেছেন। যেমন যেখানে আমাদের বড় বড় মাঠ আছে, সেখানে যদি সিউর সোর্স অব ওয়াটার সাপ্লাইর ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের ত্রিপুরাতে খাদ্যাভাব হতে পারে না। আগে আমরা দেখতাম যে গ্রামাঞ্চলে একবার মাত্র ফসল করা হত, এখনি দেখছি সেই জায়গাতে ৩ বার ফসল করা হচ্ছে এবং আগে যেখানে আমাদের লোক্যাল ভেরাইটিজ হত এখন সেখানে হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ হচ্ছে। তা সত্বেও আমাদের খাদ্য সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে, কারণ আমাদের পরিকল্পনাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে ডিফেক্ট আছে। আমি সেইদিন লিলুয়া ছড়াতে দেখে এলাম যে সেখানে ছোট ছোট ছড়াগুলিতে লিফ্ট ইরিগেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেখানে কোন রকম লিফ্ট ইরিগেশনের কোন দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না, কারণ আমি মনে করি যে সেখানে ডাইর্ভাসন স্কীম করলে পরেই সমস্ত জলটা আমরা জমিতে ব্যবহার করতে পারি। লিফ্ট ইরিগেশন সাধারণতঃ বড় বড় নদীগুলিতে করা যায়, যেমন মুহুরী নদী, লাওগাঙ নদী, খোয়াই নদী এবং গোমতী নদী, এই সব নদীগুলিতে লিফ্ট ইরিগেশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে ছোট ছোট নদী বা ছড়াগুলিতে লিফ্ট ইরিগেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলে হয়তো কিছুদিন লিফ্ট ইরিগেশানের কাজ ঠিকই চলছে এবং চলার পরে কিছুদিন পরে সেখানকার জল ফুরিয়ে গেল এবং তারপর লিফ্ট ইরিগেশনটা অকেজো হয়ে গেল। কাজেই এই লিফ্ট ইরিগেশনটা সম্পূর্ণ আনসাইন্টিফিক ওয়েতে করা হয়েছে এবং সেটা কৃষকদের কোন কাজেই লাগছে না। আবার যে সব পাম্প সেটগুলি বসানো হয়েছে, সেগুলিও কখনও কখনও জলের অভাবে চলছে না, না হয়তো মেসিনগুলি আউট অব অর্ডার হয়ে আছে। ফলে কৃষকদের যখন জলের দরকার ছিল, তখন তারা প্রয়োজনীয় জল পাচ্ছে না এবং তাতে করে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আমি গতবারে বাজেট বক্তৃতায় বলছিলাম যে আমাদের এখানে সিউর সোর্স অব ওয়াটারের ব্যবস্থা যদি না করতে পারি, তাহলে ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না আমরা যতই পরিকল্পনা করি না কেন এবং বাজেটে যত টাকাই ধরি না কেন। কাজেই এখন থেকে সুষ্ঠভাবে আমাদের ইরিগেশন সীষ্টেমকে যদি ঢালাও ভাবে সাজানো যায়, তাহলে ত্রিপুরাকে আগামী দিনে খরার কবল থেকে বাঁচানো যাবে, আর না হয়তো আমরা ত্রিপুরাকে খরার থেকে বাঁচাতে পারব না। এক বছর পর পর আমরা আল্লা মেঘ দে, পানি দে করে চীৎকার করতে হবে অর্থাৎ আমাদের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কাজেই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যে খরার হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে হলে আমাদের অন্ততঃ ইরিগেশন সীষ্টেমটাকে

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে হবে। সেখানে বড় নদী আছে সেখানে লিফ্‌ট ইরিগেশন হউক, ছোট ছোট ছড়াগুলিতে ডাইভার্সান স্কীম হউক আর যেখানে ওভার ফ্লোর ব্যবস্থা আছে, সেখানে তার ব্যবস্থা করেই হউক। স্যার, আমি দেখছি একটা টেষ্ট বোরিং-এ যে টাকা পাওয়া যায়, সেখানে টেষ্ট বোরিং-এর টাকা কন্‌ট্রাক্টার পায়, সেখানে অরিজিন্যাল বোরিং করলে সে টাকা পাওয়া যায় না বলে সব জায়গাতে আনসাক্‌সেস ফুল করে বেশী টাকার জন্য একটা ফাঁকের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের সংগে ঐ কন্‌ট্রাক্টারদের এই সম্পর্কে একটা কারচুপি চলছে, এই ধরনের অনেকগুলি অভিযোগ জনসাধারণ আমাদের কাছে করে থাকে। আমি সেদিন লাওগাঙ্গে দেখলাম যে ১০০ ফুট বোরিং করার পর ২০ ফুট বাঁশ দিয়ে জল উপচে পড়ছে, ফলে সেখানকার কৃষকেরা ভাল চাষাবাদ করছে। কিন্তু এটার মধ্যেও একটা ডিফেক্ট আছে, যেমন কিছুদিন জল উঠার পর ঐ বাঁশটা বালিতে ভরে যায় ফলে জল উঠা বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্যই আমি সেদিনই ইঞ্জিনিয়ারকে বললাম দেড় ইঞ্চি পাইপ না দিয়ে যদি ৬ ইঞ্চি পাইপ দেওয়া হয় তাহলে সেখানকার সমস্ত জলটাই আমরা জমিতে ইরিগেশন করতে পারি এবং সেখানে সেউর সোর্স অব ওয়াটার পেতে পারি, কারণ সেখানে ওভার ফ্লো হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও দেখছি যে কি সার্ভে করবে, না কি ইন্‌ভেষ্টিগেশান করবে, এই রকমের নানা টালবাহানা করে সেই কাজটাকে ডিলে করা হচ্ছে। আমরা তো এই সব ব্যাপারের জন্যও বরাদ্দ করে যাচ্ছি, অথচ সেই বরাদ্দকৃত টাকাটা ঠিকমত খরচ করা হচ্ছে না বলে আমি মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রধান কথা হচ্ছে, ত্রিপুরার মানুষ কৃষিপ্রধান, কাজেই এই কৃষকদের উন্নতি না করতে পারলে ত্রিপুরার কোন দিনই উন্নতি হবে না। অতএব এই কৃষকদের উন্নতি করতে হলে আমাদের ইরিগেশন সিষ্টেমটাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে হবে। তাই আমি বলছি যে কৃষকের ব্যাপারে আমাদের আমলারা যতই টালবাহানা করুক না কেন, আমরা যদি সেটাকে গতিশীল না করতে পারি, তাহলে প্রতি বছরই আমাদের খরার কবলে পড়তে হবে এবং খাদ্যের জন্য কেন্দ্রের কাছে হাত পেতে থাকতে হবে এবং আমাদের মানুষগুলি খাদ্যাভাবে কষ্ট পাবে। তাই আমি এই ইরিগেশনের উপর জোর দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করব এবং সরকার এই দিক দিয়ে তরান্বিত করবেন বলে আমি বিশ্বাস রাখি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। সেখানে দেখলাম এতবড় একটা ডিপার্টমেন্ট, আমি গত বছরও বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলাম যে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা করে ইঞ্জিনীয়ারিং সেল করা হউক। আর তা যদি না হয় সব কিছু যদি ঐ পি. ডব্লিউ. ডিকে দিয়ে করানো হয় তাহলে সে সব ডিপার্টমেন্টের কাজ করে উঠতে পারবে না। কোটি কোটি টাকা পাবলিক হেল্‌থ থেকে খরচ করা হয় আবার পি, ডব্লিউ, ডির কাজের লোড বেশী থাকে বলে সেও এই সব কিছু ঠিক মত করতে পারে না। এই তো সেদিন আমি মতাইতে ডিস্পেনসারীতে গিয়েছিলাম সেখানে এই বছরেও বৃষ্টির জল পড়ে ডিস্পেনসারীর ফার্নিচারগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ঔষধগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কম্পাউণ্ডার যিনি আছে, তার দাঁড়াবার পর্য্যন্ত একটু জায়গা নাই এবং কম্পাউণ্ডার আমাকে

বলেছেই যে দেখ আমি কি করব, এইগুলি তো বৃষ্টির জল পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমি ডিপার্টমেন্টকে অনেক বলেছি, কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। কাজেই সেখান থেকে যদি গ্রামাঞ্চলের রোগীদের ঔষধ সাপ্লাই না করা যায়, তাহলে রোগীর রোগ দূর করা যাবে না। তাই আমি নিজে ডাইরেক্টরের কাছে এসে তার সঙ্গে আলাপ করেছি এবং বলেছি যে আপনারা এটার কন্‌সট্রাক্‌শান করছেন না কেন? তিনি বলেন যে আমরা তো পি, ডব্লিউ ডিকে টাকা ধরে দিয়েছি, পি, ডব্লিউ, ডি, কেন কন্‌সট্রাক্‌শান করছে না আমরা সেটা বলতে পারব না। তারপর পি, ডব্লিউ, ডিকে বলেছি কিন্তু তারা বললো যে আমাদের সিমেন্ট নাই, তাই করতে পারছি না। সেজন্য আমি আবার মেডিক্যাল ডাইরেক্টারকে বলেছি যে আপনারা তো আপনাদের কন্টিজেন্ট ফাণ্ড থেকেও এটা করে দিতে পারেন, করছেন না কেন? কাজেই এখানে এই যে পাব্লিক হেল্‌থের সঙ্গে পি, ডব্লিউ, ডির একটা শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। এটা যেন সাত জনের ঘর খোদায় রক্ষা কর, এই রকম একটা ব্যাপার। তাই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে অন্ততঃ প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট যেমন ফরেষ্ট, হেল্‌থ এবং এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচারের জন্য অবশ্য একটা ইঞ্জিনীয়ারিং সেল হয়েছে। কাজেই সেরকম পাব্লিক হেল্‌থের জন্যও একটা ইঞ্জিনীয়ারিং সেল করা হউক এবং যেসব ছোটখাটো ঘর আছে, সেগুলি নিজেরাই যাতে মেন্টেইনান্‌স করতে পারেন, সেদিকে যেন নজর দেন। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি চেরিটেব্যল ডিস্পেনসারী করা হয়েছিল এই মন্ত্রীসভা গঠনের আগে। আগে সেগুলির এক একটা ইউনিট সীষ্টেম ছিল, এখন সেগুলিকে ডিস্পেন্‌সারী সীষ্টেম করার পর সেখানে ডাক্তার দেওয়ার প্রভিশান আছে। কিন্তু সেখানে ডাক্তারদের জন্য ঠিকমত কন্‌স্ট্রাক্‌শান হয় না, কাজেই এই ব্যাপারে একটা টালবাহানা চলছে তার ফলে ডাক্তারেরা গ্রামে যেতে চায় না। অথচ আমরা ডাক্তারদের গ্রামমুখী করার জন্য কত কথাই না বলে যাচ্ছি, কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে কোথায় থাকবে, না থাকবে বা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোয়ার্টার কনস্ট্রাক্‌শান করার কথা, সেটা আমরা নানা টালবাহার জন্য করতে পরছি না। তার ফলস্বরূপ ডাক্তারেরা সেখানে যাবে না, গ্রামের লোক রোগ ভোগ করবে কিন্তু রোগের থেকে তারা মুক্তি পাবে না। কাজেই আমি বলব অন্তত ইঞ্জিনিয়ারিং সেল করা হউক। আমি একটা জিনিষ দেখলাম যে গত বছরের বাজেটে দেখা যাচ্ছে, বিলোনীয়া সাবডিভিশন্যাল হাসপাতালে একটা এক্সরে মেসিন বসান হবে। এক্সরে মেসিন গিয়েছে কিন্তু একটা ঘরের অভাবে এক বছর যাবত সেই মেসিন পরে আছে। পরবর্তী ষ্টেজে আমরা খুব দৌড়াদৌড়ি করার ফলে দেখা গেল যে ওখানে যে আউট ডোর রুমটা ছিল সেই রুমে এক্‌রে মেসিন বসান হয়েছে। আমরা ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এখন এক্সরে হবে তো? ডাক্তার বাবু বললেন যে এখানে ডার্ক রুম নাই, ডার্ক রুম না হলে এক্‌সরে হবে কি করে। এখন ডার্ক রুম করতে গেলে পি. ডাবলিও. ডি.কে বলতে হবে। পি. ডাবলিও. ডি. বলছেন যে আমার সিমেন্ট নাই, বলবেন যে আবার এক্‌সপেনডিচার সেংশান্ নাই। এই রকম নানারকম টালবাহনা। এখন এই এক্‌সরে মেসিন পড়ে আছে। আমি গত বাজেটে দেখলাম যে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে একটা টি. বি. হাসপাতাল করা হবে। সেটা সাইট সিলেকশানের অভাবেই হউক আর অন্য কোন কারণেই

হউক সেই টি. বি. হাসপাতাল হয় নাই। আমি বলব সারা ত্রিপুরাতে টি, বি. রোগীর সংখ্যা কম নয়, সেই টি. বি. রোগীর যাতে চিকিৎসা হয় সেজন্য অন্তত দক্ষিণ অঞ্চলে ৬ বেড টি. বি. হাসপাতাল করার জন্য আমি অনুরোধ করব। শিক্ষা সম্পর্কে—আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রতি গ্রামে এই মারা স্কুল হচ্ছে, জুনিয়ার বেসিক স্কুলে হচ্ছে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে হচ্ছে, হাই স্কুল হচ্ছে. এই রকম আমরা নূতন নূতন স্কুল অনেক সৃষ্টি করছি। কিন্তু পুরানো স্কুলগুলি মেরামত করার কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা দেখছি যে সারা গ্রামাঞ্চলে—বাজেটে টাকা নাই বা কোন টাকা ধরা হয় নাই এইসব অজুহাতে ছনের ঘর-গুলির চাল নষ্ট হচ্ছে। সরকারি টাকার জিনিষপত্র নষ্ট হচ্ছে টেবিল চেয়ার নষ্ট হচ্ছে। মাষ্টার পড়াতে পারছে না এই রকম একটা দুরবস্থার মধ্যে আছে। আমরা গ্রামে গেলে গ্রামের মানুষ আমাদের ধরে বলে যে আপনারা এসেছেন আপনারা দেখুন ঘরের অবস্থা কি, মাষ্টার থাকবে ছেলেরা থাকবে কোথায়, সামনে বর্ষা আসছে কি করব আমরা? আমি কদিন আগে ডাইরেক্টরেট অব এডুকেশানের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন যে আমাদের এখন প্রায় ১০০টা রিকনষ্ট্রাকশানের জন্য প্রপোজাল এসেছিল। সেখান থেকে ৪০টার মত রিকনষ্ট্রাকশানের জন্য অর্ডার দিয়েছে স্কুল রকনষ্ট্রাকশান করা হবে। অর্ডারগুলি এখন বাজেট পাশ হয়ে গেলে নির্ঘাত জুনের মধ্যে করা হবে। কিন্তু জুনের ভিতর যে করা হবে ছন কোথায় পাবে বাঁশ কোথায় পাবে বর্ষা আরম্ভ হলে এই সব জিনিষ পাওয়া যাবে না। কাজেই এই সময় টাকা গভর্ণমেন্টের লাখ লাখ টাকা নষ্ট হবে। কাজেই এই জন্য আমার মনে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং সেল করা উচিত। সেখানে পি ডব্লিও, ডি,র দিকে তাকিয়ে না থেকে যদি এডুকেশান ডিপার্টমেনট থেকে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং সেল করে একজিকিউটিভ রেংক পর্যান্ত করা উচিত যাতে টেকনিকেল সেংশানটা একজিকিউটিভ রেংক পর্যান্ত দেওয়া যেতে পারে। নইলে এই স্কুল ঘরগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। আর হাই স্কুলগুলিকে আমি দেখলাম যে—বর্তমানে একজন আর্কিটেক্ট বসেছেন. উনি যে সব ডিজাইন করেছেন সেগুলি দিল্লীর ডিজাইন। দিল্লীতে ইলেকট্রিকের অভাব নাই সেজন্য এই সব ডিজাইন দিল্লীতে চলে। কিন্তু এখানে এই ঘরগুলি এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে দিনের বেলাতেই অন্ধকার হয়ে থাকে। আবার বর্ষাকালে দেখা যায়—আমরা বাংলা যাকে বলি ঘরের লাছ—ঘরের সেই লাছটা কম করায় জল অটোমেটিক জানালা দিয়ে ঢোকে যায়। ফলে ছেলেরা ঘরে ক্লাশ করতে পারে না। কাজেই সেইসব ডিজাইন চেঞ্জ করা উচিত যাতে ছেলে-দের বসতে অসুবিধা না হয় এবং বর্ষাকালে জল না ঢোকে। আমাদের যে ইঞ্জিনীয়ার আছেন উনারাই ইচ্ছা করলে সেটা বানিয়ে দিতে পারেন আর্কিটেক্ট যাই করুক না কেন আমাদের যে নিজস্ব ইঞ্জিনীয়াররা আছেন তারা একটু বাড়িয়ে দিলেই এই অবস্থাটা হত না। আর শিক্ষা সম্পর্কে—আমাদের এখানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস হল করা হবে। কিছু কিছু কাজও হয়েছে, আরও কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট খুলেছে এবং আরও কিছু ডিপার্টমেন্ট খোলা দরকার যাতে ত্রিপুরার ছেলেরা ওয়েষ্ট বেঙ্গলে গিয়ে কষ্ট না পায়। ল কলেজ করার দাবিও আমরা করেছি এবং ল কলেজ হবে হবে শুনছি। ল কলেজ কবে হবে জানি না। ল কলেজ যদি হয় তাহলে আমাদের যেসব ছেলে বি, এ, পাশ করে বসে আছে—যেখানে আমরা তাদের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা কম করতে পারছি আমাদের সীমিত অবস্থার ভিতর দিয়ে। কাজেই বি,

এ, পাশ করার পর তারা যদি ল পড়তে পারে তাহলে আগামী দিনে তারা কোর্টে গিয়ে তারা নিজস্ব ব্যবসা করে তাঁরা বাঁচতে পারবে। আমরা যে ক,জন কলিকাতায় ল পড়তে গিয়েছিলাম, আমরা দেখেছি কি দুরবস্থা সেখানে, প্রায়ই ষ্ট্রাইক, প্রায়ই নানা গণ্ডগোল লেগে আছে। আবার আছে, ত্রিপুরার ছেলেরা হোষ্টেলে জায়গা পায়না, এক বাড়ীতে না অন্য বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করার যে কি কষ্ট সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। কাজেই এখানে ল কলেজ তাড়াতাড়ি করে করার জন্য আমি অনুরোধ করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়াল ডিপার্টমেন্ট একটা আছে। সেই ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার কতটুকু হচ্ছে সেটা আমার সন্দেহ আছে। সন্দেহ আছে এই জন্য বলছি, টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু তাদের মানসিক উন্নতি—ট্রাইবেলদের জন্য করার দিকে লক্ষ্য নাই। আমি সমস্ত ডিপার্টমেন্টের সংগে যোগাযোগ করেছি। ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট যে আমাকে সমস্ত কাজ ইম্‌প্লিমেন্ট করতে হয় এস, ডি, ওর মারফত। এস, ডি, ও বলে যে আমি ধান প্রকিউর করব, না খাজনা আদায় করব, না খরার মোকাবিলা করব, না মানুষের খাদ্যের যোগান দেব। সমস্ত কিছু আমার হাতের উপর এসে পড়েছে। কাজেই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য আমি ঠিক মনোনিবেশ করতে পারিনা। আমাদের গত বছরের বাজেটেও বরাদ্দ ছিল—প্রতিটি সাবডিভিশনে একজন করে সাবডিভিশন্যাল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার, ক'টা পোষ্ট ক্রীয়েট করা আছে সেই পোষ্টে আজও লোক নেওয়া হয় নাই। ফলে ট্রাইবেলের উন্নতি করার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল সেখানে নেই। কাজেই ট্রাইবেলদের আজও বনের আলু তালাস করতে হয়। জংগলে জংগলে আজও তাদের জুম করতে হয়। জুম করার জন্য আমরা তাদের দাদন দিচ্ছি। সেই জুমের পর আগামী বছরে যে কি অবস্থা হবে! বিগত বছর গুলিতে যেমন তাদের আমরা ডিপ্রাইভ করেছি, আগামী বছরগুলিতেও ট্রাইবেলের অবস্থা খারাপ হবে। তাদের মানবিক এবং মানসিক উন্নতির জন্য অন্তত এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে ঢেলে সাজান উচিত। এবং যে সব অফিসার আগরতলা বসে বসে আমাদের মিনিষ্টারদের বড় বড় খবর দিচ্ছেন কাগজে কলমে, প্রেকটিকেলী তারা যাননা। যেখানে এই অফিসারদের নাগ্লিজেন্সী আছে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। এবং ট্রাইবেলদের উন্নতি যদি না হয় তাহলে সেটা আমাদের বোঝা হয়ে থাকবে। আমরা যতই উন্নতি করি না কেন ট্রাইবেলরা যদি আমাদের পিছনে পরে থাকে তাহলে আমাদের তারা বোঝা হয়ে থাকবে। কাজেই ট্রাইবেলদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সরকারের প্রত্যেকটা মেশিনারী এক যোগে কাজ করা উচিত এবং ট্রাইবেলদের উন্নতি না হলে, যেমন কৃষির উন্নতি করতে না পারলে ত্রিপুরা বাঁচবে না, ঠিক তেমনি ট্রাইবেলের উন্নতি না হলে ত্রিপুরা বাঁচবে না।

কাজেই এই ডিপার্টমেন্টকে ডেলে সাজাবার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেদিন আমি শংকরদয়াল শর্মার আমাদের মাননীয় মিনিষ্টার ফর পি, এণ্ড টি, উনার কাছে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম আমাদের যথামুখে একটা পি, সি, ও ওপেন করার জন্য। সেখান থেকে মাননীয় মন্ত্রী লিখলেন যে যথামুখের জন্য পি, সি, ও, অনেক আগেই সেংসান করা আছে। কিন্তু ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট থেকে পি, সি, ও করতে যে টাকা দেওয়ার কথা সেই টাকা ৪।৫ বছর যাবত দিচ্ছে না বলেই পি, সি, ও, করতে পারছে না।

খয়্যামুখ হচ্ছে ত্রিপুরা গ্রামাঞ্চলে এবং বিলোনীয়া সহর থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণে। সেখানে যদি আজকে কোথাও আগুণ লাগে একটা খবর দেওয়ার মত স্থান নেই। আমরা যেখানে এটম তৈরী করতে জানি যেখানে আমরা উপগ্রহ প্রেরণ করতে পারি. সেখানে যদি গ্রামাঞ্চলে একটা টেলিফোনের ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আমাদের গ্রামাঞ্চলে কোথাও আগুণ লাগে সেই আগুণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া খয়্যামুখ থেকে যদি একটা টেলিগ্রাফ করতে হয় তাহলে ১২ মাইল হেঁটে বিলোনীয়া এসে টেলিগ্রাফ করতে হয়। যে টেলিগ্রাম দ্রুতগতিতে খবর পাঠাবার জন্য, যে টেলিগ্রাম সেই টেলিগ্রাম করতে দুইদিন লেগে যায়। কাজেই সেখানে একটা পোষ্ট কার্ড লিখা যা আর একটা টেলিগ্রাম করা একই অর্থ হয়ে যায়। তবে হয়ত একটা ফাঁক আছে যে লীভ নেওয়ার জন্য বাবার অসুখ বা মায়ের অসুখ বলে ছুটি নেওয়ার জন্য টেলিগ্রাম করার যে নিয়ম সেই নিয়মের জন্য এটা ইম্প্রুভমেন্ট হতে পারে। কিন্তু দ্রুতগতিতে খবর পাঠাবার জন্য টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা এটাতে হয় না। কাজেই আমাদের সরকারের যে ডিপার্টমেন্ট এই টাকা দেওয়ার কথা সেই ডিপার্টমেন্ট যদি এই টাকাটা না দেন তাহলে সেখানে পি, সি, ও, অপেন করা যায় এবং আমরা সেখান থেকে টেলিফোন টেলিগ্রাম করে সহরের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারি। ইভেন আগরতলার সংগে যোগাযোগ করতে পারি। যেখানে আমরা আগে দেখেছি সাব-ইনফর্মেশান সেন্টার ছিল, পত্রিকা যেত, গ্রামের লোক সারা ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজের খবর পেত এবং ভুলত্রুটির সমালোচনা পত্রিকার মারফত হত, সেখানে সাব ইনফর্মেশান সেন্টারগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে পত্রিকা আর যায় না। আর আমরা যারা গ্রামে থাকি এখানে কি হচ্ছে সেই সম্পর্কে কোন খবর পাই না এবং আমরা একবারে অন্ধকারে থাকি। কাজেই আমার অনুরোধ হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্টের টাকা দেওয়ার কথা, আমাদের এই গভর্ণমেণ্ট এই টাকাটা দিলে অন্তত একটা পি. সি. ও. ওপেন করতে পারি। রেলওয়ে সম্পর্কে—আমাদের এখানে বিমান ভাড়া বেশী, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বাইরে যেতে হলে আমাদের একমাত্র প্লেনের উপর নির্ভর করতে হয়। সেখানে আমাদের সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আগরতলা এবং বিলোনীয়ার সংগে রেল যোগাযোগ করার একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন। আমরা দেখেছি সার্ভেয়ার গিয়েছেন এবং সার্ভেও করেছেন। তারপর সেই কাজটা ডিলে হচ্ছে, ফলে আমরা রেল যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। সরকারের প্রচেষ্টা আছে, যেখানে এই বাধা পড়ে আছে সেই বাধা অন্তত দূর করে রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা অতি দ্রুত করার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব। যদি রেল যোগাযোগ না হয় তাহলে ত্রিপুরা অন্ধকারে পড়ে থাকবে। ত্রিপুরা রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যে যাওয়ার পথ নাই, একমাত্র পথ হচ্ছে প্লেন। এই প্লেনের অত্যন্ত খরচ, এই খরচা দিয়ে ত্রিপুরার গরীব মানুষ তারা এই খরচ দিয়ে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমি মনে করি এই রেল যোগাযোগ যাতে দ্রুত করা যায় এবং আমাদের অন্যান্য কাজের সংগে রেল যোগাযোগের কাজটা আমাদের সরকারের মনোনিবেশ দেওয়া দরকার এবং এই কাজটা যাতে আশু হয় তার ব্যবস্থা করা হউক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রবার সম্পর্কে—আমরা দেখলাম যে রবার ডিপার্টমেন্ট প্রচুর রবার উৎপাদন করার প্রচেষ্টা

নিয়েছেন। সেই রবার উৎপাদন করে অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার মনে হয়, এখানে যদি রবার শিল্প গড়া হয় তাহলে আমাদের এই বেকার সমস্যার সমাধানের একটা পথ হয়। কাজেই এখানে রাবার ইণ্ডাস্ট্রি হওয়া উচিত। আমার মনে হয়, যেখানে 'র' মেটেরিয়েলস আছে, একটা এক্সপার্টও আছে, কাজেই এখানে রবার কারখানা হওয়া উচিত। এট দি সেম টাইম, কারখানা আমরা করেছি, চিনি কলও আমরা করেছি। চিনির কল ৬ মাসের জন্য করা হয়েছে। ৬ মাসের পর বন্ধ। আমি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংগে আলোচনা করেছিলাম যে আমরা যে ধান প্রকিউর করছি—সাউথ ডিষ্ট্রিক্টের যে ধান, সেই ধানটা যদি আমরা এখানে— বগাফাতে যে চিনির কল, সেই চিনির কলে ক্র্যাসার মেসিন আছে সেখানে যদি আমরা হলার লাগিয়ে ধান মিলিং করি তাহলে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হয়—গরীব বিধবা যারা আছে তারা ধান বাড়াই করে ধান মাপা এইসব কাজ করে তাদের কাজের পথ হয়। এবং গরুর খাদ্য ধানের যে ভূষি সেই ভূষিও এভেলএবল হবে। এখন সমস্ত ধান আগরতলা চলে আসবে তারপর আবার খরচা করে সেখানে যাবে এতে আমাদের ডাবল খরচা হয়। যেখানে আমাদের কল বন্ধ এই মিলকে চালু করার জন্য যদি ক্র্যাসিং করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। আর সেখানে খরচাও এমন কিছু হচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমি স্মল ইণ্ডাষ্ট্রির সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম এবং তারা করবে বলে আমাকে বলেছিলেন এবং তারা আমাকে বলেছেন যে এতে এমন কিছু খরচা হবে না। সাধারণ একটু খরচা করলেই বোধ হয় এটা আমরা করতে পারব। কাজেই সেখানে ধান ক্র্যাসিং করলে এক দিকে যেমন গরুর খাদ্য পাওয়া যাবে, আবার কিছু লোকের কর্মসংস্থানও হবে। এবং আমাদের এই ধান কেরিংয়ের জন্য যে খরচা করা হয় সেটা বেঁচে যাবে এবং সরকারের টাকাটাও কম খরচ হত। কাজেই সেখানে যদি ধান ক্র্যাসিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এইসব মেসিনে আমরা হোল টাইম কাজে লাগাতে পারি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে ২/৪টা কথা বলছি। আমাদের বগাফাতে ইণ্ডাষ্ট্রির একটা অফিস আছে, সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রির এক্সটেনশান অফিসার আছে, ইণ্ডাষ্ট্রির প্রমোশান অফিসার আছে। কিন্তু কোথায় ইণ্ডাষ্ট্রি হচ্ছে? সেখানে আমার একটা ছেলে চুনীলাল সাহা নামে একটা ছেলে ক্যাণ্ডেল ইণ্ডাষ্ট্রী করতে চায়। সে আমাকে বলেছে যে আমি একটা মোমবাতির কারখানা করব যদি আমাকে সরকার ফিনান্সিয়েল সাহায্য করে। আমি লোন নেব, আমার জমি আছে, আমি লোন নিয়ে কাজ করতে চাই। আমি ইণ্ডাষ্ট্রির ডাইরেক্টারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, তিনি বললেন যে এটাতে করা যায়, কিন্তু আমার কাছে যে ম্যাটেরিয়েলস আছে, মাত্র তাতে মাসে তিন দিনের বেশী চলতে পারে না। কাজেই এটা বাতুলতা এটা হতে পারে না, কাজেই হবে না।

কিন্তু আমাদের যে কুটির শিল্প, আমরা কেবল টাকা বরাদ্দ করে যাই, এই টাকা কোন ম্যাইন খাতে খরচ হয় না। কাজেই এই বাজেটে কুটির শিল্প আমাদের টাকা বরাদ্দ করে লাভ কি? এই ইণ্ডাষ্ট্রীর যে ডিপার্টমেন্ট আছে, সেই ডিপার্টমেন্টটা কি কাজ করছে? কতকগুলো বিরাট বিরাট উৎপাদনের বোঝা আমরা বয়ে যাচ্ছি। উদয়পুরে একটা বিরাট ইণ্ডাষ্ট্রী আছে, শিল্প

নগরীর একটা সাইনবোর্ডও আছে, সেই শিল্প নগরীতে কি উৎপাদন হচ্ছে? এইটা কত টাকা আমরা খরচ করছি, কত টাকা আমরা লস দিচ্ছি, আমাদের ইনকামটা কি এইটার একটা তদন্ত করে দেখা হোক যে এই ইণ্ডাষ্ট্রির ডিপার্টমেন্টে এই শিল্প নগরীতে কি হচ্ছে? এখানে কিছুই উৎপাদন হয় না, শুধু কিছু কর্ম্মচারীকে আমরা বেতন দিচ্ছি, তাদের কোন কাজ নাই। তারা অলস অবস্থায় শুধু ঋণ গুণছে আর বেতন নিচ্ছে, আর বসে বসে গোঁজাচ্ছে। কাজেই আমার মনে হয় এই ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্টটার একটা থরো ইনকোয়ারী করা দরকার। সেখানে ইনকোয়ারী করে, সেখানে একটা বোর্ড করে কত টাকা আমাদের খরচ হচ্ছে, কতটাকা আমাদের ইনকাম, কতটাকা আমাদের ঋণ এইটার একটা খতিয়ান বের করা উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই আমার মনে হয় এই ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টটার থরো ইনকোয়ারী করা দরকার কিছুদিন আগে একটা দুর্নীতির অভিযোগে একজনকে, একজন অফিসারকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে, রাঘব বোয়াল। এই রকম আরও আছে। এই সব রাঘব বোয়ালকে যদি ধরতে না পারা যায় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু হবে না। আমরা শুধু টাকা বরাদ্দ করলে কি হবে? টাকার কোন গতি হবে না। কর্মবিনিয়োগ সম্পর্কে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটা জিনিষ দেখলাম, বেকার সমস্যা আজকে ত্রিপুরায়, আমরা গ্রামাঞ্চলে ঢুকতে পারি না। গ্রামাঞ্চলে গেলেই বেকারদের যন্ত্রণায় আমরা ঠিক কাজ ভুলে, আমাদের শুধু বেকার বেকারদের কথাই শুনতে হয়। এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে গেলে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রী করা দরকার। এখানে মাঝারী বা বৃহত্তর শিল্প করতে হবে। সেই কাগজ কলের কথা, এক জায়গায় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কাগজ কল করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের সরকারও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেইটা সুদূর প্রসারী। সেইটা করে হবে সেইটার কোন ঠিক নেই। সেই কাগজ কল যদি আমরা এ্যাষ্টাব্লিশ করতে না পারি, তাহলে বেকার সমস্যার চাপ দিন দিন বেড়ে যাবে। সেই-দিন ষ্টাটমেন্টে শুনেছি ৪৫ হাজার বেকার নাকি এই ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। কাজেই এই বৎসর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তিন হাজার বেকারের একটা কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। কাজেই ৪৫ হাজার বেকারের মধ্যে ৩ হাজার বেকার এইটা সমুদ্রের মধ্যে একটা ঢিল ছুড়ার মত। কাজেই আমরা যদি মাঝারী শিল্প বা বৃহত্তর শিল্প এ্যাষ্টাব্লিশ না করতে পারি তাহলে এই বেকারের যন্ত্রণায় আমাদেরকে সারা বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কাজেই বেকার সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এই যে ত্রিপুরার যুবক যারা লেখাপড়া শিখে আজকে মা-বাবার গালাগাল শুনছে, ভাইবোনদের গালাগাল শুনছে, সমাজের একটা কলংক হয়ে বসে আছে, তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারছে না, তাদের অন্তত: কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের এই শিল্পের দিকে মন দিতে হবে। কাগজ শিল্প এবং চট শিল্প স্থাপন করার কথা। এইগুলি দ্রুত গতিতে স্থাপন করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, আমি মনে করি। আমি বাজেটের বরাদ্দকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— এনি মেম্বার? আর কেউ বলবেন না? **The general discussion on the Budget Estimates for 1975-76 will be resumed to-morrow. The House stands adjourned till 12 Noon on Friday, the 23rd May '75.**

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 192

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগে বর্তমান আর্থিক বছরে ডীপ ওয়েল কিংবা বাঁধ দিয়া কৃষকদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে কোথায় কোথায় স্থায়ী পাকা বাঁধ কিংবা ডীপ ওয়েল করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৪-৭৫ইং সনে খোয়াই মহকুমায় ডীপ টিউব-ওয়েল বসানোর কোন পরিকল্পনা ছিল না। তবে সাইফনাল বাঁধ দিয়া কৃষকের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা ছিল :

২) ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে কোন ডীপ টিউবওয়েল বা স্থায়ী পাকা বাঁধ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তবে, ভবিষ্যতে যে সব জায়গায় স্থায়ী বাঁধ দিয়া জল-সেচের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা চলিতেছে তাহা নিম্নরূপ :—

ক) মুঙ্গীছড়ার উপর বেলছরে।

খ) উদনাছড়ার উপর আশারামবাড়ীতে।

গ) উদনাছড়ার উপর চামাবস্তীতে।

STARRED QUESTION NO. 198

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) নষ্ট হয়ে যাওয়া আটা ডাম্পিং করার কোন সিদ্ধান্ত ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে আজ অবধি ত্রিপুরা সরকার নিয়েছেন কিনা ?

২) নিলে কত পরিমাণ নষ্ট আটা ডাম্পিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

৩) এই আটা নষ্ট হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ৩৩,৬৪৬ কেজি নষ্ট আটা।

৩) দীর্ঘদিন গুদামজাত থাকার ফলে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 250

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Government Department be please to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরে ১৯৭৫ এর জানুয়ারী পর্যন্ত মোট কত টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বকেয়া পড়েছে ?

২) যাদের নিকট এক হাজার টাকা বা তার বেশী ট্যাক্স বকেয়া পাওনা আছে তাদের নাম ও ঠিকানা ?

৩) ঐ সকল বকেয়া ট্যাক্স আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ৪,৮৯,০০০ টাকা।

২) এক হাজার টাকার ঊর্ধে যাদের নিকট ট্যাক্স বকেয়া আছে তাদের নাম ও ঠিকানা এতদ্ সঙ্গে দেওয়া গেল.

৩) ঐ সমস্ত বকেয়া ট্যাক্স আদায়ের জন্য অনেকগুলি ক্রোকী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে এবং আরো ক্রোকী পরোয়ানা তৈরী করা হচ্ছে।

LIST OF NAMES TO WHOM MUNICIPAL TAX FALLEN AREAS AMOUNTING MORE THAN Rs. 1000/-

---

1. Shri Mohabir Bisas Jain,
   Ramnagar, Agartala.
2. Smti. Binodini Modak & others
   Ramnagar, Agartala.
3. Shri Nirode Ganguli & others.
   Military Road, Agartala.
4. Shri Rakhal Ch. Bhattacharjee,
   Krishnanagar, Agartala.
5. Smti. Labanya Prava Mukherjee,
   Hariganga Basak Road, Agartala.
6. Shri Bhagabati Prasad Wasti,
   Hariganga Basak Road, Agartala.
7. Shri Santosh Kumar Roy Choudhury & others,
   Akhaura Road, Agartala.
8. Shri Samir Ranjan Barman,
   Akhaura Road, Agartala.
9. Shri Shri Ramkrishna Ashram,
   Gangail Road, Agartala.

1.	2
10.	Shri Rajendra Lal Roy, Gangail Road, Agartala.
11.	Shri Ashutosh Roy & others, Laxminarayanbari Road, Agartala.
12.	Shri Chitta Ranjan Paul, Mantribari Road, Agartala.
13.	Shri Ananta Kumar Samajpati, Shakuntala Road, Agartala.
14.	Shri Bijen Dey & others, Akhaura Road, Agartala.
15.	Shri Ramesh Chandra Majumder and others, Central Road, Agartala.
16.	Shri Manindra Chandra Singha Roy Shri Aswini Kumar Singha Roy, H. G. Basak Road, Agartala.
17.	Shri Makhan Lal Saha, Mantribari Road, Agartala.
18.	Shri Surendra Chandra Debbarman, H. G. Basak Road, Agartala.
19.	Shri Phani Bhusan Paul, H. G. Basak Road, Agartala.
20.	Kumar Rashik Chandra Debbarma, H. G. Basak Road. Agartala.
21.	Tripura Pradesh Congress Committee, H. G. Basak Road, Agartala.
22.	Smti. Sanghamitra Chatterjee, H. G. Basak Road, Agartala.
23.	Kumari Kamal Prava Devi & others, H. G. Basak Road, Agartala.
24.	Rani Lilabati Devi, H. G. Basak Road, Agartala.
25.	Shri Mati Lal Saha, H. G. Basak Road, Agartala.
26.	Shri Umesh Chandra Paul, Motor Stand Road, Agartala
27.	Shri Phani Bhusah Paul, Motor Stand Road, Agartala.

1	2
28.	Shri Sudhir Chandra Dey and others Motor Stand Road, Agartala.
29.	Shri Nripendra Ch. Sarkar, Motor Stand Road. Agartala.
30.	Shri S. B. K. Deb Barma, B. K. Road.
31.	Kamal Prava Debi, Jagannathbari Road.
32.	Ashutosh Saha, Jagannath Bari Road.
33	Sadhan Choudhury Palace Compound.
34.	Ramendra Kr. Roy, Palace Compound.
35.	Jageswari Debi, Palace Compound.
36.	Ranjit Kishore Deb Barma, Laxminarayan Bari Road, Agartala.
37.	Rohini Prava Debi, W/o. Late Radha Charan Bhowmik, Dhaleswar.
38.	Jatindra Chandra Ghosh, Dhaleswar.
39.	Madhu Chandra Singha & others, Dhaleswar.
40.	Kamaljit Singha, Assam Agartala Road.
41.	Jatenmay Sen, Banamalipur, Agartala.
42.	Manindra Lal Saha, Motor Stand.
43.	Kartik Bhattacharjee, Shibnagar.
44.	Secretary, Pragati Bidya Bhaban, Military Road, Agartala.
45.	Shri Shri Ram Krishna Assram, Ram Krishna Bidya Mandir, Gangail Road, Agartala.

1 2

46. Secretary,
Netaji Subhas Bidya Niketan,
Gangail Road, Agartala.

47. Secretary,
Mahatma Gandhi Memorial School,
College Tilla.

48. Administrator,
Ramthakur College, Agartala.

49. Secretary,
Ramthakur Boys' H. S. School,
Agartala.

50. Ram Thakur Girls' H. S. School,
Agartala.

STARRED QUESTION NO. 287

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাইস এণ্ড প্যাড়ি (রিকুইজিশান অব ষ্টোক) অর্ডার, ১৯৭৫, কোন মাস থেকে চালু হয়েছে ?

২) এই অর্ডারের ফলে ত্রিপুরার কোন মহকুমায় এ পর্য্যন্ত মোট কত ধান চাল রিকুইজিশান করা হয়েছে ;

৩) ইহা কি সত্য যে যারা ইন্‌করমেল লেভি দিয়েছেন, তাদের ধান চাল ও এই অর্ডার বলে রিকুইজিশান করা হয়েছে ; এবং

৪) যদি তা হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১ ।
২ । তথ্যাদি সংগ্রহাধীন ।
৩ ।
৪ ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 288

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Govt. Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) আগরতলা বাজারগুলির উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?

৩) বটতলী বাজারের উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪-৭৫ এ কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল কি ? এবং

৪) যদি থাকে, তার কত অংশ খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) নীচে পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

ক) মহারাজগঞ্জ বাজার :—মহারাজগঞ্জ বাজার উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আছে ৩০টি দোকানযুক্ত একটি উন্নত ধরণের সব্জী বিক্রয় কেন্দ্র, লাকড়ি বিক্রেতাদের জন্য একটি উন্নত ধরণের আলাদা বিক্রয় কেন্দ্র এবং তাঁত বস্ত্র বিক্রেতাদের জন্য একটি উন্নত ধরণের সম্পূর্ণ পৃথক ঘর। এ ছাড়া বাজারের মধ্যস্থিত মাটি দ্বারা ভরাটকৃত দুইটি পুকুরের জায়গায় বিপনি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

খ) লেক চৌমুহনী বাজার :—লেক চৌমুহনী বাজারের সংস্কার সাধন করে তার নির্মাণ কার্য্য।

গ) ধলেশ্বর বাজার :—ধলেশ্বর বাজারে একটা দ্বিতল পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তার মধ্যে বাজার বিপনি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঘ) বটতলা বাজার :—বটতলা বাজারে মাটি ভরাটকৃত পুকুরটির স্থানে দোকান ঘর নির্ম্মাণ করিয়া যেখানে বড় রাস্তার পার্শ্বস্থিত ও গোলচক্রে অবস্থিত সকল অ-অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা রহিয়াছে।

৩) না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 333
By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the L. S. G. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে মহারাজগঞ্জ বাজার এরিয়ার এমন কতগুলি আন-অথরাইজড ঘর আছে যেগুলির বিরুদ্ধে মিউনিসিপ্যালিটি কোন মামলা মোকদ্দমা করে নাই ;

২) ১ যদি সত্য হয় তবে মামলা না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) এই প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 374
By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য কোন কম্প্রেক্ট এগ্রিকালচারেল ফিল্ড স্কীমে লংটার্ম ও সর্ট টার্ম ও অন্যান্য সর্তে ঋণ নেওয়ার জন্য উদয়পুরের বি, ডি, ও, কে কোন চিঠি দিয়েছে কি ?

২। ইহা কি সত্য উদয়পুর ব্লকের অধীন বার ভাইয়া বাগমা অঞ্চলের ৯টি ঐ সমস্ত স্কীমে নেওয়ার জন্য চেষ্টা হয়েছিল ; এবং

৩। যদি সত্য হয় না নেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। কেবল মাত্র ষ্টেটব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উদয়পুর শাখা এই ব্যাপারে কিছু তথ্য চাহিয়া উদয়পুরের বি, ডি. ও কে চিঠি দিয়াছিল।

২। বারভাইয়া গ্রামটি ব্যাংক ভিলেজ এডপসন্ স্কীমের আওতায় নেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল।

৩। উক্ত ব্যাংক এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 383

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agticulture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে জল সেঁচের জন্য কি কি পরিকল্পনা সরকারের হাতে আছে ?

২। বর্তমানে মোট কত ইরিগেটেড ল্যাণ্ড আছে এবং

৩। ঐ পরিকল্পনাগুলি সফল হলে মোট কত একর ইরিগেশান করা যাবে ?

উত্তর

ক) বাগমায় ডীপ টিউব ওয়েল বসানো,

খ) কপিলং এর নিকট পূর্ব্ববার ভাইয়াতে ডীপ টিউব ওয়েল বসানো।

গ) বাগমার বাগবাসায় একটি পাকা বাঁধ নির্মান,

ঘ) তেপানীয়ায় ডীপ টিউব ওয়েল বসানো।

২। আনুমানিক : হাজার ৫ শত ৬৮ একর (৬২৭ হেক্‌টর)

৩। প্রায় ৩শত একর (১২০)

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "B"

UNSTARRED QUESTION No. 48

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ডিক্লারেশন অব ফুডগ্রেইন অর্ডার ১৯৭৪ইং (অষ্টম সংশোধনী) অনুযায়ী উৎপাদনকারী, ভোক্তা ও চাউল কল মালিকগণকে আমন খাদ্য শস্য রাখতে দেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা কি ভিত্তিতে নির্দেশ করে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ডিক্লারেশন অব ফুড গ্রেইন (অষ্টম সংশোধনী) অর্ডার ১৯৭৪ইং অনুযায়ী খাদ্য শস্য সংরক্ষণের সর্বোচ্চ সীমা স্থির করা হয় নাই। উক্ত অর্ডার বলে কেবল মাত্র ঘোষণা দাখিলের তারিখ ২৮শে জানুয়ারীর স্থলে ৩১শে ডিসেম্বর করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 78

By Shri Samar Chondhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কোন কোন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কত পরিমাণ সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকানে গত ছয় মাসে বিক্রয় করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

২। বাফার ষ্টকে কোন কোন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কত পরিমাণ বর্তমান মজুত আছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৪ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত মহকুমা ভিত্তিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত বিক্রীর পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

মহকুমার নাম	লবণ (কুইন্টল)	চিনি (কুইন্টল)	ডাল (কুইন্টল)	বনস্পতি (কুইন্টল)
ধর্মনগর	১৩০	২৬০০	—	—
কৈলাসহর	৮৬	২০৫০	—	১১
কমলপুর	১৩৭	১০৬০	৩০ কেজি:	৬
বিলোনীয়া	২০৮	১৯৯৭	—	১১
সাবরুম	৪৫০	৪০৯	—	—
উদয়পুর	—	২১৬৭	—	—
অমরপুর	২০৬	৭১৭	১০ কেজি	৬
সোনামুড়া	২২৫	৭৬০	—	—
সদর	১৫১৭৭	১২৭৮০	—	—
খোয়াই	১৩৩	২১৮৬	—	—

২। বর্তমানে বাফার ষ্টকের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ৩০।৪।৭৫ইং পর্য্যন্ত মজুতের পরিমাণ—

লবণ— ৬৪০ টন
চিনি— ৮২৪ ,,
ডাল— ১০ ,,
রেপসিড— ৫৯ ,,
সরিষা— ৪৯৯ ,,
বনস্পতি— ৭ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 72

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Whether the Apex Marketing Co-operative Societies Ltd., Triputa has been entrusted to deal with the marketing of sugar and some other consumer goods for the State ;
2. If so, when the Society was so appointed and what other consumer commodities are entrusted with the Society to deal with ;
3. Whether licence to the wholesale consumer Society to deal with con-sumers articles was cancelled ;
4. If so. why ?

ANSWERS

1. Yes, for the State quota of levy sugar only.
2. The Society was appointed in January, 1972 to act as State nominee to deal with levy sugar. No other consumers commodity was entrusted with the Society to deal with by the Food & Civil Supplies Department.
3. No.
4. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 92

By Shri Ajoy Biswas
Shri Radha Raman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১লা জানুয়ারী ১৯৭৪ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ অবধি ত্রিপুরায় কতটি খুন, চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, নারী ধর্ষন ও নারী নির্য্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব,

২) এই সমস্ত ঘটনায় কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কতজনের সাজা হয়েছে এবং কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি, এবং

৩) কতটি মামলা বিচারাধীন আছে ?

উত্তর

প্রশ্নের উত্তর (বিভাগ ভিত্তিক) নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

সদর মহকুমা

মামলার বিবরণ	কতটি ঘটনা	মোট কত-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে	কতজনের সাজা হয়েছে	কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই	কতটি মামলা বিচারাধীন আছে।
১	২	৩	৪	৫	৬
খুন	২২টি	৬৬ জন	—	৩ জন	৭টি
চুরি	৬৭২ ,,	২০২ ,,	—	২ ,,	৪১ ,,
ডাকাতি	১০ ,,	১৭ ,,	—	—	—
রাহাজানি ছিনতাই	১০ ,,	১৪ ,,	—	—	১ ,,
নারী ধর্ষন	৩ ,,	১৭ ,,	—	—	—
নারী নির্য্যাতন	৯ ,,	৯০ ,,	—	—	১ ,,
সোনামুড়া মহকুমা					
খুন	—	—	—	—	—
চুরি	৭০টি	৩১ জন	—	১ জন	৪টি
ডাকাতি	১৫ ,,	৪৮ ,,	—	—	২ ,,
রাহাজানি ছিনতাই	৩ ,,	৩ ,,	—	১ ,,	১ ,,
নারী ধর্ষন	—	—	—	—	—
নারী নির্য্যাতন	১ ,,	—	—	—	—
খোয়াই মহকুমা					
খুন	৫টি	১১ জন	—	—	২টি
চুরি	৯৬টি	১০১ ,,	—	৪ জন	২৯ ,,
ডাকাতি	—	—	—	—	—
রাহাজানি ছিনতাই	১ ,,	২ ,,	—	—	৯ ,,
নারী ধর্ষন	—	—	—	—	—
নারী নির্য্যাতন	৩ ,,	২ ,,	—	—	২ ,,

কৈলাসহর মহকুমা

১	২	৩	৪	৫	৬
খুন	২টি	১৮ জন	—	—	২টি
চুরি	৯১ ,,	১২৩ ,,	—	৫ জন	২১ ,,
ডাকাতি	৮ ,,	১৮ ,,	—	—	১ ,,
রাহাজানি ছিনতাই	৮ ,,	১৩ ,,	—	১ ,,	২ ,,
নারী ধর্ষন	১৫ ,,	২ ,,	—	—	—
নারী নির্য্যাতন	১১ ,,	১৮ ,,	—	১ ,,	৮ ,,

ধর্ম্মনগর মহকুমা

১	২	৩	৪	৫	৬
খুন	৭টি	১৩ জন	—	২ জন	৫টি
চুরি	১১২ ,,	১১৭ ,,	—	—	২৩ ,,
ডাকাতি	২ ,,	২২ ,,	—	১ ,,	১ ,,
রাহাজানি ছিনতাই	৪ ,,	৩ ,,	—	—	১ ,,
নারী ধর্ষন	১ ,,	—	—	২ ,,	১ ,,
নারী নির্য্যাতন	—	—	—	—	—

কমলপুর মহকুমা

১	২	৩	৪	৫	৬
খুন	২ টি	১৫ জন	—	১ জন	২ টি
চুরি	৫০ ,,	২৮ ,,	—	—	১৭ ,,
ডাকাতি	১ ,,	৫ ,,	—	—	৯ ,,
রাহাজানি ছিনতাই	১ ,,	৩ ,,	—	—	—
নারী ধর্ষণ	—	—	—	—	—
নারী নির্য্যাতন	২ ,,	৫ ,,	—	—	১ ,,

উদয়পুর মহকুমা

১	২	৩	৪	৫	৬
খুন	৬ টি	২৯ জন	—	—	৬ টি
চুরি	১২২ ,,	৮৩ ,,	—	—	১০৩ ,,
ডাকাতি	৩ ,,	২১ ,,	—	—	১ ,,
রাহাজানি ছিনতাই	৯ ,,	১৩ ,,	—	—	২ ,,
নারী ধর্ষণ	—	—	—	—	—
নারী নির্য্যাতন	৩ ,,	১১ ,,	—	—	১ ,,

অমরপুর মহকুমা

১	২	৩	৪	৫	৬
খুন	১ ,,	৫ ,,	—	—	১ ,,
চুরি	৮০ ,,	৪০ ,,	—	—	৩৭ ,,
ডাকাতি	৭ ,,	১২ ,,	—	—	৫ ,,
রাহাজানি / ছিনতাই	৪ ,,	৪ ,,	—	—	২ ,,
নারী ধর্ষণ	২ ,,	২ ,,	—	—	১ ,,
নারী নির্যাতন	—	—	—	—	—
বিলোনীয়া মহকুমা					
খুন	৪ ,,	১০ ,,	—	১ ,,	৩ ,,
চুরি	১৪১ ,,	১০০ ,,	—	[illegible] ,,	৯৮ ,,
ডাকাতি	৩ ,,	৪ ,,	—	[illegible] ,,	১ ,,
রাহাজানি / ছিনতাই	[illegible] ,,	৪ ,,	—	২ ,,	৩ ,,
নারী ধর্ষণ	—	—	—	—	—
নারী নির্যাতন	৫ ,,	৯ ,,	—	—	৪ ,,
সাবরুম মহকুমা					
খুন	৪ ,,	১[illegible] ,,	—	—	১ ,,
চুরি	৭৬ ,,	৭৩ ,,	—	—	৫২ ,,
ডাকাতি	২ ,,	—	—	—	—
রাহাজানি / ছিনতাই	১ ,,	৫ ,,	—	—	—
নারী ধর্ষণ	—	—	—	—	—
নারী নির্যাতন	—	—	—	—	—

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 100

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

1. The area brought under Wheat cultivation in 1973-74 (Sub Division-wise), and
2. The total yield and average yield per acre ?

উত্তর

1. Sub-Division-wise estimated area under Wheat during 1973-74 are as follows :—

Name of Sub-Division.	Estimated area brought under Wheat cultivation during 1973-74	
Dharmanagar.	115 acres,	(47 Hectares).
Kailashahar.	100 ,,	(40 ,,
Kamalpur.	150 ,,	(61 ,,
Khowai.	141 ,,	(57 ,,
Sadar.	55 ,	(23 ,,
Sonamur.	110 ,,	(44 ,,
Udaipur.	283 ,,	(114 ,,
Amarpur.	63 ,,	(26 ,,
Belonia.	15 ,,	(6 ,,
Sabroom.	5 ,,	(2 ,,
Grand Total :-	1037 acres.	(420 Hectares).

(2) Sub-Division-wise estimated production of wheat and average per acre during 1973-74 are as follows :—

Name of Sub-Division.	Estimated production.	Average yield per acre.
Dharmanagar.	52 M. T.	452 Kg.
Kailashahar.	97 M. T.	970 Kg.
Kamalpur.	178 M. T.	1181 Kg.
Khowai.	144 M. T.	1021 Kg.
Sadar.	38 M. T.	691 Kg.
Sonamura.	66 M. T.	600 Kg.
Udaipur.	218 M. T.	770 Kg.
Amarpur.	27 M. T.	428 Kg.
Belonia.	10 M. T.	667 Kg.
Sabroom.	8 M. T.	1333 Kg.
All Tripura :—	838 M. T.	807 Kg.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 102

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Total production of foodgrains in the year 1973-74 and in 1974-75 with a break-up Aman, Aus and Boro (Sub-Divison-wise) ;

2. The total area of land under Aman, Aus and Boro cultivation in the year of 1973-74 and 1974-75 (Sub-Division-wise) ;

3. The average yield of crops at Tripura in the said period per acre.

ANSWER

1. The Sub-Division-wisebreak-up of estimated production of Aman, Aush and Boro in Tripura during 1973-74 and 1974-75 is shown below :—

Sub-Division.	1973-74 (in M. T.)			1974-75 (in M. T.)		
	Aman Paddy.	Aus Paddy.	Boro Paddy.	Amau Paddy.	Aus Paddy.	Boro Paddy.
1. Dharmanagar.	34500	22833	2216	25267	19300	
2. Kailashahar.	30150	25367	4733	29300	26400	Not availa-
3. Kamalpur.	15683	12633	1383	13500	14525	ble as the
4. Khowai.	42883	36000	8917	41050	21250	crop has
5. Sadar.	30183	41500	28000	57083	38942	not yet
6. Sonamura.	22267	12500	13083	24317	14534	been har-
7. Udaipur.	22933	20000	16667	21000	11250	vested fully.
8. Amarpur.	14783	13367	3734	13700	7616	
9. Belonia.	30217	20133	8834	38250	15650	
10. Sabroom.	11733	9000	4100	11533	5533	
TOTAL TRIPURA :-	278332	213333	91667	275000	175000	

2. The Sub-Division-wise break-up of total estimated area of land under cultivation of Aman, Aush and Boro during 1973-74 and 1974-75 is as follows :—

Sub-Division	Estimated area under cultivation (in Hectares).					
	1973-74			1974-75		
	Aman	Aush	Boro	Aman	Aush	Boro
1. Dharmanagar.	16992	11125	1000	15400	12999	1010
2. Kailashahar.	14354	11331	2491	14453	11837	2817
3. Kamalpur.	8073	7689	617	8162	7487	728
4. Khowai.	19040	15884	2902	19507	15457	3359
5. Sadar.	28709	27158	8545	22670	29016	9142
6. Sonamura.	10876	6880	4361	10714	6920	4492
7. Udaipur.	11246	9858	6104	10653	9631	6111
8. Amarpur.	7513	7657	1736	6852	6556	1942
9. Belonia.	14523	10453	3165	14962	10465	3157
10. Sabroom.	5475	3813	1518	5164	3737	1085
TOTAL TRIPURA :-	136798	111848	32430	135536	114105	33843

3. The Sub-Division-wise break-up of estimated average per acre yield of these crops in Tripura during 1973-74 and 1974-75 is shown below :—

Sub-Division	Estimated average yield of crop per acre (in Kg. of paddy).					
	1973-74			1974-75		
	Aman	Aush	Boro	Aman	Aush	Boro
1. Dharmanagar	822	831	897	664	601	
2. Kailashahar.	850	906	769	820	903	
3. Kamalpur	786	665	907	669	785	
4. Khowai.	911	917	1243	852	556	Crop not yet harvested fully.
5. Sadar.	750	618	1326	779	543	
6. Sonamura.	828	735	1214	918	850	
7. Udaipur.	825	821	1105	798	473	
8. Amarpur.	720	706	870	809	470	
9. Belonia.	842	779	1133	1035	605	
10. Sabroom.	867	931	1093	904	599	
Total TRIPURA :—	823	771	1144	8:1	620	

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state:—

১। ত্রিপুরা ডিক্লারেশন অব ফুডগ্রেইন্স অর্ডার ১৯৭৪ইং (অস্টম সংশোধনী) অনুসারে কতজন খাদ্য ব্যবসায়ী এবং চাউল কলের মালিক নির্দ্ধারিত ফর্মে মজুদ খাদ্য শস্যের পরিমান ঘোষণা করেছেন ?

২। নির্দ্ধারিত পরিমানের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য তাদের মজুদ থাকলে তার মোট পরিমাণ ?

৩। কতজন খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও চাউল কল মালিকের ষ্টক তদন্ত করে ঘোষণা পত্রের খাদ্য শস্যের পরিমাণের যথার্থতা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। একজন ও না।

২ ও ৩। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, May 23, 1975.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair,, 5 Ministers, 3 Ministers for States, 1 Deputy Minister., Deputy Speaker and 25 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred questions.

Shri Tapas Dey :— Starred Question No. 245.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Starred Question No. 245.

QUESTION

1. Whether there are recruitment rules for the post of Officer on Special Duty of T. R. T. C. ?
2. If any appointment was made to that post ; if so what was the basis of appointment ?

ANSWER

1. No.
2. Appointment has been made against the post from the Graduate Electrical Engineer purely on ad-hoc basis.

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যাকে এই পোষ্টের এগেইনষ্টে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তার নাম, ঠিকানা এবং কবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— শ্রীদীপঙ্কর কুমার দাশগুপ্ত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই দীপঙ্কর কুমার দাশগুপ্ত কি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কিনা ইনফরমেশান নিয়ে পরে আমি আপনাদেরকে জানাব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এই ভদ্রলোকের বাড়ী কোথায়, তার কোন ঠিকানা থাকবে না, এটা কেমন কথা ? স্যার, এই ধরণের রিপ্লাই দেওয়ার পর আবার ইনফরমেশান নিয়ে জানাবার স্কোপ কোথায় ? আপনাদের অফিসারেরা আছেন কি করতে ? তারাই তো এই সমস্ত রিপ্লাইয়ের মেটিরিয়েলস সাপ্লাই দেবেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— বলেছি তো যে ঠিকানা আমার জানা নাই।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্যার, আমরা শুনেছিলাম যে এই দীপঙ্কর দাশগুপ্ত যুব কংগ্রেসের কন্‌ভেনার যিনি, তিনিই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— তিনিই সেই দীপঙ্কর দাশগুপ্ত কিনা তা আমার ঠিক জানা নাই।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, আমি ভদ্রলোকের নাম, ঠিকানা, ডেট অব এ্যাপ্পয়েন্টমেন্ট এবং পে কত জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তো সবগুলি জানালেন না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— নাম হচ্ছে দীপঙ্কর কুমার দাশগুপ্ত, ঠিকানা আমি পরে দেব। হি ওয়াজ এ্যাপয়েন্টেড ... ... আর কনসোলেটেড পে হচ্ছে ৫০০ টাকা পার মাস।

শ্রীতপাস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে গেপ পিরিয়ড ৩০-৬-৭৪ থেকে ২৯-১০-৭৪ এই সময়ের মধ্যে এই পোস্টে অন্য কেউ ছিল কিনা জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— না, এই পোস্টে এই সময়ের মধ্যে কেউ ছিল না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে এই পোস্টটা শুধুমাত্র ঐ একজন ব্যাক্তির জন্যই, না অন্য কোন ব্যাক্তিকে এই গেপ পিরিয়ডের জন্য এ্যাপেয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— স্যার, দীস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান :

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, উনি নিজেই বলছেন যে গেপ ছিল, প্রথম একবার তাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিল, আবার ৪ মাস পরে তাকেই আবার এ্যাপয়েটমেন্ট দিয়েছিল। এখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে এই পোষ্টটা ভদ্রলোকের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিনা? অথচ উনি বলছেন যে এটা সেপারেট কোয়েশ্চান। এটা কি উনি বলতে পারেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এই ভদ্রলোকের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানর্জী :— তাহলে তো বুঝা যাচ্ছে যে এই পোষ্টার কোন প্রয়োজনই ছিল না, শুধু ঐ ভদ্রলোককে দেওয়ার জন্যই পোস্টটা ক্রিয়েট করা হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এটা মাননীয় সদস্যের ওপিনিয়ন হতে পারে, কিন্তু আমার ওপিনিয়ন নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— প্রয়োজন যদি থাকে, তাহলে মাঝখানে কেন খালি রাখা হল, তাকেই আবার পোষ্টটা দেওয়ার জন্য নয় কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এতো আপনার অপিনিয়ন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই পোস্টে যখন তাকে একবার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল তো দ্বিতীয়বারও তাকেই আবার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার কি কারণ ঘটল জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটির রিক্রুটমেন্ট রুলস অদ্যাবধি না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, আর, টি, সি, তার রিক্রুটমেন্ট রুলস কোনটিই এখনও হয়নি। তবে রিক্রুটমেন্ট রুলস প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সত্বরই সবগুলি রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরী হয়ে যাবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন বলেছেন—কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— পশ্চিম বংগ থেকে সিমিলার অর্গেনাইজেশানের রিক্রুটমেন্ট রুলস এনে সেগুলি গভর্ণমেন্ট থেকে পাঠান হয়েছে টি, আর, টি, সি,র অথরিটির কাছে। টি, আর, টি, সি,র অথরটি সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের রিপ্লাই ২।১ দিন হল দিয়েছেন এবং সেগুলি গভর্ণমেন্ট থেকে একজামিন করে তারপর রিক্রুটমেন্ট রুলসগুলি কনসিডার করা হবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ওয়েষ্ট বেংগলে যে টি, আর, টি, সি, আছে সেখানে ও, এস, ডি, ইত্যাদি এইসব পোষ্ট আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :---আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে লোকটা ত্রিপুরার কি না এই কথা জানেন না। উনি যখন এই কথা জানবেন (ইন্টারাপশান)।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তিনি আগরতলায় থাকেন তবে তিনি ত্রিপুরার লোক, না ত্রিপুরার বাইরের লোক সেটা আমি বলতে পারছি না। সেটা অনুসন্ধান না করে বলতে পারছি না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ত্রিপুরার কি ত্রিপুরার বাইরের সেটা উনার ঠিক জানা নাই। উনি যখন জানতে পারবেন –যদি ত্রিপুরার বাইরের হয়ে থাকে তাহলে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা অনুসন্ধান করে বলা যাবে—বাইরের লোকে চাকরী করতে পারবে না এই রকম কোন কথা নাই। তবে অনুসন্ধান করে সেটা দেখা যাবে অবস্থা অনুযায়ী।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, এটা কারেক্ট যে বাইরের ছেলে চাকরী পাবে না এমন কোন কথা নাই। যদি এই কোয়ালিফিকেশান আমার ষ্টেটে ছেলেদের থেকে থাকে তাহলে বাইরের ছেলেকে চাকরী কেন দেওয়া হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা বিচার বিবেচনা করার পরে—টি, আর, টি, সি,র যে কর্তৃপক্ষ আছেন বোর্ড অব ডিরেক্টারস তারা যে ডিসিশান নেবেন সেটা দেখতে হবে কেন এই ডিসিশান নিয়েছেন, সেটা না দেখে বলা যাবেনা তো।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, এটা একটি কথা হতে পারে না। আমার ত্রিপুরার ছেলেরা চাকরী পাবেনা অথচ বাইরের ছেলেকে চাকরী কেন দেওয়া হবে উনি এটি ক্লিয়ার করে বলতে পারবেন না—এখন উনি বলছেন যে টি, আর, টি, সি,র বোর্ড যদি রিকমাণ্ড করে। টি, আর, টি, সি, বোর্ড রিকম ও করার কি জাষ্টিফিকেশান থাকতে পারে? যদি এই রকম ছেলে আমাদের থেকে থাকে তাহলে—যদি ইলেকট্রিকেলের কোন ছেলে না থাকে তাহলে বাইরে থেকে ইমপোর্ট করা যেতে পারে। আমার ছেলে থাকতে, ত্রিপুরার ছেলে থাকতে বাইরের ছেলেকে চাকরী দেওয়া হবে কি, হবে না এটা বিধান সভার মন্ত্রী বলতে পারবে না, বলবে টি, আর, টি, সি,র বোর্ড, এটা হতে পারেনা স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার রাজ্যের ছেলেকে চাকরী দাও ও, এন, সি,কে বলব আমরা, কিন্তু টি, আর, টি, সি, আমার সরকারের টাকা দিয়ে চলবে, তারা ক্ষমতায় রয়ে গেল! বাহাদুর মন্ত্রী।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—সরকারের নীতিটা কি? ত্রিপুরার ছেলেরা তাদের যোগ্যতা অনুসারে তারা আগে, না বাইরের ছেলেদের আগে? এটি বোর্ডের কোন কথা নয়, এক্ষেত্রে সরকারের নীতিটি কি সেটি মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার ছেলেরা চাকরী পাবে না এই রকম কোন কথা হয়নি। তিনি ত্রিপুরার ছেলে কি না বা ত্রিপুরাতে ক'দিন আছে সেই বিষয়গুলি জানা যায় নি এখনও। তবে আমি বলছি অনুসন্ধান করে বলব। সত্যি কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বলা যায় না, এটা রেকর্ড ছাড়া বলা মুশকিল। সুতরাং রেকর্ড দেখে তিনি ত্রিপুরাতে কতদিন আছেন—একটি রুলস আছে যে ত্রিপুরাতে ৩ বছর থাকলে পরে চাকরী পাবে।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, একটি ছেলে যদি বাইরে থেকে এসে আমাদের এখানে কলেজে ভর্তি হয় এবং ৩ বছর ত্রিপুরাতে থাকে তাহলে he is not supported to be a citizen of Tripura. In no case, এটি হতে পারে না স্যার। ৩ বছর থাকলেই ত্রিপুরার সিটিজেন হবে এই ক্ষেত্রে এটা হয় না স্যার।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই ছেলেটাকে বাইরে থেকে আমদানী করা হয়েছিল শুধু রাজনীতি করার জন্য?

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, this is not relevant.

Shri Kalipada Banerjee :—মাননীয় মন্ত্রী শিফট করছেন কেন? ঘটনাটি স্বীকার করলেই হয় যে সে বাইরের লোক। বাইরের ছেলে মন্ত্রী জানেন না? তিনি মন্ত্রী হয়েছেন, তিনি জানেন না?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—স্যার, প্রশ্নের পর উনি উত্তর দিতে রাজি নন, এর অর্থ হচ্ছে উনি কনসিল করে যাচ্ছেন। উনি গোপন করে যাচ্ছেন এই কথা আমি জোর গলায় বলছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি কোন কথা গোপন করছি না, রেকর্ডে যা আছে আমি তাই বলছি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—একটা লোকের এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে তার ঠিকানা জানেন না এ কেমন কথা ! ইন্টারভিউও হয়েছে কি না উনি তাও জানেন না এটা কি করে হয় ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী বার বারই বলেছেন রেকর্ডের কথা। তাহলে টেপ রেকর্ডার দিয়ে উত্তর দিলেই হয় উনার আসার দরকার কি ? আপনার এখানে আসার দরকার কি ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—পাহাড় প্রমাণ রেকর্ড নিয়ে উনি এসেছেন, এর সংগে পি, এ. সি, এ, আসবেন। তারা দেখিয়ে দেবেন পাতা খুঁজে দেবেন, এই নিয়ম তিনি কোথায় পেলেন ? উনার মেমরী থেকে বলতে হবে, বাড়ী থেকে দেখে আসতে হবে। কোথাও এই নিয়ম নাই। ঠিকানা কোথায়, না উনি জানেন না—না বলবেন না। এ একটা কায়দা হয়েছে, আমি জানি কিন্তু বলব না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—একটা লোক—নাম গোত্রহীন ঠিকানা বিহীন একটা লোককে কি করে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় ? সেই লোকটা কি চোর না ডাকাত না বদমায়েস না গুণ্ডা এই নাম গোত্রহীন লোককে কি করে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল স্যার ? এটা বুঝতে পারলাম না। এই রেকর্ড নাই সরকারের কাছে, এই কথা উনি বললেন কি করে স্যার, লজ্জার ব্যাপার। আমারই লজ্জা হচ্ছে স্যার। রেকর্ড নাই নামগোত্রহীন একটা লোক সে চোর না ডাকাত না গুণ্ডা কিছুই চিনলাম না, তার বাবার নাম নাই, বাবা আছে কি নাই, অন্যের জন্মের ছেলে কি না—এই কি ব্যবস্থা ! এটা আমি বুঝলাম না। এটা উনি বলছেন স্যার, বাবার নাম না থাকে একটা বানিয়েও বলবেন তো স্যার। ঠিকানাও বানিয়ে বলতে হবে, এটা কি করে হল স্যার, আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি !

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাবার নাম আমি বানিয়ে কি করে বলব ? বাবার নাম যদি সুবল বিশ্বাস বলি তাহলে হতে পারে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উনি কিছু জানেন না

মিঃ স্পীকার :— এই তথ্য উনি পরে দেবেন বলছেন। (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—নাম ছাড়া ঠিকানা ছাড়া একটা লোককে কি করে চাকুরী দেওয়া হয়েছে স্যার ? এতে হাউসকে মিসলিড করা হচ্ছে স্যার। (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এপয়েন্টমেন্টের নিয়ম আছে, সেই নিয়ম মেনে করা হয়েছে কি না এই ছিল আমার জিজ্ঞাসা। উনি বলছেন ঠিকানা নাই, জানেন না সেটা পরিষ্কার ভাবে বললেই হয়। টি, আর, টি, সি,কে আমরা যে টাকা কড়ি দিচ্ছি সেই টাকাগুলি দিয়ে উরা যা খুশী করছে এবং সেখানে নেপটিজমের একটা বাসা তৈরী করা হচ্ছে এই কথা সত্যি কি না এটা মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করবেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা স্বীকার করতে পারি না, কারণ আমি বলছি যে তার নাম ঠিকানা সবই আছে। তার রেকর্ড অনুসন্ধান করে আমি পরে বলব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৫

মিঃ স্পীকার :—৩৯৫

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৫

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া হাসপাতালে যে এক্সরে মেসিন দেওয়া হয়েছে তা এখনও কার্যকরী হয় নাই ?

২) সত্য হইলে তার কারণ কি এবং কবে পর্যন্ত কার্য্যকরী হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) দুইটি যন্ত্রাংশ পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন এবং শীঘ্রই কার্য্যকরী হইবে আশা করা যায়।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এটা কতদিনের মধ্যে আশা করা যায় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কোম্পানীর একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ এখানে এসেছিলেন যখন ইনষ্টল করার কথা ছিল, তিনি তখন বলেছেন দুইটি যন্ত্রাংশ ভাল নয়। তখন তিনি করেসপণ্ডেন্স করেছেন কলিকাতার অফিসে এবং বোম্বে অফিসে এবং সেখান থেকে আসার পরেই ইন্‌ষ্টল করা হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে এক্সরে মেসিনটি সেটি বিলোনীয়া হাসপাতালে কবে পৌঁছেছিল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৬. ৬. ৭৪

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে দু'টি যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়েছে সেটা কি অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকার জন্য নষ্ট হয়েছে, না ট্র্যান্সপোর্টেশানের সময় নষ্ট হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কোম্পানীর যিনি এই মেসিন ইনষ্টল করবেন তিনি মেসিন ইন্‌ষ্টল করার জন্য আসেন তখনই ধরা পড়ে যে দুটি যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ডেট অব পার্চেজ কবে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেট অব পার্চেজ এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে কোন আর্থিক বৎসর ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার কাছে নেই। তবে ১৬. ৬. ৭৪ ইং তারিখে এই মেসিনটা বিলোনীয়াতে পাঠানো হয়েছিল।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে যখন পার্চেজ করা হয়েছিল, যখন ডেলিভারী নেওয়া হয়েছিল, যখন এইটা আমাদের ষ্টোরে এসেছিল তখন যন্ত্রাংশগুলি ওয়ার্ক করে কিনা এইটা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন ইন্‌ষ্টল করা হয় তখনই এইটা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে আমাদের যে কোম্পানী থেকে এই একস-রে মেশিনগুলি আনা হয় সেই কোম্পানীর লোক ছাড়া আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ছোটখাট মেরামত করতে পারে, স্বাস্থ্য দপ্তরে এইরকম মেকানিক রয়েছে কি ? উনারা কি সৃষ্টি করেছেন তেমন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় যে এইটা একস-রে মেশিনের প্রশ্ন। এইটা সেপারেট কোয়েশ্চান হয়ে আসলে ভাল হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা সেপারেট কোয়েশ্চান নয়। এখানে রিলেভেন্ট এইটার আছে যে এই যন্ত্রাংশগুলি নষ্ট হয় সেইগুলি মেরামত করবার প্রশ্ন। একস-রে মেশিনের যন্ত্রাংশ একক্ষণে উনি পড়ে শুনালেন যে কতকগুলি যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে আছে। মেকানিকসের জন্য উনারা লেখালেখি করছেন সেইগুলি ঠিক করার জন্য, সেইটার জন্য কয়েক বৎসর লাগবে আমরা জানি। আমাদের এই জি, বি, হসপিটালে ৬টি একস-রে মেসিন নষ্ট হয়ে আছে। বছরের পর বছর কোম্পানীর লোক এসে এইগুলি সরিয়ে দিবে না। অথচ আমাদের এখানে কোন মেকানিকস নেই। সারাতে পারে এমন মেকানিকস. আমাদের এখানে যারা রয়েছে তাদেরকে দিয়ে মেশিনগুলি চালাতে পারেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কোম্পানী মেসিন সাপ্লাই করে সেই কোম্পানী রিপেয়ার করার কথা। আমাদের সঙ্গে এই এগ্রিমেন্ট আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্চেজ করে কখন আর ইনষ্টল করে কখন ? আমি জানি যে আমার সাবরুমে একটা মেশিন গিয়ে পড়ে আছে। এই মেশিনের কোম্পানী আবার আমাদের কাছে টাকা চেয়েছে কি না যে এই যন্ত্রাংশ আমি এনে দেব আমাকে টাকা দিতে হবে ? এইটা বলা হয়েছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাকা চেয়েছে কি না এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে কি ? ওরা যখন মেসিনগুলিকে ইনষ্টল করে দিতে চেয়েছিল তখন ইনষ্টল করতে ওরা জায়গা দিতে পারে নি, কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি তখন পার্চেজ করে জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং তার মধ্যে একটা সাবরুমেও গেল। তখন এই মেসিনগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার সময়েও তো নষ্ট হতে পারে। তারপর অনেক দিন ধরে মেশিন পড়ে আছে। তাছাড়া মেসিন যখন আসে তখন ওরা বলে যে এইটা ভাল মেশিন, ওরা সার্টিফিকেট দেয় সেই সার্টিফিকেটের উপরে ওদেরকে পেমেন্ট করতে হয়। তখন ওরা বললো যে আমাদেরকে জায়গা দাও, আমরা ইনষ্টল করবো। তারা বললো যে জায়গা নেই। কাজেই কোম্পানীর কোন রিসপনসিবিলিটি নেই। এখন কোম্পানী থেকে মেকানিকস যতবার আসছে সেইজন্য টি, এ, ডি, এ তাদেরকে দিতে হচ্ছে। স্বীকার করবেন কি এই সব কথা ? কি অবস্থায় আপনারা রাখছেন লোককে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মেশিনগুলির রিপেয়ারের জন্য আমাদের কোন টাকা দিতে হবে না, এইটা কোম্পানী রিপেয়ার করে দেবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে কোম্পানীর লোক আসছে তাদের টি, এ, ডি, এ, কে দিচ্ছে ? বার বার যে আসছে তারা, তারা বলছে যে জায়গা দাও আমরা বসিয়ে দিয়ে যাই জায়গা দিল না, পড়ে থাকলো মেশিনগুলি, উনি বলছেন টাকা দিতে হবে না, আমি বলছি যে টাকা দিতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে টাকা দেওয়ার জন্য মেসিন ইনষ্টল হয় না, তা নয়। মেশিনের দুটো পার্টস নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন এইটা ইনষ্টল হচ্ছে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাদের জন্য মেশিন কিনা হলো ? এইটা কি ওখানে ফেলে রাখার জন্য ? বাজেটে প্রভিশন ছিল এই মেশিম কিনার এবং বাজেটের টাকা এই ভাবে খরচ করা হলো। এখন পড়ে রইলো অনেক দিন। তারপর জায়গায় পাঠালো। এখন মেসিন বসলো না। এই যন্ত্রাংশ নষ্টের জন্য হয় নি। সাক্রমেরটা কিসের জন্য হয় নি ? বলবেন যে এইটার সংগে এইটা আসে না। সেইটা আমি জিজ্ঞাসা করছি না। ঘটনাটা কি আমি জানি। টাকা দিতে হবে এদেরকে। এই যে লোক আসছে তাদেরকে টাকা দিতে হবে। ওদের নিজের খরচে একবার এসে বসিয়ে দিতে পারে, কিন্তু বসিয়ে দিতে পারলো না ওদের দোষে। কোম্পানীর কোন দোষ নাই। এখন পার্টসের দাম দিতে হবে, ওরা পার্টস নষ্ট করেছে। এইটা নিয়মের কথা। আমার কাছে মেশিনটি দিল, আমি রেখে দিলাম। আবার কোম্পানীকে বললাম যে আমার মেশিন অচল। আমরা ওদের মেশিন নিয়েছি এবং টাকাও পেমেন্ট করেছি। এখন—

মিঃ স্পীকার :— আপনার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চানটা কি ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চানটা হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্টের দোষে এই মেশিনগুলি ইনষ্টল হয় নি সময় মতো, তার জন্য এখন যখন ওদের মেকানিক্স আসছে তারা বলছে যে এই দুটো মেশিনের যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়েছে, সেই যন্ত্রাংশের জন্য টাকা দিতে হবে এবং এই যে মেকানিক বা রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা আসলো তাদেরকে টি, এ, ডি, এ, দিতে হবে গভর্ণমেন্টকে, এইটা সত্যি কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এই তথ্য নেই যে টি, এ, ডি, এ, দিতে হবে কি না এবং হেলথ্ ডিপার্টমেন্টের দোষে এই মেশিন ইনষ্টল করা হয় নি বলে যে বলেছেন তা স্বীকার করি না। কারণ এই যে যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়েছে তা ট্রেনজিটে নষ্ট হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে আমি এইটার উপরে একটা ইনকোয়ারী চাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রাজী আছেন ? উনি বলছেন যে টি, এ, ডি, এ দিতে হবে না, আবার বলছেন টি, এ, ডি, এ, দিতে হবে কি না আমি জানি না। আবার বলছেন যে ট্রেনজিটে নষ্ট হয়েছে। এই সম্পূর্ণ ঘটনার উপরে একটা ইনকোয়ারী হোক। মন্ত্রী মহাশয় রাজী আছেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কোন ইনকোয়ারীর প্রশ্ন আসতে পারে বলে আমি মনে করি না। কারণ কোম্পানী থেকে একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছিলেন এবং তিনি দেখেছেন যে যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়েছে এবং বোম্বে কোম্পানীকে লিখেছেন যাতে এইটা তাড়াতাড়ি হয়। সেইজন্য আমরা রিমাইণ্ডার দিয়েছি। ২০/৫/৭৫ ইং তারিখে কোম্পানীকে পুনরায় আমরা রিমাইণ্ডার দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি ইনষ্টল করা হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:— স্যার, উনি একটা কথা বলেছেন আমি এইটার উপরে অভিযোগ রেখেছি তিনি ডিনাই করেছেন। তিনি বলছেন যে, না এই রকম ঘটনা ঘটে নি। তারপর তো ইনকোয়ারীর প্রশ্ন আসে। কাজেই উনি কিভাবে বলছেন যে ইনকোয়ারীর প্রশ্ন আসে না?

মিঃ স্পীকার :— তিনি বলেছেন যে ইন ট্রেনজিটে ভেংগেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সেইটাই ইনকোয়ারী হোক, সবটুতে ইনকোয়ারী হতে পারে। মেকানিকসকে টাকা দিতে হবে, রাজ্যের টাকা, এই জন্য ইনকোয়ারী হবে না কেন? ইনকোয়ারী উনি করুন না, উনি নিজেই করুন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যন্ত্রাংশগুলি ভেংগে যাওয়ার জন্য কিছু দুস্কৃত লোকের কারসাজি থাকতে পারে। সেইটাতো ইনকোয়ারী হতে পারে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ইনকোয়ারী করার প্রয়োজন তো উনি অনুভব করছেন না বলে বলেছেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে উনি কোন কিছু বলবেন না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ:— আমরা ইনকোয়ারী চাই স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রিপ্লাই দিয়েছি। তথাপিও যদি মাননীয় সদস্যরা বলেন, আমি সেটিসফাই হয়েই রিপ্লাই দিয়েছি—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ লেট হিম গিভ হিজ রিপ্লাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছিম আমি সেটিসফাইড হয়েই এই রিপ্লাই দিয়েছি। তবু যদি মাননীয় সদস্যরা বলেন তাহলে আমি এটা এনকোয়ারী করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৬।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার- ৩১৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে ১৯৭৩ ইং সন হইতে এখন পর্যন্ত হেড ব্লকে এবং একাউন্টেন্টের কয়েকটি পদ খালি আছে?

২। যদি সত্য হয় তাহার সংখ্যা কত?

৩। ২য় প্রশ্নের সংখ্যা নির্ণয় হইলে ঐ সমস্ত পদে লোক নিয়োগ না করার কারণ কি?

৪। ব্লকের হেড ক্লার্ক এবং এ্যাকাউনটেন্টদের বেতনের পূর্ণবিন্যাস না হওয়ার কারণ কি?

১। হ্যাঁ।

২। তিন ২ জন হেড ক্লার্ক কাম্ এ্যাকাউনটেন্ট এবং ১জন এ্যাকাউনটেন্ট।

৩। ঐ সমস্ত পদে লোক নিয়োগের যথাবিহিত ব্যবস্থা চলিতেছে।

৪। ব্লকের হেড ক্লাক এবং এ্যাকাউনটেন্টদের বেতনের পুর্ণবিন্যাস হইয়াছে।

শ্রীরাধারমন নাথ :—যে পদ খালি আছে সেই পদগুলির পূরণ না করার কি কি কারণ স্যার ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা একজন হেড ক্লার্ক ১৯৭৪ সনে ডম্বুর নগরে মারা গিয়েছেন। ১৯৭৪ সনে একজন হেড ক্লার্ক হয়েছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নিয়েই এইগুলি করা হয়। এই জন্য ডি, পি, সি, করা হয়েছে। আশা করি এবার তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

শ্রীমধুসুদন দাস :-আচ্ছা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি জানাবেন ডম্বুর নগরের হেডক্লার্ক কোন সনে মারা গিয়েছেন / কোন মাসের কোন তারিখে ? এবং এ কথাকি স্বীকার করবেন যে তিনি মারা যাওয়াতে কাজের অসুবিধা হচ্ছে ?

শ্রীমনসুর আলী :—তিনি ১৯৭৪ সনের একলা সেপটেম্বর মারা গিয়েছেন।

(হাস্যরোল)

মিঃ স্পীকার ।—একলা সেপটেম্বর নয় পয়লা সেপটেম্বর।

শ্রীমনসুর আলী :—ঐ একই কথা স্যার।

শ্রীআচাইচি মগ —স্যার, তার বাড়ী স্যার জোলাইবাড়ী। পুর্ব জুলাইবাড়ী। তার ছেলে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেছিল। যে চাকুরী পায় নি। সে যে পেয়েছে কিনা এটা আমি মানি না। তাহলে সে এখন কোথায় চাকুরী করছে ? এটা আমি জানতে চাই

শ্রীমনসুর আলী ;—স্যার, এটা যদি সেপারেট ভাবে করা হয় তাহলে ভাল হয়। কারণ এখানে এই প্রশ্ন আসে না স্যার।

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেপারেট কোয়েশ্চান করুন, মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দেবেন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্টাফ কারের বাংলাটা কি হবে বলুন না। ষ্টাফ কার ইংরেজী শব্দ ? তার বাংলা কি ?

মিঃ স্পীকার :—এটা তো ট্রান্সলেট করেছেন। আপনিতো একজন শিক্ষক, আপনিই বলুন না এটার বাংলায় প্রতিশব্দ কি হবে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস -—না, না, তাহলে কি আমি জানতে পারবনা যে এটার বাংলা প্রতি শব্দটা কি হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—অফিসের কর্মীরা যে গাড়ী চড়ে থাকেন তাকেই স্টাফ কার বলে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ;—তাহলে অফিসাররা যে গাড়ী চড়েন সেগুলি ষ্টাফ কার নয় কেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এইগুলি ডিপার্টমেন্টাল গাড়ী। এইগুলি ষ্টাফ কার নয়।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডিপার্টমেন্টাল গাড়ী যেহেতু তার একটা সংখ্যা আছে সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেক্রেটারীয়েটে যেগুলি আছে সে-গুলির মধ্যে ৪টি জীপ, ২১টি অ্যাম্বেসেডার, প্রিমিয়র প্রেসিডেন্ট ২টি, ষ্টেশন ওয়াগন ৫টি, এবং ১টি এফ-সি-ভ্যান আছে। সব মিলিয়ে ৩৩টি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—স্যার, এই যে ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫ এই বৎসর গুলিতে এই গাড়ীগুলি থেকে কত আয় হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—অমরেন্দ্র শর্ম্মা, নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসমর চৌধুরী, শ্রীবিণয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিণয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ৪১১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কয়টি ষ্টাফ কার আছে ?

২। ষ্টাফ কার রুল অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫ ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত ঐ সকল ষ্টাফ কার সরকারের কত টাকা আয় হইয়াছে ?

উত্তর

১। একটিও নহে।

১। প্রশ্ন উঠে না।

মি স্পীকার :— শ্রীআবদুল ওয়াজিদ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার অফিসে যে গাড়ীগুলি আছে সেগুলি কি কার ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা গভর্ণমেন্ট ভেহিক্যাল। সেগুলি ষ্টাফ কার নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সরকারী প্রয়োজনে, সরকারী কাজে সরকারী অফিসারেরা যে গাড়ীগুলি চড়ে থাকেন সেগুলির নামইতো ষ্টাফ কার ষ্টাফ কার বলতে আপনি কি বুঝে থাকেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা দেখে বলতে হবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—ষ্টাফ কার নেই ? কিন্তু আমাদের অ্যাসেম্বলী হাউসে কি আছে ? গভর্ণমেন্টের মধ্যে ষ্টাফ কার নাই। সেটা আমি বুঝি না। তারা যে ব্যবহার করেন তাহলে সেটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণ দাস ভট্টাচার্য্য —এখানে আয়ের প্রশ্ন উঠে না। কারণ এগুলি ডিপার্টমেন্টাল গাড়ী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আচ্ছা আয়ের তো প্রশ্ন নেই, কিন্তু ব্যয় কত হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা ডিপার্টমেন্ট বলতে পারবে।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে ৩৩টি গাড়ীর কথা বলেছেন, এইগুলি কি শুধু আগরতলা শহরেই আছে এখনো ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এইগুলি বিভিন্ন এরিয়ার এ্যালট আছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—আচ্ছা ব্যক্তিগত ব্যাপারে এই গাড়ীগুলি কি ব্যবহার করা যায়? যদি যায় তাহলে এর জন্য কি কোন গভর্ণমেন্ট নীতি আছে? এবং থাকলে সে নিয়ম নীতিগুলি কি কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটার নিয়ম আছে। ব্যক্তিগত কারণে যদি কেহ গাড়ী ব্যবহার করতে চায় তাহলে ৫০ পয়সা পার মাইল। ৩১ পয়সা পার কি: মি: ফর স্মল কার, আর নট মোর দেন অ্যাক্সিডিং ফোর হর্স' পাওয়ার মবিল্ কার, অ্যাণ্ড এট দি রেইট অব ৭০ পয়সা পার মাইল ফর ৮০ হর্স' পাওয়ার নন ডিউটি জার্নি আর ডিটেনশান ৬০ পয়সা পার আওয়ার।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—এই রকম গাড়ী ব্যবহার করার জন্য সরকার ট্যাক্স, মানে ভাড়া বাবদ কত পেয়েছেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত সরকার কোন পয়সা পায় নাই।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানা-বেন বাজারে বিবাহ বাসরে, সামাজিক ক্রিয়া কর্মে, পার্টিতে, বাসায় আসা-যাওয়ায় যেমন টিফিনের সময় বাড়ীতে যে গাড়ীগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি কি ডিপার্টমেন্টাল ওয়ার্ক পড়ে? না কি পারসন্যাল ওয়ার্কে পড়ে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই গাড়ীগুলি ডিপার্টমেন্টের কাজে নিয়োজিত হয়।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন আইনে পারসোন্যাল কাজে ব্যবহার করতে পারে। যদি ব্যবহার করে তাহলে সরকারকে তার পয়সা দিতে হয় এবং তার জন্য একটা রেট আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সরকারী কাজে ছাড়া এ পর্য্যন্ত কেউ কোন গাড়ী ব্যবহার করে নাই। কাজেই সরকারী তহবিলে কোন আয় আসে নাই। কিন্তু আমরা চলাফেরা করতে দেখতে পাই যে বাজারে, সিনেমায়, সামাজিক উৎসবে বা ক্রিয়াকর্মে সরকারী গাড়ী দেখা যায়। সেগুলি কি সরকারী অফিসের প্রয়োজনে সেখানে যায় এবং এই গাড়ীর লকবুক আছে, লকবুক এর এনট্রি গুলো কি হয়? যদি না হয়ে থাকে, যদি পয়সা না পেয়ে থাকে তাহলে এগুলি সরকারী কাজে গিয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এ রকম কমপ্লেন আসে নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটা কমপ্লেন নয়, এটার যে লকবুক থাকে তাতে লেখা থাকে, এগুলি চেক করা হয় কি না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিশ্চয়ই চেক করা হয়।

শ্রীমধুসূদন দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সরকারী গাড়ীগুলো মেরামত করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সেল আছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রী মধুসূদন দাস :— এটা সেপারেট কোয়েশ্চান কি করে হোল? গাড়ীগুলো কি মেরামত করবেন, না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ইনফরমেশান আমি দিয়েছি যে নন-ডিউটি পারপাসে গাড়ীগুলো ব্যবহার করা হয়েছে কি না এবং এই ব্যাপারে সেটা যদি জানতে চান অনুসন্ধান করে বলব। এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান হিসাবে আসা উচিত।

Mr. Speaker :—Shri Tapas Dey

Shri Tapas Dey :— Starred Question No. 305

Shri Monsur Ali :—Question No. 305

প্রশ্ন

১) এপ্লাইড নিউট্রেশান প্রোগ্রামে স্কীমে ১৯৭৪-৭৫ সালে কোন ব্লকে কত টাকা খরচ এবং

২) যদি কোন ব্লকে না হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) এপ্পাইড নিউট্রেশান প্রোগ্রামে ১৯৭৪-৭৫ সালে বিভিন্ন ব্লকে খরচের হিসাব নিম্নরূপ —

ব্লকের নাম	টাকার পরিমাণ
কুমারঘাট ব্লক	৩১,৯৩৮ টাকা
কাঞ্চনপুর	২৩,৬৭৩ ,,
তেলিয়ামুড়া	৩৪,০০০ ,,
সাতচান্দ ,,	১৬,২৬৯ ,,

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৭৪-৭৫ সালে কেন্দ্রিয় সরকার থেকে কত টাকা মঞ্জুর হয়েছিল এই পারপাসে।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রত্যেক ব্লকে আমাদের ৩১,০০০ টাকা করে স্যানশন থাকে, এ বছরে মাত্র সাতচান্দ ব্লকে কম পেয়েছে। গত বছরে যেটা ৩৪ বারে দেওয়া হয়েছে সেটা নিম্নরূপভাবে, কুমারঘাট ৩১,৯০০, কাঞ্চনপুর ২৩,৬৭০...

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চেয়েছিলাম ১৯৭৪-৭৫ এ এই স্কীমের এগেনষ্টে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া মোট কত টাকা মঞ্জুর দিয়েছিল, এবং সেই টাকা খরচ হয়েছে কিনা।

শ্রীমনসুর আলী :— এইতো খরচ...টাকা মোট, তার মধ্যে খরচ হয়েছে ৩১,৯৩৮ টাকা কুমারঘাট ব্লকে...

শ্রীতাপস দে :— আমার প্রশ্ন সেটা ছিল না স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৭৪-৭৫ এ মোট কতটাকা গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এই স্কীমের এগেনষ্টে দিয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ এ কোন খাতে কত টাকা সেটা আমি চাইনি স্যার, সেটা আমার দরকার নেই। মোট এমাউন্টা কত সেটা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— টোটাল এমাউন্ট।

শ্রীমনসুর আলী :— মোট ১২,৩৪,০০০ টাকা।

শ্রীতাপস দে :— সমগ্র টাকাটা খরচ হয়েছে কি না ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—হিসাবে দেখা যায় সব টাকা খরচ হয় নাই। সাতচান্দে আমরা ১৬,২৭৯ টাকা খরচ করতে পেরেছি, কারণ ওখানে সিমেন্ট এবং অন্যান্য অসুবিধা থাকায় কোন কোন জায়গায়...

(ইন্টারপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এপ্লায়েড নিউট্রেশান প্রোগ্রামে সিমেন্ট দিয়ে কি হবে ?

মনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—কোন কোন জায়গায় আমরা কাজ শেষ করতে পারি নাই। রিংওয়েল, টিউবওয়েল এর কাজে সিমেন্টের দরকার হয়। সিমেন্টের জন্য খরচ করতে পারি নাই। সিমেন্টের কথা ঠিকই বলেছি। রিংওয়েল, টিউবওয়েলের কাজ করতে পারি নাই, তার জন্য টাকা খরচ করতে পারি নাই এবং তারজন্য সাতচান্দ ব্লকে কম খরচ হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এই যে টাকা দিচ্ছে সেটা কি ভাবে রূপ দেওয়া হয়। পানীয় জলের জন্য, না অন্য কাজের জন্য ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গরীব লোকদের জন্য যেখানে পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায় না, সেখানে তাদের জন্য শাক শব্জি, মাছ ও অন্যান্য জিনিষ তৈয়ারী করার জন্য জল ও অন্যান্য জিনিষের ব্যবস্থা করা হয় এবং মহিলা সমিতি এই সমস্ত ব্যাপারে সাহায্য করে যাতে কিছু আরনিং করতে পারে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার,—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যার মোট কত পারসেন্ট অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছেন।

শ্রীমনসুর আলী :— এটা আলাদা প্রশ্ন করা উচিত। আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিমেন্টের ব্যাপার নিয়ে আমাকে খুব হেয় করা হয়েছিল; আমিতো পরিষ্কার বলেছি সিমেন্ট কিসে লাগে (ইনটারাপশান).. যারা নিজে খবর রাখে না...আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— নিশ্চয়ই, তাহলে আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করছি যে এটা ভুল। আপনি মাছের দোকান করুন, খাবারের দোকান করুন...সিমেন্ট নেই বলে টাকা খরচ হোল না ..(ইনটারাপশান)

শ্রীমনসুর আলী :— যারা গরীব তাদের মহিলা সমিতির সদস্য করা হয়। যাদের কাজ নাই তারা যাতে এর মাধ্যমে কাজ করে খেতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপারে তাদের সাহায্য করা হয়। এই হোল মহিলা সমিতির প্রোগ্রাম।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— নো, নো। মহিলা সমিতিকে কাজ দেওয়ার জন্য নয়। মিনিষ্টার যদি না জানেন, তাকে জেনে নিলে কোন খারাপ হয় না। উনি বুঝতে পারেননি জিনিষটা।

শ্রীমনসুর আলী :— আপনারা অনেক সময় না বুঝে প্রশ্ন করেন, যার জন্য আমাদের উত্তর দিতে অনেক সময় কষ্ট হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কি কাজ করার জন্য টাকা দেওয়া হয়, গরীব ছেলেমেয়েদের খাওয়ার জোগার করার জন্য। উনি কিসের কথা বলছেন। বলুন টাকা দিলেন না কেন ?

শ্রীমনসুর আলী :— স্যার, আমরা স্বীকার করেছি যে সব জায়গায় সব রকমের কাজ আমরা করতে পারিনি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি মিনিষ্টারকে বলছি জেনে নিতে, আপনার মাধ্যমে বলছি। আমি তাই বলছিলাম যে মহিলা সমিতিকে যখন টাকা দিলেন, কেন দিলেন তা তিনি জানেন না। যাইহোক সেই টাকা দিলেন না কেন ? আর টাকাগুলো খরচ করতে পারলেন না কেন ? কেন্দ্র আমাকে টাকা দিল, আমরা সেই টাকা বাজেটে ভোটে তোললাম, সেই টাকা কি হয়েছে ? কেন খরচ করতে পারলেন না ? এই বছর কেন্দ্র কেন টাকা দেবে ? কেন্দ্র যে টাকা আমাকে দেয় সেই টাকা আমরা যদি খরচ করতে না পারি তাহলে কেন্দ্র আমাদের টাকা দেবে কেন ? এই জন্য টাকা দেয় না, এই বার মিনিষ্টার বলুন নিউট্রেশান জিনিষটা কি ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ফলচাষের জন্য ১০ হাজার টাকা মৎস্যচাষের জন্য ১০ হাজার টাকা, হাসপাতালের জনা ৬,০০০ টাকা এবং মহিলা সমিতির জন্য ৮,০০০ টাকা দিয়েছি। এছাড়াও ৫১,০০০ হাজার টাকা রাজ্য সরকার থেকে নিয়ে আরও দেওয়ার কথা আছে এবং ফল চাষের মাধ্যমে ব্লকে যে প্রতিযোগিতা করি তার মাধ্যমে পূরণ করি।

শ্রীতাপস দে : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, উনি যে বললেন সিমেন্ট পান না বা অন্য কোন জিনিষ পান না, সেজন্য কি টাকাটা খরচ করা হয় নি, না টাকাটা বছরের শেষ ভাগে ব্লকে ব্লকে পাঠানোই হয় নি বলে খরচ হয় নি ?

শ্রীমনসুর আলী :— সেটা আমি দেখে বলতে পারব।

শ্রীতাপস দে ঃ— উনি যে চারটা ব্লকের নাম বললেন সেগুলিকে কিভাবে সিলেক্ট করলেন এবং অন্য ব্লকগুলিকে কেন টাকা দেওয়া হল না ?

শ্রীমনসুর আলী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কালীবাবু ঠিকই বলেছেন সিডিউলড ট্রাইব, সিডিউলড কাষ্ট, গরীব ইত্যাদির ভিত্তিতেই সিলেক্ট করা হয়। কিন্তু রাস্তাঘাটেরও প্রশ্ন থাকে যাতে গাড়ী ঘোড়া যেতে পারে, জিনিষপত্র পৌছাতে পারে।

শ্রীতাপস দে :— গণ্ডাছড়া অমরপুর কেন বাদ পড়ল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গণ্ডাছড়া অমরপুর হল টি. ডি. ব্লকে। সেগুলিতে অন্যান্য বাবতে আমরা দিই, যার জন্য সিডিউলড কাষ্ট যারা আছে সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সমস্ত টাকা খরচ করা হয় নাই। আর যে যে ব্লকে কাজ করা হয় নাই সেখানে অন্যভাবে খরচ করা হয়েছে। তাহলে অন্যভাবে যে টাকা খরচ করা হয়েছে সেই সব মিলে সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনসুর আলী :— আগামী পরিকল্পনার মধ্যে আমরা শেষ করব বলে আশা রাখি। এক বছরে সবটা টাকা আমাদের দেয় না। সেই হিসাবে প্রত্যেক পরিকল্পনা মাফিক আমরা দিই।

শ্রীতাপস দে :— আমার প্রশ্ন ছিল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন ব্লকগুলি সিলেক্ট করে কি বেসিসে সিলেক্ট করে ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে সমস্ত ব্লকগুলিতে সিডিউলড কাষ্ট বেশী এবং গরীব বেশী সেইগুলি দেখেই ঠিক করা হয়। যেহেতু সবটা আমরা পারি না সেই হেতু এইরকম একটা চিন্তা করে করি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে যারা সিডিউলড কাষ্ট, গরীব লোক বেশী বাস করে সেই ব্লকের কথা। আমি যে দুটো ব্লকের নাম বলেছিলাম গণ্ডাছড়া এবং অমরপুর দুটোই টি, ডি, ব্লক। ঐ ব্লকগুলি বাদ পড়ার কারণ কি ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি এটা টি, ডি, ব্লক এটার মধ্যে নিউট্রেশান প্রোগ্রাম আছে।

শ্রীতাপস দে :— এপ্লাইড নিউট্রেশান স্কীম চালু করার জন্য ত্রিপুরার লোকসংখ্যার মোট কত পারসেন্ট লোক বাস্তার নিউট্রেশানে আছে এটার কোন সার্ভে করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনসুর আলী :— এই রিপোর্টটা আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— কোশ্চেন নাম্বার ২১।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, উনি কি ফিনান্স মিনিষ্টার ?

মিঃ স্পীকার :— হী ইজ অথরাইজড।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা পে কমিশনের রিপোর্ট কোন্ তারিখে সরকারের হাতে এসেছে ?

২) ঐ রিপোর্টের উপর যদি ত্রিপুরা সরকার কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকেন তার কারণ কি ?

৩) পে কমিশনের সুপারিশগুলি কখন থেকে কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা পে কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪ ইং সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখে সরকারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে।

২) মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে ত্রিপুরা পে কমিশনের সুপারিশগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন কর্মচারী সমিতি ও সরকারী বিভাগের মতামত চাওয়া হইয়াছিল। ঐ সমস্ত প্রাপ্ত অভিমত ও মন্তব্যগুলি অর্থ বিভাগের অন্তর্গত এতদ্উদ্দেশ্যে সৃষ্ট একটি বিশেষ শাখায় বর্ত্তমানে পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে। এই শাখা নিজস্ব মন্তব্য সহযোগে প্রাপ্ত অভিমত ও মন্তব্য সম্বলিত বিস্তারিত নোট তৈরী করিয়া সচিবদের কমিটিতে পেশ করিবেন। কমিটি বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা পূর্ব্বক উহার নিজস্ব অভিমত সহ বিষয়টি মন্ত্রীপরিষদের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপিত করিবেন।

৩) সুপারিশগুলির সার্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

শ্রীরাধারমণ নাথ :— কতদিন সময় লাগবে আমরা জানতে চাইছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— এটা মাসখানেক সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৪।

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৪।

প্রশ্ন

১) "হ্যাণ্ডলুম হাউসিং এণ্ড আরবান ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন এ রাজ্য সরকার কোন স্কীম পাঠিয়েছেন কিনা?

২) যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় মোট কত টাকার স্কীম এবং উহার মধ্যে মোট কত টাকা মঞ্জুর হয়েছে?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে :— এখন পর্যন্ত না পাঠানোর কারণ কি?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ কর্পোরেশনের নিকট থেকে আমাদের কাছে কোন প্রস্তাব আসেনি যার জন্য আমরা প্রস্তাব দিই নাই।

শ্রীতাপস দে — প্রস্তাবনা না দেওয়ার কারণ কি? এখানে কি গৃহ সমস্যা নাই!

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে কোন প্রস্তাব তারা পাঠায় নাই। আমরা প্রস্তাব কি করে দিই?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— দেওয়ার জন্য ইনফ্লুয়েন্স করতে হয়।

শ্রীমনসুর আলী :— না দিলেও আমরা অন্য স্কীমে টাকা দিই এই ব্যাপারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সেটা কি যথেষ্ট?

শ্রীমনসুর আলী :— এটা যথেষ্ট নয়, অনেক দরকার আছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— "হাডকো" করপোরেশনের কাছে কোন স্কীম পাঠানোর ইচ্ছা সরকারের আছে কি ?

শ্রীমনসুর আলী :— আরও বেশী করে যাতে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় সেজন্য আমরা গভর্ণমেণ্ট থেকে চিন্তা করছি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে আগরতলা শহরে এই যে গৃহ সমস্যা রয়েছে সেটা সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট কি কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীমনসুর আলী :— নিজেদের একটা চিন্তাধারা আছে যাতে তারা নিজেরা বাড়ী ঘর করতে পারে এবং এই ব্যাপারে সাহায্য করা যায় কিনা এই জন্য একটা চিন্তা ধারা আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই আগরতলা শহরে যেসব বস্তি আছে সেই বস্তিগুলিকে সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? সরকার বলেছেন টাকা নাই, কিন্তু কেন আপনারা তো টাকা চাইতে পারেন। সেটার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীমনসুর আলী :— আমরা চেষ্টা করছি অন্যভাবে কি করে এটা করা যায়। তার জন্য আমরা স্কীম নেওয়ার চেষ্টা করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— "হাডকো" কোম্পানীর কাছে টাকা চাইলে টাকা দেয়। আমরা চাই না। আমরা এটাকে সমাধান করতে চাই না। এই তো সত্যি, নাকি ?

শ্রীমনসুর আলী :— এটা যদি আপনারা বলেন তাহলে কিছু করবার নাই। তবে আমি বলছি আমাদের মনে ইচ্ছা যে আরও বেশী করে দিই।

শ্রীতাপস দে :— মনের ইচ্ছার কথা নয়, কথা হল কাজে কতটুকু হতে পারে। আমাদের বাজেটে যে টাকা আছে তাতে কিছুই হয় নাই এই ব্যাপারে। প্রত্যেক ষ্টেটকে টাকা দিয়েছে "হাডকো" কোম্পানী, শুধু দেয় নাই আমাদের। আমি তাদের সংগে কথা বলেছি। তারা বলেছে তোমাদের কোন এপ্রোচ নেই। আমি গভর্ণমেণ্টের এটেনশান ড্র করে জানতে চাইছি যে ভবিষ্যতে এদের কাছে টাকা চাওয়া হবে কিনা বা ওদের টাকাটা আমাদের ষ্টেটে খাটানো হবে কিনা ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা না করার কথা আমি বলছি না। আমি বলছি এটা যাতে করা যায় আমি দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— "হাডকোর" সংগে কথা হয়েছিল, তারা বলেছে যে সব রাজ্যে তারা টাকা দিচ্ছে। ওরা বলেছে যে তোমার রাজ্য চায়নি, সুতরাং আমরা দিই কি করে ?

Mr. Speaker :— Question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also the replies which were not replied orally.

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্যার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। সেটা হল, কয়েকদিন আগে এ্যাসেম্বলী থেকে আমরা একটা নোটিশ পেয়েছি এষ্টিমেট এবং পাবলিক এ্যাকাউণ্টস কমিটির ইলেকশানের জন্য নমিনেশান পেপার সাবমিট করার জন্য। কিন্তু আমাদের রুল ২৯০ তে দেখছি যে ত্রিপুরা বিধান সভাতে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস নামে আর একটা কমিটি গঠিত হওয়ার কথা। কাজেই এই কমিটি গঠনের জন্য কোন নমিনেশান পেপার সাবমিট করার জন্য কোন নোটিশ আপনি দিবেন কিনা, এটা আমরা জানতে চাইছি ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবাল মেম্বার, দীস মেটার ইজ ষ্টিল আণ্ডার মাই কনসিডারেশান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, গত সেসানেও আপনি বলেছিলেন যে ইট ইজ ইউর আণ্ডার কনসিডারেশান। কাজেই গত এক বছরেও সেটার কিছু হল না, স্যার ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সময় পার হয়ে যায় নি তো ? এত চেঁচামেচি করলে কি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, কথা বললে যদি চেঁচামেচি হয়, তাহলে আমার কথাটা কি শুনবেন না ?

মিঃ স্পীকার :— আমি শুনছি তো।

শ্রীতাপস দে:— স্যার, ১৯৭২ সালে এই কমিটি করবার জন্য আমরা যখন একটা প্রস্তাব করেছিলাম, তখনও আপনি বলেছিলেন যে ইট ইজ আণ্ডার ইউর কনসিডারেশান। এখন ১৯৭৫ সাল, এখনও যদি আপনি বলেন যে আণ্ডার কনসিডারেশান, এর অর্থ টা কি ? স্যার, আমাদের রুলে যেটা পার্মিট করে, আপনি তো রুলস দ্বারা গাইডেড। আপনার গাইড লাইন যদি রুল হয়ে থাকে তাহলে তো আপনার কনসিডারেশনের কোন প্রশ্নই উঠে না। এটা তো আমরা একর্ডিং টু রুলস পেতে পারি, এর মধ্যে কনসিডারেশানের প্রশ্ন আসছে কেন, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমাদের কাছে সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে টি, আর, টি, সিকে প্রটেক্শান দেওয়ার জন্যই এই কমিটিটা করা হচ্ছে না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে আমি ডিসিশান পরে জানাব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি আর একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে—Rule 23(1) "As soon as may be after the commencement of the first session of the Assembly in every year a Committee on Pubiic Undertakings shall be constituted which shall consist of none members elected by the Legislative Assembly from amongst its members according to the principle of proportional represntation by means of the single transferable vote. Then there is no scope of your decision. It is mandatory that there shall be a such Committee.

মিঃ স্পীকার :— আমি কি নোটিশ দেওয়া হবে না, এই কথা বলেছি ?

শ্রীতাপস দে :— স্যার, যেখানে ৩টা কমিটির জন্য নোটিশ দেওয়ার কথা, সেখানে মাত্র ২টা কমিটির জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটার জন্যও যদি নোটিশ দেওয়া হত, তাহলে আমরা এখানে এই প্রশ্ন তুলতাম না। আর যেহেতু নেই, সেজন্যই আমরা এই প্রশ্নটা এখানে তুলেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সময় পার হয়ে যায় নি তো।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, মেণ্ডাটরী প্রভিশান থাকা সত্বেও এই কমিটি করা হয় নি এবং গত ৩ বছর ধরে করা হয় নি ?

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্যার, আমি বিশ্বাস করি যে আপনি এই রুলসটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করবেন। আর এটা যাতে আপনি ভুলে না যান সেজন্য আপনাকে সাহায্য করবার জন্য আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি।

Mr. Speaker :— I have received a Calling Attention Notice from Shri Benoy Bushan Banerjee, M. L. A. on the subject—ধর্মনগর দীননাথ নারায়ণী বিদ্যা মন্দিরে বিগত এপ্রিল মাসে ছাত্র ধর্মঘট এবং ধর্মঘট চলাকালীন দাঙ্গা হাঙ্গামা সম্পর্কে।

I have given my consent to the motion. Now, I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for statement.

Shri Sailesh Ch. Some :— Sir, I will make a statement on 27th May, 1975.

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister in-charge has agreed to make a statement on 27th May, 1975.

I have received another Calling Attention Notice from Shri Sunil Ch. Dutta, M. L. A. on the subject—গত ৬ই মে তারিখে বি, এস, এফ. এর ৪ জন কর্মীদ্বারা কমলপুর মহকুমার মোহনপুর মৌজার ফরেজ মিঞা এবং কতিপয় ব্যক্তিকে অহেতুক নির্মমভাবে প্রহার করা সম্পর্কে।

I have given my consent to the motion, Now, I would request the Hon'ble Mininster in-charge of the department to make a statement to-day if posible. Otherwise, he may kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker Sir, I will make a statement on 28th May, 1975.

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister has agreed to make a statement on the 28th May. 1975.

Mr. Speaker : Now the Business of the House is presontation of the report of the Select Committee on the Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Bill, 1974. I would call on the Hon'ble Chief Minister, Chairman of the Committee to present before the House the report of the Select Committee.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the report of the Select Committe on the Tripura Building (Lease and Rent Control) Bill, 1974 (Tripura Bill No. ৬ of 1974).

Mr. Speaker :— Members are requested to callect the (interruption)

Shri Ka'ipada Banerjee :— স্যার, আমি একটা প্রসিডিউর জানতে চাইছি। এটা প্রসিডিউর মত হচ্ছে কি না। He was a Member of the Committee. The Committee authorised the Chief Minister, Chairman, to submit the report—now whether the Chief Minister can authorise any other Member ?

Mr. Speaker :— Yes, he can do.

Shri Kalipada Banerjee :— How Sir? Select Committee authorised the Chief Minister.

Mr. Speaker :— I have allowed him to present before the House.

Shri Kalipada Banerjee :— আমার আপত্তি নাই। তবে এটা আইনে কাভার করে না।

Mr. Speaker :— This is almost a routine matter. Members are requested to collect the copies of the Report from the Notice Offiec.

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET ESTIMATES FOR 1975-76.

Mr. Speaker :— Next business of the House is General Discussion on the Budget Estimates for 1975.76. Now I call on Shri Jatindra Kumar Majumdar to resume discussion.

Shri Jatindra Kumar Majumdar :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৫-৭৬ সালের যে বাজেট সেই সম্পর্কে আমি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি। ত্রিপুরার দিকে দিকে আমরা দেখছি আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে, রিফিউজি কলোনীগুলিতে ভূমিহীন কলোনীগুলিতে আজকে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র এবং কাজ নাই। এই অবস্থায় মৃত্যুর সংগে তারা পাল্লা কষে কোন রকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে আছে। সেই অবস্থায় আজকের বিধান সভায় আমরা যারা রয়েছি, সদস্য যারা রয়েছেন, মন্ত্রী মহোদয় এবং মন্ত্রী মহোদয়া যারা রয়েছেন তাদের চিন্তা করতে হবে যে যা সত্যি ঘটছে, বাস্তব অবস্থা যা তাতে আমরা যেন কোন রকম কার্পণ্য না করে সেই অবস্থা স্বীকার করে নিই। এবং বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে যে জনতার বা গণদেবতার ভোটে আমরা এই বিধান সভায় এসেছি তাদের সেই ভোটের যথার্থতা এবং তাদের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে সেটা অমান্য করা হবে। যদি বাস্তবকে অস্বীকার করি, যদি ক্ষুধার্ত্ত মানুষের কথা, অনাহারী মানুষের কথা যদি আজকে এখানে অস্বীকার করি তাহলে জনতার প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখতে পারব না। কারণ জনতা আমাদের এখানে পাঠিয়েছে শুধু ধামাচাপা দিয়ে কোন রকমে বিধান সভা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই আদিবাসী অঞ্চলে, ১৮ মুড়ার অংগে গণ্ডাছড়া, রাইমাশর্মার এলাকায় এবং অন্যান্য জায়গাতে আমরা দেখতে পাই যে মানুষগুলি না খেতে পেয়ে তারা আজকে মৃত্যুর মুখে আছে। যদি কোন মানুষ অনাহারে মৃত্যুর কথা বলে নাম যদি উল্লেখ করে, ঠিকানা যদি বলা হয় অনাহারে মরছে, এই কথা যদি বলা সেটা নাকি দোষ। বাস্তবকে স্বীকার করা ঠিক নয়। কারণ, কারণ আমরা পার্টি বিলং করি। আমরা পার্টি বিলং করি বলে সেই বাস্তবকে স্বীকার করব না! যে জনতার জন্য এসেছি সেটা কি রকম কথা, সে কি রকম গণতন্ত্র, সে কি রকম মানবিকতা, সে কি রকম দরদ? আমরা প্রায়ই এই বিধান সভায় দেখতে পাই, এখনও দেখতে পাই যে কথাগুলি বাস্তব জেনেও কোন কোন মন্ত্রী গোপন রাখতে চাইছেন কেন, কার জন্য, কিসের স্বার্থে? রেকর্ড নেই বলে আমরা যা জানি সেটা কেন বলব

না? না বলার কি কারণ থাকতে পারে? কাদের দ্বারা আমরা এসেছি তাদের কথা রেকর্ডে নাই বলে কেউ জেনেও বলব না? তার জন্য আমি দুঃখিত যে বাস্তবকে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে, বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে আমাদের কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে। আমরা দেখছি—আমি প্রত্যেকটি ডিমাণ্ড সম্পর্কে কিছু কিছু বলে যাব। প্রথমে বলছি স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কে। স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কে এইটুকু বলতে চাইছি—আজকে দিকে দিকে যে ভাবে মানুষ অনাহারে মৃত্যু-পতিত হচ্ছে মানুষ যেখানে না খেতে পেয়ে তাদের স্বাস্থ্য বলতে কোন জিনিষ নাই সেখানেও আমাদের মানবতার কার্পণ্য রয়েছে। আজকে তারা না খেয়ে অসুখে ভোগছে এবং যখন হাসপাতালে আসছে তাদের সেখানে বলা হচ্ছে ঔষধ বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাও। বলতে বলা যায় যে আমরা কি এত টাকার বরাদ্দ করব যে মানুষকে আমরা বিনা পয়সায় ঔষধ দেব। কেননা, বাস্তব যেমন তেমনই এটাও বাস্তব, একজন গরীব মানুষ একজন অনাহারী বিধবা যার পরণে নেই কাপড়, যে পায় না দু'মুঠো খেতে ভাত, যার শিশু মৃত্যুমুখে চলছে, বুকের দুধ যার না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেছে সে যদি অসুস্থ হয়ে তার শিশুকে নিয়ে হাসপাতালে আসে আর হাসপাতালের আউট্ ডোর থেকে যদি বলে দেওয়া হয় ঔষধ বাজার থেকে কিনে নাও সেটা কেমন দুঃখের কথা সেটা কেমন মর্ম্মবেদনার কথা হবে সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না কি? সেজন্যই স্বাস্থ্যের কথা আগে বলছি। আমি একটা লোক দেখলাম নিজের চোখে, কানে শোনা নয়, সে না খেতে পেয়ে অসুস্থ হয়ে তার পেচ্ছাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাকে কোন রকমে হাসপাতালে নেওয়া হল। একটু দাঁড়াতে পারে না, তাকে ভর্তি করা হল না, তাকে বলা হল বাজার থেকে ঔষধ কিনে নিয়ে যাও। সে বলল আমার বাড়ী এখান থেকে এত দূর আমিতো আসতে পারব না, বাড়ীতে খাওয়ার নাই ঔষধ কিনব কি করে? তাকে বলল, তাতো আমরা জানি না। এটা কি রকম মানবিকতা, এই কি রকম সেবক—সেবার নামে আমরা এসেছি এখানে—তাই বলছি বাস্তবকে চাপা দেওয়ার জন্য আজকেও এই বিধান সভায় সেই চেষ্টা চলছে। আমি যদি বলি শুধু টাকার জন্য নয়, টাকার অভাবের জন্য নয়, বাজেট্ বরাদ্দের অপ্রতুলতার জন্য নয় সেটা কি মিথ্যা বলা হবে? সেটা লেক অব পলিসি, সেটা হতে পারে বা দরদশূন্য সেটাও হতে পারে। কারণ এখানে ছোট একটা ঘটনার কথা বলছি প্রসঙ্গক্রমে। আমরা ব্লাড ব্যাঙ্ক দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন।

গিয়ে দেখলাম সরকারের টাকা রয়েছে বরাদ্দ রয়েছে কিন্তু ব্লাড ব্যাংকে দেখলাম আমাদের রাজ্যের ব্যবস্থা কি? বহু লোক ব্লাড ডোনেট করতে চায়, যারা ব্লাড ডোনার তারা রক্ত দিতে পারছে না কারণ পার্শ্ববর্তী রাজ্যতে রয়েছে যত টাকা পারবটলে যেখানে আমাদের এখানে অনেক কম। আমাদের এখানে অনেক কম মাত্র ১৫ টাকা তাও ১৫ টাকার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তাও তাকে নগদ ১০ টাকা দেওয়া হচ্ছে আর এক টাকার রসগোল্লা দেওয়া হচ্ছে আর ৪ টাকা গভর্ণমেন্টে নিয়ে নিচ্ছে। আনুসংগিক খরচা হিসাবে। তাহলে গভর্ণমেন্ট ব্যবস্থা করছে ব্লাড ব্যাংক মারফত। কারণ অন্যান্য ষ্টেটে যেখানে টাকা দিতে পারে পার বোতল ২২ টাকা, ৩১ টাকা, ৪৫ টাকা করে সেখানে আমাদের এখানে ১৫ টাকা। সেইটাকে বাড়বার জন্য কোন প্রচেষ্টা নাই। সেখানে বাড়বার জন্য সরকার থেকে কোন চেষ্টা নেই। অতীব দুঃখের বিষয়। সেখানে মানুষকে কি করতে হয়। সেই যে অনাহারী মানুষ, দরিদ্র মানুষ, এদের

ছেলেকে যদি অপারেশন করতে হয়, দরিদ্র মানুষ মেহনতি মানুষ তারা এবং সেই সরল আদি-বাসী মানুষ, তপশীল মানুষ, হরিজন তাদেরকে মানুষের ঘরের দ্বারে দ্বারের যেতে হয় এই গ্রোপের রক্ত কার কাছে আছে। তখন যার কাছে পাবে তাকে একশো, সোয়াশো টাকা দিয়ে বেশী প্রয়োজন দুই শো টাকায় এক বোতল তাকে কিনতে হয়। কিন্তু টাকা কোথায় পাবে সে? তিনি বোতল যদি কিনতে হয় তাকে ছয় শো টাকা দিতে হবে। আর না হলে তার এই ছেলেটি মারা যাবে। এই সব কেন হচ্ছে? সরকারী অবস্থার জন্য সেইটা হচ্ছে। সেই অবস্থাটা কি? সেইটা হচ্ছে এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের কোটা অনুযায়ী যে রক্ত আসবে সেইটাকে ষ্টোর করার মত এখানে কোন এক্সপার্ট নেই, মেকানিক নেই, টেকনিসিয়ান নেই, সেখানে কোন টেকনিশিয়ানকে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। সেখানে ওয়ার্ড বয় দিয়ে বোতল পরিষ্কার করে ডাইগনেসিস করে সেই বোতল রাখতে হচ্ছে। তার মানে আমরা ঠিক ঠিকভাবে রাখতে পারলাম না সেইটাকে ফাঁকি দিয়ে মানুষকে ধাপপা দিয়ে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কারণ টেরেলাইজড যে বোতল সেইগুলি পরিষ্কার করে রাখা হয় না। কারণ এইখানে কোন মেকানিক নাই, এক্সপার্ট নেই সেই রক্ত কি দোষিত হবে না? আর সেই রক্ত দেওয়া হয় অপারেশনের টেবিলে। সেইটাকে ফাঁকি দিয়ে মানুষকে ফাঁকি দিয়ে আমরা মানুষের কাছে বড় বড় বুলি আওরাই সমাজবাদ, গণতন্ত্র, কংগ্রেস ইত্যাদি বলে। এই সব নাম দিয়ে আমরা ফাঁকা রুলিং করছি, শাসন করছি। তারপর আমরা বলবো যে আমরা বহাল তবিয়াতে আছি। আজকে যেমন খাওয়া নেই, পড়া নেই, কাজ নেই, হাঁা আমরা বলতে পারি যে আমরা ইচ্ছে করলে সবকিছু করতে পারি। হাঁা আমরা স্বীকার করি। বাস্তবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু তার মধ্যে আমার আন্তরিকতা কতটুকু আছে সেইটা দেখতে হবে, যে আমাদের ঠিক ঠিক সামর্থ রয়েছে সেই সামর্থ অনুসারে আমরা সেভাবে কাজ করছি কি না এবং সেইভাবে করতে গিয়ে আমরা পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখছি কি না। আমরা বলছি বেকারদেরকে যে তোমাদেরকে আমরা চাকুরী দিব। চাকুরী হয়েছে ও অনেক, অস্বীকার করার উপায় নাই। আমাদের সরকার দিয়েছে, কোন সরকার? কংগ্রেস সরকার সেই সরকার সেই সরকার চাকুরী দিয়েছে। কাকে চাকুরী দিয়েছে? কি নীতিতে দেওয়া হয়েছে? আমরা কি নীতি গ্রহণ করছি? আমরা এই নীতি গ্রহণ করছিলাম যে যে পরিবার গরীব এবং সেই পরিবারে একজনও চাকুরী করে না এবং সেই পরিবারে যে ছেলে আগে পাশ করে বসে আছে এইগুলিকে আমরা আগে দিয়ে তারপরে আমরা অন্যদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। কিন্তু সেইটা আজকে যদি সমালোচনা করতে যাই তাহলে আমাদেরকে বলতে হয়, সেই গভর্ণমেন্টকে বলতে হয়, আঃ আঃ হু হু দুঃখ, বেদনা এইসব বলতে নেই। আজকে আমরা চোখের সামনে দেখছি একটা ছেলে খেতে পায় না, পাশ করে বসে রয়েছে অনেক দিন যাবত এবং রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। টেষ্ট রিলিফের কাজ ও সে পায় না। কারণ তাকে বলা হচ্ছে তুমি তো শিক্ষিত ছেলে তুমি কি টেষ্ট রিলিফের কাজ করবে? আবার তার পাশেই আরেকটা ছেলে বা মেয়ে রয়েছে যার জায়গাজমি রয়েছে বিস্তর, গোলাভরা ধান, হয়তো ব্যবস্থা রয়েছে

৫০/১০ হাজার টাকার এবং চাকুরী ও করেছে তার পরিবারের লোক নেই পরিবারের চাকুরী হচ্ছে। অথচ তার পাশে যে অনাহারী ছেলেটা বসে আছে সে খালি পায়ে, গায়ে কাপড় নেই পাশ করে বসে আছে। সে বলছে যে স্যার, বি-এর সার্টিফিকেট তো এত বড়। পাশ তো করলাম সেই সার্টিফিকেটটা তো রাখবার জায়গা নেই। আমার একটা সুটকেস নেই, বাক্স নেই রাখি কোথায়? সেই ছেলে আমাদের কি ভাববে? এই সরকার এই যে বিধায়ক যাদেরকে বানিয়ে দিয়েছে, মন্ত্রী, এম, এল, এ, তাদের বক্তার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই, তারা ফাঁকিবাজ, তারা শুধু ফাঁকি দিয়ে ভোট নিয়ে যেতে জানে। যদি এই কথা সে বলে তাহলে কি অন্যায় বলা হবে? আমরা দেখছি এখানে বলা হয়েছে যে অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদের কল্যাণ ও সমাজতন্ত্র। অনগ্রসর শ্রেণীর লোক ত্রিপুরা রাজ্যে যথেষ্ট আছে। সেইটা আমরা জানি। তাদের উন্নয়ন খাতে ৫০, ৯৯,০০০ টাকা দেওয়া যায় এবং সেইটার জন্য বাজেট বরাদ্দ ৫১,৫০,০০০ টাকা। সেই অনগ্রসর পশ্চাদপদ যে সমস্ত লোক তাদের জন্য সরকার প্রচেস্টা চালাচ্ছে তাদেরকে অগ্রসমর করে উন্নত করে আনার জন্য। ভাল কথা। আমরা যখন যাই গ্রামে গঞ্জে, দেখতে পাই হরিজন যারা আমি একটা নাম উল্লেখ করতে পারি আমার বাড়ীর পাশে পূর্ব নওয়াগাঁও, সেখানে লেণ্ডলেস কলোনী আছে সেখানে হরিজন তপশিলাভুক্ত জাতি তারা রয়েছে অনেক। সেখানে আমরা দেখতে পাই তাদের উন্নতি কতদূর হয়েছে। আমি প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে বলেছে, বাবু আমরা তো তপশিলীভুক্ত জাতি তাদের ভাষায় তারা বলছে যে তারা ছোট্ট জাতি যদিও তারা ছোট জাতি নয়। তারা বলছে যে আমরা ছোট আমাদেরকে বাঁচান, খেতে পাই না, কাপড় নেই। একটা লোক বলছে, আমাকে যে আমাদের একটা কাপড় আছে এক বেলা আমি পরি, আরেক বেলা আমার স্ত্রী পড়ে। এই হলো অবস্থা। আমরা তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছি। তারা বলছে যে তারা সমস্ত উন্নত করেছে। নমুনা তো দেখতে পাচ্ছি। কোথায় সেই আদিবাসী অঞ্চল যারা অনগ্রর জাতী কি করা হয়েছে তাদের জন্য? জুমিয়ারা আজ পর্যান্ত তাদের ধানের বীজ পায় নি। আজকে যে মাসের ২৩ তারিখ। আজকে পর্য্যন্ত জুমিয়ারা ধানের বীজ পায়নি এই কি উন্নতি করার প্রচেষ্টা চলছে বলুন উত্তর দেন। কোথায় জুমিয়াদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে? তারা বলেন যে ছিটেফোটে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু দেওয়ার তো কোন যুক্তি নেই। এখন বর্ষা এসেছে। চৈত্র-মাসে তারা জুমে আগুন দিল। এখন সেই জুমের ক্ষেত জংগলে পরিপূর্ণ। এখন পর্য্যন্ত তারা বিচের ধান পাচ্ছে না। কোথায় আপনারা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন? এই কি উন্নতির নমুনা।

শিল্প। গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প। গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কতগুলি আছে? কুটির শিল্প. ছোট যে সমস্ত শিল্প রয়েছে যেমন ছুতোর কামার, আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় শেষ হয়েছে। আমার আর একটু বলতে দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—২০ মিনিট নিয়েছেন। আর দেয়া যাবেনা। আরো অনেকের বলার আছে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—ওকে বলতে দিন স্যার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আজকে আমাদের তাঁত শিল্প রয়েছে। রয়েছে মনিপুরির তাঁত শিল্প। রয়েছে আদিবাসীদের মধ্যে তাঁত শিল্প, রয়েছে অন্যান্য অ-আদিবাসীদের মধ্যে আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে গত অ্যাসেম্বলী সেসনেও বলেছিলাম ত্রিপুরার তাঁত শিল্পের কোন সার্ভে করা হয়েছে কি ? আজ পর্যন্ত বলা হয়েছে, না হয়নি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, করা হবে কি ? বলা হয়েছে হবে। যদি এখন আবার প্রশ্ন করি সার্ভে করা হয়েছে কি ? বলা হবে না হয়নি। ইট ইজ আণ্ডার কনসিডারেশান। তাহলে শিল্পের অগ্রগতি কি করে সম্ভব হবে আজকে। সরকারী সাহায্যের জন্য তারা দাবী করছে, আন্দোলন করেছে। কিন্তু তাদের .... চেষ্টা করা হচ্ছে কি ? কৌশলে তাদেরকে এড়িয়ে যাবে। কিন্তু তাদেরও তো বাঁচার অধিকার আছে। এই যে তাঁত শিল্পী আছে তারা তাদের পরিবারের আর ৪ জন ৫ জনকে নিয়ে খেটে খাচ্ছে। কিন্তু তাদের যে উৎপাদিত বস্ত্র সেই বস্ত্র সরকার থেকে বিক্রির চেষ্টাই করছেন না। কিন্তু তাকে যে ১০০ টাকা ঋণ দিয়েছেন তার জন্য তার বাড়ীতে ক্রোকের নোটিশ যায়। তার তাঁতের সরঞ্জাম নিয়ে অ সার্টিফাই লোক যায়। তার বাড়ীঘর ক্রোক করার জন্য যায়। অথচ সে যে ৫,০০০ টাকা মর্টগেজ করেছিল সেই ৫,০০০ টাকা যদি সে আজকে পেত তাহলে আজকে সে সরকারী সাহায্য চাইত না। সেখানে তার বাড়ী ক্রোকের নোটিশ যেত না। আমাদের রাজ্যে শিল্পের কি অবস্থা তা কি আমরা দেখি না ? সমবায়। সমবায় একটা ভাল আন্দোলন। সমবায় সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চেয়েছিল যে ত্রিপুরায় সমবায় আন্দোলন হোক। সমবায় গড়ে উঠুক। সমবায়ের মাধ্যমে সরকার ছোট ছোট কৃষকদের বা মাঝারী শিল্পের সাহায্য করে থাকেন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাঁত শিল্প কো-অপারেটিভ করে কাজ করছে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে যে সমস্ত ঋণ দেয়া হচ্ছে, কোন নিয়ম রয়েছে এইভাবে ত্রিপুরা অ্যাক্টে, যেটা আগে ছিল বোম্বাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি অ্যাক্ট ? যেটা ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটী অ্যাক্ট হয়েছে সেটা। তাতে আমরা দেখেছি যে ঋণ দেবার নিয়ম কি ? নিয়ম হচ্ছে, যে ঋণ নিয়েছে একজনও যদি সেই ঋণ পরিশোধ করে তাহলে তাকে ঋণ দিতে হবে। এই নিয়ম। ডিক্লেয়ার্ড পলিসি অব দি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট। সুযোগ কোথায় ? সেখানে দেখেছি ৬০ পারসেন্ট ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে, তবু তাকে ঋণ দেয়া হচ্ছে না। চম্পকনগর ক্রেডিট সোসাইটির নাম, আরো নাম বলে দিতে পারি কিন্তু বলছি না। এখনও কেন ঋণ পায় নি ? সেখানে একজন ৬০ থেকে ৬১ পারসেন্ট পরিশোধ করা হয়ে গেছে। সেখানে ষ্টেটমেন্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে, খুশী। দেব কি দেব না খুশী। আজকে যাদের ঋণ ফেরত দেবার কথা তারা ভয়ে ভয়ার্ত। যারা ঋণ ফেরত দিয়েছে তারা আর ঋণ পাচ্ছে না। তারা বলছে যে আমরা আমাদের ঘটি বাটি বিক্রি করে সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করছি কিন্তু আজকে আর ঋণ পাচ্ছি না —তাই যা আছে কপালে তাই হবে, আমরা ফেরত দেব না। দুই বছর আগে থেকে চেয়ার নিয়ে বসে আছে। কৃষকদের টাকা দেয়া হচ্ছে না। যারা পরিশোধ করেছে তাদের টাকা দেয়া হচ্ছে না। আইন কোথায় ? গভর্ণমেন্ট তো ডিক্লেয়ার করেছেন। কিন্তু সেখানে আইন কোথায় ? অস্বীকার করুন কোন মন্ত্রী। আমি নিজে জানি। ১৯ লক্ষ টাকা ড্র করে রাখা হয়েছিল। ফেরত গিয়েছে।

আইন কোথায় ? অস্বীকার করতে পারবেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি আসেন সেখানে টাকা দেয়া হচ্ছে না। কো-অপারেটিভ সোসাইটি টাকা দিচ্ছে না। সেখানে আন্তরিকতার অভাব। আমি আজকে এই যে কথাগুলি বলছি তাতে আমাকে বলা হবে যে আমি সমালোচনা করছি। কেন আমি কথা বলব না ? কেন ঢেকে রাখব ? আমি এসেছি জনতার কাছ থেকে। জনতার প্রতিনিধি হয়ে আমি এখানে এসেছি। যদি আমি অসত্য বলে থাকি, যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি, যদি আমি অপরাধ করে থাকি তাহলে যে শাস্তি দেয়া হবে সে শাস্তি নিতেও আমি রাজি আছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বলা হচ্ছে যে জি, আর, এর টাকা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোথায় ? কত টাকা দেয়া হয়েছে এ পর্যন্ত। আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে মন্ত্রী রিকমেণ্ড করে দিয়েছিলেন খয়রাতি সাহায্যের জন্য কিন্তু ফিরেয়ে দেয়া হয়েছে। দেয়া হয় নি। এই দেখুন আমার কাছে কাগজ রয়েছে। প্রমান রয়েছে। বিধবা মেয়েলোক, মন্ত্রী ফরওয়ার্ড করে দিয়েছেন তাকে খয়রাতি সাহায্য করা হোক কিন্তু দেয়া হয় নি। কুসমা রোহিদাস একজন বিধবা মেয়েলোক। সে অভুক্ত। তার পরিবারে উপার্জন-ক্ষম কোন লোক নেই, তাকে মন্ত্রী রিকমেণ্ড করেছেন খয়রাতির সাহায্যের জন্য, সে অফিসে গিয়েছে। বলা হয়েছে যাও, যাও টাকা নেই। সাহায্য দেয়া হবে না।" এই রকম অনেকগুলি আছে। আমার কথা তো বাদই দিলাম। টাকার জন্য রিকমেণ্ড করে পাঠানো হল কিন্তু টাকা দেয়া হচ্ছে না। তারা পাচ্ছে না তাহলে ? আমরা রয়েছি কোথায় ? কাকে আমরা বিশ্বাস করব ? মন্ত্রীর কথাও যখন টাকা দেয়া হয় না তখন আমরা কাকে বিশ্বাস করব ? গরীবের জন্য টাকা বরাদ্দ রয়েছে, জি, আর, এর টাকা, সেই টাকা আমরা পাই না। তখন আমরা বাস্তব কথা না বলে অন্য কথা বলব, এখানে সেটা সম্ভব নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কেহ কেহ বলছেন জিনিসটা যেভাবে বলা হচ্ছে, যেভাবে হাউসে রাখা হচ্ছে তা এত গভীর নয়। অর্থাৎ আমরা যা বলছি সব মিথ্যা, সব অসত্য। ওঁরা যা বলছেন, সব যেন ধোয়া তুলসী পাতা। আমরা যা বলছি তা সত্য নয়। ঘটনা এত গভীর নয়। এটা কিছু অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত করে আমরা বলছি। দেখে আসুন গিয়ে। ওঁদের বলুন, দেখে আসতে গিয়ে। কাল তো শনিবার, পরশু রবিবার আছে, সেদিন দেখে আসুন। সোমবার হাউসে বলুন কি দেখেছেন। আমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে আমি সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করতে রাজি আছি। এই লিষ্টে নাম রয়েছে। এক এক পরিবারে ৩ জন, ৫ জন, ৭ জন খেতে পারছে না, টাকা নেই। মন্ত্রীরা গিয়ে দেখে আসুন। যদি মিথ্যা বলে থাকি আমি তাহলে আমিতো বলেছি যে মিথ্যা প্রমাণিত হলে আমি পদত্যাগ করব। জনতার স্বার্থে পদত্যাগ করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়,...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আর সময় দেয়া যাবে না। আজকে আরো বক্তা আছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সময় দিন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীমতী রোহিনী মুণ্ডা, লক্ষীবতী গোপ, চিত্রা দেববর্মা এবং রুক্মানি দেববর্মা। এই যে একটা ট্রাইবেল কলোনীতে গিয়েছিলাম সেদিন। ফিরে আসতে আমার নিজেরই লজ্জাবোধ হয়েছিল যে কি করি। সেখানে বিশু দেববর্মা, সেও রোগী।

৬ মাস ধরে রোগে ভোগার পর তার খাবার নেই, জমি নেই, জায়গা নেই, ল্যাণ্ড-লেস জুমিয়া। তার স্ত্রী এবং কন্যা অনাহারী। সে উপজাতী কল্যাণ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করল যে আমাকে ঔষধ কেনার বাবদ কিছু টাকা দিন। তিনি দয়া করে সেটা ডিপার্টমেন্টকে লিখলেন। সেখানে নাকি ১০০ টাকা মঞ্জুর করা হল। কিন্তু স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তার এক মেয়ে মারা গেল। কিন্তু এখনও সেই টাকা পায়নি। আমাকে ধরে সে হাও হাও করে কেঁদে ফেলেছে। এই অবস্থায়—বিধান সভা ডাকা হলো। এইখানে দাঁড়িয়ে আজকে এই কথা বলতে আমার দুঃখ হচ্ছে যে আজকে এর চেয়ে আর দুঃখের, এর চেয়ে আর কষ্টের কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।

(কান্না)

এ কথা বলা হচ্ছে বলে বলা হবে যে সমালোচনা করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমালোচনা নয়। কিন্তু এই কথা শুধু বলতে হয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, আমাদের দিকে চেয়ে আছেন। কারণ আমরা যে কোন এলাকাতেই দাঁড়াই না কেন তারা আমাদের জনতার প্রতিনিধি করেছেন। কাজেই তাদের অসুবিধাটা আমাদের দেখতে হবে। আজকে এক দিকে খেতে না পেয়ে মেয়ে মারা যাচ্ছে—অন্যদিকে টাকা মঞ্জুর হয়েও ফিরে যাচ্ছে। টাকা কেন দেয়া হবে না? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কেন এ ব্যাপারে তদন্ত করা হবে না? তদন্ত করে কেন তা প্রতিকার করা হবে না? সেখানে সতর্ক করে দেওয়া হবে না কেন? কোন মন্ত্রী যদি আজকে দেখে শুনে বুঝেও সেখানে চুপ করে থাকেন, সরকার যদি সাহায্য না করে সেটার তদন্ত হবে কি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার এই হাউসের সামনে বক্তব্য রাখতে চাই যে, সরকারী কর্মচারী হোক, এম, এল, এ হোক, মন্ত্রী হোক যদি তার মধ্যে কোন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ বা অন্যায় থাকে তাহলে সেটা কমিশন বসিয়ে তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। তবেই জনতা মনে করবে আমরা বাস্তববাদি, গনতান্ত্রিক জনতার পাশে আছি এবং জনতার কথা রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বলতে হয়। সেখানে আমরা বলছি মৎস্যচাষ, গো-চারণ ভূমি প্রভৃতির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু যেখানে চাইছে যে, মৎস্য চাষ করার জন্য আমার জায়গা আছে টাকা দিন, অথবা মৎস্য চাষ করার জন্য যে ৭০০ টাকা নিয়েছি সেটা পঞ্চায়েতের নামে বন্দোবস্ত দিন, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না। ১৯৬৮ সন থেকে আজ ১৯৭৫ সন পর্যন্ত সেখানে একটি জায়গায় ফলের বাগান, গোচারণ ভূমি ও মাছ চাষের জন্য জায়গা করে রাখা হয়েছে। সরকারের কাছে বার বার বন্দোবস্ত চাওয়া হচ্ছে, সরকার সে জায়গা বন্দোবস্ত দিচ্ছে না, কারণ বন্দোবস্ত দিলেই তাকে বন দিতে হবে, খাজনা দিতে হবে। কেন তারা ঐ এলাকায় সাহায্য পাচ্ছে না? কেন তালবাহনা করছেন আমি জানিনা। ১৯৬৭ সাল যখন থেকে আমি বিধান সভায় আছি, তখন থেকে বলছি আর আজ ১৯৭৫। আজও গ্রহণ করা হয়েছে সে জমি? কই দেখতে পারছি না তো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকেত এখনই বলা শেষ করতে হবে, আমি অন্য দিকে আর যাচ্ছি না, একটা মাত্র উপায় আছে সেটা হল এই যে বিধান সভায় যদি কোন কাজ না করতে পারি কিংবা ব্যবস্থার কথা যদি বিধান সভার কাছে তুলে ধরতে না পারি

তাহলে যে জনতার কাছে এসেছি যারা আমাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে তাদের কাছে গিয়ে আমি একথা বলবো যে আপনি আমাদের নির্বাচন করে পাঠিয়েছেন, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই সব কাজ করা যায় না। একথা আমি বলবো। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীবি, দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটের আলোচনার জন্য আপনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তো একটু স্যার, উভয় সংকটে পড়েছি। আলোচনার কোন দিকে যে অংশ নেব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কেন পারছি না তা আমি তুলে ধরছি বাজেট স্পীচে যে ১৯৭৫-৭৬ সালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বক্তব্যটুকু রেখেছেন, আমি ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশ্লিষ্ট ও ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করছি। কথাটা লক্ষ্য করুন 'পেশ করছি'। আমি উভয় সংকটে পড়েছি এই জন্য যে আমরা আলোচনায় এসেছি। কোথায় আলোচনা করবো, কাদের সাথে আলোচনা করবো, সবাইকে আমরা পাচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গন যেদিকে বসে আছেন তার ঠিক উলটো দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। কাজেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন 'পেশ করছি', আলোচনার কোন দরকার করে নাতো। কিন্তু স্যার, গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে আমরা যাদের ভোটে এলাম তাদের কথা আমরা তুলে ধরতে চাইছি, কিন্তু আজকে বিধান সভার এই চেহারায় সত্যাই স্যার, এই চেহারায় উভয় সংকটে পড়েছি। এবং সংগে সংগে যখন শেষ পৃষ্ঠায় যাই এবং শেষ লাইনেতে পড়ি তখন আমি এখন ১৯৭৫-৭৬ সালের আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দ শেষ করার অনুমতি চাইছি। তাহলে কি চমৎকার স্যার। কেন সেখানে পেশ করছি বলে ধরা হয়েছে। আমাদের আর আলোচনার, প্রশ্নের দরকার নেই। তা যাই হোক স্যার, এত দয়াপরবশত: হয়ত আমাদের একটু সুযোগ দিয়েছেন সেইজন্য বলেছেন যে 'পেশ করার অনুমতি চাইছি। সুতরাং সেই সুযোগটুকু আমি নিচ্ছি স্যার এবং এইজন্য আপনি আমাকে আদেশ করেছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই আলোচনা করছি। স্যার, বাজেটের জেনারেল ডিসকাশন আলোচনায় সবকিছু করা উচিত, কিন্তু সময় যা দেখতে পারছি তাতে বেশীক্ষণ বলতে পারবো না। তাই আমি সবকিছু আলোচনা করছি না। ডিমাণ্ড যখন আসবে তখন আমি আমার বক্তব্য তুলে ধরব। স্যার, প্রথমেই আজকে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণ থেকে বলছি, তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী সমূহের কল্যানের জন্য একটি সুনিশ্চিত কার্য্যসুচী সম্পাদনের কাজ চলছে, সুন্দর কথা এবং একে সমর্থন জানাচ্ছি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কি দেখতে পারছি, আমি সমগ্র ভারতবর্ষের চেহারাটাই তুলে ধরছি এবং সংগে সংগে আমার ত্রিপুরা চেহারাও তুলে ধরছি। গত এপ্রিল মাসে নয়াদিল্লীতে তপশিলী জাতি ও উপজাতি ও অন্যান্য জাতিদের লইয়া আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে. সেখানে সরকারী তরফের আলোচনা এবং সেখানে প্রত্যেক রাজ্যের যারা তপশিলীভুক্ত ও আদিবাসী জাতি তাদের কল্যাণের জন্য মাননীয় মন্ত্রীরা সেখানে পারটিসিপেট করেছেন। অথচ ভাববার কথা, আমাদের এখান থেকেও মন্ত্রী বাহাদুর গিয়েছিলেন, উনি কি বলেছেন সেটা অবশ্য আমাদের জানবার কথা নয়। তবে সেখানকার ফলাফল একটা দেখতে পারছি, সেটা হোল ২৪ দফার একটা কর্মসুচী গ্রহন করা হয়েছে।

এবং তাতে কি দেখেছি, যে এই তপশীল জাতি এবং অন্যান্য উপজাতি যারা তারা পশ্চাদপদ জাতি, তারা দরিদ্র, সর্ববিষয়ে তারা পশ্চাদপদ হয়ে আছে। তাদের উন্নয়নের জন্য একটা ২৪ দফা কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে এবং কতটুকু কাজ হল কি না হল, প্রতি ছয় মাস অন্তর সেই সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট তৈরী করতে হবে এবং সেই সম্বন্ধে একটা আলোচনা করতে হবে। সারা ভারতবর্ষে স্যার, যত লোকসংখ্যা তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে তপশীল জাতি, উপ-জাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর লোক। পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে পিছিয়ে পড়া জাতি। আর আমরা ত্রিপুরার তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতি, এই দুটোতেই আছে ফোরটি সেভেন পারসেণ্ট। অন্যান্য যারা আছে অনুন্নত জাতি তাদের যদি ধরি সেটা ফিফটি পার-সেণ্টের উপর হবে। টাকা আমাদের প্রতি বছর আসছে। কিন্তু খরচ করা হচ্ছে না। যদিও বা খরচ করা হয়ে থাকে সেটা আবার নয় ছয় করা হয়। সেটা ভাগ বাঁটোয়ারা করা হয়। কার কার উন্নতির জন্য জানি না স্যার। আর কি হয়? তাদের উন্নতির জন্য কতগুলি ভলাণ্টিয়ার অরগেনাইজেশান সেখানে এগিয়ে আসে। তারা কারা করছে? তপশীল ভুক্ত জাতি কিংবা তপশীলভুক্ত উপজাতির লোক সে কথা শুনতে পাই নি। সারা ভারতবর্ষে চতুর্থ পরিকল্পনার বত সময়ে চতুর্থ পরিকল্পনায় যেটা ছিল তাতে ৬০ কোটি টাকা স্যাংশান দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে নিশ্চয়ই টাকা এসেছে। সেই টাকা দিয়ে কি হল? যারা তপশীল ভুক্ত জাতি কিংবা তপশীল ভুক্ত উপজাতি তাদের দিক থেকেই আমরা কি দেখতে পাই? কতটুকু তারা এগিয়েছে? দারিদ্রতা তাদের দূর করতে পেয়েছে কি? আজকে তাদের পেটে ভাত দিতে পেরেছে কি? তাতো পারবেন না। এর অর্থ হচ্ছে দেবেন না। কাজেই এই যে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জাতি, অনগ্রসর জাতি তাদের এগিয়ে নিয়ে আমার জন্য সেখানে আলোচনা চক্র হল, ২৪ দফা কর্মসূচী নেওয়া হল. বরা বর যা হয়ে আসছে তাই হচ্ছে। কাজের বেলায় কি হচ্ছে? অষ্টরম্ভা, কিছুই নয়। যদিও বা কিছু খরচ হয়, না নয়। ভাগাভাগি। আরও মজা কি জানেন এই যে অনগ্রসর জাতি তাদের ন্যায্য অধিকার, তাদের যে একটা ক্ষমতা সেটা দূর করবার প্রচেষ্টা নাই। সেটা যদি দূর করে দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত জেনে যাবে স্যার। না হয় এর ভাগাভাগিটা কম করে হবে স্যার। আর এমন কিছু লোক আছে বুদ্ধিজীবি সমাজের যারা আদিবাসীরা কিংবা তপশীলভুক্ত সমাজের সমস্যা গুলি নিয়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু তাদের যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক্ সেই দিকে তাদের নজর নাই। কাজেই কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করবার জন্য প্রচুর এগিয়ে আসছে কল্যানমূলক কাজে। কিন্তু কাজের বেলা কিছুই হয় না। টাকা এল, ফেরত চলে গেল। যাও বা খরচ হল, না হয়ে গেল। তাদের ক্ষমতা সেখানে ছিল সেখানেই আমরা দেখি রয়েছে। আমি এই বিধান সভায় বহুবার বলেছি যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট যেটা আছে সেখানে আর একটা সেল তৈরী করুন। স্পেশাল অফিসার ফর দ সিডিউলড কাষ্ট। প্রতিটি রাজ্যে তো আছে। মন্ত্রী মহোদয়েরা কিংবা রাজ্য সরকার কানে কি দিয়েছেন আমি জানি না স্যার। হয়ত তুলো হতেও পারে। এক কান দিয়ে শুনেন আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। এ আর কতদিন চলবে স্যার।

আসুন এবার মত্স্য চাষের ব্যাপরে। বলেছেন, আমরা কোটি কোটি পোনা তৈরী করছি। কিন্তু যারা নাকি মত্স্যজীবি, মাছের চাষই যাদের ব্যবসা, মাছের চাষই যাদের পেশা এবং নেশা, জন্ম থেকেই যারা কিছুটা জন্মসূত্রে অভিজ্ঞতা নিয়ে আনছে তাদের আমরা দাস করে রেখেছি। কি করেছি আমরা? সরকারী নীতিতে এখানেও যাও বা মত্স্য বিভাগের পুকুরগুলি আছে, সেখানে মত্স্য চাষ হতে পারে সেখানে সরকার নিয়ম করেছে কি, যে মত্স্যজীবিদের একটা কো-অপারেটিভ যেখানে আছে তারা পাবে এবং যারা মত্স্য চাষ করে তারা পাবে, আর যারা মত্স্য চাষে ইন্টারেস্টেড তারা পাবে। চমৎকার, তাদের সুযোগ করে দিলেন কি, যে যারা ধনী, যাদের হাতে হজার হাজার টাকা আছে তারাই সেগুলি লীজ দিতে পারবে এবং মত্স্য চাষ যাদের নেশা এবং পেশা তাদের চিরকালের জন্য দাস করে রাখার যে একটা ব্যবস্থা সেটা পাকাপাকি করে দেওয়া হল এই সরকারী নীতিতে। কাজেই এই পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য কুম্ভীরাশ্রু প্রচুর বর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু নীতি যেভাবে নেওয়া হয়েছে বা তার রূপায়নের জন্য যে চেষ্টা চলছে সেই জাতি যেভাবে পিছিয়ে আছে তাদের কারো অনগ্রসরতা ঘুচবে না, কারণ এটা ঐ নীতিতেই প্রমাণ করে স্যার, যে পার্সনস ইনটারেস্টেড ইন ফিসারী। এই কথাটুকু বলেই এই ফাঁকটাকে ঢাকা দেয়। প্রতিটি কাজে এই ধরণের ব্যবস্থা। কাজেই এই জাতিকে যদি এগিয়ে না নিয়ে আসেন, সারা ভারতবর্ষে পাঁচ ভাগের এক ভাগ যেখানে লোক, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ফিফটি পারসেন্টের বেশী যেখানে লোক তাদের উন্নতি না হলে ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে না। আমাকে যদি বলেন স্যার, আমি কি আবেদন রাখছি? মোটেই না। অনুরোধ? না। হুশিয়ারী? না। কেবলমাত্র আমি তুলে ধরতে চাই যে সংবিধানের যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ আপনারা মেনে চলুন। সেই সংবিধানের নির্দেশ যদি আপনারা মেনে না চলেন তার ফলাফল ভোগ করতে হবে সমগ্র জাতির। রেহাই পাবে না এবং সে দিন খুব দূরে নয়। চিরদিন তাদের দাস করে রাখতে চাইছেন। নানারকম নীতি দিয়ে, নানারকম ফ্যাকড়া তুলে তাকে এতটুকু অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন না, রেহাই আমরা কোনদিন পাব না এবং তা আমাদের সমগ্র জাতিকে ভোগ করতে হবে। হুঁশিয়ারী আমি মোটেই দিচ্ছি না।

Dy. Speker—The House stands adjourned till 2-30 p, m. The member speaking will have the floor.

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে কথা বলেছিলাম যে এই পিছিয়ে পড়া জাতি, অগ্রসর জাতি তাদের উন্নতি করে যে সব ভলিন্টারী অর্গানিজেশান এগিয়ে এসেছে কিম্বা সরকারের তরফ থেকে প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে তাদের অজ্ঞতা দূরীভূত করা, তাদের নায্য অধিকার সেই সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করে দেওয়া। আর তাহলেই আমরা অন্ততঃ তাদের জন্য কিছু কাজ করতে পারব। আমরা তো তাদের জন্যই কাজ করতে এখানে এসেছি। কাজেই তাদের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হচ্ছে সেটা যাতে ফেরত না যায়, সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আর যেটা আছে, যাতে নয় ছয় না হয়, সেটাও আমাদের দেখতে হবে এবং কার্যাতঃ আমরা এই রকম ব্যাপারকে বরদাস্ত করতে পারি না এবং করা উচিত নয়,। কাজেই তাদের জন্য যদি কুম্ভিরাশ্রু বন্ধ করতে হয়, তাহলে কন্ট্রাক্টিভ রেখতে

তাদের ভিতরে ঢুকে, তাদের সংগে কথাবার্তা বলে কি ভাবে তারা এগুতে পারে এবং কি ভাবে আমরা তাদেরকে সাহায্য করতে পারি সেজন্য যাদের সঙ্গে আমাদের মনের একটা মিল মেশা রেখে বা সমঝোতায় আমাদের আসা উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এবারে আমি স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে এখানে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বড় সুন্দর কথা লেখা আছে দেখছি, সেটা হচ্ছে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার ব্যাপারে যে অসন্তোষ রয়েছে. তার সংশোধন করতে হবে। কিন্তু সেটা কি করে করবেন? না, অনেক জায়গাতে ডিস্‌পেন্‌সারী খোলা হবে, বিশেষ করে যেখানে প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলি আছে, সেগুলিতে সীটের সংখ্যা বাড়াবেন আর যেখানে ডিস্‌পেন্‌সারী আছে. সেগুলিতে হাতে হসপিটাল হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করবেন। ভাল কথা, করুন। আমাদের গ্রামাঞ্চলে যারা বাস করছে কিম্বা আমাদের যে অনগ্রসর জায়গাগুলি আছে. সেগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা এগুবেন, কথাগুলি সত্যি খুব ভাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি তাই হবে? এই এ্যাসেম্বলিতে তো বহুবার বলা হয়েছে, যেমন রুদ্রসাগর একটা এলাকা আছে এক্ষুণি বর্ষার দিনে যে কোন মুহূর্তে ফ্লাড হবে কিম্বা একটু বৃষ্টি হলে তো সেই রুদ্রসাগর এলাকা থেকে মেলাগড়ে আসার আর কোন সংস্থান নাই, সেখানে কেউ যদি অসুস্থ হয়েও পড়ে, তাহলে তার এক ফোটা ঔষধ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই আমি এখানে তুলে ধরব যে গ্রামাঞ্চলকে আপনারা সুন্দর করবেন বলে যে কথা বলছেন. সেই কথাগুলি যেন আপনারা রক্ষা করেন এবং সেই মত যেন কাজ করেন। তারপরে আসুন কুমারীটিলা, বামারা, খাসচৌমুহোনী এগুলির কাছাকাছি কোন ডাক্তারখানা নাই. তাদের যদি এক ফোটা ঔষধের দরকার হয়, তাহলে তাদের যেতে হবে হয় বিশ্রামগঞ্জ, না হয় তো মেলাগড়. এছাড়া তাদের আর কোন উপায় নাই। কাজেই সেই যে দারিদ্র এলাকা, দরিদ্র পীড়িত যে এলাকা, সরকারী সাহায্য সেখানে আমরা দেব. যা কাগজে পত্রে আমরা খুব করে লিখি এবং বলতেও আমরা কম বলি না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখছি, তা হয় না। এই তো বাগমারা এলাকায় বহু কৃষিজীবির বাস, এখানে তো বহুবার বলা হয়েছে যে কৃষিজীবি যারা, তাদের গরু মহিষ যেগুলি আছে, সেগুলি যাতে সুস্থ থাকে বা ভালভাবে তারা পালন করতে পারেন, সেজন্য যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে মাননীয় মন্ত্রী পশু পালন বিভাগ, কি বলেছিলেন? বলেছিলেন যে বাগমারাতে একটা গো প্রজনন কেন্দ্র খোলা হবে এবং ১৯৬৯ সালেই সেটা স্যাংশান হয়েছিল. স্যার। কিন্তু মজার কথা কি স্যার, ঐ স্যাংশান হওয়ার পরেও ঐ গ্রামের মানুষকে বলা হল যে তোমরা একটা ঘর দিও, সেখানে একটা ঘর গ্রামের মানুষ থেকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে এখান থেকে লোকও গেল এবং কাজ কর্মও কিছুটা আরম্ভ করা হল, কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেল যে সবাই সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। স্যার, এই কথাটা আমি তুলে ধরছি এই বিধান সভাতে, কারণ আমাকে বলা হল যে হ্যাঁ, ঐটার স্যাংশান আছে, শীঘ্রই এটা করে দেব। তারপর ১৯৭৪ সালে এই বিধান সভার অধিবেশনে আমি যখন প্রস্তাবাকারে এই কথাটা তুলেছিলাম, তখন মাননীয় পশু পালন মন্ত্রী আবারও বল্লেন যে হ্যাঁ, আমি ঐটা ঠিক করে দিচ্ছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা হল না. কাজেই, কাগজে বাজেট লেখাটা বড় সুন্দর, পড়তেও ভাল লাগে আবার বলতেও ভাল লাগে, কিন্তু

দেখছি কাজের বেলায় সবরকম অষ্টরম্ভা। কেবল মুখে মুখে রাজ্যবাসীকে সব পাইয়ে দিচ্ছি। তাই স্যার, আমি বলে রাখছি যে যেতে হবে ঐ গণ-আদালতে, এটা ভুললে চলবে না, সেখানে গিয়ে জবাব দিহি করতে হবে। আজকে সেই সমাজকে যেভাবে আমরা পিছিয়ে দিচ্ছি, তাদের জন্য এতটুকু কাগজে বাজেট পাশ করিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা কিছুই করতে পারছি না, তার জন্য অবশ্যই আমাদের জবাবদিহি করতে হবে, সেখান থেকে আমরা রেহাই পাব না। তারপর আসছি শিল্পে, স্যার, সেও একটা চমৎকার ব্যাপার। ত্রিপুরা রাজ্যে মেলা পাথর শিল্প হয়ে গিয়েছে, মেলা পাথর আমরা বসিয়ে ফেলেছি, স্যার। শিল্পে তো আমাদের হৈ, হৈ, রৈ; রৈ, ব্যাপার স্যার। বেকার আর আমাদের নাই, আগে ছিল। হাজার হাজার বেকার মেয়ে সেখানে চাকুরী পেয়ে গেছে। কিন্তু এই রাজ্যে আমাদের তাঁতিদের যে সমস্যা, তার সম্পর্কে কোন সার্ভে করে দেখেছেন কি? তা তো দেখেন নি? তাদের বাঁচবার ব্যবস্থাটা কি? তাদের সূতা দিয়েছেন কি? যার যে জীবিকা, সেই অনুসারে তাকে কাজ করতে দিন। কাজেই এখানে শিল্পের প্রসার কি করে হবে, স্যার। আমরা তাদেরকে কত-টুকু উৎসাহই বা দিচ্ছি? কেবল তো তাদেরকে দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থাই করছি। কাজেই শিল্পের প্রসার হবে কি করে স্যার? আমি কতগুলি উদাহরণ দিয়েছি। কেবল দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কাজেই শিল্প হবে কি করে, ঐ পাথড়ের শিল্প ছাড়া এখানে আর কিছুই হবে না। এখন সেই স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যেতে হয়। সেই গ্রামাঞ্চলে যে অবস্থায় ডিস্পেনসারী আছে, ডাক্তারতো নাই, কম্পাউণ্ডারও নাই। টলুয়া দিয়ে কাজ হচ্ছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে প্রেস্‌কৃপশান কে করছে—ঐ কাছাকাছি যে ডিস্পেনসারী আছে কিম্বা কাছাকাছি যে হাসপাতাল আছে সেখান থেকে ডাক্তার এসে সেখানে প্রেসকৃপশান করে দিয়ে যান। কত দূর? ৬ মাইল থেকে ১০ মাইল! চমৎকার ব্যবস্থা! গাড়ী ঘোড়ার ব্যবস্থা? ওসব কিছু নেই। কাজেই কি রকম আছি স্যার—কাজেই টলুয়ার চিকিৎসা আমাদের দিনের পর দিন এমন জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে যে সবাই আমরা বড় লোক হয়ে যাচ্ছি। এই বড় লোক কথাটা আমি একটু ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। দিন তিনেক আগের কথা স্যার। এক ভদ্রলোক আমায় চেম্বারে বসে আছেন। বয়স ৮০/৮৫ হবে, চিকিৎসার জন্য এসেছে। হঠাৎ তিনি একটা আওয়াজ শুনে কান পেতে রইলেন। দেখা গেল যে কীর্তন নিয়ে আসছে। আমার বাড়ীর কাছাকাছি এসেই বললেন যে—বল, হরি হরি বোল। ভদ্রলোক দৌড়ে গেলেন দড়জায়। এসে বললেন, আরে এই যে হরি হরি বোল করে নিয়ে গেল কাল সে আমার কাছে হেটে এসেছে। কালকে আমার বাড়ীতে আইট্টা আইট্টা আইছে আর আজকে দেখলাম যে বড় লোক হয়ে ৪ জনের কান্ধে চড়ে যাচ্ছে। সে এত বড় বড় লোক। কাজেই টলুয়ার চিকিৎসা আমাদের ঐ বড় লোক বানাতে চেষ্টা করে। আমরা এমন বড় লোক হয়ে যাচ্ছি যে ৪ জনের কান্ধে চড়ে যাচ্ছি স্যার। কাজেই কত বড় বড় লোক। কাজেই স্যার, সে দিকে অন্তত—স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। আমি এখন জি, বি, হাসপাতালে আসব আমি জি, বি, হাসপাতালে আসি নাই। আমাকে একটু সময় দিতেই হবে স্যার। আমাকে জি, বি, হাসপাতালে আসতেই হবে। জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে আমরা অভিজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে এসেছি ভাল চিকিৎসা হতে পারে সেজন্য। তাই

কথা। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের যে চেহারা কিছুটা আমি তুলে ধরতে চাইছি। —নীল বাতি জ্বলে গেল কাজেই মনটা যেন কি রকম হয়ে গেল, কাজেই আমি তাড়াতাড়ি জি. বি'তে চলে আসছি। আর আমি একটা রূপক দিয়ে সেই কথাটা এই সভায় তুলে ধরছি। ১৯৭৪ ইং ১০ই এপ্রিল, শনিবার—আমাদের বিশিষ্ট গুরুজী—আমাদের বলছি ইচ্ছা করেই, কারণ আমরাও এর সংগে জড়িত আছি। জি, বি, হাসপাতালে গেলেন বিশেষ একজন শিষ্যকে দর্শন করতে। সেই শিষ্য তখন ৬ নম্বর কেবিনে অসুস্থ—উনার একটা ফ্রেকচার হয়েছিল। কাজেই, সেখানে প্লাষ্টার করে উনাকে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সেই গুরুজী গেলেন সেই বিশেষ শিষ্যকে দর্শন করতে। এখন গিয়েছেন সেখানে গুরুজীর সেই সুন্দর সৌম্য চেহারা, লম্বা দাড়ি লম্বা চুল। তিনি সেখানে গিয়েছেন, শিষ্যকেও দর্শন দিয়েছেন, লোকেই বা কি বলবে, কাজেই উনি শিষ্যকে বললেন যে আমি এসেছি যখন তখন হাসপাতালটা একটু পরিদর্শন করেই যাই। উনি তাই একটু আংশিক পরিদর্শন করলেন—আংশিক। এখন উনি একটা ওয়ার্ডে ঢুকার সাথে সাথেই উনি নাকে রুমাল দিলেন আর ভিতরে ঢুকতে পারলেন না। ফিরে চলে এলেন। আবার চলে এলেন সেই শিষ্যের কাছে। এসে কি দেখলেন ? তাঁর দাড়ির ভিতর কি যেন নড়াচড়া করছে। কি ব্যাপার, না একটা মাছি। শিষ্যকে বললেন যে আমি একটু গ্রাম্বলিং করব। শিষ্য শেষে আমাকে বললেন যে গুরুজী গ্রাম্বলিং করলেন : গুরুজী গ্রাম্বলিং করলেন সেই কথার অর্থতো বুঝলাম না। দাড়ির ভিতর ঢুকেছে মাছি—মাছিরতো বাস করার জায়গা নালা নর্দমা, নোংরা জায়গায়, মুমুর্ষ রোগী যাদের দেখবার কেউ থাকছে না তাদের নাকে মুখে চোখে অথবা মল মুত্রের উপর। কত বড় বে-আক্কেলে মাছি। সেই মাছি এসে গুরুজীর দাড়ির উপর পরল—ভীষণ বে-আক্কেলে মাছি, এটা তার উচিত হয়নি। যাকগে, উটাতে: দেখতে হবে। আমরা চলে এলাম। তারপর খুঁজে পেতে সেই গুরুজীর সাথে অন্তত কিছুটা মিলমিশ আছে এই রকম খোঁজে একজনকে বের করলাম এবং উনি আমাদের মুকুন্দ বাবুর—উনার আবার বিশেষ বন্ধু। উনারও দাড়ি আছে, লম্বা চুল আছে। উনাকে নিয়ে আবার সেই ৬ নম্বর কেবিনে গেলাম। গেয়ে আগে উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন। কি ব্যাপার বলুনতো ? উনি আংশিক পরিদর্শন করলেন। কেবল সেখানে ঢুকেছিলেন নাকে রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আছেন। বললেন ঠিক আছে, আমিও একটু দেখেই চলে আসব। ঐ ভদ্রলোককে দিয়ে গেলাম, নিয়ে এক ওয়ার্ডে ঢুকলাম। সেখানে দেখছি কি—যে বিশেষ রং বেরংয়ের বিছানা। রং বেরংয়ের বিছানা। হাসপাতালের বিছানা সেতো সেত শুভ্র, স্বস্তি সেখানে আছে, শান্তি আছে, সব জায়গাতে সাদা কভার সাদা চাদর, কাজেই রং বেরংয়ের বিছানা দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম। তাইতো, নুতন করে কিছু হল কি না ! ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বললেন যে আমাদেরতো বেড কভার নাই ঐ রোগীরা যার যার বাড়ী থেকে নিয়ে আসছে। কি চমৎকার ব্যবস্থা ! আমার বাড়ীতে যে রোগটা আছে সেই রোগটা কি চমৎকার ব্যবস্থা ! আমার বাড়ীতে যে রোগটা আছে সেই রোগটা আপনার বাড়ীতে ছড়াবার ব্যবস্থা করছি। সুন্দর ব্যবস্থা ! আর সেই ফ্লোরের দিকে তাকান যায় না, কফ পরে আছে, থুথু পরে আছে, কি যে নেই ! হঠাৎ করে মাঝ খান দিয়ে হাটাছি তখন একটা রোগীকে

দেখলাম সে মাটিতে শুয়ে আছে। চাদর আছে কি নেই ততটা স্মরণ নাই। যতটুকু মনে পরছে, তবে উর মাথার কাছে একটা গামছা ছিল। সেই গামছাটাকে বালিশের মত একটা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন সেখানে সে শুয়ে আছে। হঠাৎ করে দেখলাম যে এক দিদিমনি তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন তার হাতে যেন কি একটা দিল দেখলাম। সেই লোকটা তাড়াতাড়ি করে যে জিনিষটা পরে ছিল সেটাকে তার পুটলির ভিতর রাখতে চেষ্টা করছে। সে কটমট করে তাকিয়ে আছে, একটা সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কি ব্যাপার, লক্ষ্য করলাম তার যে দৃষ্টি তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করলাম। করে কি দেখলাম স্যার জানেন? একটা কুত্তা! বললাম কি ব্যাপার? সে বলল যে বাবু একটা ডিম দিয়েছিল এটা যদি আমি তাড়াতাড়ি করে না রাখি তবে হাত থাইক্যা কাইড়া লইয়া যাইবগা। ওয়ার্ডের মধ্যে হাটাতো স্যার, যায়ই না। আর গন্ধের ব্যাপার, নাইবা বললাম স্যার। তবে হাসপাতালে নাকি একটা বিশিষ্ট গন্ধ থাকে, অনেকগুলি হাসপাতালতো ঘুরলাম সারা জীবনে, এই বিশিষ্ট গন্ধটা অন্তত জি, বি. হাসপাতালেই পেলাম যেটা নাকি দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যাবে না। দুনিয়ার তরে হ্যাঁ, আমাদের এখানে ভাল ডাক্তার এসেছেন, ভাল কাজ হয় খুব দরদ দিয়ে উনারা করেন এটা সত্য কথা। কিন্তু এডমিনিষ্ট্রেশান? এডমিনিষ্ট্রেশান কোথায় গিয়ে পৌছল— কেউ কারও কথা শুনে না, কি ভাবে চলল শুনে না। সেই আমি যাকে নিয়ে গিয়েছিলাম সুন্থু বাবুর বন্ধুটিকে, আমি তখন বারে বারেই তাকাচ্ছি উনার দাড়ির ঝোপের দিকে। যাই হউক আমরা আবার ৬ নম্বর কেবিনে এলাম, এসে আমি তার দাড়ির ঝোপে হাত দিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলাম। কি ব্যাপার? তখন আমি বললাম যে মাছি। মাছি গিয়ে গুরুজীর দাড়িতে ছিল, তোমার দাড়িতে মাছি নেই কেন গো? তুমি কেমন শিষ্যের গুরু? কি উত্তর করলেন জানেন? হ্যাঁ, শিষ্য আগেও ছিল, এখন শিষ্যকে ভাটা পরে গিয়েছে? এখন নাকি তার শিষ্যকে ভাটা পরেছে। এই হল স্যার, এডমিনিষ্ট্রেশানের নমুনা। আর চিকিৎসার ব্যাপার—আমার বলার নাই। ন্যাগলিজেন্সীর চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁচেছে। সেই জি, বি, হাসপাতাল আমি একটু তুলে ধরেছি, আপনার সামনে যে কি করেছেন উনারা। কেবল চাই আর চাই—আমরা কিছু পেয়ে থাকি। সেটা যদি দিলেন তাহলে কিছুটা চিকিৎসা হয় না, তবে সবার কথা বলছি না স্যার, ভাল লোকও প্রচুর আছে। আমি স্যার, প্রথমে যে কথাটা বলেছিলাম আমি এইটা তুলে ধরছি। সেইটা হলো ডিসচার্জ সার্টিফিকেট একটা রোগীর। তার চিকিৎসা হয়েছে। এম, টি, ফর্ম নং ৩২, ইউনিট নং ২, গভার্ণমেন্ট অব ত্রিপুরার, ডিসচার্জ সার্টিফিকেট নং এফ,২/৪৯৯/ জ. এই৮/৭৫, আই হিয়ার বাই সার্টিফাই দ্যাট গীতা লক্ষ্মী দেববর্মা, ২২ ইয়ার্স, ভিলেজ অ্যাট জিরানীয়া ওয়াজ অ্যাণ্ডার ট্রিটমেন্ট ইন দিস হস্পিটাল ফ্রম ৩১।৪।৭৫ টু ২১।২।৭৫ সাফারিং ফ্রম, নীচের লাইনে একটা সই করেছে, ইল্লিজিবাল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, জি, বি, হসপিটাল ১২।৫।৭৫ইং। তাহলে সেই রোগীটা হস্পিটালে ছিল ৩১-৪-৭৫ ইং থেকে ২২-৫-৭৫ইং পর্য্যন্ত। রোগীটি সম্বন্ধে স্যার, আমি একটু বলে দিই। তার অপারেশন হয়েছিল। তার ছিল পেপ্টিক আলচার। সেইজন্য রোগীটা সেখানে ছিল। রোগীটি কিন্তু দেববর্মা, তপশীল উপজাতীয় লোক, কিছুই জানে না। জানবার চেষ্টা আমরা কোন দিন করি নি। ডিসচার্জ

সার্টিফিকেট একটা দিয়ে দিলাম। কি রোগ হয়েছিল? কেন ছিল হাসপাতালে? কিছু লেখা নেই। সাফারিং ক্রম কিছু লেখা নেই। একটা মেজর অপারেশন যেখানে হয়েছে সেখানে তাকে নিশ্চয়ই কিছু অ্যাডভাইস দেওয়া উচিত। অ্যাডভাইসের নমুনাটা শুনুন স্যার, আর কয়েকটা ঔষধের নাম, হয়ে গেল। এখন তার যে একটা মেজর অপারেশন হলো তারপরে কি তাকে হাসপাতালে যেতে হবে, না কি তাকে এইটা বলে দেওয়া হবে কি না, কিছু নেই। শুধু অ্যাডভাইসড্ অন অ্যাডমিশন। যেদিন ভর্তি হয়েছিল সেই দিনের অ্যাডভাইস, ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে কিন্তু স্যার। তার স্বামী এলেন আমার কাছে, বললেন যে বাবু মেজর অপারেশন তো হলো, এখন তো রোগী দাঁড়াতে পারছে না, কি করবো? আমি বললাম যে দেখি তোমার কাগজটা। এখন নিজের মাথায় হাত দিব, না তার মাথায় হাত দিব কিছুই বুঝতে পারছি না। কি বলবো তাকে? তাকে বললাম রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাও, যা হবার তো হয়েছে, এখন রোগীকে তো বাঁচাতে হবে। সেই জিরানীয়া থেকে ৬ মাইল ভিতর থেকে তাকে হেটে আসতে হয়েছে। সেই কষ্ট করে তাকে আসতে হয়েছে। সেই কষ্ট করে সে হাসপাতালে গেল রোগীকে নিয়ে। যাওয়ার পর যখন ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দেওয়া হলো তখন ডাক্তার বললেন ওটাতে তো কিছু লেখা নাই। ওর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। কি করেছে না করেছে আমরা জানি না। চমৎকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। চমৎকার ব্যবস্থা। চমৎকার চিকিৎসার নমুনা। অবদানতার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। বলে শেষ করা যায় না। চিরস্মরণীয় ভি, এম, হাসপাতালের কথা নাই-ই বা তুললাম। ডাক্তার করণ সিংহের কথা না-ই তুললাম। শাস্ত্রীজী যিনি একটি মাত্র রেল অ্যাক্সিডেন্টে পদত্যাগ করেছিলেন। এই সব কথা তো চিন্তার মধ্যে আসে না। এই একটি মাত্র কেস থেকেই বুঝা যায় নেগলিজেন্সি কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। ফেমিলি প্লেনিং কি করেছিল, কি হয়েছে, ফেমিলি প্লেনিং কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে? ষ্টেট ফেমিলি প্লেনিং কি কি করছে দেখতে হবে। আমার জীবিত কালে একটি মাত্র কেস যেটাতে আমি অ্যাটেণ্ড করেছিলাম। আজকে ফেমিলি প্লেনিং প্রোগ্রাম যেটা চালু আছে সেটাই চলছে। সেইটা সরকার তরফ থেকে কোন কিছু আছে? কোন প্রপাগাণ্ডা, পাবলিসিটি কোন কিছু আছে? সিনেমার কিছু স্লাইড দিচ্ছেন, নিউজ দিচ্ছেন। আর কি করছেন? কিন্তু সেই দিলাম সেইটাতো বড় কথা নয়। আপনারা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন? কোন এরিয়াতে কোন ভলনটিয়ার অর্গেনাইজেশান আছে? সেই বোর্ডের মিটিংএ আমি মহিলা সমিতির তরফ থেকে বলেছিলাম যে আমরা তো রাজী কিন্তু আমরা যাব কি করে? সরকারের তরফ থেকে ভাল মন্দ কোন ব্যবস্থা তো দেখছি না। ফেমিলি প্রোগ্রাম তার জন্য সরকার কতটুকু করেছে? এখানে বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের ষ্ট্যাটিষ্টিকস দিয়ে যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। ভাল কথা, সুখবর, গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু তারা কি করেছেন সেই দায়িত্ব পালনে, কর্তব্য পালনে? নিজেরা আমরা এগিয়ে আসছি নিজেদের তাগিদে। এমন একটা পর্য্যায়ে নিয়ে পৌছিয়েছে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে যেখানে ফেমিলী প্লেনিংএর আওতার মধ্যে আসতে বাধ্য, চেষ্টা করছে নিজেরাই। কিন্তু সেখানে এসে আমরা কোন পর্য্যায়ে গিয়ে পৌছেছি? এই স্যার, একটা অ্যাক্ট, দি মেডিকেল টার্মিনেশন অব প্রেগননসি অ্যাক্ট ১৯৭১। অ্যাক্ট নং ৩৪, ১৯৭১। পার্লিয়ামেন্ট এই অ্যাক্টটা

করেছে। কেন করেছিল? টু অ্যাসিষ্ট দি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া'স ফেমিলী প্রোগ্রাম, দি মেডিকেল টার্মিনেশন অব প্রেগনেন্সী, এক কথায় যেটাকে বলে অ্যাপোর্শন করিয়ে দেওয়া। নিজেরা এগিয়ে আসছে, পরিবার নিজেরা এগিয়ে আসছে। এই অ্যাক্ট করেছিল কেন যাতে মেডিকেল টারমিনেশন হতে পারে। এইটার আবার কতগুলি কনডিশন ছিল। সেই কণ্ডিশনগুলি কি? একটা অ্যাপ্রোভড সেন্টার হতে হবে। সেখানে স্পেশিয়েলিষ্ট থাকতে হবে, সেখানে আরও ডাক্তার থাকতে হবে, অ্যাসিষ্টেন্ট ইত্যাদি। ত্রিপুরা রাজ্যে সেইটা আমরা কি করেছি? জি. বি. হসপিটাল, সেখানে আমরা সেন্টার করেছি। ডাক্তার বাবু, স্পেশিয়েল সার্জিয়ান আছেন সেখানে কিন্তু যখনই কোন ভদ্রমহিলা মেডিকেল টারমিনেশনের জন্য যাচ্ছেন, ঐ অ্যাক্টের মধ্যে আছে যদি তার হার্টের কোন অসুখ হয়, যদি ডাক্তার মনে করেন যে এই অবস্থায় করলে পরে তার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হবে তাহলে তিনি করবেন না। একটি মাত্র অ্যাপ্রোভড সেন্টার আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। কাজেই সেখানে সবাই যান, সেখানেও সেই ফাঁকটা শোনা যায়, আমরা কিছু পেয়ে থাকি। কিন্তু স্যার, যদি ওটা দেওয়া যায় সংগে সংগে হয়ে যায়। ঐ হার্টের অসুক তখন থাকে না, তখন স্বাস্থ্য ফ্রি হয়ে যায়। এই কথাগুলি ফেমিলী প্ল্যানিং মিটিংএ তুলেছিলাম। তখন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দয়া পরবশে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলেছিলেন যে জি, বি, এবং ভি, এম, হসপিটাল উনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য কি? তখন সুপারিন্টেণ্ডেন বলেছিলেন যে উনি যা বলেছেন তা আমি অস্বীকার করছি না। তাহলে এই ফেমিলা প্রোগ্রামকে অ্যানকারেজ করতে না দিয়ে, যারা এগিয়ে আসছে তাদেরকে যদি এইভাবে চাপ সৃষ্টি করি তাহলে তাদেরকে আমরা কি সাহায্য করবো? এইটার টাকা কি আমরা দিচ্ছি? এইটা সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম, টাকা ওখান থেকে আসছে। সেই টাকা দিয়ে অ্যাপপ্রোভড তৈরী করে স্পেশিয়েলিষ্ট এনে আমরা কি করছি? না ব্যক্তিগতভাবে আমরা তাদের একটা লাভের ব্যবস্থা করেছি। এখন কোন লোক যদি বলে তার মধ্যে ফাঁকা ফাঁকির ব্যবস্থা আছে সেটা কি অস্বীকার করতে পারবেন? অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। কাজেই স্যার, লাল বাত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তাই আমি আর সময় নিচ্ছি না। সেই একটা কাগজে যে বাজেট সত্যি খুব সুন্দর লেখা। বাস্তব ক্ষেত্রে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কাগজে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী, বহু রকমের কারচুপি। তাই আমি এ রাজ্যের জনসাধারণের কাছ থেকে এই সভায় মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে আবেদন রাখছি তাঁরা যেন তাঁদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ অস্বীকার করে, তুচ্ছ জ্ঞান করে আত্মোৎসর্গ করবেন। হ্যাঁ, আত্মোৎসর্গের কি চমৎকার নমুনা দেখছি। কাজেই কাগজে বাজেটের যে সুন্দর কথা আছে সেই সুন্দর সুন্দর কথাগুলির জন্যই তাকে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছি। বাস্তব চরিত্র যা দেখতে পাচ্ছি এবং তার কর্মের, তার কার্য্যের পরিচয় পাচ্ছি তাতে করে হাসি পায়। আমি আর বলছি না। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৭৫-৭৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি এই বাজেট সমর্থন করি। এবং বাজেট সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বাজেট মোটা মোটি কথা প্লাকাই বড় কথা নয়।

আমাদের দেখতে হবে এই টাকা কিভাবে ব্যয় হয়। জনসাধারণের স্বার্থে ব্যয় হয় কি না, জনসাধারণের উপকারে আসে কি না। সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। বর্ত্তমানে আমরা যে গ্রামীন চিত্র দেখতে পাই সেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন রাস্তাঘাট দেখতে পাচ্ছিনা। পি, ডব্লিউ, ডি, থেকে যে রাস্তাঘাট হচ্ছে তা বড় বড় টাউনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আজকে গ্রামে রাস্তা ঘাট ঠিক মত না হবার জন্য দূর গ্রামের সাথে যোগাযোগ রাখা যাচ্ছে না। তার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য তারা অসহায় হয়ে পড়ে আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রামে কয়েকটা রাস্তা মঞ্জুর হয়েছে কিন্তু ল্যাণ্ড অ্যাকুইজেশান অ্যাক্টের জন্য সেগুলি ঠিক আর অগ্রসর হতে পারছে না। আপনার মাধ্যমে আমার অনুরোধ রইল যেন এই ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশানের কাজটা একটু তরান্বিত করা হয় যাতে রাস্তাগুলি সত্বর করা যায়। সেগুলির দিকে যেন আমাদের মন্ত্রী মহোদয়েরা একটু দৃষ্টি রাখেন। রাস্তাঘাটের উপর গ্রামের প্রয়োজন অত্যন্ত নির্ভর করে আছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের খুবই অভাব। কেন্দ্র থেকেও আমাদের ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমরা পাচ্ছি না। আমরা আপনার মাধ্যমে আমাদের অঞ্চলে কিছু কিছু খাদ্য বিলি করেছি। কিন্তু আমরা যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি দূর দূরান্তে যেসব রেশন সপ আছে সেখানে ঠিক মত রেশন পৌছুচ্ছে না। কারণ রাস্তা ঘাট নেই। আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্টের যে ইন্সপেক্টর আছেন সেখানে তিনি ঠিকমত ইন্সপেক্শান করেন না। আর রেশন সপেও জিনিষ ঠিক মত থাকে না। চাল নেই, ধান নেই, নেই চিনি ও কেরোসিন তেল। সেখানে তারা এই জিনিষগুলি পাচ্ছে না। আমি দেখতে পাচ্ছি বহু কমপ্লেন এস, ডি, ও অফিসে আমাদের উদয়পুরে এসে জমা হচ্ছে। সেখানে ঠিকমত রেশন যায় না। অন্তত আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে সাব-ডিভিশনে যে সব গম চাল দেয়া হয় সেখানে সেগুলি ঠিকমত যাচ্ছে না।

তারপর আমি বলেছি কৃষির কথা। আমাদের দেশ প্রধানত; কৃষি নির্ভরশীল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঠিক ভাবে কৃষির দিকে নজর দেয়া হচ্ছে না। ত্রিপুরা রাজ্যে যে নদী আছে তাতে বাঁধ দিয়ে জলের ব্যবস্থা করা হয়তো কষ্ট সাধ্য, কিন্তু সেখানে যে ছড়া আছে সেগুলির ডাইভারসন করা উচিত। কিন্তু রাস্তা ঘাটের অভাবে সেগুলি করা দুসাধ্য হয়ে পড়েছে। এবং আমি দেখেছি ডাইভারসান স্কীম স্যাংশান হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঠিক ভাবে করা হচ্ছে না। তাই আমি বলছিলাম যে আমাদের প্রতি সাবডিভিশানে ইলেক্ট্রিকের ব্যবস্থা হচ্ছে না, এক মাত্র ডিজেলের অভাবে। তাই আমি বলছিলাম যে আমাদের প্রতি সাব-ডিভিশানে ডীপ টিউব ওয়েল যদি কারেন্টে ব্যবস্থা করে এগ্রিকালচারের জন্য ডাইভারসান করে দিতে বলেছিলাম। আজকে যদি সেই কারেন্ট করে ডাইভারসান করা হয় তাহলে আমরা অন্তত আমাদের অঞ্চলের জন্য জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারি। আর আমরা দেখেছি প্রতি বছরই ডিপার্টমেন্টের স্যাংশান অনুযায়ী ফেবরুয়ারী অথবা মার্চে যাচ্ছে। আমি কিছুদিন আগেও চিৎকার করেছি, ঠিক মত কাজ হচ্ছে না। এ, সি, বিল ঠিক ভাবে ড্র করে রাখা হয়। মার্চ্চের ১৫ তারিখে ২০ তারিখে স্যাংশান হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব যেন আমাদের প্রতি ডিপার্টমেন্টের স্যাংশান অন্তত প্রতি সেপ্টেম্বরে অক্টোবরের মধ্যে হয়ে যায়। তাহলে আমার মনে হয় সব কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হবে। কৃষকদের আমরা যে ঋণ দিচ্ছি

বর্তমানে সেটা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে, কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে তাদের ৫০ পার্সেন্ট, ৬০ পার্সেন্ট ঋণ মঞ্জুরী হয় না। সেই দিক থেকে আমার বক্তব্য হল যে আমরা দেখেছি গরীব কৃষকরা ঠিক মত ঋণ পরিশোধ করে, কিন্তু কো-সোসাইটির সেক্রেটারী কিংবা প্রেসিডেন্ট আছেন তারা সেই টাকা নিয়ে তাদের নিজস্ব ব্যবসায়ে খাটায়। সেই টাকা জমা দেয় না। তার ফলে কৃষকেরা ঠিক মত ঋণ পাচ্ছে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে ব্যবস্থাটা যথা সম্ভব দেখা উচিত। আমরা দেখেছি যে কো-অপারেটিভ সোসাইটির কমিটি হচ্ছে সেখানে গ্রামের লোক যদিও নেয়া হচ্ছে কিন্তু সেখানে সরকারের কোন লোক থাকে না। তার ফলে তারা যে টাকা জমা দিচ্ছে সেটা প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারীর পকেটই থেকে যায়। রীতিমত ব্যাঙ্কে জমা হয় না। তার ফলে কৃষকেরাও ঋণ পাচ্ছে না।

ট্রাইবেল-ওয়েল ফেয়ার সম্পর্কে আমরা অনেক বলেছি। সেই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে দেখা দরকার। গত ২৫ বছরে আমরা বহু রকমের স্কীম নিয়েছি। কিন্তু তাদের কি আর্থিক, কি সামাজিক, কোন দিক নিয়ে আমরা তাদের উন্নতি লক্ষ্য করছি না। আমার অনুরোধ রইল যে কমিটি করে অনুসন্ধান করে দেখা উচিত স্কীমগুলির কোথায় কোথায় গলদ আছে কোন ডিফেক্ট রয়েছে কি না, তার জন্য একটা কমিটি তৈরী করে দেখা দরকার।

আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে বহু বড় বড় পোষ্ট করা হচ্ছে, আগে হোল ত্রিপুরা রাজ্যে একজন এস, পি, ছিলেন কিন্তু এখন আমাদের এই সাউথ ত্রিপুরাতেই ৪।৫ জন এস, পি, কিন্তু সেই পরিমাণে নীচু তলার কোন পোষ্ট বাড়ে নাই। যেমন পুলিশ, বা এ, এস, আই-এর কোন পোষ্ট বাড়ে নাই। রাজার আমলে যে সংখ্যা ছিল তাই আছে। কিন্তু আমাদের উদয়পুরেই এক ডি, এস, পি-এর সংখ্যা ৪।৫ জন। তার ফলে কোন কাজ হচ্ছে না আজকে আমরা যদি গ্রামকে সত্যিকারের গড়ে তুলতে চাই তাহলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন রাস্তা ঘাটের। এবং তারপরে কৃষির জন্য জল সেচের ব্যবস্থা। এই গুলি করার প্রয়োজন আছে। এই বলে আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীআচাইচি মগ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণকে সমর্থন জানাচ্ছি। আজকে সারা ত্রিপুরার সমস্যা হচ্ছে মানুষের কৃষির সমস্যা। কৃষকের সমস্যা যতদিন হবে না ততদিন মানুষের ক্ষুধাও থাকবে। এই সরকার ১৯৭২-৭৩ খরাতে এ পর্যন্ত যে সব ডীপ টিউব ওয়েল দিয়েছে এবং ২৫ ঘোড়া কি ১৫ ঘোড়া পাম্পিং সেট দিয়েছে সেটা ঠিক কোথায় কোথায় দিয়েছে এবং তার কি হয়েছে না হয়েছে সেটা সরকারের লক্ষ্য আছে কি না তা আমরা জানতে পারি না। কৃষককে বাঁচাতে গেলে আমাদের প্রথম দেখা দরকার যে যেখানে বড় বড় নদী আছে সেখানে মাঝারি স্কীমে জলসেঁচ করে কৃষি উৎপাদন করা ছুকর ব্যাপার। আমাদের কৃষকদের বাঁচাতে হলে সারের দরকার। সারা ভারতবর্ষে সারের জন্য একটা দর আছে এবং সেইজন্য ত্রিপুরার জন্য আলাদা কোন দর নাই। আগে তো আমরা ১/২\ টাকা দরে আমরা সার কিনেছি। আগেত ৫০ পয়সা ছিল, তা থেকে ১.৫০ টাকা হয়েছে এবং এর থেকে ৩.০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু এবার ৩ টাকা থেকে ৩-৫০ পর্যন্ত দিয়ে কিনতে হয়েছে। শান্তিরবাজারে মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিল এবং সেখানে আমি বলেছিলাম যে সারের দাম বাড়ানো হয়েছে, সেইহেতু কৃষি লোন

বাড়ানো হোক। যে ২৫০ টাকা কৃষি লোন দেওয়া হয়, কৃষক সেই ২৫০ টাকায় এক জোড়া গরুও কিনতে পারে না। এম, এল, এ, গিয়ে বললে তাদের ৩০০ টাকার বেশী কৃষি লোন দেয় না। এম. এল, এ, গিয়ে বললেই ৩০০ টাকা দিয়ে দেয়। এই ৩০০ টাকা দিয়ে তার, কোন কিছু কিনতে পারে না। যারা ৪/৫ কানি জমির কৃষক এই ভাবে তারা সব জমি বেঁচে ফেলছে। তাই এই হাউসে আমি অনুরোধ করতে চাই যে ছোট কৃষক যারা আছে তাদের জন্য সরকার কৃষি গরু কেনার জন্য এবং বীজ ধান কেনার জন্য ইমিডিয়েটলি কৃষকরা যাতে লোন পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সারা ত্রিপুরায় বেকারের জ্বালায় আমরা, খেতে পারি না, বসতে পারি না, শুতে পারি না—একথা মন্ত্রীরাও জানেন। আমরা ১৯৭২ সালে বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে পেপার মিল, জুট মিল দরকার কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে পেপার মিল, জুট মিল কবে হবে, এটা আমি বুঝতে পারছি না। এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তৃতীয়তঃ হচ্ছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভূমিহীন কৃষক, তারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ। ১৬ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫ লক্ষ লোক প্রায় ভূমিহীন। গ্রামে বলে তারা বলে আমরা তো আপনাকে ভোট দিয়েছি, আমরা তো কিছু পাইনি। গরীব যারা আছে তাদের জন্য কিছু হলো কি, না হলো তার এখনও পর্য্যন্ত আমরা কোন উত্তর পেলাম না। গরীব যারা আছে তারা ভূমি পাবে, নিশ্চিন্ত হয়ে হাল চাষ করে খাবে কিন্তু আমি কিছু বুঝলাম না, তারা জমি পাবে কি, পাবে না। যখন ভোট আসবে তখন আমরা লোকের কাছে বলতে যাবো। এইজন্য আমি বলতে চাই সারা ত্রিপুরায় যারা গরীব আদিবাসী, যারা বাংগালী, ট্রাইবেল, সিডিউল কাস্ট বা অন্য যে সব ভূমিহীন গরীব লোক আছে তারা যাতে ভূমি পেতে পারে এই ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারকে অনুরোধ করবো।

আরও কতগুলি জিনিষ আমাদের মধ্যে আছে। কর্মচারীদের মধ্যে দেখতে পাই যে কর্মচারীরা কোনদিন ইনক্লাব জিন্দাবাদ বা বন্দে মাতরম্ করে না। তারা সকলে এক সংগে কাজ করে। এখন দেখি এক দফায় কংগ্রেস দল, আর এক দফায় মন্ত্রী দল। এই বাজেট দিয়ে কি হবে? এ টাকা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ হয় না। যারা বেশী টাকা বেতন পায় তারা বলে আমাদের পরিবারে ৯ জন আছি, আমাদের ১৮০ টাকা বেতন দিলে চলে না। কিন্তু কত টাকা দিলে তাদের সুরাহা হবে তার কোন নির্দেশ সরকার দিলেন না। কিন্তু এটা নির্ধারণ করতে হবে যে তোমরা ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী তোমরা ৭০০ টাকার বেশী পাবে না। তাহলে দু হাজার আড়াই হাজার টাকা পাক। আমাদের তো ২০০/৩০০ টাকায় চলে না। এইজন্য দলাদলি আরম্ভ হয়। এইজন্য কোন এলাকায় কাজ হয় না। আমরাও ট্রাই করছি কিন্তু কিছুই দিতে পারি না।. টাকা পয়সা ছাড়া আমরা কি করবো? যে দাবি আমরা করেছি এ দাবি আমাদের মেটে না, কাজেই আমি এই হাউসে বলছি যে কোন সরকারী বা বিরোধীপক্ষ —যেমন আমরা রুলিং ও কম্যুনিষ্ট পার্টি আছি তাদের কথা শুনে, তারা কি পাবে, না পাবে তার ব্যবস্থা করতে আমি অনুরোধ করছি। আদিবাসীরা এবার দাদন লোনও পাচ্ছে না। আগে তারা দাদন লোন পেত, ডি, আর, পেত। এই জুম কৃষকরা কোন জায়গায় জুম করতে

পারে না। ১০/৩ কেজি দিয়ে তারা জুম চাষ করে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে ট্রাইবেল বা বাঙ্গালী আদিবাসী যারা আছে তারা কি ভাবে বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করবো। এই বলেই ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। বক্তৃতা রাখতে গিয়ে আমি মোটামুটি মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ভাষণ দান করেছেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার বক্তব্য ধারাবাহিক ভাবে রাখতে চেষ্টা করবো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লক্ষ্য করছি যে এই শিক্ষা বিভাগে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের একটা বিপুল অংশ ব্যয় হয় কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে শিক্ষা বিভাগে আজকে যারা আছেন, শিক্ষকতা করেন, আজকে যে বিরাট ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্টে শুধু বেকারদের কারখানা হচ্ছে, দিনের পর দিন বেকার বাড়ছে। আজকে আমরা যদি লক্ষ্য করি গ্রামে গঞ্জে, পাহাড় পর্বতে এই সরকার যে সমস্ত স্কুল চালু রেখেছে সেখানে কয়জন শিক্ষক গিয়ে শিক্ষকতা করে? এমন নজীর আমি দিতে পারি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা দুর্গম অঞ্চলে থাকে তারা এক দিকে দুর্গম ভাতা পায়, আবার তারা মাসকাবারে এসে এনসপেক্টরেট থেকে বেতন নিয়ে বাড়ীতে চলে আসে, আবার ঘুরে ফিরে পরের মাসে বেতন নিতে যায়। যে শিক্ষকরা শিক্ষকতা করে, যারা আজকে শিক্ষিত হয়েছে, যারা আজকে সমাজকে সুষ্ঠুভাবে গঠন করবেন, যাদের উপর দায়িত্ব সেই মেশিনারী যদি এইভাবে ফাঁকি দেয় আর আমাদের এই সরকার শুধু দিনের পর দিন স্কুল বাড়িয়ে চলেছে সেই স্কুল যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হয়, আমি মনে করি, তাহলে স্কুল বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার বিভিন্ন উপজাতির ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা করেছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কতটা স্কুলে কি পরিমাণে শিক্ষকতা হচ্ছে সেদিকেও সরকারের নজর দেওয়া উচিত। শুধু কাগজে কলমে কোন পরিকল্পনাকে রূপদান করা যায় না এই ভাবে শুধু জনসাধারণের অর্থ অপচয় হবে, সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য দেওয়া দরকার। শিক্ষার প্রয়োজন আছে সত্যি কথা। কিন্তু যেখানে উপজাতি অঞ্চল আছে সেখানেও প্রায়রিটি দেওয়া প্রয়োজন আছে এবং দেওয়া উচিত। আমি লক্ষ্য করেছি অমরপুর সাবডিভিশনের চেলাগাং একটা জায়গা আছে যেখানে শতকরা ৮০ জন উপজাতি এবং বাকী ২০ জন যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসে রিফিউজী হয়ে এসেছে। সেখানে ক্লাশ এইট পর্যন্ত স্কুল আছে। সেটা অত্যন্ত দুর্গম এবং অনুন্নত এরিয়া। আমি বলতে পারি, স্বাধীনতার ২৭ বছরে এমন কোন কাজ সেখানে হয় নি যেখানে জনসাধারণ গর্ববোধ করতে পারে যে তারা স্বাধীন দেশে বাস করছে। তাই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব বিভিন্ন সরকারী ডিপার্টমেন্টকে যাতে তারা সেই এলাকার উন্নতির জন্য মন দেন। আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে দেখেছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণে দেখেছি, তাই আমি আশা রাখি যে আগামী বছরের মধ্যে সেই সিনিয়ার বেসিককে যাতে হাই স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়

সেই এলাকার জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার দিকে লক্ষ্য রেখে। আমি আর একটা স্কুলের কথা বলছি অমরপুরে—রাঙামাটি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন যে অমরপুরে হাই স্কুল আছে, কাজেই সেখানে হাই স্কুলের প্রয়োজন নেই। আমার দাবী মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হয় রাঙামাটীতে স্কুল করতে হবে অথবা অমরপুর রাঙামাটির যে সড়ক সেই সড়কটি অনতিবিলম্বে পারমানেন্ট না হোক অন্ততঃ এঁম, পি, টি, ব্রিজ করতে হবে। নতুবা সেখানকার মেয়েছেলের পক্ষে স্কুলে যাওয়া একটা দুঃসহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমাজ কল্যাণ ডিপার্টমেন্টের জন্য সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন সেটা বেশ আনন্দের কথা। কিন্তু সেই বিভাগের অনগ্রসর এলাকার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং আমি মনে করি আজকে এই যে পদক্ষেপ সেটা অত্যন্ত সুষ্ঠ এবং সুষ্ঠভাবে যদি রূপায়িত করা যায়, তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে উপকারে লাগবে। যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে সেগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে রূপদান করা যায় তাহলেই এটা সম্ভব হবে।

তারপর আসি কৃষির কথায়। কৃষির কথা বলতে গেলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ত্রিপুরাতে একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে ত্রিপুরার জনসাধারণ জীবিকা নির্বাহ করছেন। আমরা বলতে পারি আমরা এখানে কাগজের কল করব, খান্দেশরী মিল করব—হ্যাঁ, তা করা যায়, তা করা হয়ত সম্ভবপর। কিন্তু আজকে যে সমস্ত কৃষি মজুর কাজে নিযুক্ত আছে, আজকে যদি এই কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি না হয়, আজকে ২৭ বছর পরও সরকার বলতে পারবেন না যে তিন শতাংশ জমিতেও জল সরবরাহ করা হচ্ছে, যেখানে ড্রাউট বা ফ্লাড বহির্ভূত জায়গা আছে। তাই আমার মনে হয় এই ত্রিপুরার দুঃখ দূর করতে হলে কৃষির দিকে আরও নজর দিতে হবে। আজকে আমরা মৎস্য চাষের কথা যদি উল্লেখ করি তাহলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা মৎস্য চাষে অত্যন্ত অনুন্নত। ত্রিপুরায় যে সমস্ত জলাশয় আছে সেখানে মৎস্য চাষও আছে, কিন্তু আরও ব্যাপকভাবে যদি উপজাতিরা সুযোগ পায়, উপজাতি অঞ্চলে যে সমস্ত লেক আছে সেগুলির দিকে যাতে লক্ষ্য রাখা হয় বেশী করে সেটা দেখবেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ক্ষুদ্রসেচ যে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে তার সম্পর্কে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যে ডিপার্টমেন্টের আজকে সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব, যে ডিপার্টমেন্ট আজকে কৃষিকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে সেই ডিপার্টমেন্ট আরও বেশী করে অ্যাকটিভ হওয়ার দরকার, সেই ডিপার্টমেন্টকে আরও বেশী করে ডেভেলাপমেন্ট করা দরকার বলে আমি মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে, আমার এখানে বীরগঞ্জ একটা জলা আছে, সেই জলাতে ফাইভ হর্স পাওয়ার পাম্প-সেট দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি কিছুদিন পূর্বে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম যে সেই জলাতে কোন রকম সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায় কিনা পারমানেন্টলী। সেই চিঠি পেয়ে তিনি আমাকে চিঠি দিয়েছেন এবং সেখানে বি, ডি, ও, কে কপি দিয়েছেন এবং বি, ডি, ও, কে বলেছেন সেখানে ফাইভ হর্স পাওয়ার দ্বারা কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সেই এলাকার ওভারশীয়ার বা টেকনিসিয়ান, যে রিপোর্ট দিয়েছে সেখান থেকে জল সরবরাহ করা সম্ভবপর নয়। কি আশ্চর্য এবং দুঃখের বিষয়

সেখানে ফাইভ হর্স পাওয়ারের পাম্প সেট দেওয়া হয়েছিল সেখানে ১৫ হর্স পাওয়ার দিয়ে দেওয়া যাবে না। এই যদি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের ব্যবস্থা হয় তাহলে আমরা কি করে কৃষি আরও দ্রুত গতিতে নিয়ে যাব। যে খাদ্যসংকট আজকে ত্রিপুরায় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সেজন্য, আমি মনে করি, পরোক্ষভাবে এই সমস্ত কর্মচারী দায়ী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অথচ বলতে হচ্ছে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী অমরপুর অনেকবার গিয়েছেন, উনার কাছে ঐ এলাকার জনসাধারণ এবং আমি বিগত তিন বৎসরে এই হাউসে বহুবার বক্তব্য রেখেছি যে বীরগঞ্জে জলায় বিস্তীর্ণ এলাকা আছে যে এলাকাতে অমরপুরের জনসাধারণ কমপক্ষে তিন মাসের খোরাক পাবে, পাশে গোমতী নদী আছে, তার পাশে মৈলাক ছড়া আছে। মৈলাক ছড়াতে টেম্পোরারী বাঁধ দেওয়া হয়েছিল এক বছর, প্রচুর বুরো ফসল হয়েছিল। আমার বক্তব্য হল সেখানে ছয় লিফট ইরিগেশান অথবা পাম্পসেট লাগিয়ে অনতিবিলম্বে সেই জলাকে কৃষি উপযুক্ত করা হোক। কিন্তু সরকার তাতে উপযুক্ত নজর দিচ্ছেন না। আমি বুঝি না যদি এইভাবে কৃষিকাজ চলে, এইভাবে যদি কৃষককে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে কিভাবে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে ঐ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি যে অনতিবিলম্বে যদি অমরপুরে ঐ মৈলাকছড়াতে বাঁধ দেওয়া না হয় তাহলে অমরপুরের জনসাধারণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আমি আবারও বলছি, কয়েক বছর এই হাউসে বলেছি, হয়ত যতদিন আমি আছি ততদিন বলে যাব। আমি জানি না, সেটা যারা রূপকার তারা সেটার রূপ দেবেন কি না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বন্যা নিয়ন্ত্রনের কথা বলতে হচ্ছে। আমাকে বলতে হচ্ছে, বলতে আমি এই হাউসে বলেছিলাম অমরপুর টাউনকে রক্ষা করার জন্য, বাঁধ দেওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা হয়েছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু সংখ্যক লোককে কম্পেনসেশান দিয়ে ল্যাণ্ড একুইকরা হয়েছিল, কিন্তু সেই কাজটা আরম্ভ করা হয় নি। তাই আমার প্রশ্ন হল ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান জিশান করার পর যদি ডিপার্টমেন্ট মনে করে থাকে যে সেখানে বাঁধ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই তাহলে খামাকা কেন কতগুলি লোককে সরকারী টাকা দেওয়া হল এবং সেই জমি ঐ লোকগুলি বিনা পয়সায় ভোগ দখল করছে। আর যদি প্রয়োজনই থাকে, তাহলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন কাজ করা হচ্ছে না। তাই আমি মনে করি, যে লোকগুলি থেকে এই ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান করা হয়েছে এবং তাদের কম্পেনসেশান দেওয়া হয়েছে, তা তাদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নেওয়া উচিত। আর যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হয়, তাহলে বাঁধের কাজ অবিলম্বে করা উচিত। তারপর বিদ্যুত সম্পর্কে বলতে গিয়ে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে ৫/৬ বার আমার বক্তব্য রেখেছি যে যেখানে গোমতী হাইডেল প্রজেক্ট হতে চলেছে, নুতন বাজারের কাছে সেখানে নিয়ন লাইটের ছড়াছড়ি, কিন্তু নুতন বাজারের জনসাধারণ কমার্সিয়েল লাইনের জন্য বহু আবেদন নিবেদন করেছেন, বহু মন্ত্রী সেখানে গিয়েছেন, তাদের কাছেও সেখানকার জনসাধারণ এই আবেদন রেখেছেন এবং আমিও এই হাউসের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে আমার বক্তব্য রেখেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত তার কোন সাড়াই পাওয়া যায় নি। আমার বক্তব্য হল কম করে হলেও অন্ততঃ ১৫ থেকে ২০টি দোকানে যাতে এই ইলেকট্রিক লাইন দেওয়া হয়, কারণ যেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং রাস্তাগুলিতে

নিয়ন লাইটের ছড়াছড়ি যাচ্ছে, এবং সরকার যখন জনসাধারণকে গাল-ভরা প্রতিশ্রুতি দেন যে আমরা গ্রামে গঞ্জে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান করব, তখন নুতন বাজারের মত একটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কেন ২০ থেকে ২৬টি দোকানে ইলেকট্রিক লাইট দেওয়া হবে না, আর যদি তা না দেওয়া হয় তাহলে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি নিজেও উপলব্ধি করতে পারেন। তাই আমার অনুরোধ যে সেখানকার জনসাধারণকে কিছুটা আলো দেওয়ার চেষ্টা অন্ততঃ করুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিদ্যুত সম্পর্কে আমি এখানে আর একটা কথা বলব, সেটা হচ্ছে ১৯৭২ সালে আমি যে বার প্রথম ইলেক্টেড হয়ে আসলাম, তার ১৫/২০ দিন পর অমরপুর বাজারে আগুন লেগে প্রায় সমস্ত বাজারটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যার ফলে আগুন লাগার আগে যে সমস্ত ব্যবসায়ীদের দোকানে কমার্সিয়েল লাইন ছিল, তারা আবার সেই লাইন পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে টাকা জমা দিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তারা আবার টাকা জমা দিয়েছে। সেখানে একটা ইন্সিডেন্ট হয়ে বাজারে আগুন লেগেছে এবং তার ফলে যেমন সরকারী প্রপার্টি নষ্ট হয়েছে তেমনি প্রাইভেট প্রপার্টিও নষ্ট হয়েছে, তা সত্বেও তারা লাইন পাওয়ার জন্য টাকা জমা দিয়েছে, কিন্তু সেই জায়গাতে সরকার তাদেরকে আবার বললো যে তোমরা পুনরায় টাকা জমা দাও। কাজেই এই রকম বলার কি কারণ থাকতে পারে, আমি বুঝে উঠতে পারছি না। সেখানে সরকারী জিনিষ যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনি আবার বে-সরকারী জিনিষও নষ্ট হয়েছে, কিন্তু পুনরায় টাকা জমা দেওয়ার দায়িত্ব কি শুধু পাবলিকেরই থাকবে? কাজেই এটা করলে পর আমি মনে করব যে তাদের উপর একটা জুলুম করা হবে। যা হউক তারা টাকা জমা দিতে রাজী আছে, এবং টাকা জমা দেওয়ার পরও আগে যাদের ঘরে আলো ছিল, তারা কেন পাচ্ছে না? এটা কেমন কথা, স্যার? তাদের আগে থেকেই কমার্সিয়েল লাইন ছিল, কিন্তু বাজার পুড়ে যাওয়াতে সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এটা কি তাদের অপরাধ? তাদের প্রপার্টি পুড়ে গিয়েছে, অথচ তাদের প্রাপ্য তারা পাচ্ছে না, এটা কি রকম কথা? তাই আপনার মাধ্যমে আমি আবারও অনুরোধ রাখছি যে অনতি বিলম্বে যে সমস্ত ব্যবসায়ীর আগে ইলেক্ট্রিক লাইন ছিল, তারা যেন সেই লাইন পুনরায় পায়। কিন্তু গত ৩ বছর ধরে তাদেরকে সেই লাইন দেওয়া হচ্ছে না, কাজেই তারা যেন তাড়াতাড়ি লাইন পায়, সেই ব্যবস্থা করা হউক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর জল সরবরাহ সম্পর্কে আমি ডেভেলাপমেন্ট কমিশনারের সাথে কথা বলেছি, চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সাথে কথা বলেছি এবং আমাদের মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের সংগেও কথা বলেছি। আমি যখন ইলেক্টেড হয়ে আসি, তারপর থেকে আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, স্যার যে পাবলিক মানি সেখানে কিভাবে মিস-ইউজ হচ্ছে। সেখানে ৯৫ হাজার টাকা খরচ করে একটা ডীপ টিউব-ওয়েল করা হয়েছে এবং টিউব-ওয়েল থেকে লাইনে টেনে জল সরবরাহ করবার জন্য পি, ডবলিউ, ডি,র থেকে টেণ্ডার করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই টেণ্ডার নাকাচ হয়ে গিয়েছে। কাজেই এই যে ৯৫ হাজার টাকা খরচ করে একটা টিউব-ওয়েল বসানো হল অথচ সেখানকার জনসাধারণকে জল সরবরাহ করার জন্য তার থেকে লাইন টানা হল না, এটা কি পাবলিক মানি মিস-ইউজ করা হল না? স্যার, গত বছরেও আমাকে এ্যাসুরেন্স দেওয়া হয়ে ছিল যে ঐ বছরে সেটার কাজ

আরম্ভ করা হবে, কিন্তু গত বছর তো গেল, এখন এই বছরও যেতে চলেছে, অথচ কাজ আরম্ভ করা হল না। তাই আমি বলি যে এভাবে যদি পাবলিক মানি মিস-ইউজ করা হয়, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যে এলাকাতে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে অপর্যাপ্ত টাকা খরচ করে ডিপ টিউবওয়েল করা হল, অথচ জনসাধারণ কেন জল পাচ্ছে না ? সেজন্য আমি বলছি যে তাড়াতাড়ি করে এমন একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে সেখানকার জনসাধারণ পানীয় জল পেতে পারে। তারপরে স্যার, আমি দেখছি যে অমরপুর টাউনে ইমিডিয়েটলী আর একটি ডিপ টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে। কাজেই আমার অনুরোধ স্যার, ঐ পুরানোটি বসানোর পর যেভাবে নষ্ট হয়েছে, এবারের নূতনটি যেন সেইভাবে নষ্ট না হয় এবং জনসাধারণ যাতে জল পায়, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন. তারপর আমার অমরপুরে রাঙ্গামাটি গাঁও সভা একটা আছে, সেটাকে সরকার থেকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে নির্বাচন করেছেন। তাই আমি অনুরোধ রাখব যে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতে এই ধরনের যে সমস্ত প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, যেমন গান্ধীগ্রাম এটা আ.ম মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণেও দেখেছি স্যার, সেইরকম করে ঐ আদর্শ গ্রামেও যাতে একটা ডিপ টিউবওয়েল করে সেই উপজাতি, তপশিলী উপজাতি এলাকাতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির মত জায়গাতে ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে যদি জলের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সেই বিস্তীর্ণ এলাকার লোকেরা যেমন পানীয় জল পাবে তেমনি জল সেচের জলও পাবে। তাই আমি অনুরোধ করব যে সেখানে যাতে এই রকম একটি ব্যবস্থা করে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দূর করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাছাড়া নতুনবাজার হাসপাতালের কাছে একটি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে এবং সেটি সাকসেসফুল হয়েছে, বোধ হয় লাইন টানার কাজও আরম্ভ করা হয়েছে। তবে সেই এলাকার জনসাধারণের দাবী হল যে হাসপাতালে জল সরবরাহের সংগে স গে যদি সংকুলান করা হয় তাহলে পাইপ টেনে নতুনবাজার এরিয়াতেও পানীয় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমি সেই অনুযায়ী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একখানি চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আজ অবধি সেটার কোন জবাব পাই নি। তবে জনসাধারণের যে চাহিদা এবং আমি যেহেতু জনপ্রতিনিধি, সেহেতু আমি আমার আবেদন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রেখেছি এবং আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে সেখানকার জনসাধারণ এই ব্যাপারে অত্যন্তঃ ক্ষুব্ধ, তারা আমাকে বলেছে যে যেখান থেকে জল সরবরাহ করা হবে, যেমন যতনবাড়ী থেকে সেখানে সরকারী কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার আছে এবং সেখানেই নাকি জল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যেখানে নুতনবাজার হাসপাতালের কাছে টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে অথচ সেই এলাকার জনসাধারণ যদি জল না পায়, কারণ আমাদের ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্টে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়, কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং সরকার যদি মনে করেন যে কর্মচারী ভাইদের জন্যও জলের প্রয়োজন আছে, তাহলে যে সেখানে আর একটা আলাদা ডিপ টিউবওয়েল খনন করে যেমন প্রজেক্টের জন্য বড় বড় ডিপ টিউবওয়েল খনন করে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তাদের জন্যও জল সরবরাহ করা যেতে পারে। কিন্তু নুতন বাজারে যেটা করা হয়েছে, সেটার থেকে তার আশে পাশের জনসাধারণ যাতে পানীয় জল পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ

মহোদয়, তারপরে আমি দুঃখের সহিত বলছি যে রাস্তাটি তেলিয়ামুড়া টু অমরপুর টি, টি, সির আমলে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে, যে রাস্তায় ইট পড়েছে, খোয়া পড়েছে এবং পীচ হয়েছে, সেই রাস্তার এখানকার অবস্থাটা কি ? তাই আমি অনুরোধ রাখব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা যখন অমরপুরে যাবেন, তখন যেন এমনভাবে প্রগ্রাম করেন যে অমরপুর ভায়া অম্পি, তাহলে সেই রাস্তাটির নমুনা কি বা চেহারাটি কি তা দেখে আসতে পারবেন। আমি বলতে পারি স্যার, যে সেই রাস্তাটা এত খারাপ যে সেই তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর পর্য্যন্ত যে একটা বিস্তীর্ণ এলাকার বিভিন্ন রকমের পণ্য দ্রব্য যেটা জনসাধারণের হাটে বাজারে আনতে বড় কষ্ট হয়। এখন যেভাবে করিমগঞ্জ বা আসাম থেকে সড়ক পথে আগরতলা উদয়পুর হয়ে ঘুরে অমরপুরে আসছে, তাতে আমাদের অনেক বেশী দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। কিন্তু এই রাস্তাটি যদি ঠিকভাবে চালু হয়, তাহলে আমরা আরও অনেক কম দামে জিনিষ কিনতে পারব বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই রাস্তাটির উপর অম্পি হচ্ছে একটি ছোটখাট শহর, সেখানে একটি ছোট নদীও আছে। আমি বহুবার এই হাউসে বলেছি যে সেই এলাকার জনসাধারণের দাবী হচ্ছে ঐ ছোট নদীর উপর যাতে একটি সেতু দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং তা করলে পরে সেখানকার জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা কিছু পরিমাণে লাঘব হবে। অথচ সেটা করা হচ্ছে না। সেই রাস্তা যে রাস্তা দিয়ে সম্পর্ণ সাউথ ডিষ্ট্রিক্ট সম্পূর্ণ বাংলাদেশের ওয়ার ডিপেণ্ড করেছে সাউথ-এর উপর। কনভয় চলেছে রেগুলার সেই রাস্তা দিয়ে রাংগামাটি এবং অমরপুরের যোগাযোগ আছে সেখানে গোমতী নদীর উপর প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা টেম্পরারী ব্রীজের জন্য খরচা করা হয়। সেখানে আমি অনুরোধ করব যাতে পার্মানেন্ট ব্রীজ দিতে। যদি দেরী হয় তাহলে একটা এস, পি, টী, ব্রীজ করে যাতে সেই রাস্তাকে চালু করা হয় এবং যে কথা আমি বলেছিলাম সেই এলাকার যে স্কুল সেই স্কুলের সমস্যার সমাধান হবে এবং এই রাস্তারও উন্নতি হবে। সেই বানপুর, রাঙ্গামাটি, তৈদু ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকার লোক যাদের রেগুলার অমরপুর সাবডিভিশানের অফিসগুলিতে আসতে হয় তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা যাতে দূর করা হয়। এবং সরকারেরও এই রাস্তা একটা বিরাট কাজে লাগবে। এবং সরকার যে এত টাকা খরচা করছেন তারও একটা সদ্ব্যবার হবে বলে আমি মনে করি। তারপর পি, ডবলিও, ডি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই কথা বলতে হচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে আর এক দিকে ঘৃণা হচ্ছে। যে অমরপুর এলাকা অনুন্নত এলাকা, যে অমরপুর এরিয়াকে শাস্তিমুলক এরিয়া বলে গণ্য করা হত সেই অমরপুর থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালে এক লক্ষ টাকা গ্রামীন রাস্তার জন্য ফিরত গিয়েছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা স্যার। আমি কি ভাষায় যে এই কথাটা বলব ঠিক করতে পারছি না স্যার। একটা অনগ্রসর এলাকা থেকে যদি টাকা কোন কর্মচারীর গাফিলতির জন্য ফিরত গিয়ে থাকে তাহলে আমি মনে করি অনতিবিলম্বে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হউক। এই রকম যদি একটা দুর্গম এলাকা থেকে ফিরত যায়—আমি বহুবার বহু পি, ডবলও, ডি,র অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছি, বলেছি যে অমরপুরের আশে পাশে বহু গ্রামীণ রাস্তা আছে। ইভেন অমরপুর টাউন থেকে এক মাইল পর্যন্ত এমন কোন রাস্তা নেই—যাকে আমরা টাউন বলতে পারি অথচ সেখান থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালের টাকা ফিরত গিয়েছে, সেই এক লক্ষ টাকার সঙ্গে

আরও কিছু টাকা সেংশান দিয়ে, যাতে এই অনগ্রসর এলাকাকে আরও দ্রুতগতিতে ডেভেলাপ করা হয়। নইলে এলাকার মনে যে অসন্তোষ সেটা একদিন এমনভাবে বিস্ফারিত হবে, যা নাকি সরকারের পক্ষে সামাল দেওয়া কষ্ট হবে। তারপর যে রতনবাড়ীতে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে সেই অমরপুর থেকে রতনবাড়ী পর্য্যন্ত যে রাস্তা সেটা অত্যন্ত খারাপ। সেই রাস্তার টেণ্ডার হয়েছে আমরা জানি সেই রাস্তার খোয়া ভাংগছে কিছু রাস্তা মেটেলিংও হচ্ছে। তবে এই রাস্তার যে দুরবস্থা এটা যদি কিছুদিনের মধ্যে না সারান হয়—এবং অনেক দিন যাবত চলছে এটা। আমি গত হাউসেও বলেছি এবং আগের যে চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন উনি নিজে গিয়েছেন। একদিন আমি উনার সাথে গিয়েছি তখন আমি উনার সঙ্গে আলাপও করেছিলাম যে এই রাস্তার যদি এই অবস্থা হয়—আর বিশেষ করে এই রাস্তা দিয়ে টাউন বাস চলছে। টাউন বাসের ওনার আমার সঙ্গে দেখা করেছে এবং বলেছে যে রাস্তা যদি ডেভেলাপ না হয় আমাদের পক্ষে এইসব বড় বড় বাস দেওয়া সম্ভবপর হবে না। আজকে টায়ারের যে দাম হয়েছে প্রায়ই আমাদের টায়ার নষ্ট হয়ে যায়। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে জনসাধারণের যে কতদিন ভুগবে সেই ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর উদয়পুর-অমরপুর যে রাস্তা আমি এই হাউসে বহুবার বলেছি। এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট রাস্তা এবং অমরপুর সাবডিভিশনের সংগে যোগাযোগের সমস্ত সাউথ ডিষ্ট্রিক্টের সংগে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা। সুতরাং একটাই রাস্তা এবং সেই রাস্তা আজকে টাউন বাস চলছে—আমাকে সময় দিতে হবে স্যার—সেই রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ সেটাকে আরও বড় করে ওয়ান ওয়েকে যাতে টু ওয়ে করা হয় এবং টার্নিংগুলি যাতে আরও বড় করে কাটান হয় সেই দিকে যাতে সরকার দয়া করে দৃষ্টি দেন সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব আপনার মাধ্যমে। স্বাস্থ্য পরিকল্পনা—স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের দেশে একটা কথা আছে হেলথ ইজ ওয়েলথ কাজেই স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে তাহলে কি শিক্ষা ব্যবস্থা কি সামাজিক ব্যবস্থা কি সমাজ কল্যান কোন কিছুই উন্নত হবেনা একটা লোকের যদি মন ভাল না থাকে মেজাজ যদি ভাল না থাকে তার পক্ষে কি সরকারী কাজ কি বেসরকারী কাজ কোনটাই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই আমি প্রথমেই আমার মহকুমা হাসপাতাল সম্পর্কে বলছি। স্যার, সেখানে একটা মহকুমা হাসপাতাল খোলা হয়েছে। যেটি ২০ বিছানা বিশিষ্ট সেটাকে ৩০ বিছানায় পরিণত করা হয়েছে কাগজে কলমে। আমি শুনতে পেয়েছি—সেখানে পি, ডাব্লিউ, ডি,তে আমি জানি না অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কিনা। সেখানে প্ল্যান হয়েছে, এষ্টিমেট হয়েছে আমি জানি। আমি আশা করি এই বছরের মধ্যে সেই কাগুজে পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করা হবে। তারপর সেখানে যে ডাক্তার আছেন—কিছুদিন পূর্ব্বে সেখানে ৩ জন ডাক্তার ছিলেন এবং একজন ছিলেন গাইনোকোলজিষ্ট। তার মধ্যে একজন ডাক্তার ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছেন, দুইজন আছেন এবং অনতিবিলম্বে সেখানে যাতে একজন প্যাথলজিষ্ট দেওয়া হয় তার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা দেখেছি বহু ডিসপেন্সারী আছে যেখানে ইউনিসেফ মারফত মাইক্রোস্কোপ দেওয়া হয়। কিন্তু আমার সেই হাসপাতালে কোন রক্ত পায়খানা প্রস্রাব কিছুই পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেই। মাননীয় মন্ত্রী বা হেলথ ডিপার্টমেন্ট বলতে পারেন যেখানে মানুষ

নেই সেখানে যন্ত্রপাতি দিয়ে কি হবে। আমি বলছি, যিনি ডাক্তার আছেন কম বেশী ছোট্ খাট কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব হবে। একটা মহকুমা হাসপাতালে—যেখানে আরও ডিসপেন্সারী আছে সেখানে যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেখানে একটা মহকুমা হাসপাতাল খুলে জনসাধারণকে ধোকা দেওয়ার কোন জাষ্টিফিকেশান নাই কাজেই আমি মনে করি সেখানে একজন প্যাথলজিষ্ট দিয়ে, সেখানে একজন লেবরটরী এসিষ্টেন্ট দিয়ে সেখানে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে, এক্স-রে মেসিন দিয়ে যদি এই সাব-ডিভিশন্যাল হাসপাতালকে—শুধু অমরপুর নয় প্রত্যেকটা মহকুমাতে যদি এই রকম ব্যবস্থা না থাকে তাহলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যা আমি বলেছি স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে, লোক যদি চিকিৎসা না পায় তাহলে কি হবে আমি বুঝতে পারছি না। তারপর মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে বলতে হচ্ছে আমি এই হাউসে আরও বলেছিলাম যে চেলাগাংগের কথা। সেই চেলাগাংগের ডিসপেন্সারি পরিচালিত হচ্ছে একজন কম্পাউণ্ডার দিয়ে। তিনি কম্পাউণ্ডার, তারতো ডাক্তারি ফাক্তারি জানার কথা নয়। তাই আমি অনুরোধ করছি সেখানে যাতে একজন ডাক্তার দিয়ে দেওয়া হউক। যেখানে বহু রোগী ঐ চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছে। কিছুদিন হয় সপ্তাহে একদিন করে জীপ গাড়ী দিয়ে যায় প্রতি শনিবার, বাজারবারে—জেনারেল পাবলিকের যাওয়ার সুবিধা নেই। সেখানে শুধু বাজার বারের দিন একটা একটা জীপ গাড়ী যায়। এই হল সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেখানে কোন ডাক্তার নেই ইভেন সেখান থেকে একটা লোক অসুস্থ হয়ে পড়লে কোন গাড়ীর ব্যবস্থা—তাও নেই। তাই আমার অনুরোধ অন্তত: সেখানে একজন ডাক্তার দিয়ে সেই এলাকার জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য—আমাকে একটু সময় দিন স্যার—দূর করার জন্য যাতে অনতিবিলম্বে একজন ডাক্তার দেওয়া হয়। আর আমি লক্ষ করেছি ফেমিলী প্ল্যানিংয়ে যে সমস্ত হেলথ ভিজিটার আছে আমার মনে হয় কোন হাসপাতালে বা কোন ডিসপেন্সারীতে যে সমস্ত হেলথ ভিজিটার আছেন তারা ঠিক ঠিক কতটা ফেমিলি প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করেন সেই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। তাই আমি অনুরোধ রাখব হয় তাদের অন্য কোন ভাবে ইউটিলাইজ করা হউক অথবা তাদের যে কাজের জন্য রাখা হয়েছে সেই কাজে যাতে মনোনিবেশ করে সেই ব্যবস্থা হউক। এখন আমাকে বলতে হচ্ছে পশু পালন নিয়ে: পশু পালন ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমি এই হাউসে বলেছিলাম যে অমরপুরে গো প্রজনন-এর যে ব্যবস্থা সেখানে কোন উন্নত জাতের বৃষ নাই, যার ফলে সেখানে গো-প্রজননের পক্ষে সহায়তা করবে। আমি সেখানে আলাপ করে জেনেছি উদয়পুর থেকে সিমেন এনে আপাতত সেখানে কাজ করছে। আমার অনুরোধ এই ব্যবস্থায় ঠিক কতটা সুষ্ঠু ভাবে কাজ চলবে— উদয়পুর থেকে সিমেন আসবে তারপর সেখানে গো-প্রজনন চলবে—তাই আমার অনুরোধ অমরপুরে যাতে উন্নত ধরনের বৃষ রাখা হয় এবং গো-প্রজননের কাজটা যাতে সুষ্ঠু ভাবে হয় সেই ব্যপারে যেন মাননীয় মন্ত্রী একটু দৃষ্টি দেন। তারপর দুগ্ধ সরবরাহ সম্পর্কে বলতে হচ্ছে। আমাদের অম্পি, তৈদু থেকে প্রচুর দুধ তেলিয়ামুড়াতে এনে সেখান থেকে আগরতলা সাপ্লাই করা হয়। তাই আমার অনুরোধ আমি এখানে দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন জায়গাতে দুগ্ধ সরবরাহের জন্য ছোট ছোট প্রকল্প করা হয়েছে। কাজেই অমরপুরে ঐ সব এরিয়াতে ছোট ছোট প্রকল্প করে সেখানকার কৃষকদের বা যারা এই কাজে নিযুক্ত আছে এবং পাবলিকে যাতে সস্তা দামে ভাল দুধ পায় সেই রকম কোন পরিকল্পনা নিতে পারেন কি না দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আর শিল্প সম্পর্কে—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—স্যার, ওনলি ফাইভ মিনিটস—শিল্প। শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে শিল্পে যে সমস্ত আজকে অবনতির কথা হচ্ছে সেইটার সামাধান হবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি খান্দেশ্বরী মিল হয়েছে সেখানে আখের যোগান নেই, সেখানে কাঁচামাল সরবরাহ করা দরকার। আগামী দিনে ত্রিপুরাতে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট শিল্পের জন্য কাগজের কলের জন্য টাকা দিবেন কথা দিয়েছিলেন। এইটা আনন্দের কথা। কিন্তু আমার প্রশ্নো হলো এই যে টাকা দেওয়াটাই তো বড় কথা নয়। সেখানে যদি কাগজের কল করতে হয় তাহলে বাঁস ও ছনের প্রচুর দরকার যেটা আজকে উপজাতিরা ও অউপজাতীরা কেটে নষ্ট করছে, সেখানে যদি সায়েন্টিফিক ওয়েতে বাঁশ এবং ছনকে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে এই যে কাগজের পরিকল্পনা সেইটা কাগজেই থেকে যাবে স্যার। তাই আমার অনুরোধ যে সারা ত্রিপুরাতে যে ভাবে সারতে হয়েছে, তার থেকে যদি আমরা একটা প্ল্যান করি যাতে আরও প্রচুর বাঁশ ও ছনের চাষ হতে পারে তাহলে আমার মনে হয় ভাল হবে। খান্দেশ্বরী মিল যেমন ৬-৭ মাস চলে আবার বন্ধ হয়ে থাকে কাঁচামালের অভাবে এবং পাটের বেলায়ও ঠিক এই রকম যাতে না হয়। তাই আমি মনে করি যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে গিয়ে আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কাঁচামালের যোগান ঠিকমত দেওয়া যাবে কি না। তাই কাঁচা-মালের সরবরাহের ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠভাবে না থাকে তাহলে এই কারখানা যা যত কিছুই হোক সেইটা কোনদিন সাক্সেসফুল হবে না। উপজাতি, তপশিলী জাতি ইত্যাদি বড় বড় কথা বলছি স্যার। আমি লক্ষ্য করেছি ১৯৭৩—৭৪ সালে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল অমরপুর সাবডিভিশনের জন্য সেই অনুযায়ী অমরপুর থেকে তপশিলী জাতির জন্য হাউস রেন্টের জন্য এইখানে আগরতলাতে লিস্ট পাঠানো হয়েছিল। সেই লিস্ট কেটে দেওয়া হলো। আমি বুঝতে পারি নাই কি কারনে সেইটা করা হয়েছে। যদি কোন মহকুমার জন্য টাকা বরাদ্দ থেকে থাকে সেইটা বাজেট থেকে কেন কাঁটা হলো? কি কারণ? সেখানে কি তপশিলী জাতি, উপজাতির কোন প্রিভেন্স নেই? তাদের ডেভেলাপমেন্টের কি কোন প্রশ্ন নেই? অত্যন্ত দুঃখের সংগে আমাকে বলতে হচ্ছে যে তপশিলী জাতি যারা আছে তাদের নামে এই বৎসর টাকা এসেছিল কিন্তু একটি বেজও এইখান থেকে যায় নি স্যার। তারপর তপশিলী উপজাতির জন্য যে টাকা সেনশন হয়েছিল মার্চ্চ মাসের ২৫ তারিখে, আমি শুনতে পেয়েছি সেখান থেকে সেই মহকুমা শাসকের অফিস থেকে সেই টাকা ড্র করা হয় নি যার ফলে এই বরাদ্দকৃত টাকা, আজকে যাদের জন্য আমরা মায়া কান্না কাঁদছি উপজাতিদের জন্য সেই টাকা ড্র করিনি। সেই টাকা ফেরত গিয়েছে। তাই আপনার মাধ্যমে আমার তপশিলা উপজাতি মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ এই যে, এই যদি উনার অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের নমুনা হয়, এই যদি তপশিলী জাতি এবং উপজাতী উন্নয়নের নমুনা হয়, তাহলে আমি বুঝতে পারছিনা স্যার, কি অবস্থা হবে। তারপর আমি লক্ষ্য করেছি কিছুদিন আগে আমার অমরপুর সার্বডিভিশন থেকে কমপ্লেন এসেছে যে জুমিয়ার টাকা যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল তাদের জন্য সার, বীজ ইত্যাদি কিনার জন্য টাকা সেনশন গিয়েছে, টাকা ড্র হবে, টাকা পেমেন্ট হবে। তবে এইখান থেকে অর্ডার দিয়েছে, ইনষ্ট্রাকশন দিয়েছে যে ওদেরকে বীজ ইত্যাদি কিনে দিতে হবে। অমরপুর থেকে

পি, পি, ওকে বলা হলো যে তুমি বীজ সরবরাহ কর। কিন্তু সেখানে বীজ পাওয়া গেল না। তাই তাদেরকে বীজ, সার ইত্যাদি দেওয়া হলো না এবং সারও দেওয়া হলো না। অথচ এই সময়টাই ছিল ধান লাগানোর একটা মসুম। এই সিজন যদি চলে যায় তাহলে এই উপজাতীদেরকে টাকা দিয়ে কি হবে স্যার? তাই আমি অনুরোধ রাখবো এই যে শাসন ব্যবস্থার কতকগুলি খারাপ দিক সেটাকে সংশোধন করে অনতিবিলম্বে তপশিলী জাতি এবং উপজাতীর প্রতি আরও সুষ্ঠভাবে সরকারের পরিকল্পনা যাতে রূপায়িত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আজকে আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি রাইমাশর্মা থেকে, গণ্ডাছড়া থেকে যে সমস্ত উপজাতী আজকে সেখান থেকে উঠে এসেছে এই ডম্বুর বাঁধের ফলে, তাদেরকে সরকার তাড়াহুড় করে সেখানে কোন রকম ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স না নিয়ে সুষ্ট কোন পরিকল্পনা না নিয়েই তাদেরকে উঠিয়ে এনেছেন। কাজেই তার, আজকে অসহায়। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি যে উপজাতীদের যদি কিছু দিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা না করা হয়,এরা যদি সব সময় আমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকে, সমাজের একটা অংশ যদি সবসময় অনগ্রসর হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এই যে পরিকল্পনা, আমাদের এই যে চেষ্টা আমরা কি করে যে রূপায়িত করতে পারবো সেইটা আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—স্যার আমাকে আর একটু সময় দিন। কারণ এই অমরপুর সাবডিভিশন থেকে আজকে এই হাউসের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করার আর কেহ নেই স্যার। তাই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আর অনেক সদস্য আছেন তাদেরকে তো বলতে হবে। তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—তারপর আজকে আমরা যে পরিকল্পনার কথা বলছি, এই তপশিলী জাতি ও উপজাতীদের উন্নতির জন্য, আমরা দেখেছি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে তপশিলী জাতিদের মধ্যে শতকরা ১৬ জনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য স্যার, অমরপুরে চেলাগাং বলে একটা জায়গা আছে যেটা আমাকে বার বার বলতে হচ্ছে, সেই এলাকাতে আমাদের ৪ জন বেকার আছে, এই ৪ জনই তপশিলী উপজাতী এরা প্রত্যেকেই আজকে ৪/৫ বৎসর যাবৎ বেকার আছে। সেখানে একটা ছেলের চাকুরী হয় নি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এইভাবে যদি বৈমাতৃসুলভ মন নিয়ে কাজ করেন তাহলে একটা অনগ্রসর জাতীকে অগ্রসর করা যাবে না স্যার। তাছাড়া কর্ম্ম বিনিয়োগ ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের গত তিন বৎসরের বাজেট ভাষণ যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যায় যে সারা ত্রিপুরাতে প্রায় ১২ হাজার লোক নুতন চাকুরী পেয়েছে। উনার বক্তব্য থেকে আমি বলছি স্যার, কতটুকু সত্য মিথ্যা আমি জানি না। কিন্তু আমার বক্তব্য যে অমরপুর ছিল সাবডিভিশনে ১৯৭২-৭৩ এবং ৭৩—৭৪ সালে কিছু কর্ম বিনিয়োগ হয়েছে স্যার, সেইটা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ১৯৭৪—৭৫ সালে অমরপুরে

আমার জানা মত কোন লোকের চাকুরী হয় নাই। তাই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখবো যে অনগ্রসর এলাকা যেটা উপজাতী অধ্যুষিত এলাকা, যেখানে শতকরা ৯৯ জন রিফিউজী এসে জায়গা নিয়েছে সেখানে যদি আমার সাবডিভিশনকে তুলনা করি তাহলে আমি মনে করি, তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। যে দুস্থ কৃষক থালা বাসন বিক্রী করে, বন্ধক দিয়ে, যে মা তার গহনা বন্ধক দিয়ে তার ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়েছে সেই দুঃস্থ পরিবারের দিকে লক্ষ্য রেখে, এই রকম পরিবারের ছেলেপিলেকে যদি চাকুরী না দেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করি তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। তাই আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখছি যাতে এই মন্ত্রীরা এই দিকে লক্ষ্য রাখেন। সমবায়ের যে প্রচেষ্টা সেইটা অত্যন্ত ভাল জিনিষ। কিন্তু অনেক সমবায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানকার প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী যারা আছে তারা এত করাপটেড হয়ে গেছে যার ফলে সাধারণ মানুষ তারা সমবায়ের বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই সমবায় ডিপার্টমেন্ট এবং বিভিন্ন সংস্থাগুলি যদি আরও অ্যাকটিভ বা গিয়ার আপ না করা হয় তাহলে স্যার, এই যে সমবায় মোভমেন্ট সেইটা সাকসেসফুল হবে না। এবং কৃষির ক্ষেত্রে তাদের ডেভেলাপমেন্ট করার যে সম্ভাবনা আছে সেটা না করা হলে তারা পিছিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। আমি লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রে বেশ ডেভেলাপমেন্ট হয়েছিল। এবং সেই ডেভেলাপমেন্ট অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে প্রায় সাড়ে আড়াই ভাগ টাকা আমরা বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজে ব্যয় করতে পেরেছি বলে আমরা আনন্দিত। ঋণ বাবদ সরকারের যে টারগেট ছিল ১.৫০ কোটি টাকা সেটা ১.৫৬তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা খুবই শুভ লক্ষণ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করে ফেলেছি। আমি আমার বক্তব্যের উপসংহারে বলছি যে আজকে আমি খোদ অমরপুরের যে চিত্র আপনার মাধ্যমে হাউসে তুলে ধরে সেই সঙ্গে আমি আরো দু, চারটি কথা আমি হাউসে বহু বার বলেছি। অমরপুরের বাজার ......

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি ডিমাণ্ড উয়াইজে আপনার আলোচনা করুন। আরো বহু লোক বলার আছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—আমি তাই বলছি স্যার।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, তাই বলুন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—আমার অমরপুরের বাজার সম্পর্কে জনসাধারণের ডিমাণ্ড কি? যে জনসাধারণের কথা সরকারকে বলেছি যে তারা সরকারকে রেভিনিউ দিচ্ছে সেখানে এখন কোন বাজারের ব্যবস্থা নাই। তাই আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করেছি অনতিবিলম্বে সেখানে একটি সুন্দরভাবে বাজার করে দেওয়া হোক যাতে সেখানকার জনসাধারণ গাড়ী চাপা পড়ে মারা যাবার হাত থেকে রক্ষা করা হয়। এবং সেই সঙ্গে আমি আরো বলব অনতিবিলম্বে সেখানে যাতে একটা মোটর ষ্ট্যাণ্ড করে দেখা হোক। এই বলে আমি বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকারঃ — বিণয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিণয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজ এই বিধান সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার ১৯৭৫-৭৬ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন সেই ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি। ১৯৭৫-৭৬ সালের ব্যয় বরাদ্দে মোট ৫৪ কোটি, ২৯ লক্ষ, ৫৭ হাজার টাকা। হয়তো শুনতে এটা একটা বিরাট টাকার অঙ্ক। কিন্তু বর্তমানে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে, সমস্ত দিকে বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে, ত্রিপুরার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখলে আমি মনে করি এই টাকা প্রচুর নয়। আমরা কোন ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট রচনা করছি? আমরা বাজেট রচনা করেছি আজকের ত্রিপুরার। যে ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষের খাদ্যের অভাবে প্রাণ শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। অগণিত জনতা পাহাড়ের ভিতরে তাদের খাদ্যের জন্য ঘুরছে ফিরছে। তাদের বাঁচার সংগ্রামে যে জায়গা জমি, নিজের রুজি করে যে বাঁচবে তার সংস্থান আজ বন্ধ। আমাদের এই ত্রিপুরার বাজেট রচনা করতে গিয়ে পরিকল্পকরা পরিকল্পনা তৈরী করেছেন কাদের স্বার্থে? এই ত্রিপুরার মানুষের দিকে চেয়ে দেখেছি, আমি বাজেট রচনা কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা, বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছে। আমি আশা করব এই প্রকল্প এবং পরিকল্পনাগুলি যথাযথ ভাবে রূপায়িত করে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ যাতে তারা তাদের জীবন সংগ্রামে সুখে শান্তিতে অগ্রসর হতে পারে। অনেক সময়ে অনেকে বলে থাকেন যে, ২৫ বছরে, ২৭ বছরে এই কংগ্রেসী রাজত্বে কি হয়েছে? যারা এই কথা বলেন তারা হয়তো নবাগত। এই দিক দিয়ে আমি বলব ভারতবর্ষের অতীত যদি জানা থাকে তাহলে ত্রিপুরায়, বর্তমান ত্রিপুরায় ২৭ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে কি হয়েছে তা ত্রিপুরার রূপরেখা দেখলেই বুঝা যাবে। তাই এই কথা স্বীকার করা যায় না। আমরা দেখতে চাই আমাদের বাজেটের টাকা যথাযোগ্য ভাবে ব্যয় হওয়া। আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী হতে পারত যদি কর্মচারীরা সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতেন ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য। আবার কেহ কেহ বলেছেন যে গতানুগতিক বাজেট। এই গতানুগতিক হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। মানুষের যে নীতি এবং রীতি আছে তা সব সময়ই চিরন্তন সত্য, এবং চিরদিন ছিল আবহমান কাল থেকে। তার কতগুলি প্রয়োজন আছে। এগুলির পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায়, পরিকল্পিত রাজনীতির ক্ষেত্রে তার অনেক কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। কাজেই এইগুলি অবস্থা বিপর্যয়ের সাথে সাথে এবং সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের জীবনটাও অনেকটা গতানুগতিক। কাজেই বাজেটকে গতানুগতিক না বলে আমি বলতে পারি বাজেটের মধ্যে প্রয়োজন এবং উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে দ্রব্য মূল্য যে হারে উর্ধগতির দিকে উঠছে, সেই তুলনায় আমাদের ভৌগলিক যে অবস্থা তার দিকে লক্ষ্য রাখলে আরো টাকা আমাদের পাওয়া উচিত ছিল। আমি এখানে এ কথাই বুঝি যে আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে বর্তমানে বিদ্যুৎ এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থায় কৃষির কাজ। এই কাজগুলি যদি করতে হয় তাহলে সেচ ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ কারা? গ্রামের মানুষ নিশ্চয়ই। গ্রাম ভিত্তিক এই যে ত্রিপুরা, এই গ্রামে কারা বাস করে? যারা বাস করছে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে কৃষক।

গ্রামীন কুটির শিল্প। আজকে গ্রামীন কুটির শিল্প নিজীব। অতীতের সেই কুটির শিল্প আর আজ বেঁচে নেই। আজকে গ্রামের মানুষের সভ্যতা মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে। ইণ্ডাষ্ট্রি যেভাবে গড়ে উঠছে শহরাঞ্চলে তাতে গ্রামীন এই ক্ষুদ্র শিল্প আজ মৃত্যু মুখে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রাম যদি না বাঁচে তাহলে শহরের এই যে সুন্দর যে সৌষ্ঠব তা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে না। সেই গ্রামের রাস্তা ঘাট, গ্রামের উন্নতি এইগুলির উপর নির্ভর করে ত্রিপুরার উন্নতি। সেই গ্রাম ত্রিপুরা ব্যবস্থায় আমরা যা দেখি তাতে দুঃখও লাগে আবার ব্যথাও লাগে। কোথায় তার রাস্তাঘাট কিভাবে আছে? আমরা দেখি কিছুই ঠিক নেই,

শিক্ষা। আমরা দেখি যে স্কুল ঘরে ছাত্ররা পড়ে। কারা পড়ে? ছোট ছোট ছেলেরা ওরা কারা? শিশু। সহজ, সরল, সবুজ, সুন্দর শিশু। যারা আমাদের ভাবী ভারত। তাদের উপর গৌরব নির্ভর করে আছে। এই যে সবুজ শিশুরা পড়তে যায় তাদের সেখানে স্কুলে ঘর নেই বসার জায়গা নেই। বাইরে রৌদ্রতে বৃষ্টিতে তারা পড়তে যায়। এই কি সেই কচি মানুষের মনকে পড়ানোর পদ্ধতি? যাদের উপর নির্ভর করে আছে দেশের উন্নতি। তাদেও সুন্দর ভাবে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হবে. কাদের দায়িত্ব নিতে হবে? আমরা যারা এম এল, এ, আছি আমাদেরও দায়িত্ব আছে তাকের মানুষ করার যারা অভিভাবক, যারা কর্মচারী তাদেরও কম দায়িত্ব নয়। আমি দেখেছি একটা স্কুল ২। ৩ বছর আগে ঝড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। দুই বৎসর যাবতই তার সংস্কার করা হচ্ছে। আমি জানি এই ত্রুটি মন্ত্রীর নয়। মাঝখানে যারা আমলা আছেন যারা ফাইল ঘাটছেন তাদের ত্রুটি। এই ফাইলে আবার আছে লাল সুতোর ফাঁস। আমরা চাই এই লাল ফিতার বাঁধন থেকে দরজা মুক্ত করতে। আমরা চাই সরকার যতটুকু চায় তা যেন ঠিক ঠিক ভাবে করা হয়। একটা বাজেট রচনার মধ্যে যদি যা কিছু পরিকল্পনা আছে তা যদি আমরা ঠিক ভাবে জনতাকে দিতে পারতাম তাহলে আমি সুখী হতাম। কিন্তু তা সব্বত্র হয় না।

হাসপাতাল। কাদের জন্য হাসপাতাল? আমরা যারা এখানে এসেছি, যারা মন্ত্রী তাদের জন্য,তারাতো বড় লোকের ছেলে নয়। তারাতো বিরাট বড় লোক বা জমিদার বংশের ছেলে নয়। এটা অনেকটা এরকম হয়েছে আমি একটা ছোট্ট কথা বলি। একটি নার্স যখন তার প্রথম সমাজ জীবন শিক্ষা নিতে যায় এবং তার বাড়ীর আশে পাশে রোগী দেখতে যেমন তার বিবেক জেগে উঠে, কোন রোগী জল চেয়ে রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করলে তার মন যেরকম কাঁদে, কিন্তু নার্স হওয়ার পর থেকে অসংখ্য রোগীর চাপে আস্তে আস্তে তার গা সওয়া হয়ে যায় এবং তারপর রোগীটি চীৎকার করলেও তখন তার মনে লাগে না। তেমনি ভাবে আমরা যারা এখানে আছি তারা যদি মনে করি এই জনতার দাবী চিরদিনই ছিল, চিরদিনই থাকবে এবং এই দাবী যতটুকু পারি দিয়ে যাবো এবং বার বার শুনলে পরে একটু দিয়ে যাবো একথা ঠিক নয়। এটা প্রতিনিধিত্ব মূলক রাষ্ট্র বলা যায় না। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের দাবী অবজ্ঞা, অবহেলা ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। আমরা বলি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, আমরা শোষণ নীতির মুক্তি, অবিচারকে দূর করতে, এবং দারিদ্র থেকে জনতাকে মুক্ত করতে। এই আমাদের ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বান। কিন্তু সেই আহ্বানে যারা সাড়া দেয় না তারা কি, তারা কি বিবেচনায়

ভারতীয় চিন্তা ধারার শত্রু নয় ? সে আমলা কর্মচারী হোক আর যাই হোক, সে নিশ্চয়ই শত্রু। ভারতকে সুখী সমৃদ্ধশালী করতে গেলে যে জন তার বলিষ্ঠ মনের প্রয়োজন, সহযোগিতা প্রয়োজন, যে কৃষকের বলিষ্ঠ বাহু আমাদের কৃষিকে উন্নত করবে তাদের উন্নতি তাদের সুস্থতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমি বলছি যে ত্রিপুরার উন্নতি কৃষি ভিত্তিক হওয়া উচিত এবং শিল্পও আজকে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই কৃষি করতে গেলে বিদ্যুতের প্রয়োজন, কিন্তু আধুনিক পরিকল্পনায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি সেচ ব্যবস্থা আজও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেচ বিদ্যুতের ঘাটতি আজও আছে। সারের অভাব আছে। প্রচুর সার দেওয়ার সম্ভাবনা এখন আর নেই। কিন্তু আমরা সতটুকু দিতে পারি যেমন বোরো ধান চাষের সময়ে যে মেসিন গুলি দিই সেগুলো যাতে চালু থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। সেচ নিয়ে ভি. এল. ডবলু ঠিক ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা কে দেখবে ? এগুলি দেখা দরকার. কর্মচারী ঠিক ঠিক কাজ করছে কিনা সেগুলিও দেখা দরকার। আমি কৃষির জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রার্থনা করবো যে বিরাট বিরাট যে মাঠ সেই মাঠগুলি সেচ নিয়ন্ত্রণে আসলে পরে ত্রিপুরার যে খাদ্য সমস্যা তা অনেকটা সমাধান হবে সেদিকে আগে লক্ষ্য রাখা দরকার। যেখানে বড় বড় নদী আছে সেখানে পাম্পিং সেট বসিয়ে, ডিপ টিউব ওয়েল ইরিগেশান করা দরকার। গ্রামেও কোথাও কোথাও ইরিগেশান হয়েছে এবং সেখানে ডিপটিউব ওয়েল ইরিগেশান করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। এটা ঠিক হয়নি। সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি কাউকে আক্রমণ করছি তা নয়। দেশ গড়ার মনোভাব নিয়ে আমি বলছি সেখানে ভুলত্রুটি বা যা ঠিক হয়নি তাই বলছি। এইগুলো আমি কোন অন্যায় বলে মনে করি না। কৃষির দিকে যদি আজকে অগ্রসর হতে চাই তাহলে এগুলো আমাদের লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার এবং সেখানে কোন গোষ্ঠিগত হওয়া উচিত না বা কোন রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে কাজ করা উচিত না। যে মাঠ ত্রিপুরাকে বেশী ফসল দেবে সেই মাঠকেই আমাদের আনতে হবে গ্রামের পরিকল্পনায়। আমরা শিল্প নগরী গড়েছি অনেকখানে কিন্তু সব জায়গাতে শিল্প নগরী গড়ে উঠা সম্ভব নয়। শিল্প নগরী গড়ে তুলতে হলে তার জন্য রেল লাইন দরকার আছে। কাচা মাল আমদানি রপ্তানি এবং ব্যবসার যে সব বানিজ্যিক অবস্থার জন্য বিভিন্ন পাওয়ার না পাওয়ার সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন আছে। আমি জানি ধর্মনগরে এসব কাজ করার পক্ষে একমাত্র জায়গা। সেখানে এর অনেক কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার রাজ্যে কেন এ চিন্তা আজও রূপায়িত হোল না যেখানে অন্যান্য জায়গায় শিল্প নগরী গড়ে উঠলো, কিন্তু ধর্মনগরে গড়ে উঠলো না। কেন বাস্তববাদীর দ্বারা পরিচালিত করা হচ্ছে এই পুষ্ট চিন্তাধারা ? আমার এখনও বুঝতে অসুবিধা হয় এই যে প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গড়ার জন্য সরকার যে জায়গা কিনেছেন, রিকিউজিশান করেছেন, কিন্তু বছরের পর বছর গেল তার একুজিশান করতে, বিল্ডিং তুলতে এবং তার সেংশান পেতে। জনতার পরিকল্পনা কাগজে রাখাই কি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এদিকে জন্ম হার বাড়ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে, এদিকে আবার মানুষের কর্মের সুযোগ করে দিতে হবে। আমি বলব, বলার সাথে যদি কর্মযোগ ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে বলে আর লাভ হবে না। জনতার রায় যে বেতন ভুক্ কর্মচারী শুধু বৃটিশ আমলের কর্মচারী নয় তাদের চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে থাকা উচিত যে জনতার প্রয়োজনে

আমি কাজ করতে এসেছি, এই জনতার শ্রম লব্ধ অর্থে আমি পুষ্ট হচ্ছি। তারা কেন শ্রম দেয় না, বিনা শ্রমে তারা খায়। তারা খায় বুদ্ধি বৃত্তি বিক্রী করে। অথচ যে শ্রমিকের দ্বারা আমার দেশ গড়ে উঠেছে শিল্প বানিজ্য এবং কৃষিতে। যে খাদ্য অভাবে আজ সারা ত্রিপুরা তোলপাড়, যে খাদ্য অভাবে আজ এসেম্বলি গরম সেই খাদ্য উৎপাদনে যদি কারো কারসাজি থাকে বা কোন টাকা ছিনিমিনি হয়, সে রাষ্ট্রদ্রোহী, এর জন্য সুষ্ঠুবিচার হওয়া উচিত। কর্মচারীদের বেতন ন্যায়সঙ্গত করা উচিত আমি বলব এবং বলছি, কিন্তু কর্মচারীদের শুভ দৃষ্টিভঙ্গি রেখে জনতার কাজ করা উচিত যে জনতার জন্য তাদের এই কর্মধারা। মাস কাবারে বেতন পাওয়ারত কোন অসুবিধা হয় না। সে কাজ ঠিক ঠিক মত করে কিনা তার হিসাব নিকাশ করা হয় না। তাহলে কি হচ্ছে, সাধারণ গরীব মানুষ কি দেখছে যে যারা শিক্ষিত, যারা পেটি বুর্জোয়া ছিল তারাই নিচ্ছে সব। তাই তার মনে আত্ম জিজ্ঞাসা হয়, সুযোগ পায় বিরোধী দল। যারা বিরোধী দল তারা সম্পূর্ণ সর্বদা সচেতন এবং আমরা অসহায় আমরা চাই বা কংগ্রেস চায় মানুষের প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু অসহায়, কাদের জন্য অসহায়, তাই আমি বলছি এই শোষন থেকে মুক্তি চাই, এই অবিচার থেকে মুক্তি চাই। একথাতো সবাই বলে, প্রত্যেক নেতা বলেন, প্রত্যেক মন্ত্রীরা বলেন প্রত্যেক গ্রামের লোকেরা বলে কিন্তু মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খা আমাদের যত বিপ্লব ইচ্ছা তা পূরণ হয় না এই পূরণ হয় না বলেই আমাদের মনে জিজ্ঞাসা এবং কোন কোন সময় হয়ত আমরা এইভাবে কথা বলি, কিন্তু এগুলি শ্রুতিকটু। আজকে কোথায় গড়ে উঠতে পারে কুটির শিল্প, না হলে পরে আমার তাঁতি, কুমার, মিস্ত্রী আছে তারা আজকে অসহায়। আজকে ত্রিপুরায় হাজার হাজার উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে, তার লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিপুরায় যে ভৌগলিক অবস্থা তার জমি যে পরিমাণ তাতে ত্রিপুরা আজ অসহায়। এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। এটা একটা জরুরী কালীন অবস্থা এই এলাকার কথা আমাদের চিন্তা করা দরকার। তাই বলতে চাই অল্পতে আমি সন্তুষ্ট নই, সুতরাং এই বাজেটে আরও টাকা রাখা উচিত ছিল। গ্রামীণ যে জনতা আছে তারা ১/২ কানি জমির মালিক, এই ১/২ কানি জমি দিয়ে তারা কি কাজ করবে? সেখানে তাদের কাজ দিতে হবে গ্রামটা যাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। কংগ্রেসের যে চিন্তা ধারা ছিল ওই গ্রামে যদি শিক্ষিত লোক বাস করতে পারে, ওই গ্রামটাকে যদি সুন্দর করে গড়তে পারি তাহলে শহরের উপরে চাপ কমবে। আজ তারা অবহেলায় অবজ্ঞায় অনেক দূরে থাকছে সহর থেকে, সহরের মানসিকতায় যে মানুষ তৈরী হচ্ছে তাদের কাছে তারা হবে শোষিত, লাঞ্ছিত গ্রামের উন্নতি করতে কৃষি উন্নতি করা দরকার তার জন্য দরকার হবে শিল্প। যতটুকু সেই গ্রামে হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। গো-সম্পদ হোল বড় সম্পদ। এই গরুই হোল কৃষকের হাতিয়ার। এই গরু বাছুর যদি পুষ্ট না থাকে, যদি ট্রিটমেন্ট না পায় তাহলে শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার সামনে একটা অঞ্চলের কথা তুলে ধরছি। ব্রজেন্দ্রনগর অঞ্চলে রাণীর বাড়ী এলাকাটা সমস্তটাই বাংলাদেশের বর্ডার অঞ্চলে। যুদ্ধকালীন সময়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অপর রাষ্ট্রের দুর্বৃত্তদের দ্বারা লুন্ঠিত, অত্যাচার, চুরি হারমাদি সমস্ত কিছু চলছে। কাজেই একটা সেই সময় থেকে সেটা একটা দুর্বৃত্ত অঞ্চল হিসাবে গড়ে উঠেছে।

অসহায় সেখানকার মানুষ। একটা কৃষকের দুই কানি জমি আছে, তাতে হাল দিয়েছে, পরদিন বৃষ্টি হয়েছে, ঘুম থেকে উঠে দেখল তার গরু নাই। একজন কৃষক, জমিতে সে চাষ করেছে, পরের দিন চাষ করবে, কিন্তু পরের দিন দেখল তার গরু নেই। এমনি বিভীষিকার রাজত্ব চলছে সেখানে। এমনিভাবে একজন কৃষক তার সম্পদ হারিয়ে তার একমাত্র কৃষি যন্ত্র হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে। একটা গরুর দাম ৬/৭ শ' টাকা। তারা চায় তা থেকে মুক্তি, কিভাবে তারা সেখানে বাঁচতে পারে। আর গো চিকিৎসারও সুযোগ দিয়েছে সরকার, যথেষ্ট দিয়েছেন। আমি দেখছি যে এপিডেমিক লাগলে পরে পশু হাসপাতালের ডাক্তার গ্রামে গিয়েছে, ঔষধ দিয়েছে। কিন্তু আমি দেখেছি সেই চেষ্টা আছে কিন্তু পাশাপাশি আমি দেখছি বৈজ্ঞানিক প্রথায়— •

(At the moment the quorum bell was rang and after the quorum was constituted again the Hon'ble member having the floor began his speech.)

মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাই আমি দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি চাই এই অঞ্চলে কৃষি কাজ করে যে প্রচুর দরিদ্র লোক আছে তার খেতে পায় না, অনেক লোক তিন দিন চার দিন পর্যান্ত না খেয়ে আছে। সেখানে কাজও নেই, সেখানে কাজ দেওয়া উচিত। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনার মাধ্যমে একটা করুণ চিত্র আপনার সামনে তুলে ধরছি। আমি এই হাউসে ত্রিপুরার সম্প্রদায় থেকে যে নীচে পড়ে আছে সেই সম্প্রদায়ের কথা বার বার হাউসে বলেছি। এক বছর নয়, দুই বছর নয়, কয়েক বছর সমানে বলেছি। কারা তারা ? আপনারা জানেন শব্দকর সম্প্রদায়। বোধ হয় ত্রিপুরার মধ্যে পশ্চাদপদ অবহেলিত, অবজ্ঞায় যারা পড়েছিল পেছনে, তারা এই সম্প্রদায় যাদের কেউই নেই শিক্ষিত, কেউ করেনা চাকরী যারা কারো কাছে মুখ খুলে কথা বলতে পারে না, যার বড় বড় জমিদার, যারা বড় বড় তালুকদার তাদের বুচকা বইত, তাদের ভার বইত। এমনি সম্প্রদায়, আজকে যে ভারতবর্ষ চিন্তা করে আমার যে ছোট ভাই আছে তাদের আমি উন্নতির পথে টেনে নেব, একটু আগে বি, দাস বাবু যে বলেছিলেন সিডিউলড কাষ্টের কথা, চীৎকার দিয়ে বললেন। কিন্তু ঐ যে অসহায়, অল্প লোক, বেশী লোক নয়, তাদের জন্য বহু চেষ্টা করে ১৯৭২ সালে আমি বললাম যে তাদের বসবাসের একটা স্থান দাও, তাদের ঘর নাই বাড়ী নাই, কিছুই নাই, তারা কিছু চাষ বাসও জানে। '৭২ ইং সন থেকে প্ল্যান তৈরী হল এবং জঙ্গলের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল এবং তাদের প্রথম কিস্তি দেওয়া হল, তারপর আজ পর্য্যন্ত তাদের দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হয় নাই, এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ডলেস হিসাবে তাদের বসানো হয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, কার কাছে এই কথা জানাব, অবহেলিত যারা, অসহায় যারা, সমাজের সবচেয়ে যারা নীচে পড়ে আছে, যাদের কান্নায় আমরা হয়েছি বিভোর, যাদের জন্য আমরা কংগ্রেস এবং দেশকে গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের জন্য আপনার সামনে তুলে ধরছি যে ১৯৭২ সনে য স্কীম ছিল, ফার্ষ্ট কিস্তি দেওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত যদি দ্বিতীয় কিস্তি না পেয়ে থাকে, তাহলে এই স্কীমের কি সার্থকতা ? কিভাবে তারা পুনর্বাসন পাবে ? কে কৈফিয়ত করবে তার, কে জিজ্ঞাসা করবে

তাদের অবজ্ঞার জন্য ? আমি চাই ঐ দায়ী কর্ম্মচারীর শাস্তি হোক. সরকারের পরিকল্পনা, সরকারের চিন্তা ধারা, জনতার কাছে আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি, অপদস্ত হচ্ছি আমরা যারা কংগ্রেসের পক্ষের তারা অবজ্ঞায় দুর্ণাম পাচ্ছি। কেন পাচ্ছি ? কার জন্য ? মন্ত্রী পরিষদ স্কীম করেছেন, টাকা তো বাজেটে রেখেছে। টাকা বাজেটে রয়েছে। তাই বলছি বাজেটে টাকা থাকলে কি হবে ? এই টাকা কেন ওদের কাছে গেল না ? কেন '৭, এ প্রথম কিস্তি দেওয়ার পর ৭৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হয় নি ? ৬০০ টাকা দেওয়ার পর সেখানে জঙ্গল সাফ করবে, ঘর তুলবে। তারপর বর্ষাকালে জমি চাষ করবে। কোথায় বর্ষা চলে গেল, শীত চলে গেল, সে কি করে থাকে ? আজ তারা ভিক্ষা করছে, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে. আজকে তারা ভিক্ষা করে, ঘুরে বেড়ায়. আমাকে দেখলে বলে— আপনি তো অনেক কিছু বলেছেন, আমরা তো বাঁচি না, আমাদের বাঁচান, কি করে বাঁচব ?' কোথায় বলব ? বলেছি এই হাউসে, বার বার বলেছি, বলেছি এস, ডি, ও, কে, বলেছি উপরে। কোন প্রতিকার হয় না। ওরা কি মানুষ নয় ? ওরা কি ভারতবর্ষের নাগরিক নয় ? এই কি হয়েছে কংগ্রেসের চিন্তাধারা ? মন্ত্রীরা তো করেছেন। মন্ত্রীদেরই তো দোষ। গালাগালি খাবে মন্ত্রী। গালাগালি খাবে এম, এল, এ,। কোন্ কর্ম্মচারী দায়ী ? এক কিস্তি দেওয়ার পর কেন দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হয় নাই ? কি তাদের কৈফিয়ত ? আজকে আমরা তো রাজার দালানে বসে আলোচনা করছি। দাবী নিয়ে জনতা যখন আসত মহারাজা খুশি হলে দিতেন, খুশী না হলে না দিতেন। বলার কোন অধিকার ছিল না। আজকে আমরা জনতার দাবী নিয়ে এই হাউসে বলেছি, মহারাজার কাছে নয়, যে সরকার জনতার দ্বারা গঠিত যে সরকার তার কাছে। একবার নয়. বার বার বলেছি, দাবী আছে, অধিকার আছে। এটা মহারাজার দালানে থাকলেও মহারাজা ইচ্ছা হলে দেবেন, ইচ্ছা না হলে দেবেন না এই প্রশ্ন নেই। কাজেই আমাদের জনতার দ্বারা গঠিত সরকারের কাছে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা সেই দাবী তুলে ধরেছি। কিন্তু আমাদের দাবীর কিছুই হয় না। এখানেই আমার ব্যথা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। ত্রিপুরাতে মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কম নয়। আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চ মাদ্রাসা করবার জন্য আবেদন রেখেছিলাম. এবারকার বাজেটে আমি তা দেখিনি। আমি আবেদন রাখব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাদ্রাসার জন্য যাতে তিনি চেষ্টা করেন।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এখানে আমার অঞ্চলের কতগুলি রাস্তার জন্য বলছি। ধর্ম্মনগরে যে কুর্তির রাস্তা, বহু হাজার হাজার লোকের বস্তি, তার জন্য বহু চেষ্টা করেছি, হয় নি এই জনসাধারণ, গাড়ীর রাস্তায় অনেক দূর যাওয়া যায়, যারা গাড়ী দৌড়ায় তাদের পক্ষে লম্বা দুরত্বের রাস্তা চলতে কোন অসুবিধা নাই। আর যারা পায়ে হেঁটে চলে তাদের পক্ষে দূরত্বটা কম হলে অনেক সুবিধা হয় সাধারণ লোকের পক্ষে। বাজারে যাওয়া, চলাফেরাতে অনেক সুবিধা হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি বাগান সম্বন্ধে। আজ পর্যন্ত আমাদের বাগানের সেটেলমেন্ট হয়নি। বাগানের কত জমি থাকবে বাগানের মালিকের হাতে তা এখনও সেটেলমেন্ট হয় নি। আমার অঞ্চলে কতগুলি বাগান আছে, রাতার বাজার, মহেশপুর, ধিয়াংছড়া. এইসমস্ত অনেকগুলি বাগান আছে। বর্ত্তমান সেটেলমেন্টে তারা কতটুকু জমির মালিক হবে তা

আজ পর্যন্ত ঠিক হয় নি এবং সাথে সাথে দীর্ঘদিন যাবত তাদের যে খাজনা তাও বন্ধ হয়ে রয়েছে। আগেও আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই যে বাগান সেগুলিতে দেখা যায় কিছু কিছু জমিতে আবাদ হচ্ছে বাগানের সংলগ্ন এলাকায়। আর একদিকে ল্যাণ্ডলেস যারা আছে, যারা ভূমি পাচ্ছে না তারা বসতে পারছে। আর এক দিকে বাগানের লোক বলছে এই জমি আমাদের। এই নিয়ে মামলা মোকদ্দমা ফৌজদারী বছরের পর বছর চলছে। সাধারণ লোক এই বাগানের মালিকদের কাছে হেনস্থা হচ্ছে। অথচ সরকার তাদের নির্দিষ্ট করে দিয়ে দেন নি যে বাগানের কতটুকু তারা রাখতে পারবে। তা যদি করতেন তাহলে তাড়াতাড়ি এটার সমাধান হয়ে যায় এবং গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে যে এই জায়গা আমার নেওয়া উচিত কি উচিত নয়। আমি এটা বার বার বলেছি। আমি আবার আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি যে মারামারি ইত্যাদি যেভাবে চলছে, সাধারণ মানুষ তাদের সংগে আরও কিছু মানুষ যে মানসিকতা নিয়ে আসছে এটা শুভ লক্ষণ নয়। এই জন্য আমি অনুরোধ রাখছি আপনার মাধ্যমে যে এই বাগানের সম্পত্তিগুলির তাড়াতাড়ি সেটেলমেন্ট করা হউক এবং তার একটা নির্দিষ্ট সীমা রাখা হউক।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটা কথা বলছি, সেটা হল আমরা অনেক সময় দেখি যে লেবার যারা, যারা চিরদিনের লেবার, যাদের লেবারী করেই দিন চলবে। তাদের জন্য আমরা কোথাও দেখছি চা বাগানের মধ্যে বিল্ডিং আছে তাদের সেখানে থাকার সুযোগ আছে। অথচ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগানগুলিতে সেই সুযোগ নাই। কিন্তু আমরা জানি যে সরকারের তাদের জন্য কিছু টাকা দেওয়ার চিন্তা আছে, অথচ বাগানগুলি সেই টাকা নিচ্ছে না এবং লেবারদের জন্য ঘরদোর বানাচ্ছে না। তাই আমাদের এই লেবারগুলি কি চিরদিন পশুর মত থাকবে? তাই আমি আবেদন রাখব লেবার মিনিষ্টারের কাছে যে, যে সমস্ত বাগান কিছুটা সচ্ছল আছে তারা যেন লেবারদের জন্য লেবার-সেড করার জন্য সরকারের সাহায্য দেওয়ার যে রীতি আছে, সেই সাহায্য নিয়ে সেডগুলি করে দেয় এবং তা করলে পর ঐ লেবারগুলি মানুষের মত থাকতে পারবে এবং বাঁচতে পারবে। আমি অনুরোধ রাখছি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতিদের সম্পর্কে এখানে অনেক কথা বলা হয়, কাজেই আমি নুতন করে কিছু বলছি না, তবে আমি এটুকু বলছি যে আমার সেখানে কয়েকটা উপজাতি অঞ্চল আছে। আমাদের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীও সেখানে গিয়ে দেখে এসেছেন। আমি বলেছি যে সেখানে ইন্‌রাল বলে একটা পাহাড় আছে, সেখানে অনেকগুলি উপজাতি আছে এবং সেখানে একটা কলোনি করা যেতে পারে। সেখানে একটা আদর্শ কলোনি করা যেতে পারে এবং সেই আদর্শ কলোনি করার জন্য বাজেটে টাকাও রাখা হয়েছে। নামটা হচ্ছে আদর্শ কলোনি, কিন্তু সেটার ইন্সাইডের অবস্থা দেখলে বুঝা যাবে যে সেই আদর্শটা ভাঙ্গলো কে, ঐ আদর্শ কি সাধারণ লোকগুলি ভেঙ্গে ফেললো? আসলে তা নয়। আমাদের যেভাবে তাদেরকে উন্নত মানে আনা উচিত ছিল, অথবা আমাদের তাদের যেভাবে ভাবে শ্রম দেওয়া উচিত ছিল, সেভাবে দেওয়া হয় নি। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব যে সেখানে ট্রাইবেলদের জন্য যেন একটা আদর্শ কলোনি করা হয়। সেখানে শুধু কাঞ্চনপুর বা অন্য জায়গায় ট্রাইবেল নয়, সেই অঞ্চলে এছাড়াও আরও অনেক ট্রাইবেল আছে, কাজেই

সেখানে একটা কলোনি করে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া উচিত। সেজন্য আমি মাননীয় উপজাতি মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব, তিনি যাতে এটার উপর লক্ষ্য রাখেন। তারপর গ্রামীন পানীয় জল। গ্রামীন পানীয় জলের অবস্থাটা কি ভয়াবহ, এটা বলা অসম্ভব এবং বলেও আমি বুঝাতে পারব না। অনেক টিউব-ওয়েল হয়েছে আবার সেগুলির অনেক অকেজোও হয়ে পড়ে আছে, সেগুলির যথাযথ মেরামত করা হয় না। আমাদের ব্লক হৈজ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যান্ত যত টিউব-ওয়েল হয়েছে, তাতে পানীয় জলের অভাব হওয়ার কথা নয়। এখন তো হৈজ টু পার হয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বলছি যে এত বছর গেল পর বছর গুণতিতে হৈজ ওয়ান, হৈজ টু হবে। কিন্তু এই হৈজ ওয়ান পার হল কিনা বা সমস্ত দিক দিয়ে তার অগ্রগতি হল কিনা, সেই সম্পর্কে আমার কোন প্রশ্ন নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ বা পরিচালক যে চিন্তা নিয়ে এই সমস্ত করেছিলেন, তাদের মধ্যে ধারণা ছিল যে এই বছরের মধ্যে ব্লকগুলি ওয়ান হৈজ পার হয়ে এই স্তরে আসবে এবং সেই সমস্ত ব্লকের মধ্যে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের মানসিকতা উন্নত পর্য্যায়ে আসতে পারে। আর যদি সেখানে ফেল করে থাকে, তাহলে শুধু লোকের উপর দোষ দিলে চলবে না। আমাদের ভারত আগে ছিল পরাধীন, এই দেশের লোক ছিল শিক্ষায় দীক্ষায় অনগ্রসর। কাজেই তাদের দোষে এই সব হল না, এই কথা বলে আমরা খালাস নয়। তাই সেটাকে অগ্রসর করে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল এবং এতটুকুর মধ্য নেওয়া যে সম্ভব আর তারই জন্য সেখানে স্টাফ, কর্মচারী বহু কিছু রয়ে গেছে। কাজেই ত্রুটি কোথায় সেটার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, জনতার উপর দোষ দিয়ে আমরা মুক্ত হতে পারি না। কাজেই হৈজ ওয়ান পার হয়ে এলে বছর গুণতিতে হৈজ টুও পার হয়ে আসবে। তাই বছর গুনতিতে জলের যে অবস্থা আশা করা গিয়েছিল, তা হয় নাই। তাই আমি বলব এবং আমরা দেখছি যে গ্রামীন লোকদের পানীয় জল দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের পার্টির আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপর আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীকে বলব যে গ্রামে অনেক মহিলা থাকে দুস্থ এবং অসহায়। তারা যখন গিয়ে বলে আমরা কি করব, তখন আমি বলতে পারি না যে কোথাও তাদের জন্য জায়গা আছে যেখানে তাদেরকে দেওয়া যায়। তবে মাননীয়া মন্ত্রী বলেছেন ঐখানে একটা জায়গা আছে, যেখানে এই সমস্ত অসহায় নারীদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। কাজেই আমি আশা করছি যে তিনি যখন হাউসে এই কথা বলেছেন, তাই তাদের জন্য একটা কিছু করা হবে। কিন্তু তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে বা বিশেষভাবে নজর দিয়ে তাদের জন্য চট করে যাতে একটা কাজ আরম্ভ করা হয় তার জন্যই আমি আপনার মাধ্যমে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমি এখানে আর একটা জিনিষ বলব, সেটা হল টি, বি, হসপিটাল। এই টি, বি, হসপিটাল সম্পর্কে বহুবার বলেছি, টি, বি, রোগী অনেক আছে আমার ধর্মনগরে, অন্তত: আমার পরিচিত গ্রামগুলিতে আমি অনেক দেখাতে পারি। আজকে যিনি মেডিক্যাল মিনিষ্টার তিনিও একদিন আমার মতই এই হাউসে বলেছিলেন এই টি, বি, হাসপাতালের জন্য, আর আজকে কেন তিনি সেটা করতে পারছেন না বড়ই দুঃখের ব্যাপার। কেন পারছেন না সেটা আমি জানি ঠিকই কিন্তু আমি মনে করি আমার মত তারও আকাঙ্খা আছে। তবে কেন পারছেন না, সেটা আমি তার কাছ থেকে জানতে চাইব না,

কারণ এটা উনার ভিতরের খবর। তবে যে কথাটা মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর ভাষণ দেখে দেখাতে পারি, এটা একবার নয় দুই দুইবার লেখা ছিল যে ধর্মনগরে একটা টি. বি, চেষ্ট ক্লিনিক করা হবে এবং তার জন্য ব্যয় বরাদ্দও ধরা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি সেই ব্যয় বরাদ্দ উঠে গিয়েছে, ধর্মনগরের জনসাধারণের কি অপরাধ হল? আমি বলি মন্ত্রী-দের যে বাজেট ভাষণ রচনা করা হয় এবং গভর্ণারের ভাষণেও থাকে, তাকেও কি আমরা একটা ফাকি বলে ধরে নেব। এটা কি কোন অযৌক্তিক চিন্তাধারা নিয়ে দেওয়া হয়েছিল যার জন্য পরবর্ত্তীকালে যৌক্তিকতার সংগে বিবেচনা করে দেখা গিয়েছে যে এটা সেখানে করা উচিত নয়। এটা অবশ্য আমাদের হেলথ মিনিষ্টার বলতে পারেন যে সেটা কিভাবে বাদ যাচ্ছে, কারণ আমার পক্ষে সেটা বলার মত সুযোগ নাই। তবে আমি আশা করব যেটা তিনি হাউসে বলেছেন এবং যেটা অর্থমন্ত্রী তাঁর নিজের বাজেট ভাষণে বলেছেন এবং গভর্ণারও তাঁর ভাষণে বলেছেন এবং আমি নিজেও জনতার দরবারে গিয়ে যখন বলছি. তখন নিশ্চয় তার একটা মূল্য থাকবে। আমি আরও আশা করছি, যদিও আজকে বিরোধী দল এখানে নাই, গণতন্ত্রের এখানেই সৌন্দর্য্য সমালোচনা করার এবং আমি সেই সমালোচনাকে ওয়েল-কাম করি যে সমালোচনা গঠনমূলক। তবে আমাদের এখানে অনেক সময়ে ধ্বংসাত্মক সমালোচনা অনেকে করে থাকেন যেমন বিরোধীদলের লক্ষ্য থাকে কংগ্রেসকে কিভাবে জব্দ করা যায় বা মন্ত্রীদের কিভাবে জব্দ করা যায়। আমি স্যার, ও কয়েকটি বাস্তব ঘটনা বিচার করে দেখেছি সেই সংগে ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থা যেটা দেখছি তাতে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা, আমরা যতটুকু পাই তাতে আমাদের মন্ত্রীদের শুভেচ্ছা থাকলেও এবং আমাদের শুভেচ্ছা থাকলেও এবং আমাদের শুভেচ্ছা থাকলে, বাজেট বরাদ্দ ঠিকভাবে ব্যয় করা হয় না। তাই আমার শেষ অনুরোধ এই যে অগণিত অসহায় জনতা, অবহেলিত লাঞ্ছিত এবং যারা দরিদ্র পীড়িত তাদের দিকে চেয়ে আমাদের কর্মচারী ভাই যারা আছেন, আপনাদের বেতন বাড়ুক আপনারা সুখে থাকুন, আপনারা ভাল জামা কাপড় পড়ুন কিন্তু যাদের রক্তে পয়সা তৈরী হয় তাদের দিকে একটু ফিরে চান আর তার জন্য আপনারা ঘুষ ও দুর্নীতি মুক্ত হয়ে দেশ গড়ার কাজ করুন, এই আবেদন আপনার মাধ্যমে রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমংগচাবাই মগ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমে ত্রিপুরার অনাহারী জীবন সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে হয় কারণ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দেখি এবং শহরেও দেখি যে আনাচে কানাচে অনাহার পীড়িত অনেক মানুষ আমাদের চারিদিকে চলাফেরা করছে। গ্রামীণ জীবনে এই পাহাড় থেকে ঐ পাহাড় পর্য্যন্ত উপজাতি ভাই বোনেরা এবং মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েকে কোলে রেখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু দুটো ভাতের জন্য। আমি নিজে তাদেরকে দেখেছি, তাদের শরীর কংকাল সার হয়ে গিয়েছে. সেখানে মায়ের কোলে ৪ মাসের সন্তান, অথচ তার বুকে দুধ নাই। সেই স্ত্রী লোকটি বললো আমার এখন মৃত্যু হলে ভাল হত।
একজন লোক বললেন আমাকে—হালাম—মামা আমি শুকর হয়েছি। কেন কি ব্যাপার ; বলল যে আমরা ৬ জন লোক অনাহার ক্লিষ্ট, আমি অসুস্থ, থাকার ঘর নাই, কলাগাছ জংগল থেকে সেই কলাগাছ সিদ্ধ করে শুটকী দিয়ে লবন দিয়ে খাচ্ছি, আমরা শুকর হয়েছি। আজকে জন-

জীবনের চিত্র শুধু পাহাড়ী নয়, বাঙ্গালীদেরও। চন্দ্রকান্ত দেবনাথ নামে একজন লোক এক পোয়া চাল নিয়ে ৫ লোকের খাওয়া মিটাইতে হয়েছে। পরদিন চাল যখন বাকীতে আনতে গেল তখন বলল যে বাকীতে চাল দেব না। সে বলল যে দুইদিন পরে কাজ পেলে আমি চাল দিয়ে দেব। ব্যবসায়ী এক সের চাল দিয়েছে। সেই এক সের চাল দিয়ে ৫ জন লোক পারে না। এই হল গ্রামের জীবন, গ্রামের অনাহারী জীবন। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে একজন অনাহারে মানুষ মরেছে। কাঁঠালবাড়ী—শিকারীবাড়ীতে। ফরেষ্টের যেটাকে সাধুবাড়ী বলে সেখানে। বাঁশপাতি দিয়েছিল অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ ফরেষ্টের বাংলোকে, সেখানে ফরেষ্টর বাবুর কাছ থেকে কিছু ভাত নিল পেটের জ্বালায়—জল আনবার জন্য ফরেষ্টে বাবু পাঠালেন। কলসী নিয়ে নদীর কিনারায় গেল আর কলসী ভর্তি জল আনতে পারল না সেখানেই পড়ে রইল। দুইজন লোক ছিল একজন পরে রইল। কিছুক্ষণ পর সে আর উঠতে পারল না। গ্রামে খবর দিল, পরদিন তাকে সেখান থেকে মৃত অবস্থায় আনা হল। আজকে গ্রাম পাহাড়ে অনাহারে ক্লিষ্ট এই চেহারা। আমরা প্রতিনিধি হয়ে গ্রামে বসবাস করছি অত্যন্ত সাহস নিয়ে। প্রতিদিন আমাদের ঘরে অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ দল বেঁধে আসে তাদের আবেদন জানাতে। বিশেষ করে কমলপুর এলাকায় লক্ষ্য করছি, ছামনু ব্লক থেকে অনেক উপজাতি আসছে, তারা জুম করত। আজকে যেখানে তারা সুযোগ পায়, যেখানে একটা ভাল জায়গা পায় সেই সব জায়গায়—২.৬০ থেকে ২.৭০ পয়সার চালের কে, জি, অন্য জায়গা থেকে কম মনে হচ্ছে সেই সব জায়গাতে অন্যান্য ব্লক থেকে দু'মুঠো ভাতের জন্য অন্তত শ'খানেক উপজাতি পরিবার তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে, তাদের সম্বল মাত্র কাপড়-চোপড় নিয়ে আমাদের এলাকায় বসবাস করার জন্য এসেছে। তাদের অনাহার ক্লিষ্ট চেহারা দেখলে বুঝা যায় ত্রিপুরার চেহারা কি! আমরা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৬ লক্ষ মানুষের জন্য বাজেট পাশ করতে চলেছি! কি দুঃখজনক অবস্থা! যখন আমরা মার্চ মাসে বাজেট পাশ করতে চেয়েছিলাম তখন বিরোধী দলের লোকেরা নানা ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আজকে এই খরার অবস্থায় অনাহারের চেহারা দেখে আমরা বাজেট পাশ করতে চাইছি, এই বাজেট আমরা আগেই পাশ করতে পারতাম। জানিনা তাদের জন্য সাহায্য আমরা আগেই দিতে পারতাম কি না। আমার বিরোধী দল এখানে নাই তথাপি এই একটা কথা বলতে হয় বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে! আমি খুব লক্ষ্য করেছি তারা গ্রামে কন্দরে আগের দিনের মত বড় বড় সভা করে, বড় বড় সমিতি করে দেশের মানুষকে খাওয়ার জন্য আন্দোলনের জন্য সরকার থেকে সাহায্য সংগ্রহ করার যে পদ্ধতি তারা আজকে সেটা ছেড়ে দিয়েছে। তারা করবে শুধু বিধান সভায় চেয়ার ধাক্কা ধাক্কি, মারামারি এবং ভদ্র মহিলাদের সামনে উলংগ নৃত্য, পাগলা নৃত্য তাদের করতে দেখেছি। এইসব দেখে আমি দুঃখিত। গ্রামাঞ্চলে উদের মধ্যে কি আছে? কিছু ছাত্র ফেডারেশান যুবক, তারাও মাঝে মাঝে জলপান করে আর কিছু লোক আছে তাদের পুরানো কর্মীরা সরে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন কর্মী আসছে তাদের স্বার্থ নিয়ে তাদের কন্ট্রাকটারীর কাজ নিয়ে। কাজেই গ্রামাঞ্চলে কমিউনিষ্ট পার্টি উচ্ছেদ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে বিরোধী দল যারা সুসংহত তারা সরকারের সমালোচনা করে ঠিক ঠিকভাবে সরকার পরিচালনায় জন্য সহযোগীতা করবেন,

তা না করে তারা যা করছে তাতে আমার মনে হচ্ছে আমাদের গ্রামাঞ্চলে পাহাড় কন্দরে আদিবাসী এবং গরীব কৃষকদের কর্তব্য করবে বলে মনে হচ্ছে না। কাজেই সামনের দিনের জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই সম্পর্কে আমি চিন্তা করেছি। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষ এবং আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় এক লক্ষ মানুষ—তারা আমাদেরই আত্মীয়, আমাদেরই প্রিয়জন—ত্রিপুরায় থেকে এই ত্রিপুরার খাদ্য তারা গ্রহণ করছেন। এই এক লক্ষ মানুষ যদি প্রতিদিন ৫০০ গ্রাম চাল খায় তাহলে পঞ্চাশ হাজার কে, জি, চাল তাদের পেটে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরায় রাজস্থান থেকে, বিহার থেকে, উড়িষ্যা থেকে বড় বড় ব্রীক ফেক্টরীর জন্য তারা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে লেবারের কাজ করার জন্য এসেছেন। বড় বড় কন্ট্রাকটাররা হাইলাকান্দি থেকে, আসাম থেকে লেবার এনে আমাদের এখানে কাজ করাচ্ছে। তাদের জন্য আমাদের খোরাকী বহন করতে হচ্ছে। আরও হাজার হাজার আছে তার ও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চাউল সংগ্রহ করে খাচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষ যদি আমরা ঠিক ঠিক আমাদের ত্রিপুরার খাদ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতাম তাহলে আমার মনে হয় এতটা বিপদে পড়ার কারণ থাকত না। দুঃখজনক ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে আমার সরকার রেশন সপের মাধ্যমে যে রেশন দিচ্ছে সেটা সরকার গত বছর থেকে শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্যের কথা। খরার জন্য দেশের মানুষ অনাহার ক্লিষ্ট হয়ে নিজের শিশু সন্তানকে পর্যন্ত বিক্রী করতে কার্পণ্য করে না তখন সরকার রেশন সপের মাধ্যমে চাল আটা কমিয়ে দিয়ে তারা কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কি সম জতন্ত্র গঠন করতে চাইছেন সেটারও আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। সেজন্য জবাব দিতে হচ্ছে আমাদের মন্ত্রীদের নয়। কারণ মন্ত্রীরা থাকেন সি, আর, পি, দিয়ে, পুলিশ দিয়ে ঘেরাও হয়ে, আর আমরা আছি গ্রামে ঘরে পাহাড়ে কন্দরে নিজের ঘরে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আমাদের প্রশ্ন করে, আমরা কি উত্তর দেব? কাজেই এই যে খাবার এই দিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন আমি মনে করি। তাছাড়া আমার এলাকার কথা বলছি। কুলাই হাউর নির্বাচন ক্ষেত্র। ২৯টা গাঁও সভা নিয়ে কমলপুর। আমার এলাকায় ১৭টা গাঁওসভা। আজকে ২৭ বছর স্বাধীনতার পর কুলাই এলাকায় রাস্তা বলতে কি—ইট সোলিং করা রাস্তা একটাও নাই। জানিনা, কেন সরকার আমাদের কুলাইহাওর-এর উপর বিমাতৃসুলভ মনোভাব পোষণ করে চলেছেন। সাধারণ একটা রাস্তা হয়েছে। সেটাও পি, ডাবলিও, ডি. টেক আপ করেছে, সেটি কনট্রাকটার দিয়ে ডেসিংয়ের বাংলা আমি বুঝিনা। মাঝে মাঝে শীলের দোকানে গেলে ডেসিং করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করে। দাড়ি কামানোর কথা বলে, আমার মনে ঘাস কাটার জন্য কন্টাকটার দিয়েছে, তারা কিছু কিছু করে কিছু কিছু করে না। কিন্তু টাকা চলে যাচ্ছে কন্টাকটারের পেটে। আমাদের সরকারী কর্মচারী উনারা বিল করছেন, ওভারসিয়ার দেখছেন, এস, ডি, ও, আছেন, ইঞ্জিনীয়ার আছেন। জানিনা আমাদের কি অবস্থা। আমার মনে হয় এই সমস্ত ব্যাপার মন্ত্রী মহোদয়ের অজানা কিছু নয়। তবে আমার মনে হচ্ছে কি, মন্ত্রী মহোদয়রা হয়ত এই সমস্ত ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের বলতে চাইছেন না, নইলে বলতে পারছেন না। অনেকেই নতুন মন্ত্রী কি না, নইলে অফিসারদের বলার সাহস নাই। যে কোন একটা হতে পারে। নইলে এই সমস্ত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা দেখব আর মন্ত্রীরা দেখবেন না? মন্ত্রীরা তো গ্রামের লোক অনেকেই আছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা

সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। আমার এখানে আজকে ৩ বছর একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল হয় নাই। কুলাই জুনিয়ার বেসিক স্কুলে ৫০০ ছাত্রছাত্রী আছে। সেটা অনেক দিন ভেংগে চুড়মার হয়ে আছে। একবার মিনিষ্টারদের বরাবরে লিখা হয়েছিল টিনগুলি চলে যাচ্ছে। টিনগুলি সংরক্ষণের জন্য, কাঠগুলি সংরক্ষণের জন্য বার বার লিখার পরেও কোন কিছু করেন নাই। কিছুদিন আগে টিনের চাল সহ উড়াইয়া নিয়ে গেল—রাস্তার কিনারায় স্কুল, এই রাস্তা দিয়ে মন্ত্রীরা যায়, ডি, এম, যায়। যেখানে ৫০০ ছাত্র-ছাত্রী সেখানে সরকার থেকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন, এস, ডি, ও,র কাছ টেষ্ট রিলিফের কাজ দিয়েও এই টিনগুলি সংগ্রহ করতে পারতেন।

কুলাই এলাকাতে সেখানে একটা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। সেখানে ছাত্র সংখ্যা নেহাত কম নয়। বিশেষ করে বিরাট এরিয়া, গংগানগর থেকে আরম্ভ করে হরিণখলা। এইটা উপজাতী অধ্যুষিত এলাকা। সেই স্কুলে ইলেকট্রিসিটি আসার জন্য গত তিন বছর যাবত প্রচেষ্টা চলছে। আজকে তিন মাস হয়েছে খুটি গাড়া হয়েছে। কবে হবে ঠিক নেই। এই দিকে ছাত্ররা যুবকরা বলছে যে তারা গরমে থাকতে পারছে না। আকাশে একটু মেঘ হলে স্কুল ঘর অন্ধকার হয়ে যায়, ছাত্ররা পড়াশুনা করতে পারে না। এই জন্য তারা বিক্ষুব্ধ। অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে টেবিল চেয়ার ভেংগে চুরমার করে দেয়। অনেক ক্ষোভ জানানো হয়েছে। কিন্তু কিছু হয় নাই। ইলেকট্রিসিটি যাবে কোথায়? ঐ ছোট ছোট দোকানে, ব্যবসায়ীর দোকানে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে না। কবে হবে আমি জানিনা। এস, ডি, ওর সংগে আলাপ করেছি, আমাকে বলেছে যে অতি সত্বর হবে। কবে হবে তা ঠিক বুঝা যায় নি। তপশালি জাতি ও উপজাতী সম্বন্ধে কিছু না বলে পারছি না স্যার। কারণ আমরা শুনেছি এই পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার আগে পর্যন্ত ৩৩ হাজার উপজাতী পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছি। পুনর্বাসনের অর্থ তো আমি বুঝি না। পুনর্বাসন নয়, পুনর্বাসন, পূর্ণবাসন নাকি, পূর্ণভাবে বসবাস করে যাতে ছেলেমেয়েদেরকে খাইয়ে পরিয়ে উন্নত করতে পারে, মানুষ করতে পারে এবং শিক্ষিত এবং সভ্য সমাজের সংগে কাধে কাধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে যাতে চলতে পারে সেইটাকে নাকি পুনর্বাসন বলে। না, দুই বেলা পূর্ণ ভাত খেয়ে তিন বছর পর ওখান থেকে চলে যাওয়া; কোনটা জানি না। আমি না জেনেই জিজ্ঞাসা করছি যে কোনটা পুনর্বাসন আর কোনটা নিষ্কাসন। আজকে কলোনীগুলির চেহারা দেখুন। কলোনীগুলিতে গত বৎসর শুনেছি ১৫০ টাকা করে গ্র্যান্ট দিয়েছে কলার চারা লাগানোর জন্য। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর গিয়ে দেখেছেন কোন কলোনীতে কয়জন কলার চারা লাগিয়েছে? এই কলার চারায় কত বৎসর পর কলা হবে? আনারসের চারাও দিয়েছে স্যার। আংগুলের মত আনারসের চারা দিয়েছে। আমার এই আংটির চেয়ে বড় না। কলার চারাগুলিও এই রকম স্যার। তাই সরকারের গ্র্যান্ট দিয়ে কি হয়েছে এর থেকে বুঝা যায়! তপশালি জাতির কোন কলোনী নাই। ছোট ছোট এইখানে কয় ঘর, ওখানে কয় ঘর গত তিন বৎসর যাবত তপশীল মন্ত্রী পুনর্বাসনের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু পুনর্বাসন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই। আমি বুঝতে পারছি না এইটা কি। আরও অনেক তপশীল জাতি আছে, উদ্বাস্তু অনেক আগেই ছিল, কিন্তু আজও তাদের স্থান হয় নাই। তাদের জায়গা নেই, জমি নেই। উপজাতী সম্পর্কে আমরা

বলি, আবার কমুনিষ্ট পার্টি থেকে বলা হয়। আমাদের প্রাইম মিনিষ্টারও বলেন এবং গভার্নরও বলেন। কিন্তু তপশীল জাতির জন্য খুব কম লোকই বলে। আর সংখ্যালঘুর কথা তো আমরা ভুলেই গেছি। ভুলে যাওয়াই ভাল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি মেথলিছড়াতে সেখানে ছোট ছোট সমতল টীলা আছে। এই সমস্ত সমান টীলাতে আধকাণি করিয়া কোটা করার জন্য গত বছরের আগের বছর আমি আলাপ করেছিলাম যখন টেষ্ট রিলিফের কাজ ছিল কিন্তু পি, ডবলিউ, ডি, শুনলো না। এখন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে ঐ কাড়া টীলাতে উচু টীলাগুলিতে আইল দিচ্ছে স্যার। এই উচু টীলাতে আইল বসাবে অর্থ কি? যখন বৃষ্টির জল পড়বে তখন এই আইলগুলি ভেঙ্গে যাবে। এই আইল ভাংলে টীলার মাটি ছড়াতে যাবে এবং ছড়া থেকে সেই মাটি কাছে কিছু লুঙ্গা জমি আছে সেই জমিগুলিতে পড়বে এবং জমির ফসল নষ্ট হবে। কাজেই আমি অনুরোধ করবো আপনার মাধ্যমে যে এই সব যেন না করা হয়। কাজেই পুনর্বাসনের জন্য যেখানে সমতল ভূমি আছে সেই সমতল ভূমিই দিন আর যেখানে টীলা আছে সেখানে টীলা জমিই দেন। টীলাকে এই ভাবে সমতল করবেন না। পুনর্ব্বাসন তো আমরা করছি। কয়টা পরিবার গেছে সেখানে? ধুমাছড়াতে তুইশো পরিবার পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য এগ্রিকালচার থেকে যে খরচ করা হয়েছে সেইটা কয় হাজার পরিবারকে দেওয়া হয়েছে খবর নিন। আমি বলছি স্যার, আমার কথাগুলি সত্যি কি মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আমাকে না নিয়ে বিধানসভা থেকে একটা প্রতিনিধি দল পাঠান মন্ত্রী মহোদয় যদি যেতে না পারেন তাহলে ডিপুটি ডিরেক্টার আছে, ডিরেক্টার আছে এবং আপনার ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার অফিসার আছে উনাদেরকে পাঠান। তা না হলে এমন একটা ডিপার্টমেন্ট করুন, তারা শুধু পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরবে জনপ্রতিনিধিদের সাথে। তারা এইটা দেখবে কোনখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হলো কি রকম পেল, কলা চারা কি রকম পেল, লেবু চারা কি রকম পেল ইত্যাদি। পাহাড়ে পুনর্ব্বাসন করে একটা মানুষকে যদি সুপারীর চারা দেওয়া হয়, এইটাতো শিলং না যে সুপারীর গাছ হবে। এইটা কি সত্যি কি মিথ্যা এইটা প্রমাণ করার জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট খুলুন। স্যার, কর্মসংস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে বাজেটে যে বিগত তিন বছরে না কি ১২ হাজার লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে। আমার এখানে তো কিছু নাই। রাস্তা নাই, স্কুল নাই। আমার এলাকাতে একটা স্কুল আছে এইমাত্র। আমবাসা একটা এরিয়া আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেখানে বাজার আছে, অনেক অফিস আছে। কিন্তু সেখানে জলের কোন ব্যবস্থা নাই। একটা স্কুল করলে রাস্তাঘাট তো দেখবেন। আমবাসা একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল করা হয়েছে। আমি চীফ মিনিষ্টারকে বলেছিলাম হে দাদা চানদ্রাইপাড়াতে সিনিয়র বেসিক স্কুল না করে একটা জুনিয়র বেসিক স্কুল করলে হতো না? উনি কিছু বললেন না, শুধু মুসকি হাসলেন। তাছাড়া এই এলাকাতে অনেক শিক্ষিত বেকার আছে। সেখানে নেপাল দেবনাথ নামে একটা গরীব ছেলে আছে, সে এখন রিক্সা চালায়। কি করবে চাকুরী পাচ্ছে না। গত বৎসরের আগের বৎসর ১০ জনকে আমার এলাকা থেকে ভলান্টিয়ারের চাকুরী দেওয়া হয়েছিল। কোথায়? ঐ ডম্বুর প্রজেক্টে। ১৫০ টাকা বেতনে। মা বাপকে ফেলে ওখানে গিয়ে তিন টাকা কে,জি, চাউল খেয়ে নিজে চলবে না তার মা বাপকে চালাবে? আবার এরা গত এপ্রিলের আগের এপ্রিলে ছাটাই হয়ে গেছে কিন্তু তাদের আর কোন ব্যবস্থা করা হলো না।

অনুমান করি। প্রশ্নও আসে। উত্তর পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তাও অস্পষ্ট। আজকে তারা নিঃস্ব। আজকে তারা বেকার। স্যার, এই কিছুদিন আগে একটা অফার এসেছিল। নাইট গার্ডের পোষ্ট। শঙ্কর সাহা। সে গ্র্যাজুয়েট কর্মসংস্থানের আর কি বলব স্যার? আমার এলাকাকে তো বিমাতৃ সুলভ আচরণ করা হয়। আমি নিজে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি তিন বছর যাবত। আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন ভুলে গেছেন। কাজেই আমি একথা বলতে পারি। আমার একটা বিচার আছে। আমি মগ হতে পারি। তবু বিচার আছে। আমি শুনেছিলাম ১২ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। তাহলে যদি ৯ হাজার পশ্চিম ত্রিপুরায় হয় তাহলে আর তিন হাজার হবে দঃ ত্রিপুরায় নিশ্চয়ই। তাহলে আমার কমলপুরের কি অবস্থা হবে স্যার? আমি নিশ্চয়ই এ কথা বলতে পারি। আমার জানার রাইট আছে। কর্মসংস্থানের যে সমবন্টনের নীতি সরকার নিয়েছেন তার আমি সমালোচনা করছি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি সমালোচনা করতে পারি? আমি বাজেটের সমালোচনা করছি না। বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। আমি সমালোচনা করছি কর্মসংস্থানের অসম বন্টনের ব্যাপারে, কর্মসূচীর ব্যাপারে, শিক্ষার ব্যাপারে, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে, সাহায্যের ব্যাপারে, চিকিৎসার ব্যাপারে।

চিকিৎসার ব্যাপারে আমি বলছি স্যার, আমি জানি, আমি বিধান সভার সদস্য হিসাবে জানি, এখানে আমার কুলাইতে ১ জন ২ জন ডাক্তার আছেন। এক জনের জন্য কোয়ার্টারের সংস্থান হয়েছে। আর একজন থাকবেন কুলাই হাই স্কুলের মাষ্টারের কোয়ার্টারে। এখন একজন যদি আগরতলায় কিংবা অন্য কোথাও যান তাহলে তার কাছে যদি কোন রোগী জরুরী অবস্থায় যায় তাহলে কি হবে স্যার? সে কোথায় যাবে? কোলাইতে কোন সিনিয়র নার্সও নেই। কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

কৃষি। কৃষির ব্যাপারে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে আমি খুশী। আমার এখানে তিনটা থেকে চারটা ১৫ হর্স পাওয়ারের ইলেক্ট্রিক্যাল মেসিন এনে বসানো হয়েছে। কাজেই এই জায়গায় যদি দু'টি ডীপ টিউব-ওয়েল বসানো হয় তাহলে ভাল হয়। কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী না কি অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যদি উনার সাথে সেখানে যাই তাহলে কি দেখতে পাব? দেখতে পাব যে সেখানে জলের কোন বন্দোবস্তই করা হয় নি। আম্বাসা আছে, ধলাইছড়া আছে, কুলাইতে, শ্রীনগরেতে হচ্ছে। তিনদিকে আমি মুটামুটি সন্তুষ্ট। এখানে জমি প্রায় ৫০ থেকে ৬০ দ্রোন। কুলাই, লালছড়ি ও বড়ল এই তিনটা মাঠ আছে। প্রায় ৬০ দ্রোন হবে জমি। এখানে কোন ছড়া নাই। জল থাকলে আমরা বাঁধের চেষ্টা করতাম। এই সব মাঠে যদি জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমার মনে কুলাই হাওয়ার, আম্বাসা, হরিছড়াকে শস্য ভাণ্ডারে গড়ে তোলা সম্ভব। কুলাই, সেলেমার খাদ্য দিয়ে আমরা আম্বাসাকে বাঁচিয়ে রাখি। কমলছড়া, রাইপাশা, হরিছড়াকেও আমরা বাঁচিয়ে রাখি। আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা এই দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে ১৬ লক্ষ লোক আছে। তাদের নিয়ে সরকারের যে প্রচেষ্টা অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ করার যে প্রচেষ্টা সেটাকে সেটকে যদি সফল করে তুলতে হয় তাহলে যে সমস্ত অধিক ফলনশীল ধান আছে তার চাষ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। অধিক ফলনশীল ধান

অর্থাৎ ইরি, পায়জম টু এইগুলি করার জন্য কৃষকেরাও আগ্রহশীল। পায়জম টু সব কৃষকেরাই পছন্দ করছে আবাদ করার জন্য। কিন্তু এ সব চাষ করার জন্য সারের চাহিদাও বেড়ে গেছে। আমার ২ বিঘা জমি আছে। আমার একজন কৃষক আছে, চাউগাঁওয়ের কৃষক। সে ঐ ২ বিঘা জমিতে প্রথমে গমের চাষ করে। সেখানে সে পায় মোট ১৫ মন গম। আর ঐ ২ বিঘা জমিতে সে পায়জম টু চাষ করে সে পায় ৫০ মন ধান। এর পর সে আবার পায়জম চাষ করে। তখন সে পায় ৪০ মন ধান. মোট সে পায় ৯০ মন ধান আর ১৫ মন গম ঐ ২ বিঘা জমি চাষ করে। ঐ সব অ্যাডভান্স কৃষক যারা আছে তাদের যদি আমরা সুটকি পঁচা সারের ব্যবস্থা করি তাহলে তাদের চাষ ভাল হবে আশা করা যায়। এই সুটকি সারের জন্য স্যার, ১৫ টাকা খরচ লাগে। যদি আমরা এট করতে পারি তাহলে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ না হলে আংশিক সংম্পূর্ণ হত।

স্যার, আমরা যদি উপজাতিদের সঠিক ভাবে পুনর্বসতি দিতে পারতাম এবং জমির ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে তাদের উন্নতি সম্ভবপর হত। আপনি জানেন না এই বৎসর যারা জুম করেছে তারা ভাল জুম চাষ করেছে। এই জুম চাষের জন্য মাটি পোড়া হলে ভাল ধান হয়। কিন্তু কোথায় জুম। এ ব্যাপারে মিনিষ্টার যখন গন্ডানগরে গিয়েছিলেন তখন উনি বীজ ধানের জন্য অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বীজ ধান বিলি করা হয়নি। যা করা হয়েছে তা হচ্ছে সোনামুখী। সোনামুখী ধানের চাষ টিলাতে হয় না। মালতী হয়। কাজেই আজকে যদি জুমিয়াদের ধানের বীজ না দেওয়া হয় কিংবা সরকারী অফিসাররা যদি বীজ ধান বন্টনের সময় কারচুপি করে থাকেন এবং অসময়ে যদি বীজ ধান বন্টন করে থাকেন তাহলে এটা গাফিলতির জন্যই হয়েছে। তবে বীজ ধান দেয়া হয় নি এটা ঠিক নয়। অতীতেও দিয়েছেন সরকার, বর্তমানেও দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও দেবেন। কিন্তু সেই কাজটা সুষ্ঠু ভাবে করার জন্য দৃষ্টি দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়েছে।

শ্রীমগুচাবাই :—কাজেই স্যার, এই সমস্ত কারণে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেগুলি দূর করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি। এবং পরবর্তী ধাপাতে আমার এলাকার সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন না হলে, আমার মনে হয়, আমাকে আমার এলাকার লোকেরা আমাকে অযোগ্য এম, এল, এ, কিংবা বোকা এম. এল, এ বলতে পারে। কাজেই আমি আশা করব আমার এলাকার লোকেরা সুবিচার পাবে। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I have received intimation from the District Magistrate, West Tripura regarding arrest of :—

1. Shri Purna Mohan Tripura
2. Shri Amarendra Sharma.
3. Shri Ajoy Biswus.
4. Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Now, in pursuance of Rule 196 of our Rules of Procedure, I am reading

Mr. Speaker :—I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 3 (2) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (XXVI of 1971) to Direct that Shri Purna Mohan Tripura, Member of the Tripura Legilative Assebly be arrested and detained with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the mainnance of supplies and services essential to the community in this District, under section 3 (1)(a)(ii) and section 3 (1)(a)(iii) of the said Act.

Shri Purna Mohan Tripura, Membar of the Tripura Legislative Assembly was accordingly areested at 10-45 A. M. (time) on 22. 5. 75. (date) fram near Settlement office (place) and lodge in the Central Jail, Agartala at 11 A. M. (time) on 22. 5. 75. (date).

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মণ্ড : | মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি এইগুলি বাংলায় বলুন। নাহলে আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা তো ইংরেজী জানি না।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে। বাংলায় বলব। আগে সবগুলি বলে নিই। তারপরে বাংলায় বলব।

Mr. Speaker :— " I have the honour to infrom you that I have found it my duty in up the exercise of my powers under Section 3 (2) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Act XXVI of 1971) to direct that Shri Amarendra Sarma, Member of the Tripura Legislative Assembly be arrested and detained with view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and services essential to the community in this District, under section 3 (1) (a) (ii) and section 3 (1) (a) (iii) of the said Act.

Shri Amarendra Sarma, Member of the Tripura Legislative Assembly was accordingly arrested at 5—10 P. M. (time) on 22, 5. 75 (date) from South of Assembly Main Gate (place) and lodged on the Central Jail, Agartala at 5—20 P. M. (time) on 22, 5. 75 (date).

Mr. Speaker :—I have the honour to—infrom you that I have found it my duty in the exercise of my powers under section 3 (2) of the Maintenance of Internal Socity Act. 1971 (Act XVVI of 1971) to direct that Shri Ajoy Biswas, Member of the Tripura Legislative Assembly be arrested and detained with a view ta preventing him from acting in a maneer prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and services essential to the community in the district, under section 3 (1) (a) (ii) and section 3 (1) (a) (iii) of the said Act.

Shri Ajoy Biswas, Member of the Tripura Legislative Assembly was accordingly arrested at 5—10 P. M. (time) on 22. 5. 75 (date) from South of Assembly Main Gate (place) and lodged Central Jail, Agartala at 5—20 P. M. (time) on 22. 5. 75 (date).

Mr. Speaker, "I have the honour to infrom you that I have found it my duty in the exercise of powers under Section 3 (2) of the maintenance of Internal Security Act, 1971 (Act XXVI of 1971) to direct the at Shri Bidy Chandra Deb Barma, Member of the Tripura Legislative Assembly. be arrested and detained with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the security of the State, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and services essantial to the community in this district, under section 3 (1) (a) (ii) and seetion 3 (1) (a) (iii) of the said Act.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Member of the Tripura Legislative Assembly was aocordingly arrested at 5-10-P. M. (time) on 22. 5. 75 (date) from South of Assembly Main Gate (place) and lodged in the Central Jail, Agartala, at 5-20 P. M. (time) on 22-5-75 (date).

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরাকে Under Maintenance of Internal Security Act—এ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২২ ৫ ৭৫ তারিখ ১০-৪৫ মিনিটে এবং ঐ তারিখেই ১১-০০ টার সময় তাকে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছে।

শ্রীঅভয় বিশ্বাস :—এম, এল, এ কে Under Maintenance of Internal Security Act—এ এসেম্বলী মেইন গেটের নিকট গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাকে এই তারিখে ৬-১০ মিনিটে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—এম, এল, এ কে Under Maintaince of Internal Security Act—এ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২২-৫-৭৫ তারিখ ৫-১০ মিনিটে এসেম্বলী মেন গেটের সামনে এবং তাকে ৫-২০ মিনিটে ওই তারিখে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা — এম, এল, এ কে Under Maintence of Internal Security Act. ২২-৫-৭৫ তারিখ ৫-১০ মিনিটে এসেম্বলি গেটের সামনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঐ তারিখেই ৫-২০ মিনিটে তাকে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছে।

Now Hon'ble Member Shri Rajmani Riyan Choudhury

Shri Mongchbai Mog :—স্যার বিরোধী দলের সব এম, এল, এদের বিধান সভা চলা কালীন অবস্থায় যদি গ্রেপ্তার করে রাখেন তাহলে গনতন্ত্রের প্রতি কি রকম...

মিঃ স্পীকার :— এটা সরকার করেছেন, এতে আমার কিছু বক্তব্য নেই। শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী ·

শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বাজেটের আগে কয়েকটি কথা বলবো। প্রথমে আমাকে বলতে হয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। আমাদের গ্রামে পাহাড় অঞ্চলের মধ্যে সরকার থেকে স্কুল দেওয়া হয়েছে। সেই স্কুলের শিক্ষক কোন কাজ করে না। আমাদের ছেলে মেয়েরা কোন সঙ্গী পায় নাই। তার কারণ কি? কারণ টাউনের এ যে লোকটাকে চাকরী দেওয়া হল তাদের পাহাড় অঞ্চলে থাকার অভ্যাস নাই। স্কুলের কাছে যদি বাজার থাকে সেখানে তারা আড্ডা মারে কিন্তু স্কুলে যায় না। এই জন্য আমি আগে একবার দাবী করে ছিলাম যে, ১৯৭৪ সালের মধ্যে আমাদের এলাকার মধ্যে যত বেকার আছে যেমন ট্রাইবেল, এবং নন ট্রাইবেল, তাদের পাহাড় অঞ্চলে থাকার

অভ্যাস আছে এই জন্ম আমি বার বার অনুরোধ করেছি দাবী করেছি তাও সেগুলি গ্রহণ করে নাই। প্রত্যেকটা পাহাড় অঞ্চলের স্কুলগুলো ইনকোয়েরী করা হউক যে সেখানকার স্কুলের ছাত্ররা কিভাবে আছে। কত পড়া বাদ পড়ছে। শিক্ষকরা থাকে কি না। আমি বার বার অনুরোধ করছি সেটা দেখা হোক কিন্তু আমার কথার কোন মূল্য নাই। প্রত্যেক মাসেই শিক্ষকরা কাজ না করে বেতন পায়, এইভাবে স্কুল দেওয়া হয় পাহাড় অঞ্চলে এবং এগুলি কাজে লাগে না। আমি বার বার বলি ট্রাইবেল হোক নন-ট্রাইবেল হোক এলাকার ছেলেদের যদি চাকরি দেওয়া হোত তাহলে পরে কিছু ছেলেমেয়ের পড়াশোনা হোত। কিন্তু সেটা তো করা হয় না। কোন কোন স্কুলে ইন্‌সপেক্‌শান করা হয় না। রাস্তাতে জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে সেগুলি রিপেয়ার করা দরকার।

আর একটা কথা আমি বলবো। কৃষি উৎপাদনের কথা, এটা না বলে আর পারি না। যে জমিনে জল দেওয়ার কিছুই নাই, ১২ সনের মধ্যে আমাকে একটা জলের মেসিন দেওয়া হয় নাই। জমিতে জল দেওয়ার জন্ত দশদায় লক্ষীপুর ১৯৭২ সাল হইতে কাজ করিতেছে, কতমাস কত বছর হয়ে গেল এখনও পর্য্যন্ত জমিনে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হোল না। আর একটা কথা বলছিল যে কন্ট্রাক্টাররা ভাগ্যবান, কারণ আগে ছিল ট্রক ডেভেলাপমেন্টের রাস্তা করা তার উপর দিয়ে সেই মাটির উপর রোলার দেওয়া হইল কিন্তু দেখ কি অবস্থা চলছে। এখনও পর্য্যন্ত জল দেওয়ার উপযুক্ত হোল না। আমি জানতে চাই, সেই রাস্তা করতে জল দেওয়ার উপযুক্ত হতে কত বছর লাগে। সেটা আমি কর্মচারীর নিকট বলবো না, মন্ত্রীকে বলবো। কার কাছে আমি অনুরোধ করবো জানি না। আমি বক্তৃতা কাকে বলে জানি না, আমি মনে করি আমার ত্রিপুরায় খাদ্য অভাবের সময় যদি আমি কৃষকের সঙ্গে দিতে পারি তাহলে বছর বছর আমাদের বুভুক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। খালি কর্মচারীদের কথা ভাবলে চলবে না। যদি খাদ্য চাও তাহলে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো দরকার। কর্মচারীদের কি করবে, বেতন বাড়াবে কিন্তু খাদ্য না হলে বেতন বাড়িয়ে লাভ কি? খাদ্য করবে কৃষকেরা কিন্তু তারা সেটা করে নাই। কেন এই অবস্থা হোল? বছর বছর কত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় কিন্তু কোন জায়গায় ঠিক মত কাজ হয় না এর হোল কন্ট্রাক্টারদের আর অফিসারদের কাজ। যে অবস্থা চলছে সে অবস্থাতে কিভাবে ত্রিপুরার উন্নতি হবে? কি ভাবে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে? আর এটা আমি প্রতিনিধি হিসাবে বললে আমার কথার কোন মূল্য দেয় না। আর একটা কথা যা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিরোধীতা চলছে। আমি কংগ্রেস এম. এল. এ হয়েছি বলে কি আমাকে ন্যায্য কথা বলতে নেই, তাহলে আমি কি কারণে বিধানসভা সদস্য হিসাবে এসেছি?, আমি ন্যায্য কথা বলি, তার জন্ত কি হয়েছে? আমি ন্যায্য কথা বলি বলেই সবাই আমার বিরুদ্ধে। আমি আর কি বলবো? আর একটা কথা আমি বলবো মাননীয় স্পীকার স্যার, যোগাযোগের ব্যবস্থা নিয়ে। আমাদের কাঞ্চনপুর এলাকায় একটা রাস্তা ছিল কামালঘাট থেকে রুজিহারা রোড। সে রোড হতে কত বছর লাগে সেটা আপনারা সবাই জানেন। সেখানে এখনও পর্য্যন্ত কোন কাজই করা হচ্ছে না। এখনও পর্য্যন্ত ব্রিজের কাজ হয় নাই। ১৯৭২ সালে শুনেছি পোষ্ট নাই, আবার শুনেছি টেণ্ডার কল করা হয়েছে। এখন তার কোন খোঁজ নাই। এখন টেম্পোরারী ব্রিজ করা হয়েছে, আগে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ী

চলতো। এখন আর এই ব্রিজ দিয়ে গাড়ী চলে না। রাস্তার অভাবে জিনিষপত্র বাজারে মাথায় করিয়া নিতে হয়। দশদা বাজার হইতে আনন্দ বাজার দশ মাইল। আনন্দ বাজার থেকে ১৫ মাইল মাথায় করিয়া নিতে হয়। ১০ | ১২ মাইলের নিচে কোন রাস্তা নাই যে জায়গা হইতে বাজারে জিনিষপত্র নেওয়া হয়। এত বছর হয়েছে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি এখন পর্যান্ত আমাদের রাস্তাঘাটের কোন উন্নতি হোল না। রাস্তা গাড়ী ঘোড়া চলার উপযোগী হয় নাই। এই ব্যাপারে আমার চীফ মিনিষ্টারের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। আর একটা কথা হচ্ছে ত্রিপুরাতে তারা তো মানুষ। খাদ্য লাগবে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। তারা মানুষ তো। তাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। এইজন্য আমি বার বার অনুরোধ করি। আমি বুঝতে পারি না, আমি কাকে বলব, আমি কি ক'র উপায়? কতদিন বলেছি যে তাদের জন্য রাস্তার দরকার যাতে সেখানে খাদ্য যেতে পারে। যাতে সেই রাস্তায় গাড়ী চলতে পারে। শুধু বলেছে পাবে পাবে। কেমনে পাব আমি জানি না। কাকে অনুরোধ করব? সরকারকে করব? মন্ত্রীরা যদি সেখানে না যেতে চান তাহলে অন্য সদস্যরা আছেন, তারা গিয়ে দেখুন। আমি কষ্ট করতে রাজী আছি, তবুও আমি জনগণের ক্ষতি করতে চাই না। আর একটা দেখা যায় ১৯৭২ সনের মধ্যে একটা চিকিৎসাকেন্দ্র হল। সরকার বলল যে আনন্দবাজার দশদায় একটা ডিসপেন্সারী আছে। কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় নাই। ডাক্তার যায় নাই। ঔষধ নাই। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছি ঔষধের জন্য লিখেছে কি না? তারা বলেছে, হ্যাঁ, লিখেছে, ঔষধ আসছে। কিন্তু আমি কি করি উপায়? কিছুই হয় নি।

ত্রিপুরাতে ১৬ লক্ষ লোক বাস করে। তাদের উন্নতির জন্য গোমতী নদীতে বাঁধ দেওয়া দেওয়া হল। অনেক লোককে সরতে হল। তারা আজও ক্ষতিপূরণ পায় নি। পূর্বরী মুখার্জীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কেন তাদের সরানো হল ক্ষতিপূরণ না দিয়ে? সেটা তাদের পত্রিকাতে লেগেছে যে রাইমনি রিয়াং এই কথা বলেছে। এখন পর্যন্ত তারা ক্ষতিপূরণ পায় নাই। এখনও অনেক লোক আছে। এখন দিয়েছে ৮০০ টাকা প্রতি কাণিতে। কিন্তু সেই টাকাও বাবু স্যার, তার বলতে বলতে পায় না। ৮০০ টাকা দিয়ে জায়গা পাওয়া যায় না। তিন হাজার টাকা হয়েছে মূল্য। তার ভূমি চাই। ভূমি তো নাই। দিতে পারে না। খাস জমি পায় না। খাস জমি দখল করে থাকলেও সেই বন্দোবস্ত পায় না। এখন কোন কিছু পায় না। এটা কি? টাকা না দাও, জায়গা দাও। সেখানে দেখা যায় তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ১৯১০ টাকার স্কীম থেকে। কেন দেয় এই টাকাটা? এটা ডম্বুর স্কীমের টাকা নয়। আমার ট্রাইবেল স্কীম থেকে কেন দেওয়া হবে টাকা। এটা ডম্বুর স্কীমের বাজেটে নাই। তাহলে আমার ট্রাইবেল স্কীমের টাকা কেন দেয়? আমাদের ডম্বুর স্কীমের টাকা যদি না দেয় তাহলে আমার ট্রাইবেল স্কীমের টাকা কেন দেয়? এটা অন্যায়। আর একটা পুনর্বাসন, ১৯১০ টাকার স্কীম। আমি উনিশ শ' বিশ শ' বুঝি না। আমি বুঝি যে তাদের ক্যাশ টাকা হিসাবে দেওয়া হোক। যেটা নাকি ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের চাওয়া করে, বাগানের কোন ক্ষতি করে না। সেইভাবে বাঁচানোর রাস্তা না করে, খয়রাতি না দিয়ে, লোন না দিয়ে তাদের লেখার হিসাবে টাকাটা দিলে আমাদের উপজাতির উন্নতি হতে পারে। সেটা আইন নাই বলে। আইন তাতে কেন? জনগণের আইন ভংগ করা যায়। সেটা বানানো বড় কঠিন। আমি এইজন্য দাবী

করছি বার বার। তাদের এভাবে না দিয়ে হাজিরা হিসাবে তাদের বাগান করে দেওয়া হোক। তাহলে আমাদের উপজাতিদেরও কিছু উন্নতি হতে পারে। তা না হলে ১৯১০ টাকা দিয়ে কোন উন্নতি হবে না। টাকাতো তারা পেয়েছে। কিন্তু এর কি কোন চিহ্ন আছে? রাস্তা ভাল হলে কি হবে খাদ্য যদি না থাকে? পেট যদি খালি থাকে তাহলে দালানে থাকলে চলবে কি? রাস্তায় হাটলে চলবে না পেট খালি থাকলে। যেখানে তারা থাকবে সেখানে স্কুলের ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে আমাদের ত্রিপুরা কিছু ভাল হবে বলে আমি আশা রাখি। আবার ত্রিপুরায় ফসল না হলে বনের আলু খায়। ঐদিকে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে। সেটা এক বছর হল। আর এক বছর হবেনা বলা যায় না। তারা জুম করতে পারে না, জমি করতে দেওয়া হচ্ছে না, সেটাও নাকি আইন নাই। সেটা আমাদের জনগণের একটা নীতি করে নিলে হতে পারে। সেটা বলে আইন নাই। আইন বানায় কে?

তারপর আমি বলছি পশুপালন সম্পর্কে। আমার এলাকায় পশু চিকিৎসালয় নাই, আমি অনেকবার বলেছি, কিন্তু সেটা করা হয় নাই স্যার। আমি বলছি আমার এলাকায় একটা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি আর কত মিনিট বলবেন?

শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :— আমারতো স্যার, সমস্ত বিষয় বলতে হবে। আমার আরও পাঁচ মিনিট সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আপনি বলুন।

শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :— এখানে ফুড ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১৬ লক্ষ লোকের বাস, কিন্তু আমাদের ১০ লক্ষের মত হচ্ছে রেশন কার্ড, এটা কি করে হয় স্যার, আমার গ্রামের লোক রেশন কার্ড চেয়েও পায় নাই, আমি নাম, ধাম ইত্যাদি দিয়েছি, কিন্তু তারা কোন কার্ড পায় নাই। তারা গ্রামের লোক, নিরীহ লোক, তারা শহরে এসে মোকাবিলা করতে পারে না, কাজেই তারা কার্ড পায় না, অথচ এখানে ১৬ লক্ষ লোকের জন্য ১১ লক্ষ কার্ড ইস্যু করা হচ্ছে এটা কার দোষে স্যার? এটা তদন্ত করা দরকার যে এটা কার দোষে হচ্ছে? কর্মচারীর দোষ না সরকারের দোষ? আমি জানতে চাই এই ১১ লক্ষ কার্ড কোথায় আছে। এটা তদন্ত করে বার করা হউক। আমার জেলায় সবচেয়ে কম দেওয়া হয়, কেন সেটা আমি বুঝিনা। ত্রিপুরাতে কি গণতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্রে নয়? আমার সাব-ডিভিশনে খোঁজ করে দেখুন কত পেয়েছে, আর অন্যান্য সাব-ডিভিশনে কত পেয়েছে? আমি জায়গায় জায়গায় যেয়ে মানুষের কাছ থেকে লেভির ধান আদায় করেছি, আমি জায়গায় জায়গায় যেয়ে বলেছি যে, গরীবকে কৃপা কর, ধান দাও, এইরকমভাবে আমি ধান আদায় করেছি, আর আজকে আমার সাবডিভিশনের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে না কেন? আপনি খাতা খুলে দেখুন কোন সাবডিভিশনে বেশী হয়েছে। কেন আমরা কম পাই? আমাদের বলা হয় যে তোমাদের টিন দেব, সিমেন্ট দেব, কিন্তু টিন সিমেন্ট

আমার সাবডিভিশনে পায় না, অন্যান্য সাবডিভিশনে পায়, কেন এই সব হচ্ছে সেটা তদন্ত করে দেখা উচিত। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব এইগুলি তদন্ত করে যেন দেখা হয়। আমি বেশী বললে পরে আপনারা মনে করবেন আমি খারাপ, মন্ত্রীরা মনে করবেন খারাপ, কিন্তু আপনারা চিন্তা করে দেখুন স্যার এই বিষয়ে। আমি এর বেশী কিছু বলতে চাই না, এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাও আই উড কল অন অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১৯৭৫-৭৬ইং সনের যে বাজেট অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন, আমি তা সমর্থন করছি। এই বাজেট ত্রিপুরার সমস্ত জনসাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা বন্যা, খরা প্রভৃতিতে যারা দুর্দশাগ্রস্ত, সেই সমস্ত জনসাধারণ, উপজাতি, তপশীলি জাতি, অনুন্নত জাতি সমস্ত জনসাধারণের দুঃখ, কষ্টের কথা চিন্তা করেই এই বাজেট সমস্ত দিকে লক্ষ রেখে তৈরী করা হয়েছে। বিশেষভাবে আমরা জানি যে ত্রিপুরার আয় সীমিত, কিন্তু ব্যয় তার থেকে অনেক গুণ বেশী, তথাপি ত্রিপুরার দুর্গত, দুস্থ জনসাধারণের কথা চিন্তা করে এই ত্রিপুরার বাজেট অন্যান্য ষ্টেটের মত কোন টেক্সেশান করা হয় নি। এখানে বিধানসভায় যাঁরা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন, প্রত্যেকেই তাঁদের নিজের নিজের এলাকার জনসাধারণ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন এবং এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু কালকে কথা প্রসংগে একজন সদস্য বলেছিলেন যে এই যে বাজেট, এই বাজেটটা গতানুগতিক হয়েছে। বাজেটের একটা প্রফরমা থাকে এবং সব বাজেটই সেইভাবে তৈরী হয়। কিন্তু এই বাজেটটা মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অন্যান্যবারে যে সমস্ত টাকা, যে খাতে বরাদ্দ ছিল, এবার তার থেকে বেশী করে বরাদ্দ করা হয়েছে, কারণ টাকার মান কমে গেছে, জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে, এই সমস্ত দিক লক্ষ্য করে বাজেটে টাকার অংক বাড়ানো হয়েছে। এখানে বলতে গিয়ে একজন সদস্য বলেছেন, রেলওয়ে হবে বলে শুনেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিপুরাতে রেলওয়ে হবে কি না বুঝতে পারছি না। কিন্তু রেলওয়ে সম্পর্কে ত্রিপুরার সরকার অনেকটা অগ্রসর হয়ে আছেন। এই সম্পর্কে জরিপ করা সম্পর্ণ হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যেই। এবং হায়ার লেভেলে বৈঠক করার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছেন। কাজেই আমাদের নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। তবে রেলওয়ে না হলে আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের অসুবিধা হবে, কারণ একমাত্র পথ কুমারঘাট ধর্মনগরের মাধ্যমে যোগাযোগের। সেটা অত্যন্ত কষ্ট কর। সেজন্য সরকারী প্রচেষ্টাও চলছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে এই ব্যবস্থা হয়। আমাদের ত্রিপুরার গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করছেন যাতে বাংলাদেশের মাধ্যমে রেলওয়ে হয়। কাজেই আমাদের দিক থেকেও তাড়াহুড়া আছে। একটা অসুবিধা ছিল, রেলওয়ের জন্য বাজেটে টাকার অংকটা ধরা ছিল না। এবার ধরা হয়েছে, এখন আমাদের প্রবলেম একটা সুরাহা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত কার্য্যক্রম ধরা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। মাননীয় সদস্যরা কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছেন তার উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে কিছু বলতে হয়। শিক্ষা সম্পর্কে এখানে বাজেটে যে ভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্য্যায়ে ৮৫.২ পার্সেণ্ট, মধ্য বিদ্যালয় পর্য্যায়ে ৪৫.২ পার্সেণ্ট এবং মাধ্যমিক পর্য্যায় ২৩.১ পার্সেণ্ট করে। এই চলতি অর্থ বছরের শেষের দিকে স্কুলের ছাত্র ভর্ত্তির হার বাড়বে। কাজেই

আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থার দিনের পর দিন উন্নতি হচ্ছে। সেটা অনগ্রসর এলাকায় সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং শিক্ষার দিক দিয়ে ত্রিপুরা একেবারে পিছিয়ে নেই। সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই সব কার্য্যসূচী অনুযায়ী আমাদের উত্তর ত্রিপুরায় এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় এই দুটি ডিস্ট্রিক্টে কোন উন্নয়নমূলক কাজ কিংবা এই জাতীয় কিছু ছিল না এর আগে। কিন্তু এই বছর আমরা উত্তর ত্রিপুরায় ছেলেদের জন্য অনাথ আশ্রম এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় মেয়েদের জন্য একটা অনাথ আশ্রম এবং পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য একটা শিশু নিকেতন, দক্ষিণ ত্রিপুরায় অসহায় বিধবা মহিলাদের জন্য একটা আবাস স্থাপনা উত্তর ত্রিপুরায় দুস্থ মহিলাদের জন্য আবাস স্থাপন করা হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য বিনয় ভূষণ বানার্জী বলেছিলেন যে সমাজ কল্যাণে দুস্থ মহিলাদের জন্য উত্তর ত্রিপুরায় একটা কিছু করেন তাহলে ভাল হয়। কাজেই এই বাজেটেই উল্লেখ আছে, উত্তর ত্রিপুরায় দুস্থ মহিলাদের জন্য একটা আবাস সম্প্রসারণ করা হবে। কালা, অন্ধ প্রভৃতি সম্পন্ন শিশুদের প্রতিষ্ঠানটি নূতন করে করার অসুবিধা আছে। এর জন্য যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং অনেক সময় ফরেন থেকেও আনতে হয় সেজন্য এটাকে বাড়ান যায় না। এটাকে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়াও সোস্যাল এডুকেশানের মাধ্যমে ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামে বয়স্ক শিশু কেন্দ্র শিশু-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সমাজ কল্যাণ ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করার জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এবার ট্রাইবেল স্পেশাল স্কীমে কতগুলি স্কুল করা হয়েছিল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে। সেগুলিও সোশ্যালে নেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এবং সেগুলি একসক্লোজভলী ট্রাইবেলদের জন্য এবং উপজাতিদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা এর মধ্যে আছে। এছাড়া কৃষি খাতেও বিভিন্ন কার্য্যসূচীর মাধ্যমে তার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর একটা জিনিষের উপর আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার কৃষির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করে যেভাবে দেশের সম্পদকে বাড়ান হচ্ছে। একটু আগে একজন সদস্য বলেছিলেন যে আমি কৃষি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। কারণ এই দিক দিয়ে আমরা অত্যন্ত উপকৃত কমলপুর এলাকায়। অবশ্য সবাই সমানভাবে উপকৃত নয় এটা সম্ভবও নয় একই সংগে সব জায়গায় সুবিধা দেওয়া। তথাপি একটা আশার জিনিষ ত্রিপুরার জমির মাটি অত্যন্ত ভাল এবং সেই জমিতে হর্টিকালচার করে অত্যন্ত সুফল পাওয়া গিয়েছে। আর একটা প্রচেষ্টা হিসাবে কৃষি বিভাগ থেকে ৫০ জনকে ফল এবং সবজী সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে বহু লোক হর্টিকালচার করে তারা নিজেরাই জিবীকার্জ্জন করতে পারবে। সেচ প্রচেষ্টা বিশেষভাবে করা হচ্ছে। সেখানে দেখতে পাচ্ছি ৫০০ অস্থায়ী বাঁধ এবং ৪০০টি আর্টেজিয় নলকূপ এবং পাম্প সেট বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এবং তপশীল এবং উপজাতিদের মধ্যে ২৫টি পাম্প সেট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এতেই আমাদের চিন্তা আছে কি না সেটা বুঝা যায়। ইরিগেশনের ব্যবস্থা যদি ভাল হয় তাহলে এগ্রিকালচারের ডেভেলাপমেন্ট হবে দেশের সম্পদ বাড়বে এই বাজেটে এটা উল্লেখ আছে যাতে সেদিকে আমরা উন্নতি করতে পারি। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যুৎ পরিকল্পনা প্রভৃতিতে বিশেষ বরাদ্দ করা আছে।

যাতে দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থা আরও দ্রুত হয়। জল সরবরাহের জন্য কৈলাসহর উদয়পুরে ডিপ টিউবওয়েল করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাছাড়াও ১০টি গ্রামীন পরিকল্পনা করে ডিপ টিউব-ওয়েল বসিয়ে সেগুলি কার্য্যকরী করা হচ্ছে এবং এইগুলি ইতিমধ্যে হবে বলে আশা করছি। ক'টা গ্রামাঞ্চলে ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেমন মোহনপুর এবং গান্ধীগ্রাম। অন্যান্য জায়গাতে যেমন বিশালগড়ে—সেগুলি কাজ কমপ্লীট হয় নাই। আশা করি শীঘ্রই শেষ হবে। এইভাবে বিভিন্ন ট্রাইবেল অঞ্চলে গ্রামাঞ্চলে জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সংগে সংগে আর একটা কথা উল্লেখ করছি যে সব এলাকায় আমরা এখনও ব্যবস্থা করতে পারি নাই সেখানকার যিনি প্রতিনিধি তারা মনে করছেন যে ঐ এলাকার লোক-গুলি কষ্ট পাচ্ছে। সেটা সরকার একেবারে চিন্তা করেন না সেটা নয়। সবাই যাতে পায় সেটা সরকারের পরিকল্পনা আছে। ৫ম বার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার সমস্ত গ্রামাঞ্চলে একটা একটা করে ব্যবস্থা করার জন্য সরকারী পরিকল্পনা আছে এবং সেইভাবে সরকার অগ্রসর হচ্ছে। পি, ডবলিও, ডি, থেকে যে সমস্ত রাস্তা সরকার থেকে নেওয়া হবে সেগুলির সংখ্যা পূরণ হচ্ছে। তবে কার্যকরী করার সময় যাতে নাকি সত্যি সত্যি যে সমস্ত এলাকা যে সমস্ত প্রতিনিধিরা একেবারে যোগাযোগ ছিন্ন অবস্থায় আছেন বলছেন সেইসব এলাকায় প্রেফারেন্স দেওয়া হবে নিশ্চয়। তাদের দুঃখ দূর হবে। অনেকগুলি জায়গা আছে সেই জায়গাগুলি যাতে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয় সেইদিকে সরকার লক্ষ্য রাখবেন। ৫ সপ স্কুল এবং ডিসপেন-সারী এবং অন্যান্য যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে নূতন ডিসপেনসারী উন্নয়নের ব্যবস্থা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ আছে। মাননীয় সদস্য বিনোদ বিহারী দাস বলেছিলেন যে পরিবার পরিকল্পনার কার্য্য-ক্রম-এর জন্য কোন ভলান্টারী অর্গেনাইজেশান এগিয়ে আসছে না। এই সম্পর্কে আমার মনে হয় ভলান্টারী প্রতিষ্ঠান ক'টা এগিয়ে আসছে এবং রাণীরবাজার এবং অন্যান্য এলাকার থেকে কিছু কিছু ভলান্টারী অর্গেনাইজেশন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে সুরু করেছে এই কাজগুলিতে। তবে এই কথা সত্যি অন্যান্য স্টেটের তুলনায় এখানকার ভলান্টারী অর্গেনাইজেশান খুব একটা কার্য্যকরী নয়। তবু প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে তাদের এই চেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাই এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে আসবে এই আশা রাখি। সমবায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের যতীন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে চম্পকনগরে জিরানীয়া ব্লকের কতগুলি সোসাইটি তারা ৬০ পার্সেন্ট ৬১ পার্সেন্ট টাকা জমা দিয়েছেন। তারা যদি পুনরায় তাদের ক্রপ লোনের টাকা জমা যাতে না দেওয়া হয় তাহলে তাদের কার্য্যক্ষমতা কমে যাবে। এবং সেখানকার জনসাধারণ এই ডিপো-জিটটা কার্য্যকরী করতে পারবে না এবং তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে সমবায় দপ্তর যাতে সচেষ্ট থাকে এবং সেখানকার ৭টি সোসাইটির মধ্যে ৪টাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং বাকী তিনটিতে ঋণ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সমবায় প্রচেষ্টা ত্রিপুরাতে প্রথম দিক থেকে একটু ত্রুটিপূর্ণ ছিল কিন্তু বর্তমানে এই প্রচেষ্টায় সেইটা অনেক উন্নতরূপ ধারণ করেছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষতঃ কৃষি প্রধান দেশ। কাজেই এখানকার সমবায়ের প্রধান ভূমিকা কৃষকদের ঋণ দেওয়া এবং তাদেরকে শক্তিশালী করে তোলা যাতে নাকি তারা সার বা অর্থাভাবে চাষে কোন কষ্ট না পায় তার জন্য ১৩টি কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয়েছে। এতে কৃষকদের খুবই সুবিধা হয়েছে। তারা নিজের কাছাকাছি জায়গা থেকে ব্যাংক

থেকে টাকা নিতে পারবে এবং সেখানে তারা টাকা জমা দিতে পারবেন। যে অসুবিধাটা এতদিন ছিল সেইটা অনেকটা দূর হয়েছে। আর সবচাইতে যে কথাটা আরেকজন সদস্য বলেছেন যে সোসাইটি অনেক সময় ডিফাংকট হয়ে যায়। গরীব যে সমস্ত সদস্য তাদের টাকা জমা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন এবং অনেক সময় সৎভাবে জমা দিয়ে থাকেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীর অসাধুতার দরুন এই টাকা ব্যাংকে জমা পড়ে না। এতে সাধারণ সদস্য যে সমস্ত কৃষক তারা দুর্দশা গ্রস্ত হয় এবং এইটা খুবই সত্যি। সেইজন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং যে সমস্ত কো-অপারেটিভ কর্মচারী আছেন বা অফিসাররা আছেন তারা সরজমিনে এইটা লক্ষ্য করেছে যে এই ঘটনা চলছে এবং এইটা দূর করার জন্য কি চেস্টা নেওয়া যায় তার জন্য তারা সুচিন্তিত চিন্তাধারা রাখছেন এবং সেইটা কার্য্যকরী করার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে এইটা সম্পর্কে তারা একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। ১৯৭৪ সনের মার্চ মাসে অনেক শক্তিশালী ঋণ দান সমিতি গঠন করা হয়েছে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায়। কাজেই ধীরে ধীরে কো-অপারেটিভ মোভমেন্ট জনসাধারণের প্রিয় হয়ে উঠেছে। কনজিউমার্স সোসাইটি। এখন কনজিউমার্স সোসাইটিতে বহু জনসমাগম হচ্ছে সেখান থেকে সুবিধাজনকভাবে জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় কনজিউমার্স সোসাইটি গড়ে উঠছে। কাজেই সমবায়কে যদি সত্যি সত্যিই কার্য্যকরী করতে হয় তবে সমবায়ে সকলের সহায়তা দরকার। আর তার সততা ও নিষ্ঠার দ্বারা এই সমবায় আন্দোলনকে কার্য্যকরী করা যায়। সর্বশেষে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি আমার ত্রিপুরায় যে সমস্ত কর্মচারী আছেন তাদেরকে অনুরোধ করবো যে ত্রিপুরা সরকারের যে সমস্ত কাজ সেইগুলিকে যদি সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতে হয় এবং যারা দেশকে ভালবাসেন কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য চেষ্টা করেন এবং আমাদের যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন তাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা দেশের কাজে আরও আত্মনিয়োগ করতে পারবো এবং আশা করি দেশের যে কঠিন কাজ, যে দায়িত্ব আমাদের উপর আছে তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়ে সেই অসুবিধাগুলি দূর করতে আমরা সক্ষম হবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীহরিচরণ চৌধুরী।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৫-৭৬'এর বাজেটের যে আলোচনা সেই আলোচনার প্রসংগে আমাদের বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে অনেক বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছেন। আমি যতটুকু জানি গণতান্ত্রিক দেশে সকলেরই সমান দায়িত্ব। সেই হিসাবে আমাদের হয়তো কাজে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে এবং আমরা কিছু করছি না, এই সরকার কিছু করে নাই সেইটা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না। ত্রিপুরায় মহারাজার আমলে সেই সামন্ত যুগে অনেকেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলাম। আজকে দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে সেই ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এগিয়ে চলেছে। তবে আরও করার বাকী রয়েছে এবং মানুষের সমস্যা থাকতে পারে। আমাদের চেয়ে যারা হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে উন্নত দেশে ছিলেন তাদেরকে দেখা যায় আমাদের চাইতে তাদের সমস্যা অনেক বেশী। তবে আমি বিশ্বাস করি তপশীলি উপজাতীর উন্নয়নের জন্য আমরা বিভিন্ন

প্রকল্পের মাধ্যমে যেভাবে কাজ করে চলছি সেইটা সফল হবেই। তাদের উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার একটা কমিশন গঠন করেছেন এবং তার মাধ্যমে ট্রাইবেল ও তপশিলী জাতী ও উপ-জাতীর উন্নয়নের খাতে বহু কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে এবং তাদের জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় কলোনী করেছি। তাতে দেখা যায় ৫৯টি কলোনী আমরা গঠন করে দিয়েছি এবং সেই কলোনীর মধ্যে আমরা জলসেচের ব্যবস্থা করেছি, পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি এবং রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা আমরা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা সরকারের পরিকল্পনার সাথে এগিয়ে আসতে পারে নাই। ত্রিপুরায় অন্যান্য জাতির চেয়ে আজকে তারা হয় তো বেশী দুঃখ ভোগ করছে সেইটা অস্বীকার করবার কথা নয়। তারা হয় তো আজকে নানা অভাব অভিযোগের মধ্যে পড়েছে কিন্তু এইটাও সত্যি যে তারা সরকারের পরিকল্পনার সাথে এগিয়ে আসতে পারে নাই যার জন্য তাদের দিন দিন অভাবের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তার সাথে সাথে আমাদের সরকার তাদের সেই সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করে চলছেন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। তাছাড়া দেখি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে হয় তো তাদের যে ফসলগুলি তারা করে সেই ফসলগুলি ঠিক ঠিক মত তারা তুলতে পারে না এবং ঠিকমত ফসল বেচাবিক্রী করতে জানে না। এইভাবে তাদের নিজেদের যে বিচার একটা পরিকল্পনা সেই জিনিষটা তারা বুঝে না। না বুঝার জন্য তারা আজকে অভাবে পড়েছে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করে চলেছি তাদেরকে লেখাপড়া করার জন্য, আমরা ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করেছি, আমরা তাদের জন্য আবাসিক স্কুল খুলে দিয়েছি এবং তাদেরকে বুক গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে এবং স্কুলে ফি তাদের দেওয়া হয়েছে এবং যারা অসহায় গরীব মানুষ, যারা স্কুলে যেতে পারে না তাদেরকে সাহায্যের জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার যে ট্রাইবেল এরিয়াতে যে সমস্ত স্কুল আছে সেইসব স্কুলে তারা যায় না। তার ফলে আমাদের যে সব মাষ্টার মশায়রা আছেন সেখানে তারা সুযোগ না পাওয়ায়, সহযোগিতা না পাওয়ায় তাতে তাদের মন ভেঙ্গে যায়। তার ফলে তারা শিক্ষাদীক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে পারেনা। তবু বর্তমানে যে সরকার আছেন তাদের উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখছেন। আমরা গত ১৯৭৩-৭৪ সনে দুটো সাতে স্থানে কলোনী করেছি। যেমন খুলনা এবং জাম্পুইজলাতে। আমরা তাদের জন রাস্তাঘাটের, পানীয় জলের, শিক্ষা এবং তাদের জীবন উন্নয়নের, তাদের জল সেচের ব্যবস্থা এবং তাদের কৃষি ঋণ এবং শুকর, মোরগ ইত্যাদি পালনের জন্য তাদের কিছু কিছু তাদের সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু নিজেরা যদি একটু সচেতন না হন তাহলে তাদের উন্নতি হবে না। আমরা শুকর পালার জন্য দিয়েছি ট্রাইবেলদের, গরু পালনের জন্য গরু দিয়েছেন সরকার। কিন্তু সেই গরুকে যদি নিজের মনে করে পালন না করেন কিংবা শুকর পালন না করে একটা পরিবার মেনটেন্ না করার ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে কি করে হবে। তাহলে তো সরকারের এই সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি জিরানীয়াতে আমরা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তাদের অনেক পরিবারকে শুকর এবং মোরগ এবং এ্যাগ্রিকালচার করার জন্য তাদের ঋণ সরকার দিয়েছেন। সরকার চাচ্ছেন যে তারা যে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে সেই ঋণ তারা ঠিক ঠিক খাতে ব্যয়িত হয়। অর্থাৎ কৃষিকার্যের জন্য যে ঋণ দিয়েছেন তা যেন কৃষি কার্যেই ব্যবহৃত হয়। তা যেন মেয়ের বিবাহকার্যে লাগানো না হয়। তা না হলে উন্নতি

হবে না। আমরা দেখেছি শুকর পালার জন্য দুটি পরিবারকে তিনটা তিনটা করে শুকর দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার সেই শুকরকে বিক্রী করে তারা মেয়ের বিবাহের মধ্যে লাগিয়েছে। তাহলে আমাদের যে প্রকল্প, সরকারের যে ট্রাইবেল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সেটা এগিয়ে আসতে পারে না। আমি আশা করব যে ট্রাইবেলদের উন্নতি করতে হলে শুধু মাত্র মন্ত্রীদের দ্বারা হবে না। সমস্ত জনগণের সাহায্য এবং সহযোগীতা ব্যতীত তাদের উন্নতি করা সম্ভব নয়। অতএব আমি প্রত্যেকের সহযোগিতা কামনা করি।

ডম্বুরের উচ্ছেদের ব্যাপারে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন, অনেক মন্তব্য করেছেন। ডম্বুরের উচ্ছেদপ্রাপ্ত পরিবারের মধ্যে আমরা ১৩৩টি পরিবারকে আমরা কমপেনসেশানের টাকা দিয়েছি। আর কিছু বাকী রয়ে গেছে। আমি তাদেরকে বলেছি, তোমরা যে কমপেনসেশানের টাকা নিয়েছ তা যথাযথভাবে ব্যয় কর। নয়তো তোমরা টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দাও। জায়গা খরিদ করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা নিয়ে যাও। আমাদের সরকার আইন অনুযায়ী সাহায্য করে থাকেন। সেই অনুযায়ী টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু টাকা নিয়ে সেটা যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা রেডিও কিনেছে, জুয়া খেলেছে, মদ খাচ্ছে। যত রকমের দুর্নীতি আছে এই টাকা দিয়ে তাই করা হচ্ছে। তাহলে তাদের ভবিষ্যত কি? তাদের ভবিষ্যতের চিন্তাটা কি হবে। সরকার আজকে আমায় ৪ দ্রোণ জমি নিয়েছে। এবং কমপেনসেশানের টাকাও আমায় দিয়েছে। এখন সেই টাকা দিয়ে কিছু কাজ করা দরকার আমায়। কিন্তু একথাটা কেহ চিন্তা করছে না। আমি আমার মাননীয় সদস্যদের যারা এই বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন, মন্তব্য করেছেন তাদেরকে আমি যথাযোগ্য সহযোগীতা করার জন্য বাস্তব দিকে চিন্তা করতে বলব। আর সেখানে কমপেনসেশান ছাড়া আমরা ৫১৮টি পরিবারকে ৫টি কলোনীতে পুনর্বসতি দেবার জন্য প্রস্তাব করেছে। পুনর্বসতি দেবার জন্য আপনি জানেন যে ত্রিপুরাতে লুঙ্গা ভূমি এখন কোথাও নেই। লুঙ্গা ভূমি দেবার কথা সরকারকে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যদি কোথাও লুঙ্গা জমি পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে লুঙ্গা ভূমি দেয়া হবে। কিন্তু আজকে ৫০০, ৭০০, কিংবা ১,০০০ হাজার পরিবারকে লুঙ্গা ভূমি দেবার মত লুঙ্গা পাওয়া যাবে না। সেইজন্য আমি বলছি আপনারা একটু বাস্তব দিকে চিন্তা করে দেখুন। তাদের সাহায্যের জন্য আমরা যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছি। যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে—এগ্রিকালচারেল ডিপার্টমেন্ট এবং সমস্ত রকমের ডিপার্টমেন্টকে তাদের সাহায্য করার জন্য বলে দিয়েছি। কিন্তু তারা কিছু করবে না। বললে তারা বলে থাকে যে সরকার আমাদেরকে খাবার দেবে। তাদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য আমরা অনেক কিছু করেছি। তাদের পরিবার মেনটেন করার জন্য কিছু কিছু গ্র্যান্ট দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে তারা তাদের পরিবার মেনটেন করার জন্য যে শুকর দেয়া হয়েছিল, যে মোরগ দেয়া হয়েছিল তারা তা বিক্রী করে দিয়েছে। তারা কি করছে আমি জানি না। এখন সেই কলোনীতে ২০০।২৫০ পরিবার কোথায় চলে গেছে তা আমি জানি না। কিন্তু আমাদের এর জন্য কষ্ট করতে হবে। কষ্ট ব্যতীত বা উৎপাদন ব্যতীত উপজাতিদের উন্নতি হবে না। সরকার আপনাদের সাহায্য করছেন। আপনাদের উন্নতির জন্য আমরা আরো ২৭ লক্ষ টাকা আমাদের বাজেটে ধরা হয়েছে। রাস্তাঘাটের জন্য, তাদের ইণ্ডাস্ট্রী করার জন্য যাদের বিভিন্ন

রকমের পরিকল্পনার জন্য আমরা ২০ লক্ষ টাকা ধরেছি। এই যে ৫টা কলোনী এবং আরো কিছু বাকী রয়ে গেছে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের কথা যে এই ব্যাপারে আমাদের সাথে কেহ সহযোগীতা করছেন না। উপজাতিদের একথা বুঝতে হবে যে তাদের ভাল করে বাঁচতে হবে শিক্ষা দীক্ষায় তাদের অগ্রসর হতে হবে একথা তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এর জন্য শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। তাহলে উপজাতিদের উন্নতি হবে না। আজকে তাদের দুঃখ আছে, কষ্ট আছে সেটা সরকার স্বীকার করেন। কিন্তু উপজাতিরাও দুঃখ কষ্ট দূর করতে জানে না, তারা তাদের পরিবার মেনটেন করতে জানে না। কিন্তু এখানে মাননীয় সদস্যরা তাদের কথা বলতে গিয়ে "চক্ষের জলে বক্ষ ভাসি যায়", তাঁরা হায় হায় করছেন কিন্তু তাঁরা বাস্তব দিকে তাকাচ্ছেন না। এখানে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা আছে তারা না খেয়ে মারা যাচ্ছে এর জন্য সরকারকে সবার সহযোগিতা করা উচিত। আমরা এখানে উপজাতিদের উন্নতির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছি। ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া হচ্ছে। যারা ভূমিহীন হিসাবে আছেন, যারা জুমিয়া হিসাবে সাহায্য করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা সাহায্য পেয়েও সেটা কাজে লাগায় না। তাদের সরল মানুষ পেয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিয়ে খেলছে। তাদের বিভিন্নভাবে উস্কানি দিয়ে কাজকর্ম্ম পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। কেবল আন্দোলন করো, ঘেরাও করো, রাজনৈতিক সোস্লোগান দেও। যারা দিচ্ছে তারা কিন্তু বোঝে না কারণ তারা জ্ঞানহীন। তারা মনে করে আমরা যদি আজকে শ্লোগান দিতে পারি রাস্তায় গিয়ে তাহলে আমাদের অভাব পূরণ হয়ে যাবে। তখন সকলেই সেখানে চলে আসবে কাজ কর্ম কিছু হবে না। আজকে স্যার এই বর্ষার দিন, ফসল উৎপাদনের সময় সবাই আজকে যদি সেখানে চলে যায় তবে উৎপাদনের ব্যাঘাত হবে। সেকথা আমাদের উপজাতি ভাইয়েরা কিন্তু চিন্তা করে না। তবে সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের মংগলের জন্য সরকার যথাযথ ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে পশ্চাদপদ জাতিকে উন্নত করার জন্য। আর যেখানে সিডিউল কাষ্টের মধ্যে যে বাস্তুকর শব্দকর আছে তাদের উন্নতির জন্যও সরকার চেষ্ট করে যাচ্ছেন। হরিজন কলোনিতে যারা আছে এবং এখানেও অন্যান্য হরিজন যারা আছে তাদেরকে বলছি ভাই তোমাদের আমি পুনর্বসতি দেব তোমরা সেখানে চলে যাও তাহলে সরকারের যা যা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসারে তোমরা সেখানে সব পাবে। সরকার আপনাদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করেছে সেখানে কলোনী করেছে আপনারা সেখানে চলে যান কিন্তু তারা যেতে চায় না। তাছাড়া আমরা যতটুকু সম্ভব যতটুকু তাদের পাওনা সে সাহায্য সরকার দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এবং আমরা খোয়াইতে শব্দকরদের তিন হাজার টাকা করে সাহায্য দিয়ে চলেছি। আর কিছু পরিবার আছে তারা বাকি রয়ে গেছে, তাদেরও আমরা দেব। আমরা তাদের শিক্ষা দিক্ষার ব্যাপারেও বিশেষভাবে প্রচেষ্টা করে চলেছি। বিত্তালয়ে তাদের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। যারা সিডিউল কাষ্ট বিত্তালয়ে যাদের পড়বার ক্ষমতা নাই বা যারা খরচ করতে পারে না প্রতি মাসে তাদের ৩০ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত সরকারের আছে। বোর্ডিং-এ থাকার জন্য তাদের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। সেই বোর্ডিং-এ সিডিউল কাষ্ট এবং ট্রাইবেলদের যে অধিকার সেটা দেওয়ার জন্য সরকার সবসময় প্রস্তুত আছে। বোর্ডিং এর সংখ্যা বাড়ানোর আমরা ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়

রেখেছি এবং সব পরিকল্পনাগুলি আমাদের রূপায়িত করতে হবে। যেহেতু উপজাতিরা বোঝে না সেই হেতু আমি অনুরোধ করবো যে প্রত্যেকটা মানুষ এবং বিধানসভার সদস্যগণ এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য সহযোগিতা করবেন যাহাতে আমরা এই পরিকল্পনাগুলিতে সাফল্য লাভ করতে পারি। আমাদের বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ্।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বারস্, আগামীকালের লিষ্ট অব বিজিনেস সম্পর্কিত কমিজেনডাম লবিতে রাখা হয়েছে, আপনারা অনুগ্রহ করে তা নিয়ে যাবেন।

General discussion on Budget Estimates will resune tomorrow. Now the House stands adjourned till 12-00 noon of 24th May, 1975.

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 162

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ পর্য্যন্ত প্রতি বছর ত্রিপুরায় কতজন টি, বি, রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার হিসেব;

২) এই সংখ্যা যদি বৃদ্ধির দিকে হয়, তার কারণ;

৩) টি, বি, রোগীরা তপশীলি জাতী, উপজাতী বা অন্যান্য অংশের গরীব হলে কি কি সাহায্য পেয়ে থাকেন ?

উত্তর

১) বৎসর ভিত্তিক টি, বি, রোগ নিরূপণের সংখ্যা :—

	১৯৭০	—	১,২৬৫ জন
	১৯৭১	—	৯৩২ ,,
	১৯৭২	—	১,১৩১ ,,
	১৯৭৩	—	১,৬১৩ ,,
এবং	১৯৭৪	—	১,৩৪১ ,,
	মোট—		৬,২৮২ জন

২) রোগ নির্ণয়ের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও জনসাধারণের রোগ সম্পর্কে সচেতন তাই হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

৩) তপশিলী জাতী ও উপজাতী এবং রেজিষ্ট্রীভুক্ত উদ্বাস্ত টি, বি, রোগীদের সরকারের তরফ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ছাড়াও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 351

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) Industrial Estate গুলিতে যে সকল কাজ হচ্ছে তাতে ১৯৭৪-৭৫ এ সরকারের লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে ?

২) যদি লোকসান হয়ে থাকে, তবে কোন Industrial Estate এ কত লোকসান হয়েছে তার হিসেব ?

উত্তর

১ ও ২) উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেটে সরকারী ইউনিটগুলিতে ১৯৭৪-৭৫ এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট টাঃ ৩,৫৯২ লাভ হইয়াছে ; অরুন্ধুতিনগর ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেটের সরকারী ইউনিটগুলির ১৯৭৪-৭৫ সনে লাভ লোকসানের হিসাব তৈরী করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 397

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ইং চুড়াইবাড়ী লাঠি চার্জের ফলে গুরুতর আহত এক-সি-আই শ্রমিক শ্রীবীরচন্দ্র সিংহকে কদমতলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বলে সরকার জানেন কি ?

২। পরবর্তী দিনে তাকে ধর্মনগর এনে ধর্মনগর হাসপাতালে ভর্তি করার চেষ্টা করলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করেন নি বলে কোন সংবাদ সরকারের জানা আছে ?

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে, ধর্মনগর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গুরুতর আহত শ্রমিক-টির নিরাপত্তা ও চিকিৎসার ব্যাপারে ঐরূপ ঔদাসীন্যের কারণ কি ?

উত্তর

১। শ্রীবীরচন্দ্র চন্দ্র সিংহকে কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৮।২।১৪ইং তারিখে ভর্তি করা হইয়াছিল।

২। শ্রীসিংহকে তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে ধর্মনগর হাসপাতালের বহিঃবিভাগে পাঠানো হইয়াছিল ; রোগীর আঘাতও সামান্য ছিল কাজেই ভর্তি করার প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 426

By Shri Jilendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার দক্ষিণ অংশে টি, আর, টি, সি, এর বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে কিনা ;

২। থাকলে তা কবে থেকে চালু হবে ; এবং

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। ৭-১০-৭২ ইং আগরতলা, উদয়পুর, আগরতলা বিলোনীয়া (উদয়পুর হইয়া) ও আগরতলা—সাবরুম (উদয়পুর হইয়া) রুটে টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু করা সম্পর্কে খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইয়াছে। আইনানুগ সমস্ত বিধি পালন পূর্বক এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 401

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার সরকারী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়ে ১৯৭৪-৭৫ এ অদ্যাবধি মোট কত টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে তার চিকিৎসালয় ভিত্তিক হিসেব ;

২। ইহা কি সত্য যে, আগরতলা শহরের চিকিৎসালয়ে অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাওয়া যায় না ; এবং

৩। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত ঔষধই প্রয়োজনমত তৈরী করা হয়, কাজেই কোন নির্দিষ্ট মূল্যের ঔষধ সরবরাহ করার প্রশ্ন উঠে না। ১৯৭৪-৭৫ সালে ঔষধের জন্য ১৬০০০ টাকার কাঁচামাল সংগ্রহ করা হইয়াছে।

২। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র এখানেই তৈরী করা হয় এবং বিশেষ কোন দুষ্প্রাপ্যতার কথা জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 413

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া ব্লকে বি, ডি, সি নেই কতদিন ধরে ; এবং

২) তার কারণ সমূহ।

উত্তর

১) সোনামুড়া ব্লকে বি, ডি, সি আছে

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 434

By Shri Abdul Wazid

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে উপ্পাথালি (ধর্মনগর) ডিসপেন্সারীতে কোন ডাক্তার নাই ; এবং

২) সত্য হইলে, উহার কারণ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ডাক্তারের স্বল্পতা হেতু প্রত্যেক ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'B'

UN STARRED QUESTION No. 170

By Shri Naresh Ch. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারী গাড়ীতে ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ এর ডিসেম্বর পর্যান্ত পেট্রোল বাবত কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) পেট্রোল বাবত ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৭২-৭৩ ইং— টা: ১১,০৯, ২০৪.৩১ প:

১৯৭৩-৭৪ ইং— টা: ১৬,১৩, ২৮৫.৩১ ,,

(ডিসেম্বর পর্যান্ত)

———